গোবিন্দমঙ্গল।

শ্রীমদ্ভাগবতার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক

৺ দুঃখীশ্যাম দাস বিরচিত।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক

প্রকৃত পাঠ নির্বাচনপূর্ব্বক বঙ্গবাসীর জন্য

প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং ধনং
* * * *
তৎ শৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা প্রমুচ্যেন্নরঃ॥

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৮ শকাব্দ।
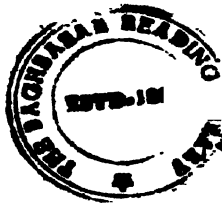
বিজ্ঞাপন।

নিগম কল্পতরুর গলিত ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের এমন পরিচিত ও সমাদৃত যে তাহার প্রতি লোকের চিত্তাকর্ষণ জন্য আমাদের অধিক কিছু বলিতে হইবে না। উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে যে বেদব্যাস সর্ব্বার্থযুক্ত সারগম্ভীর অতি বিস্তৃত মহাভারত রচনা করিয়াও মনের তৃপ্তি পাইলেন না। অতএব তিনি শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। একথা পরিব্যক্ত না থাকিলেও মহাভারতাদি পাঠের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে পাঠকের মনে সহজে ঐ সিদ্ধান্ত উদিত হইতে পারে।

মহাভারতে পাণ্ডব-সহায় যে পুরুষোত্তমের কেবল মহাবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার সর্ব্বরসাত্মক অপূর্ব্ব লীলাকাহিনী ও ষড়ৈশ্বর্য্য বিচিত্র রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতির ও স্মৃতির মধ্যে যেরূপ অনুপাত, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের মধ্যে সেইরূপ অনুপাত। মহাভারত নীতিজ্ঞান-প্রধান; শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বজ্ঞান-প্রধান। মহাভারতে স্মৃতিবিহিত লোক-ধর্ম্ম বিবিধ উদাহরণ সহকারে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিসিদ্ধ বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মের তত্ত্বোপদেশ নানা উপলক্ষে ও নানা প্রকারে কথিত হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা এই মহাপুরাণের উৎকর্ষ এই যে অন্যান্য পুরাণের প্রধান উপদেশ্য কামনামূলক বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান; শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ্য ফলাভিসন্ধান-রহিতা অহেতুকী ভক্তি। পুরাণ ও ভারতাদিগ্রন্থ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের উৎকর্ষ তাহার শ্রোতা, বক্তা, স্থান, কাল, উপলক্ষ, উপদেশ, আরাধ্য, আরাধনা, এবং ভাষা ও রচনা প্রণালী,—এই সকল অংশেই পরিলক্ষিত হয়।

লোকহিতচিকীর্ষু ভগবান্ বেদব্যাস বেদের নির্য্যাস-রূপ তত্ত্বমহৌষধকে কৃষ্ণলীলামৃত রসে মিশ্রিত করিয়া ভবরোগগ্রস্ত জনগণের অতি সুখসেব্য ও উপাদেয় করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু তাহা সংস্কৃত ভাষার কঠিনতর আবরণে আবৃত থাকাতে সর্ব্বসাধারণ লোকে তাহা সেবন করিতে পারে নাই। যখন সংস্কৃত চর্চ্চা ক্রমশঃ খর্ব্ব এবং বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন ঋষি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের ঐ সকল স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ হইবার প্রয়োজন হইল। এই সময়ে দীন ভক্ত দুঃখীশ্যাম দাস প্রাদুর্ভূত হইলেন।

দুঃখীশ্যাম দাস, কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণানুবাদ এবং কাশীরাম দাস কৃত মহাভারতানুবাদের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের

মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় দৈবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চরিত। প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে শৌনকাদি ঋষি ইহাই প্রশ্ন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কথার অবতারণা করেন। আনুসঙ্গিক ভগবানের অন্যান্য অবতার ও সাধু ভক্তদিগের বৃত্তান্ত উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ লীলার আদি অবধি অধিকাংশ উল্লিখিত হইয়াছে। দুঃখীশ্যাম সেই দশম স্কন্ধকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া এবং প্রথম দুই স্কন্ধ ও শেষ দুই স্কন্ধ হইতে আবশ্যকীয় কথা লইয়া, গোবিন্দমঙ্গল নাম দিয়া, এই ভাগবতার্থ প্রকাশ করেন। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম যেমন স্বীয় স্বীয় অবলম্বিত গ্রন্থের সঙ্গে অন্যান্য পুরাণাদির কথাও মিশ্রিত করিয়াছেন, দুঃখীশ্যামও সেইরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদি হইতে, কোন কোন কাহিনী গ্রহণ করিয়া ভাগবতার্থ পরিপুষ্ট করিয়াছেন।

দুঃখীশ্যাম ভিন্ন আরো কোন কোন ব্যক্তি ভাগবতার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক এক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণ কৃষ্ণ চরিত প্রকাশ করেন নাই; কেহ রাস, কেহ প্রভাস, কেহ বা কেবল গোকুল বৃত্তান্ত বা দ্বারকা লীলা বর্ণন করিয়াছেন। গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের অনুরূপ সমস্ত কৃষ্ণচরিত আছে:—

বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং
কর্ম্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্ত্তিঃ
সংহর্ত্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ ॥ ১১।১।১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সকল সুন্দর বস্তুর সন্নিবেশরূপ কলেবর ধারণ করিলেন; পৃথিবীতে মঙ্গল জনক কর্ম্ম সকল সাধন করিলেন; দ্বারকা ধামে পরমারামে অবস্থান করিলেন। সেই আপ্তকাম ঈশ্বর কেবল কীর্ত্তি প্রচারজন্য এই সকল করিয়া শেষে আপনার সমস্ত কুল সংহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

যেমন এক স্থানিক লীলা দ্বারা কৃষ্ণচরিত সম্যক্ বিদিত হয় না, সেইরূপ প্রথম দৃষ্টিতে কৃষ্ণ লীলার যেদৃশ্য দেখা যাইবে, তাহাতেই তাহার পর্য্যাপ্তদর্শন হয় না। যাঁহাকে তুমি যশোদার গৃহাভ্যন্তরে দেখিতেছ, তাঁহাকে মুখ ব্যাদন করিতে বল, তাঁহার উদরাভ্যন্তরে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখিবে; যাহাকে তুমি বৃন্দাবনের লতা কুঞ্জ রূপে দেখিতেছ, তাহার অন্তরে দৃষ্টিপাত কর, তথায় যোগপৃষ্ঠগত মণিমণ্ডপ দেখিতে পাইবে। দুঃখীশ্যাম দেখাইয়াছেন যে মায়াময় ঈশ্বরের বৃন্দাবন লীলা গোলোকের নিত্য লীলার প্রতিরূপ মাত্র। পূর্ব্বাপর বিশেষ আলোচনা করিয়া বিশিষ্ট ভক্তেরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতীতি হইবে যে যেমন আকাশস্থ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্পণে

প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশ পায়, যেমন বহিস্থ নটের ক্রীড়া সকল কাচ গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নভোলিঙ্গ ঈশ্বরের বিচিত্র কর্ম্ম, তিনি যেমন দেখান, তুমি তেমনি দেখিতে পাইবে।

এই গোবিন্দ মঙ্গল গ্রন্থ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। দুঃখীশ্যাম দাস কাশীরাম দাসের ন্যায় সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন না। আর তিনি কৃষ্ণ গুণ কীর্ত্তন দ্বারা ভক্তোচিত কার্য্য করিবার উদ্দেশেই এই গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং ইহাতে তিনি কেবল রচনা নৈপুণ্য দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। গোবিন্দমঙ্গল ভক্তি গ্রন্থ; কাব্য গ্রন্থ নহে। তথাপি ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণমনোহর বিচিত্র লীলা বিলাসের অপূর্ব্ব বর্ণনা থাকাতে ইহা সর্ব্ব রস ও সর্ব্বালঙ্কার যুক্ত মহার্হ কাব্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছে।

আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত কয়েকখানি পুস্তক হইতে প্রকৃত পাঠ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম। আমরা শব্দ সকলের বর্ণাশুদ্ধি ও বর্ণবৈরুব্য প্রভৃতি দোষ নিরাকরণ ভিন্ন আদর্শ গ্রন্থের আর কোন ব্যত্যয় করি নাই। ২০০ বৎসর পূর্ব্বের দুঃখীশ্যামের ভাষা ও রচনা প্রণালী যেমন বুঝিয়াছি তেমনি রাখিয়া দিয়াছি।

দুঃখীশ্যাম গোবিন্দমঙ্গলের প্রথমে বিষ্ণু-বন্দনা ও পরে সর্ব্বদেব বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। বিষ্ণুবন্দনার শেষে ধরিয়া লেখা আছে, "বিষ্ণু বন্দি বন্দো দেবগণে"। কিন্তু কোন কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে চৈতন্য বন্দনা গুরু বন্দনা, ও শ্রীরাম বন্দনা আছে। হয়ত দুঃখীশ্যাম এইগুলি পরে রচনা করিয়াছিলেন, অথবা আর কেহ রচনা করিয়া এই গ্রন্থ মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে অনেক ভুল থাকাতে সেগুলি আমরা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না।

গোবিন্দমঙ্গলের কোন্ অধ্যায়ের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের কোন্ স্কন্ধের কোন্ অধ্যায়ের মিল আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত ইহার সূচীপত্রে সেই সেই স্কন্ধের প্রথমাক্ষর ও তাঁহার অধ্যায়ের অঙ্ক লিখিয়া দিলাম।

দুঃখীশ্যাম দাসের জীবনবৃত্তান্ত।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণার মধ্যে হরিহরপুর নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রাম মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব্ব-বর্ত্তী। এই গ্রামে দুঃখীশ্যাম দাসের বাস ছিল। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রিয় দে-বংশীয় কায়স্থ।

দুঃখীশ্যামের সময়ে কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের অনুবাদ ও কাশীরামকৃত মহাভারতের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়ে চৈতন্যচরিত বিষয়ে দু-একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং চণ্ডীমঙ্গলাদি কাব্যও প্রচারিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া দুঃখীশ্যাম শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান আখ্যান কৃষ্ণচরিত অবলম্বনপূর্ব্বক গোবিন্দমঙ্গল রচনা করেন। চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়নাদি নবগীতিকাব্য রচনা জন্য কোন কোন রাজার সাহায্য ও উৎসাহদান আবশ্যক হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বঙ্গানুবাদ পক্ষে দুঃখীশ্যামের সেরূপ কোন প্রয়োজন হয় নাই। ভগবদ্‌ভক্তদিগের সাহায্য ও উৎসাহদানই যথেষ্ট ছিল। সংকীর্ত্তন-প্রিয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে গোবিন্দমঙ্গল গীত সহজেই পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ দ্বারা দুঃখীশ্যামের যশ বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং তিনি পরম জ্ঞানী, প্রগাঢ় প্রেমী, ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সকল বৈষ্ণবের সঙ্কীর্ত্তনাদির কিছু কিছু অভ্যাস থাকে। দুঃখীশ্যামের ন্যায় কবিত্বপূর্ণ প্রেমিক ব্যক্তির যে সঙ্গীতপটুতা থাকিবে, তাহা অসম্ভব নহে। কথিত আছে, তিনি স্বয়ং তাঁহার রচিত এই গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ কখন গাইয়া, কখন পাঠ করিয়া, দেশে দেশে লোককে শুনাইতেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি হইত, এবং অনেকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিত। এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী কথিত হয়। এমন কি, জয়দেবের গ্রন্থে যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্ত-লিখিত "দেহি পদপল্লবমুদারং" বাক্য সন্নিবেশিত হওয়ার প্রবাদ আছে, গোবিন্দমঙ্গলের মধ্যেও তদ্রূপ কিছু ঈশ্বরাক্ষর থাকার প্রবাদ আছে। ফলতঃ দুঃখীশ্যামের প্রেম, ভক্তি ও তাঁহার কবিত্বগুণে তাঁহাকে সাধারণতঃ লোকে দেবানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিত। তিনি পরে তাৎকালিক মেদিনীপুরের রাজাদিগের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় কতক ভূমি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লোকের মৃত্যুর পর তাহার যশঃকীর্ত্তি বিস্তারিত হয়। দুঃখীশ্যামের জীবনকালে তিনি নিজেই লোকের সেবা আরাধনার পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার লিখিত পুস্তকখানিকে তাঁহার স্থানীয় ও পূজার্হ বস্তু করিয়া তোলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি নিজেই ঐ গ্রন্থখানিকে প্রতিদিন পুষ্প চন্দনে পূজা করিতেন; পরে সেই গ্রন্থখানি ইষ্টপূজার "যন্ত্র" বা মন্ত্রেশ্বর রূপে নিত্য পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

ইংরাজদিগের রাজত্বের প্রথমে দশশালা বন্দোবস্তের সময়, দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি লাখেরাজ ভূমির নূতন সনন্দ দেওয়া হয়। তখন

দুঃখীশ্যামের বংশীয় গৌরাঙ্গ অধিকারী এক সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। সেই সনন্দে দুঃখীশ্যামের প্রাপ্ত ভূমিসকলকে দেবোত্তর করিয়া দেওয়া হয়। সেই সনন্দে উদ্দিষ্ট দেবতার কোন নামকরণ হয় নাই। "শ্রীশ্রী৺ সেবার কারণ" এইমাত্র লিখিত আছে। পরে জমীদারী সেরেস্তায় ঐ দেবতার নাম "গোবিন্দজী" উল্লিখিত হয়। গোবিন্দজী নামে কোন বিগ্রহ বা শিলা বা ঘট পটাদি বস্তু নাই। গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থখানিই সেই দেবতা। দুঃখীশ্যামের বংশের স্ত্রীরাও তাহাদের নিত্য সেবিত সেই দেবতার ঠিক নাম জানে না। তাহারা বলে, দুঃখীশ্যাম ঠাকুর।

যাঁহার অসামান্য উদার শিক্ষাপ্রভাবে এই ব্রাহ্মণপ্রধান হিন্দুদিগের মধ্যে— "চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ" বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালও মুনি-শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, সেই চৈতন্যদেবের প্রসাদে কায়স্থ দুঃখীশ্যাম দাসও অনেকের মন্ত্রদাতা গুরু হইয়াছিলেন। এখনো ইহাঁর বংশধরেরা ঐ সকল শিষ্যবংশের দীক্ষামন্ত্র দান ইত্যাদি গুরুকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। দুঃখীশ্যাম জাতিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে বৈরাগী। তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যগণ কায়স্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক।

গোবিন্দমঙ্গলের ভণিতায় "দুঃখীশ্যাম দাস" এই মাত্র তাঁহার পূর্ণ নাম ব্যক্ত হইয়াছে। দুঃখীশ্যাম তাঁহার প্রকৃত নাম; দাস শূদ্রবাচক ও ভক্তি ব্যঞ্জক উপাধি মাত্র। দুঃখীশ্যামের ন্যায় কাশীরামও "দে" বংশীয় ছিলেন। তিনিও উহাঁর ন্যায় তাঁহার নামের সঙ্গে সর্ব্বত্র 'দাস" শব্দ যুক্ত করিয়া "কাশীরাম দাস" নামে খ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখীশ্যামের বংশীয় যে কয় পুরুষের নাম আমরা প্রাপ্ত হইতেছি, তাঁহারা সকলে 'অধিকারী" উপাধি ধারণ করিয়াছেন। বোধ হয়, দীক্ষাদানাদি কার্য্য ইহাঁদের বংশে প্রথিত হইলে, সেই কার্য্যানুবোধক "অধিকারী" বিশেষণটী উপাধিতে পরিণত হইয়াছে।

যেমন অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকারগণের সবিস্তার জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায় না, দুঃখীশ্যামেরও তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু যেমন অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকারের বংশের কোন লোককে পাওয়া যায় না, দুঃখীশ্যামের সেরূপ নহে। তাঁহার উত্তরাধিকারী এক বংশধর এখনও তাঁহার বাস্তুতে তাঁহার কীর্ত্তি মহীরুহের মূল রক্ষা করিতেছেন। ইনি দুঃখীশ্যামের পিতা হইতে প্রায় দ্বাদশ পুরুষ। খ্যাতকীর্ত্তি গ্রন্থকারগণের নাম লোপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব গ্রন্থকারগণের নাম রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের বংশাবলীর প্রয়োজন

হয় নাই। দুঃখীশ্যামদাসের বংশ সম্বন্ধেও আংশিক এই লক্ষণ ঘটিয়াছে। তাঁহার বংশের শাখা প্রশাখায় বৃদ্ধি নাই। ইহাও একটী অসাধারণ ঘটনা যে, এই দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত তদ্বংশে কেবল একটী করিয়া পুরুষ—প্রায়ই কনিষ্ঠ সন্তান-জীবিত থাকিয়া বংশপ্রবাহ রক্ষা করিতেছেন।

দুঃখীশ্যামের পিতার নাম শ্রীমুখ, মাতার নাম ভবানী। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির কোন পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে বা অন্য কোথাও নাই। সর্ব্বনিম্নে ছয় পুরুষের নাম এই,—

৺ দ্বারকানাথ অধিকারী।
৺ আত্মারাম অধিকারী।
৺ গৌরাঙ্গ চরণ অধিকারী।
৺ রামকানাই অধিকারী।
৺ বিনোদমোহন অধিকারী।
শ্রীসীতানাথ অধিকারী।

ভক্ত দুঃখীশ্যাম কেবল সংসার সাগরোত্তরণ উদ্দেশে, কেবল হরিগুণানুকীর্ত্তন জন্য, গোবিন্দমঙ্গলের রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এই গ্রন্থ রচনাতে তাঁহার আর কোন অভিপ্রায় বা প্রয়োজন দেখা যায় না।

দুঃখীশ্যাম যখন "ভজ কৃষ্ণ" "ভজ কৃষ্ণ" বলিয়া, ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ সমাপন করেন, তখন তাহার দিগ্‌দেশ কালাদির প্রতি লক্ষ্য থাকা সম্ভব নহে। তিনি তাহার গ্রন্থ লিখনের উপযোগী কোন ঘটনা বা তাহর সময় বাচক কোন কথা সেই গ্রন্থে ব্যক্ত করেন নাই। চণ্ডীমঙ্গলাদি গ্রন্থের শেষে গ্রন্থরচনার সময় নির্দ্দেশক যেমন একএকটী কবিতা আছে, গোবিন্দমঙ্গলের হস্ত লিখিত কোন পুস্তকে সেরূপ কিছু পাইলাম না। গৌরাঙ্গ অধিকারীর লব্ধ ১৭৮৩ খৃঃঅব্দের লিখিত সনন্দে ব্যক্ত আছে যে, এই সকল জমি "সন দেওয়ানীর পূর্ব্ব হইতে" ইহাদের দখলে আছে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের দেওয়ানী প্রাপ্তি হয়। দুঃখীশ্যাম দাস এত পূর্ব্বের লোক যে ১৭৮৩ অব্দেও তাঁহার দান প্রাপ্তির কালাদির নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। এজন্য উক্ত সনন্দে তাঁহার কথা কিছু উল্লেখ নাই। ১৭৬৫ অব্দের পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বারকানাথ অধিকারীর চারি পাঁচ পুরুষ পূর্ব্ব হইলে দুঃখীশ্যাম ২০০ বৎসরের লোক, ইহা জানা যাইতেছে।

সূচীপত্র।

* প্র, দ্বি, তৃ, দ, একা, দ্বা, দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমাবধি স্কন্ধের সঙ্কেত লিখিত হইল। যেখানে এরূপ কোন অক্ষর নাই, সেখানে দশম স্কন্ধ বুঝিতে হইবে। অঙ্ক গুলি ঐ ঐ স্কন্ধের অধ্যায়ের অঙ্ক।

গোবিন্দমঙ্গল।

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

বিষ্ণু বন্দনা।

প্রণমহ নারায়ণ অনাদিনিধন ধন
পরম পুরুষ কৃপানিধি।
পতিত পাবন নাম ত্রিভুবনে অনুপম
দীন-দাতা দয়ার অবধি॥
অখিল ভুবন মাঝে কৃষ্ণ হেন কেবা আছে
বিধি তত্ব না পায় ধেয়ানে।
নারদ আকুল হৈয়া করে বীণাযন্ত্র লৈয়া
অন্ত নাহি ঝুরয়ে নয়নে॥
করিয়া কৃষ্ণের সেবা অমর শঙ্কর দেবা
যুগে যুগে নাম মৃত্যুঞ্জয়।
শিঙ্গা ডম্বুর লৈয়া নাচে গায় হৃষ্ট হৈয়া
পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম কয়॥
রাতুল চরণতলে কমলা সেবন করে
ইন্দ্রসুখে কোন প্রয়োজন।
হেন হরি আরাধনে কষ্ট নহে কোন স্থানে
ক্লেশ দিতে না পারে শমন॥
হেলায় হিংস্রকগণ কৈল কৃষ্ণ উদ্ধারণ
পূতনা পাইল মাতৃপুরী।
পাঁচ বৎসরের ধ্রুব একান্ত ভাবিয়া প্রভু
অখিল উপরে অধিকারী॥
শ্রীকৃষ্ণ করুণাসিন্ধু প্রণত জনার বন্ধু
দ্রৌপদীর মান উদ্ধারণে।
গজ নিস্তারিলে জলে কুব্জী পাইল প্রেমফলে
নরসিংহ প্রহ্লাদ রক্ষণে॥
যে জন একান্ত হৈয়া প্রভুপদে চিত্ত দিয়া
মন করিবারে পারে দঢ়।
কি দিব তুলনা তায় সর্ব্ব সুখ সেই পায়
তারে বলি ভাগ্যবান বড়॥
গোবিন্দের নামগুণ জপ মন পুনঃপুনঃ
এড়াইবে দারুণ সংসার।
পরম কৈবল্য গতি শ্রবণে অক্ষয় মুক্তি
মুখ ভরি পিয় সুধাধার॥
বসি সাধুজন সঙ্গে কৃষ্ণকথা শুন রঙ্গে
বৈষ্ণবের করহ সেবন।
মাতিয়া পরম সুখে হরি হরি বল মুখে
পরলোক গতির কারণ॥
আগম পুরাণ বেদে যাঁহার মহিমা খেদে
যোগিগণ না পান যতনে।
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম দাস ভাষে
বিষ্ণু বন্দি বন্দো দেবগণে॥ ১॥

সর্ব্বদেব বন্দনা।

রাগ কল্যাণ।

নম্র শিরে প্রণিপাত বন্দো দেব গণনাথ
বিঘ্নক্ষয় হয় তুয়া দৃষ্টে।
বাসুকি করয়ে স্তুতি দেখিতে সুধীর মূর্ত্তি
আরোহণ মুষিকের পৃষ্ঠে॥
বন্দোহুঁ কমলাসন হংসরাজ আরোহণ
অরুণ বরণ কলেবরে।
সৃজিয়া সকল পুরী আনন্দে ভজেন হরি
বেদ পুথি জাপ্যমালা করে॥
বন্দো দেব ত্রিপুরারি আসন বৃষভোপরি
পঞ্চ মুখে গান পঞ্চ নাম।
ডম্বুর মধুর স্বরে পুলকে নয়ন ঝুরে
বামে শিঙ্গা ডাকে রাম রাম॥
বন্দোহুঁ হরের রামা আমি কি কহিব সীমা
ব্রহ্মা আদি দেব করে পূজা।
তুমি যারে কর দয়া সে যায় মুকুতি পাইয়া
নমো নমো দেবী দশভুজা॥
হরির ঘরণী লক্ষ্মী বন্দোহুঁ কমলমুখী
দরিদ্রের দুঃখবিনাশিনী।
সরস্বতী বন্দো আগে মধুর পঞ্চম রাগে
বিষ্ণুর বল্লভা বীণাপাণি॥
গুরুর চরণরাজ বন্দোহুঁ হৃদয় মাঝ
দিব্য দৃষ্টি হয় যাঁর বরে।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব হরি একান্ত ভাবনা করি
গঙ্গা তুলসী বন্দো শিরে॥
সনসনি সমীরণ শশী সূর্য্য তারাগণ
শচী সঙ্গে বন্দো পুরন্দর।
বৃহস্পতি আদি যত সুরমুনি শত শত
বন্দো ব্যাস মহাকবিবর॥
বিষ্ণু অবতার মুনি পুরাণ আঠার খানি
গোবিন্দের নামে উচ্চারিল।
শুক পরীক্ষিতে কহে পরম কৈবল্য তাহে
শুদ্ধভাবে যে জন শুনিল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল বলিরাজা নাগবল
দশ দিক্‌পাল রুদ্রগণে।
কুবের বরুণ রাজে পঞ্চ ভূত আত্মা মাঝে
নব গ্রহ বন্দোহুঁ যতনে॥
শ্রীমুখ জনমদাতা সুমতি ভবানী মাতা
যাঁর পুণ্যে নিরমিল তনু।
দুর্ল্লভ জগত রঙ্গ দেখি শুনি সাধু সঙ্গ
শিরে বন্দো পিতৃপদরেণু॥
ব্যাস কৈল যত গ্রন্থ কেহ না পাইল অন্ত
অগোচর গোবিন্দের লীলা।
গোবিন্দমঙ্গল কহি ভুবনে দুর্ল্লভ এহি
ভবসিন্ধু তরিবার ভেলা॥
গগনে গরুড় গতি তা দেখি বায়স মতি
মন করে উড়িবার তরে।
কেশরী পশ্চাৎ যেন মৃগ ধেয়ে আসে তেন
দুঃখীশ্যাম বৈষ্ণব গোচরে॥ ২॥

গ্রন্থারম্ভ।

সৃষ্টি প্রকরণ ও দশ অবতার বর্ণন।

রাগ টোড়ী।

শুক নারদ মহিমা গায়।
রামনাম ধরি বীণা বাজায়॥ ধ্রু॥

পরম কারণ কৃষ্ণ জগত আধার।
যাঁহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার॥
ত্রিগুণ ধরিলা সে ঠাকুর বিশ্বরূপে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বৈসে এক লোমকূপে॥
ভাসায়ে ব্রহ্মাণ্ড কোটী একার্ণব জলে।
বটপুটে ভাসিয়া ভ্রময়ে যোগবলে॥

মায়ারূপে যোগনিদ্রা কর্ণে দিয়া কর।
তিল সম মলি উঠি জন্মে দৈত্যেশ্বর॥
দুই গোটা মুণ্ড তার এক কলেবরে।
আঁটু না ডুবয় তার প্রলয় সাগরে॥
সেকালে জন্মিলা ব্রহ্মা ও নাভিকমলে।
প্রকৃতি প্রবোধ কহে প্রভু পদতলে॥
মায়া প্রকাশিয়া হরি মধুকৈট মারে।
প্রলয়-পয়োধি হেতু উরাত উপরে॥
মধুরিপু নাম হৈল এই সে কারণ।
ব্রহ্মাকে পৃথিবী দিয়া হৈল অন্তর্ধান॥
শেষশয্যা করি রঙ্গে সঙ্গে সত্যভামা।
দক্ষিণে সুন্দরী লক্ষ্মী অতি অনুপমা॥
জয় বিজয় দুহেঁ বৈকুণ্ঠ-দুয়ারী।
নৃত্য গীতে আনন্দিত কহিতে না পারি॥
কৌতুকে রহিলা হরি বৈকুণ্ঠভুবনে।
মানব সৃজিতে ব্রহ্মা করে অনুমানে॥
মানব কারণে ব্রহ্মা যোগে মন দিল।
সেই কালে শঙ্খাসুর বেদ হরি নিল॥
বেদ হারাইয়া ব্রহ্মা ডাকিল আকুলে।
তথির কারণে কৃষ্ণ মীনরূপ জলে॥
শঙ্খাসুর বধ করি বেদ উদ্ধারিল।
সৃজহ সংসার সুখে বিধিরে বলিল॥
কাণের পইতা ব্রহ্মা ছিণ্ডিল তখন।
তাহাতে জন্মিল সর্প সহস্র-বদন॥
বাসুকি উপরে ব্রহ্মা দিলা ক্ষিতিভার।
সলিল উপরে সর্প চঞ্চল অপার॥
তবে ব্রহ্মা উগ্র তপ করিলা কৃষ্ণেরে।
তকারণে গোবিন্দ কচ্ছপ রূপ ধরে॥
তবে ভোর হয়ে প্রভু ভাসে নিরন্তর।
স্থির সম সর্পরাজ কমঠ উপর॥
কালে কূর্ম্ম পরে ফণী-মস্তকে ধরণী।
তবে প্রজাপতি সে সৃজিল বহু প্রাণী॥

দিতির তনয় হৈল হিরণ্যাক্ষ নামে।
পৃথিবী পাতালে গেল তাহার বিক্রমে॥
তবে উর্দ্ধমুখে ব্রহ্মা কৃষ্ণ আরাধিলা।
দক্ষিণ নাসার পুটে বরাহ জন্মিলা॥
প্রবেশ করিল প্রভু প্রলয়ের জলে।
দন্তে উদ্ধারিয়া ক্ষিতি নিল বাহুবলে॥
দশনে চিরিয়া হিরণ্যাক্ষ বীরে মারে।
অন্তর্ধান হৈল ক্ষিতি দিয়া বিধাতারে॥
তবেত নৃসিংহ রূপ প্রহ্লাদ রক্ষণে।
হিরণ্যকশিপু মারি ঘোর দরশনে॥
লক্ষ্মী আদি দেবগণ পলাইল ডরে।
ভকত প্রহ্লাদ সে ঠাকুরে শান্ত করে॥
তবেত বামনরূপে প্রভু ভগবান।
মাগিল ত্রিপাদ ভূমি বলি বিদ্যমান॥
ত্রিপাদ ধরণী রাজা গোবিন্দেরে দিল।
এক পদে নারায়ণ পৃথিবী যুড়িল॥
আর এক পদ উঠে ব্রহ্মপুর ভেদি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিতে সচকিত ভেল বিধি॥
নীর না পাইয়া ব্রহ্মা-কমণ্ডলু আনি।
পদাম্বুজে দিল জল করি বেদধ্বনি॥
ত্রিধারা হইয়া স্বর্গে বহে মন্দাকিনী।
পঞ্চ মহাপাপ হরে পরশিলে পানী॥
আর এক পদ বলি-শিরে আরোপিল।
পাতালে রাখিয়া তারে চিরজীবী কৈল॥
তবে প্রভু হৈলা ভৃগুরাম অবতার।
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সাত বার॥
পৃথিবীর দুষ্ট দৈত্য করি নিবারণ।
কশ্যপ মুনিরে পৃথ্বী কৈল সমর্পণ॥
তবেত শ্রীরাম রূপে করি সেতুবন্ধ।
উদ্ধারিল জানকী বধিয়া দশস্কন্ধ॥
তবে হলরাম রূপে ক্ষিতি বিদারিল।
সেই ভেদ হৈতে নদী যমুনা জন্মিল॥

তবে বুদ্ধ অবতার স্থান নীলাচলে।
জলধি উত্তরতটে অক্ষয় বটমূলে॥
হরি অবতার সে হইল যথা যথা।
বাজারে বিকায় অন্ন হেন নাহি কোথা॥
তবেত হইবে কৃষ্ণ কল্কি অবতার।
যার রণে ম্লেচ্ছগণ পাইবে নিস্তার॥
যত অবতার বিষ্ণু অংশ রূপ ধরে।
পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ দৈবকী উদরে॥
করিল অনেক ক্রীড়া সঙ্গে পার্থ লৈয়া।
মারিল অনেক দৈত্য প্রকার করিয়া॥
যুধিষ্ঠিরে কহিয়া ভবিষ্য বিবরণ।
তবেত বৈকুণ্ঠ গেলা লৈয়া যদুগণ॥
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
কলি আগমন শুনি মহাভয় মানি॥
মন্ত্রণা করিল সঙ্গে পাঁচ ভাই লৈয়া।
চল স্বর্গে যাব পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া॥
পরীক্ষিতে আনি রাজা কৈল অধিবাস।
পয়ার প্রবন্ধে গায় দুঃখীশ্যাম দাস॥ ১॥

পরীক্ষিতের রাজত্ব।

রাগ—ধানশ্রী।

কৃষ্ণের বচন শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি
কলি আগমনে কম্পমান।
বীর অভিমন্যু-সুত নাম তার পরীক্ষিত
রূপে গুণে প্রদ্যুম্ন সমান॥
অধিবাস করি তার দিয়া দিব্য অলঙ্কার
কনক মুকুট মণিহার।
শিরে নব ছত্রদণ্ড সমর্পিল রাজ্যখণ্ড
পাত্র পুরোহিত পরিবার॥
হস্তী অশ্ব রথ রথী দিল তারে নরপতি
ছিল যত ভাণ্ডারের ধন।
তবে ভাই পঞ্চজনে দ্রৌপদী সুন্দরী সনে
স্বর্গপথে করিলা গমন॥
হেথা পরীক্ষিত রাজা পুত্রসম পালে প্রজা
ধর্ম্ম অংশ বিষ্ণুভক্তিমতি।
জরা শোক মৃত্যুভয় তার দেশে নাহি হয়
সুখে লোক করয়ে বসতি॥
পরমুখে ঘোষে কীর্ত্তি ব্রাহ্মণে অনেক বৃত্তি
দিল রাজা দ্বিগুণ করিয়া।
অনাথ দুঃখিত জনে দিল রাজা বহু ধনে
মধুর বচন প্রকাশিয়া॥
কৃষ্ণকথা বিনা কর্ণে অন্য কিছু নাহি শুনে
অহর্নিশি জপে হরিনাম।
বৈষ্ণব গভীর রাজা দেবঋষি করে পূজা
দাতা বলি কর্ণের সমান॥
দয়া ধর্ম্ম বিনা তাঁর অন্য চেষ্টা নাহি আর
রিপু দেখে শমন সমান।
বীণাযন্ত্রক পীযূষে থাকয়ে সঙ্গীত রসে
সঙ্গে থাকে ভারত পুরাণ॥
এক দিন নরনাথ পাত্র পুরোহিত সাথ
বসিয়া গোবিন্দ গুণ শুনে।
হেনকালে এক দূত কহে কথা অদ্ভুত
শুন রাজা মোর নিবেদনে॥
উত্তর কোশল দেশ কলি কৈল প্রবেশ
অনেক অনীতি কর্ম্ম করে।
গো ব্রাহ্মণে দেয় শাস্তি মাবাপে মারয় নাথি
পরের রমণী বলে হরে॥
দেখি অতি অনাচার যেন ম্লেচ্ছ অবতার
লোভেতে দেবের দ্রব্য খায়॥
তার বাক্য যেবা হেলে সংহার করয় শূলে
তোমার প্রতাপে না ডরায়॥
তপ জপ যজ্ঞ ভ্রষ্ট ধর্ম্মকর্ম্ম কৈল নষ্ট
অহর্নিশ সুরাপান তার।

বিপ্র তথা দোহে-গাই গব্য বেচি অন্ন খাই-
শূদ্র করে মুনির আচার ॥
এত শুনি নৃপমণি দুই কর্ণে দিল পাণি
বিষ্ণু বিষ্ণু তিনবার বলে ॥
পরম ক্রোধিত হৈয়া অনেক বাহিনী লৈয়া
কলি বান্ধিবার মনে চলে ॥
পরীক্ষিত রাজা সাজে বিবিধ বাজনা বাজে]
কোলাহলে চলে সৈন্যগণ ।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্ল্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ২ ॥

পরীক্ষিতের রাজ্য দর্শন।

রাগ ভাটিয়ারি।

সজনি আলো আজু মুরলী অপরূপ বাজে।
না জানি বিনোদ রায় কার তরে সাজে ॥ ধ্রু॥

দূতের বচনে পরীক্ষিত নরপতি।
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা করেন যুকতি ॥
ধর্ম্মসুত স্বর্গে গেলা যে কলি প্রতাপে।
হেন কলি ক্ষয় হয় কহ কোন রূপে ॥
সুবুদ্ধি নামেতে পাত্র যোড় করি কর।
প্রণতি করিয়া কহে নৃপতি গোচর ॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি বৈষ্ণব-ভকতি।
কলি বান্ধিবারে আছে তোমার শকতি ॥
নানা মায়া ধরে কলি দেখিবে সাক্ষাত।
আমার বচনে শীঘ্র লড় নরনাথ ॥
সাজনি করিতে রাজা দিল অনুমতি।
চতুরঙ্গ দল লড়ে নৃপতি সংহতি ॥
মাতঙ্গে তুরঙ্গে কেহ রথের উপর।
অসিপত্র লৈয়া চলে পাইক প্রখর॥
দুন্দুভি দগড় বাজে দামা শঙ্খ ঢোল।
অনেক বাহিনী চলে করি কোলাহল ॥
যাইতে প্রথমে পুরী নাম ভদ্রাবতী।
বৃষকেতু-সুত বুধ তথা নরপতি ॥
পরীক্ষিত আইল হেন দূতমুখে শুনি।
আগু বাড়াইয়া রাজা আইল আপনি ॥
যত্ন করি লৈয়া গেল পুরীর ভিতরে।
নানাবিধ প্রকারে নৃপেরে পূজা করে ॥
তার দেশে দেখে রাজা আছে ধর্ম্মনীত।
উত্তর কোশলমুখে লড়ে পরীক্ষিত ॥
নর্ম্মদা হইয়া পার তাহার উত্তরে।
হিমালয় বামে করি গেল মণিপুরে ॥
তাম্রধ্বজ পুত্র তথা বীরভদ্র রাজা।
অনেক বাহিনী সেনা রণে মহাতেজা ॥
পরীক্ষিত নাম শুনি আইল সত্বর।
নিজপুরে লৈয়া গেল করিয়া আদর ॥
নানা বিধিমতে কৈল ভূপতি পূজন।
রথধ্বজ গজ দিল অনেক কাঞ্চন ॥
তার ভাব দেখি অভিমন্যুর নন্দন।
পরম হরষে তারে দিল আলিঙ্গন ॥
রজনী প্রভাতে রাজা করিলা গমন।
কোলাহল করি চলে সর্ব্ব সেনাগণ ॥
উত্তর কোশল দেশে করিল গমন।
দধি লৈয়া যায় দ্বিজ বিক্রয় কারণ ॥
নৃপতি জিজ্ঞাসে তারে সম্মুখে আনিয়া।
কেবা তুমি কোথা যাহ কি দ্রব্য লইয়া ॥
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা এই বৃত্তি করি।
শুনিয়া বলেন তারে নৃপতি-কেশরী ॥
কুকর্ম্ম করিয়া নষ্ট গেলে হে ব্রাহ্মণ।
তপোবনে ভজ গিয়া গোবিন্দচরণ ॥
ভূপ উপদেশে দ্বিজ পাইল নিস্তার।
সেই দেশে দেখে রাজা অতি অনাচার ॥
অন্যোন্যে কলহ লোক করে নিরন্তর।
বাপ মায়ে গঞ্জে করে ভার্য্যারে আদর ॥

লোভেতে করয়ে লোক পয়সার চুরি।
পরনিন্দা প্রলাপ করয়ে ঘরাঘরি ॥
অনীত আচার কথা কহিতে না পারি।
পরীক্ষিত স্থানে লোক করয়ে গোহারি।
সবারে প্রবোধ করে রাজা পরীক্ষিত।
রাজাকে দেখিয়া লোক কহে ধর্ম্মনীত ॥
কলি বলে না হৈল আমার অধিকার।
পরীক্ষিত রাজা বড় ধর্ম্ম অবতার ॥
ধর্ম্মের চরণ কলি স্মরে নিরন্তরে।
অনডুহরূপে ধর্ম্ম দেখা দিলা তারে ॥
ধর্ম্ম তিনপদহীন কলি দরশনে।
পৃথিবী কপিলা হৈলা ধর্ম্মবিদ্যমানে ॥
রক্ষক হইল কলি আগে দুইজন।
খেদাড়ি আনিছে কলি দেখিল রাজন ॥
রাখ রাজা পরীক্ষিত ডাকে বৃষধেনু।
অন্য কেহ রাখিতে নারিব তোমা বিনু ॥
দৈত্য বলি কলিকে ধরিলা নৃপবর।
রাখিল যতন করি দিয়া অনুচর ॥
বৃষভ কপিলা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন।
দুঃখীশ্যাম আশা করে গোবিন্দচরণ ॥ ৩ ॥

কলি ও ধর্ম্মের সহিত রাজার সাক্ষাত।

রাগ করুণা।

এক পদ বৃষ দেখি নৃপতি করুণ-আঁখি
জিজ্ঞাসেন সম্মুখে আনিয়া।
শুন শুন অনডুহ স্বরূপ বচন কহ
ভ্রম তুমি কেমন করিয়া ॥
তোমা দেখি লাগে ব্যথা তিন পদ গেল কোথা
হেন কর্ম্ম কে করিল তোরে।
হই আমি নরপতি করিব তাহার শাস্তি
কহ না আমার বরাবরে ॥
স্থরিত কন্দর্প হৃদে ভ্রম তুমি এক পদে
নাহি জানি কোন মায়া ধরে।
স্বরূপ বচন কহ নিজ পরিচয় দেহ
কহি যে তোমার বরাবরে ॥
বৃষভ বলিল বাণী শুন তুমি নৃপমণি
তোমা দেখি হরিল বেদনা।
শুন রাজা বিবরণ আমি ধর্ম্ম নিরঞ্জন
কলি ভয়ে পাইল তাড়না ॥
ঘোর কলি পরকাশে তপ জপ যজ্ঞ নাশে
সত্য শৌচ দয়া দূরে গেল।
তথির কারণে হের তিন পদ গেল মোর
সবে ধর্ম্ম নাম সে রহিল ॥
তুমি রাজচক্রবর্ত্তী জগতে তোমার কীর্ত্তি
কেবল কৃষ্ণের পরায়ণ।
তোমারে কহিনু দঢ় পৃথিবী কম্পিত বড়
দেখি কলি ঘোর দরশন ॥
কহে রাজা পরীক্ষিত করিব তোমার হিত
ঘোর কলি করিব নিবার।
খণ্ডিব ক্ষিতির ভীত ধর্ম্মপথ রাজনীত
জগতে হইবে সুবিচার ॥
বুঝিয়া রাজার ভাবে পৃথিবী বলেন তবে
ধন্য রাজা তোমার জীবন।
পাণ্ডব নির্ম্মল বংশ কেবল কৃষ্ণের অংশ
যুগে যুগে আছয়ে ঘোষণ ॥
তব পিতামহ পূর্ব্বে নিবাত রখিয়া স্বর্গে
দেবলোকে কৈল অব্যাহতি।
কুরুক্ষেত্র মহারণে একক অর্জ্জুন জিনে
দ্রোণ কর্ণ আদি সেনাপতি ॥
কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা তারে পার্থ করে বিভা
সে গর্ভে জন্মিলা অভিমন্যু।

রুক্ম নৃপ তাঁর সুত রূপে গুণে অদভুত
পৃথিবী বাখানে ধন্য ধন্য ॥
তোমারে স্বরূপ কহি কলিযুগ বটে এই
প্রকৃতি প্রমাণে দেহ স্থান।
এত বলি নৃপ স্থানে বসুমতী নিরঞ্জনে
নিজ পুরী করিল প্রয়াণ ॥
পরীক্ষিত নরপতি ডাকিয়া ভবিষ্য প্রতি
কহে রাজা করিয়া তাড়ন।
হের দেখ খড়্গ মোর কাটিয়া মস্তক তোর
দুষ্ট মায়া করিব ছেদন ॥
অনীতি আচার কর ধর্ম্মপথ নাহি ধর
কেবা তুমি কিসে অধিকার।
রাজার বচন শুনি করিয়া যুগল পাণি
ভবিষ্য করয়ে পরিহার ॥
শুন রাজা কহি তত্ত্ব আমার চরিত্র যত
যেরূপে ভ্রমি যে একেশ্বরে।
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে
কহে কলি নৃপতি গোচরে ॥ ৪ ॥

কলিদমন।

রাগ টোড়ী।

কে জানে রামের গুণ
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ধ্রু ॥

রাজার বচন শুনি কলি কম্পমান।
রাজারে কহিল কিছু বিনয় বিধান ॥
যদি বা আমারে শাস্তি কর অবিচারে।
ব্রহ্মবধ পাবে রাজা কহিনু তোমারে ॥
ব্রহ্মার কুমার আমি শুন নৃপমণি।
যে রূপে আমারে রাজ্য দিলা চক্রপাণি ॥
সত্য আদি যুগ গেল কৃষ্ণ দরশনে।
পালটিয়া কারে না চাহিল নারায়ণে ॥
তবে পিতা বৈল মোরে গোবিন্দ আদেশে।
বৈকুণ্ঠে গেলাম আমি দিগম্বর বেশে ॥
আমারে দেখিয়া হরষিত নারায়ণে।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে বসাল আসনে ॥
মোরে জিজ্ঞাসিল প্রভু কমললোচন।
তোর পিতা কৈল যত পাপকুণ্ডগণ ॥
তিন যুগে তিন কুণ্ড হইল পূরণ।
আছয়ে একাশী কুণ্ড তোমার কারণ ॥
তখন কহিনু আমি শ্রীকৃষ্ণের পাশে।
পূরিব একাশী কুণ্ড একাশী দিবসে ॥
এতেক শুনিয়া প্রভুর হাস্য উপজিল।
তাহার কারণ কৃষ্ণ মোরে জিজ্ঞাসিল।
তখনি কহিনু আমি দেব গদাধরে।
হইবে যুগল পথ মম অধিকারে ॥
কায়মনোবাক্যে যেবা পুণ্য চেষ্টা করে।
অভিমত ফল দান পায় সেই নরে ॥
কলিযুগে নরলোক হবে ক্ষীণ খল।
দিনে দিনে ধর্ম্মপথ ছাড়িবে সকল ॥
আপনার পাপে লোক আপনি মরিবে।
আপনার পুণ্যে লোক আপনি তরিবে ॥
কলিযুগে বাঞ্ছিত পাপের নাহি দায়।
প্রকৃতি পরম পাপ খণ্ডন না যায় ॥
কলিযুগে এক কন্যা যদি করে দান।
সত্যযুগে শত কন্যা দানের সমান ॥
কলিযুগে এক দ্বিজে ভোজন করায়।
অশ্বমেধ যজ্ঞফল সেই জন পায় ॥
কলিযুগে দেউল পুষ্করিণী দেয় দান।
ত্রিভুবনে দাতা নাহি তাহার সমান ॥
মহোৎসব করে যেবা হরির কীর্ত্তন।
সত্যযুগে সম নহে যজ্ঞ আরাধন ॥
কলিযুগে বিষ্ণুর ভকতি যেবা করে।
তার অগোচর পুণ্য নারি বলিবারে ॥

এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ দিলেন মেলানি।
কলি অধিকার লৈয়া আইলাম তখনি॥
কৃষ্ণের আজ্ঞায় আমি আসি কুতূহলে।
বলি বন্দী করি আমা রাখিল পাতালে॥
প্রকার করিয়া কৃষ্ণ আমা উদ্ধারিলা।
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির তাঁর সঙ্গে ছিলা॥
এবে কি করিব আজ্ঞা কহ নৃপমণি।
তোমার চরিত্র দেখি মহাভয় মানি॥
শুনিয়া হাসিল রাজা কলির বচনে।
আছয়ে তোমার ভোগ শুনেছি পুরাণে॥
কলি কহে অবধান কর নরপতি।
স্থল যদি দেহ মোরে করিব বসতি॥
কলির বচন শুনি রাজা হরষিত।
দিব ত যে স্থল হয় তোমার উচিত॥
রাজা বলে পাপ চেষ্টা পরদার চুরি।
এই তিন স্থল দিনু তোমা অধিকারী॥
কলি কহে একা নহি আছে পরিবার।
এই তিন স্থলে কিছু নহিব আমার॥
রাজা বলে প্রলাপ বচন সুরাপান।
যত যত পাপস্থলে তুমি সে প্রধান॥
শুনিয়া আনন্দে কলি মাগিল বিদায়।
নৃপতি সম্মুখে সুখে নাচিয়া বেড়ায়॥
অভিমন্যু-সুত দিল কলিকে মেলানি।
সেনাগণ সঙ্গে লৈয়া চলে রাজধানী॥
মৃগ আশে প্রবেশিল অন্ধকের বনে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গানে॥ ৫॥

পরীক্ষিতের প্রতি মুনির শাপ।

রাগ ধানশ্রী।

ভবিষ্যে বিদায় দিয়া প্রবল বাহিনী লৈয়া
পরীক্ষিত নিজ দেশে যায়।
অন্ধকের তপোবনে দিল রাজা দরশনে
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে তায়॥
পথশ্রান্ত নরপতি অশ্ব আরোহণ তথি
তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া রাজন।
আদেশিল সেনাগণে সলিল সন্ধানে বনে
দেখিল অন্ধক তপোধন॥
তপ করে মুনিবর ঊর্দ্ধ করি দুই কর
নাসা অগ্র নিরখি নয়নে।
মৌনব্রত আরাধনে নিঃশঙ্ক সুধীর মনে
ধ্যান করে শ্রীমধুসূদনে॥
দূতমুখে বার্ত্তা পাইয়া অন্ধক নিকটে গিয়া
নীর না পাইল নরপতি।
পাত্র পুরোহিত কহি কপট তপস্বী এহি
আতিথ্যে না করে অনুমতি॥
নৃপতি কুপিত মতি করিতে উচিত শাস্তি
মৃত সর্প আছিল তথায়।
আদেশিল নৃপবর ততক্ষণে অনুচর
বান্ধে লৈয়া মুনির গলায়॥
অপমান করি তারে রাজা গৃহে আগুসারে
শৃঙ্গী মুনি অন্ধক-কুমার।
কৌশিকী নদীর কূলে ঋষিপুত্র সঙ্গে খেলে
জানিল রাজার অবিচার॥
কাঁপে দ্বিজ কোপানলে কৌশিকী নদীর জলে
শঙ্খভরি নীর নিল করে।
মনে পেয়ে মহাতাপ পরীক্ষিতে দিল শাপ
সাক্ষী করি কশ্যপ কুমারে॥
হৈয়া রাজচক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণে করয়ে শাস্তি
সহনে না যায় কলেবরে।
দিল রাজা যত তাপ তাহারে খাউক সাপ
এই সপ্ত দিবস ভিতরে॥
রাজাকে সম্পাত দিয়া পিতার নিকটে গিয়া
খসাইল কণ্ঠের ভুজঙ্গ।

রাধাকৃষ্ণ পদ আশে শ্রীভুবনমঙ্গল ভাষে
গোবিন্দমঙ্গল সুপ্রসঙ্গ ॥ ৬ ॥

পরীক্ষিত-নারদ সংবাদ।

রাগ বরাড়ি।

রাম গোবিন্দ গুণ গাও।
ওই নামে এ ভবসংসার তরি যাও ॥ধ্রু॥

রাজাকে সম্পাত দিয়া শৃঙ্গী মহাঋষি।
ছয় ক্রোশ পথ শিশু মুহূর্ত্তেকে আসি ॥
পিতার নিকটে গিয়া শৃঙ্গী মহামুনি।
দেখিয়া ভুজঙ্গ-হার সকরুণ বাণী ॥
খসায়ে ফেলিল সর্প পিতৃকণ্ঠ হৈতে।
রাজ অপমানে মুনি লাগিলা কহিতে ॥
কিবা দোষ কৈল পিতা নৃপতির স্থানে।
না বুঝিয়া শাস্তি করে অন্ধ তপোধনে ॥
চোরখণ্ড থাকে কত রাজার নগরে।
ধর্ম্মশীল রাজা হৈলে তাহাকে সম্বরে ॥
ব্রাহ্মণের অপমান করে অবিচারে।
উচিত না হয় বাস ইহার নগরে ॥
কহিতে কহিতে মুনি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অন্ধক সমাধি ত্যজে পুত্রের প্রকারে ॥
ধেয়ানে জানিল মুনি যত বিবরণ।
পুত্রেরে কহিল মুনি করিয়া গঞ্জন ॥
পাণ্ডবের বংশে পরীক্ষিতে অধিকার।
তাঁহার পালনে সুখে আছয়ে সংসার ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে রাজা করয়ে পালন।
পরম ধার্ম্মিক রাজা বিষ্ণুপরায়ণ ॥
হেন জনে শাপ তুমি দিলে কি লাগিয়া।
পতিত হইলে তুমি তাঁরে শাপ দিয়া ॥
পথশ্রান্তে আইল রাজা আমার মন্দিরে।
মুনি হৈয়া আদর না কৈলু আমি তাঁরে ॥
তথির কারণে রাজা কৈল অপমান।
তাঁর কিবা দোষ আছে শুন রে অজ্ঞান ॥
নৃপতি শুনিবে তোর শাপ বিবরণ।
ধর্ম্ম সভা করিবে লইয়া মুনিগণ ॥
শুক পরীক্ষিত ভাগবত উপজিবে।
তাঁহার আলাপে লোক নিস্তার পাইবে ॥
সেই সভা মধ্যে তুমি চল শীঘ্রগতি।
ইহার সংবাদ শুনি পাইবে মুকতি ॥
পিতা পুত্রে বসিয়াছে এতেক বিচারে।
হেনকালে নারদ আইল তথাকারে ॥
নারদ দেখিয়া মুনি পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
যত বিবরণ মুনি নারদে বলিল ॥
শুনিয়া দুঃখিত মুনি হইলা তখন।
রাজাকে কহিতে মুনি করিল গমন ॥
সভা করি বসিয়াছে রাজা পরীক্ষিত।
হেনকালে নারদ হইল উপনীত ॥
উঠিয়া দাণ্ডায় রাজা নারদে দেখিয়া।
আসনে বসায় তাঁরে ষড়ঙ্গে পূজিয়া ॥
কুঙ্কুম কস্তুরি অঙ্গে করিলা লেপন।
করযোড় করি রাজা করে নিবেদন ॥
তোমা দরশনে আজি সফল জীবন।
কহ কোন কার্য্যে প্রভু কৈলে আগমন ॥
মুনি বলে শুন রাজা আমার বচন।
ক্রোধে শাস্তি দিলে তুমি অন্ধ তপোধন ॥
তার পুত্র শৃঙ্গী মুনি শাপিল তোমারে।
তক্ষক দংশিবে তোমা এ সপ্ত বাসরে ॥
ব্রহ্মশাপ পরমাদ না হয় খণ্ডন।
রাজা বলে কি করিব কহ তপোধন ॥
মুনি বলে চল তুমি বিপ্রগণ লৈয়া।
ধর্ম্মসভা কর তুমি গঙ্গাতীরে গিয়া ॥
হরিপদ চিন্তা কর শুন নৃপবরে
ভাগবত কহি শুক তারিবে তোমারে ॥

এত বলি অন্তর্ধান হৈল মুনিবরে।
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা বসিলা বিচারে ॥
আপনারে তিরস্কার করেন রাজন।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম বিরচন ॥ ৭ ॥

পরীক্ষিতের গঙ্গা যাত্রা।

রাগ করুণা।

নারদের কথা শুনি পরীক্ষিত নৃপমণি
বন্ধুগণে ডাক দিয়া আনি।
জন্মেজয় পুত্রে আনি চিত্ররেখা পাটরাণী
কহে রাজা সকরুণ বাণী ॥
শুন শুন সভাজন দৈবের যে নিবন্ধন
খণ্ডন না হয় কোন জনে।
তামসী করিয়া মনে শাস্তি করি তপোধনে,
সেই পাপ ফলিল আপনে ॥
তক্ষক দংশিবে মোরে এই সপ্ত দিনান্তরে
ইহাতে অন্যথা কিছু নাঞি।
মরমে রহিল ব্যথা না জপিলাম কৃষ্ণকথা
তেঞি হেন করিল গোসাঞি ॥
পাণ্ডব সকল রঙ্গে খেলিল কৃষ্ণের সঙ্গে
যেই প্রভু পতিতপাবন।
মোর কর্ম্ম হীন ছিল অবতার শেষ ভেল
না দেখিনু গোবিন্দচরণ ॥
সেই হরিরস পানে না বসিনু সাধুসনে
না করিনু বৈষ্ণব সেবনা।
রাজ্যসুখ ভোগ রঙ্গে রমিনু রমণী সঙ্গে
সুধা ত্যজে গরল পারণা ॥
বাল্য বৃদ্ধ যৌবন গোঙাইনু অকারণ
ভরমে না ভজি হৃষীকেশে।
এবে সে জানিনু রীতি কৃষ্ণবিনে নাঞি গতি
কি করিব এ সপ্ত দিবসে ॥
তোমরা এখন কর জন্মেজয় দণ্ডধর
পাল প্রজা পরম আনন্দে।
আছে চিরদিন আশ চিত্তে ভেল অভিলাষ
নতি করি হরি পদারবিন্দে ॥
চল তীর্থ বারাণসী ধর্ম্মসভা করি বসি
ডাকিয়া আনহ মুনিগণে।
প্রকাশিব কৃষ্ণকথা শ্রবণে শুনিব তথা
পরলোক গতির কারণে ॥
পেয়ে রাজ অনুমতি, দূত চলে শীঘ্রগতি
আনিবারে যত মুনিগণে।
জন্মেজয়ে রাজ্য দিয়া আচার্য্য ব্রাহ্মণে লৈয়া
চলে রাজা গঙ্গা দরশনে ॥
হস্তিনা নগর ছাড়ি চলে রাজা তড়বড়ি
অঝোর নয়নে লোক কান্দে।
আর নাকি হবে হেন পরীক্ষিত রাজা যেন
গুণে প্রাণ স্থির নাঞি বান্ধে ॥
পুরনারীগণ যত সবে ভেল মৃত্যুবত
কান্দে সবে নৃপতির গুণে।
নৃপতি চলিয়া যায় সকরুণে লোক ধায়
উত্তরিল বারাণসী স্থানে ॥
তবে রাজা পরীক্ষিত ধর্ম্মসভা সুনির্ম্মিত
অপূর্ব্ব আসন পাতি তথা।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় মুনিগণ তথা যায়
রাজা বলে কহ কৃষ্ণ কথা ॥ ৮ ॥

পরীক্ষিতের ধর্ম্মসভায় ঋষি-দিগের আগমন।

রাগ টোড়ি।

শুক নারদ মহিমা গায়।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ধ্রু ॥

ধর্ম্মসভা করিয়া বসিল পরীক্ষিত।
দূতমুখে শুনি মুনি চলিলা ত্বরিত॥
অগস্ত্য গৌতম ভৃগু মুনি পরাশর।
জনক সনক বিশ্বামিত্র মুনিবর॥
বাল্মীকি বশিষ্ঠ মহামুনি দুই জন।
চমস লোমশ দক্ষ গর্গ তপোধন॥
অম্বরীষ অঙ্গিরা সনন্দ সনাতন।
নারদ তুম্বুরু জাহ্নু মুনি কঙ্কায়ন॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাবসু মেধস শঙ্খশির।
সশিষ্যে দুর্ব্বাসা মুনি গেল গঙ্গাতীর॥
পৌলস্ত্য বৈশম্পায়ন সে শঙ্খলিখিত।
জৈমিনির সঙ্গে ব্যাস চলিলা ত্বরিত॥
শ্বেতবক্ত্র ঔর্ব্ব কেতু আদি মহামুনি।
বকদন্ত ত্রিজট জটিল যামদগ্নি॥
শান্তব সুশ্রুচি মুনি মরীচি পিঙ্গল।
ভরদ্বাজ মহামুনি ধর্ম্ম অনুবল॥
হেনমতে সর্ব্বমুনি ধর্ম্মসভা যায়।
অশ্বত্থমা কৃপাচার্য্য চলিলা তথায়॥
বেদগর্ভ কশ্যপ চলিল বিশ্বশ্রবা॥
শ্রীনিবাস মহামুনি চলে ধর্ম্মসভা।
পুণ্ডরীক কঙ্কভদ্র দাক্ষ্য মুনিবর॥
বৈবস্বত মহামুনি চলে ত্বরাপর।
কপিল সৌভরি আদি যত মুনিজন॥
গঙ্গাতীর গেলা সবে রাজার সদন।
মস্তকে জটার ভার জাপ্যমালা করে।
লোহিত বরণ কেহ গৌর কলেবরে॥
কেহ দণ্ড করে ধরে কেহ মৃগছাল।
কেহ কেহ কুশাসন মূরতি বিশাল॥
বেদ বিদ্যা বিশারদ বচন গভীর।
সমূহ হইয়া সবে গেলা গঙ্গাতীর॥
পুলকিত বপু সব মুখে হরিধ্বনি।
মুনি দেখি উঠিয়া দাণ্ডায় নৃপমণি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা প্রতি জনে জনে।
কুন্তলে চরণ মুছি বসায় আসনে॥
দেখিয়া রাজার ভাব মুনি হরষিত।
আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি কৃষ্ণে রহু চিত॥
রাজা বলে শুন মুনি বচন আমার।
আজু সে সফল দিন দরশে তোমার॥
বড়ই পাতকী আমি শুন মুনিবরে।
কৃষ্ণামৃত দিয়া সবে উদ্ধার আমারে॥
মুনি বলে চিন্তা না করিহ পরীক্ষিত।
তোমারে কহিবে শুক গোবিন্দ চরিত॥
এইমত ভাবি রাজা আছে সভাতলে।
দুঃখীশ্যাম কহে শুক আইল হেন কালে॥ ৯ ॥

শুকদেবের আগমন।

রাগ কেদারা।

তীর্থ বারাণসী স্থানে ধর্ম্মসভা বিদ্যমানে
হেন কালে শুক আগমন।
উজ্জ্বল দেহের কান্তি দেখিতে সুন্দর অতি
কোটি সূর্য্য জিনিয়া কিরণ॥
যজ্ঞসূত্র অনুপম শ্রীহরিমন্দির নাম
চন্দন তিলক শোভে ভালে।
জিনিয়া হাটক ছটা মস্তকে মণ্ডল জটা
কুণ্ডল তপন শ্রুতিমূলে॥
কররুহে কুশাঙ্গুরী কোটি কাম বেশধারী
নাভিকূপ সম সুগভীর॥
শান্ত দান্ত সদাশয় কেবল করুণাময়
কৃষ্ণপ্রেমে পুলক শরীর॥
ভাগবত দক্ষিণেতে যথি কৃষ্ণ নামামৃতে
বামে কৃষ্ণাজীন ধরে মুনি।
নয়ন নির্ম্মল অতি বদন পঙ্কজ ভাতি
অল্পহাস মধুরস বাণী॥

জ্যোতির্ম্ময় পরকাশ ঘোর অন্ধকার নাশ
গলে দোলে চম্পকের দাম।
জিতেন্দ্রিয় ক্রোধ ক্ষমা গুণের নাহিক সীমা
রূপে মুরছিত কত কাম॥
বৈষ্ণব গভীর ধীর নয়নে প্রেমের নীর
গদ গদ গোবিন্দের গুণে।
দেখি শুক ভাগবত সবে আনন্দিত চিত
আদর করিল মুনিগণে॥
আসন ত্যজিয়া রাজা করিল চরণ পূজা
পাদ্য অর্ঘ্য দিল দিব্যাসন।
মধুপর্ক আরাধনে কুসুম চন্দন দানে
করযুড়ি কহেন রাজন॥
আজি বিধি সুপ্রসন্ন সফল হইল দিন
দেখি প্রভু চরণ তোমার।
শুন মুনি নিবেদন মোরে কাল উপাসন্ন
সপ্ত দিন আছে অধিকার॥
আপন করম দোষে দৈবের লিখন বশে
হরিরসে হইনু বঞ্চিত।
তুমি ব্রহ্মময় যোগী প্রেমানন্দ অনুরাগী
কৃষ্ণপ্রেম সিঞ্চহ কিঞ্চিৎ॥
শুকদেব বলে বাণী শুন মহা নৃপমণি
যদি আছে সাত দিন তোর।
খট্টাঙ্গ নৃপতি পূর্ব্বে মুহূর্ত্তেকে গেল স্বর্গে
শুন রাজা উপদেশ মোর॥
পরীক্ষিত রাজা কয় শুন মহা তেজোময়
কহিবে খট্টাঙ্গ বিবরণ।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্ল্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ॥ ১০॥

খট্টাঙ্গ রাজার উপাখ্যান।

রাগ টোড়ী।

শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী
খট্টাঙ্গ নামেতে রাজা।
জন্ম চন্দ্রবংশে গোবিন্দের অংশে
বিশ্বজনে করে পূজা॥
পবিত্র শরীর বৈষ্ণব গভীর
গোবিন্দ ভজনে দঢ়।
পুত্রের তুলন পালে প্রজাগণ
অতিথি আদর বড়॥
বাজি গজ রথ বাহিনী বহুত
রণে নৃপ খরশাণ।
অধিকার গুরু দানে কল্পতরু
জগতে যশ বাখান॥
তার সভাজন বিষ্ণুপরায়ণ
হরিরসে সবে রত।
রাজার আশ্বাসে সুখে প্রজা বৈসে
নগর আনন্দযুত॥
রাজা হেনমতে বৈসয়ে দেশেতে
শুন পরীক্ষিত রাজা।
হেনকালে স্বর্গে যত দেববর্গে
দানব হইল তেজা॥
সূর্য্য আদি করি স্বর্গ অধিকারী
হারিল দানব রণে।
পেয়ে পরাভব যত দেব সব
স্বর্গ ত্যজে ভয় মনে॥
খট্টাঙ্গ নৃপতি পাশে উপনীতি
যতেক দেবতাগণ।
দেখি দেবতায় নৃপতি ত্বরায়
দিল পাদ্য অর্ঘ্যাসন॥
মধুর ভোজন কুসুম চন্দন
দিল সব দেবতারে।

করি পুটপাণি কহে নৃপমণি
কি নিমিত্ত আগুসারে॥
দেবতা সকল হইল বিকল
রাখ রাজা এইবার।
গোবিন্দ চরণে দুঃখীশ্যাম ভণে
গোবিন্দমঙ্গল সার॥ ১১॥

খট্টাঙ্গরাজার উদ্ধার।

রাগ টোড়ী।

কি আর কহিব রাঙ্গা পায়।
চরণে শরণ দিয়া রাখহ আমায়॥ ধ্রু॥

রাজা বলে কহ দেব কি হেতু কাতর।
দেবতা সকলে বলে শুন নৃপবর॥
দানব হইল স্বর্গে বড় বলবান।
তার ভয়ে ত্যজিলাম অমরাবতী স্থান॥
ইন্দ্র আদি দেবতা হারিল তার রণে।
নিস্তার না পেয়ে আসি তোমা বিদ্যমানে॥
পরম বৈষ্ণব তুমি গোবিন্দের জন।
তোমার সে বধ্য হয় শুনহ রাজন॥
এত যদি বলিল আপনি প্রজাপতি।
সাজিয়া চলিল রাজা সৈন্যের সংহতি॥
দেবতা সকল রাখি আপন মন্দিরে।
দিব্য স্থল অন্ন জল নিয়োজিল চরে॥
রহিল দেবতা সব খট্টাঙ্গের দেশে।
সাজিয়া চলিলা রাজা যুদ্ধ সমাবেশে॥
রথধ্বজ গজ বাজী সাজিয়া ত্বরিত।
অমর নগরে গিয়া হৈল উপনীত॥
শুনিল দানব খট্টাঙ্গের আগমন।
সংগ্রামে সাজিয়া চলে সঙ্গে সেনাগণ॥
একত্রে মিলন হৈল দুই সেনাপতি।
মনুষ্য সংগ্রাম করে দানব সংহতি॥
দুই দলে হৈল যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
প্রখর সংগ্রাম ষাটি সহস্র বৎসর॥
মনুষ্য দানব দোঁহে হয় ঘোর রণ।
বিষ্ণুচক্র এড়ে তবে খট্টাঙ্গ রাজন॥
বিষ্ণুচক্রে যত সব দানব কাটিল।
মহাহৃষ্ট হয়ে রাজা দেশেতে চলিল॥
আসিয়া প্রণতি কৈল সর্ব্বদেবগণে।
জিনিল বিপক্ষ যত অমর ভুবনে॥
রাজার বচনে সবে ত্যজিল বিষাদ।
বেদধ্বনি করি সবে করে আশীর্ব্বাদ॥
বর মাগ নরপতি বলে দেবগণ।
রাজা বলে শুন দেব আমার বচন॥
জীব আমি কত কাল কহ প্রজাপতি।
তার মত বর লব নিবেদন ইতি॥
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিল তবে চিত্রগুপ্তে আনি।
কত কাল জীবেক খট্টাঙ্গ নৃপমণি॥
পাঞ্জি বিচারিয়া চিত্রগুপ্ত বলে বাণী।
মুহূর্ত্তার্দ্ধ আছে আয়ু শুন পদ্মযোনি॥
নিকটে মরিবে রাজা দেখি প্রজাপতি।
মৌন হয়ে রহে সব দেবতা সংহতি॥
রাজা বলে মৌন কেন হৈলে পদ্মাসন।
কত পরমায়ু আছে কহ নিরূপণ॥
বিধি বলে শুন রাজা কি কহিব আর।
মুহূর্ত্তার্দ্ধ পরমায়ু আছয়ে তোমার॥
শুনিয়া আনন্দে রাজা মনেতে বিচারে।
বিলম্ব নাহিক দান ধর্ম্ম করিবারে॥
মনে উৎসর্গিল রাজা যত ধন ছিল।
রথধ্বজ গজ বাজি ব্রাহ্মণেরে দিল॥
হরিপদে চিত্ত দিয়া খট্টাঙ্গ রাজন।
অন্তরে গোবিন্দ দেখি ত্যজিল জীবন॥
হেনকালে পুষ্পরথ আইল আচম্বিতে।
বিমানে চড়িয়া রাজা যায় হরষিতে॥

ইহা দেখি হরষিত যত দেবগণ।
নৃপতি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ॥
খট্টাঙ্গে লইয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন।
মুহূর্ত্তার্দ্ধে পাইল রাজা সেই নারায়ণ॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
সপ্ত দিন আছে তোর কি লাগি চিন্তিত॥
পরীক্ষিত রাজা বলে শুন মহামুনি।
গোবিন্দ ভজন প্রভু আমি নাহি জানি॥
কেমন মুরতি তেঁহ কেমন ঠাকুর।
তত্ত্ব কহ কেমনে এড়াব যমপুর॥
কহিতে কহিতে নীর ঝুরয়ে নয়নে।
দেখিয়া সদয় হৈল ব্যাসের নন্দনে॥
শুক কহে পরীক্ষিত না ভাবিহ ব্যথা।
তোমারে কহি অপূর্ব্ব ভাগবত কথা॥
কৌতুকে কহিল কৃষ্ণ বিধি বিদ্যমানে।
আনন্দে মজিয়া ব্রহ্মা বেদেতে বাখানে॥
কহিতে লাগিলা শুক রাজার গোচরে।
ভাগবত ধর্ম্মকথা কহিব তোমারে॥
নারদে কহিল ব্রহ্মা যত বিবরণ।
সেই কথা প্রকাশিব তোমার সদন॥
যে মতে গোবিন্দ গুণ হইল প্রচার।
দুঃখীশ্যাম দাস কহে শুনহ সংসার॥ ১২॥

ব্রহ্ম-নারদ সংবাদ।

রাগ কেদার।

এক কালে প্রজাপতি বিরলে বসিয়া নিতি
কৃষ্ণ পূজা করিল মানসে।
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি গন্ধ পুষ্প দ্রব্য আদি
নৈবেদ্য অনেক সমাবেশে॥
অম্বুজ আসন করি বসিয়া বদন চারি
ফোঁটাশিখা করি আচমন।
গয়া গঙ্গা বারাণসী পঞ্চ তীর্থ মুখে ভাষি
শুদ্ধ কৈল ভৃঙ্গারে তোয়ন॥
ন্যাসে নিয়োজিয়া মন বীজাক্ষর উচ্চারণ
কররুহ দিয়া নাসারন্ধ্রে।
পাপ পুত্তলিকে মারি অমিয় উদরে ভরি
ধ্যানে আরাধিলা কৃষ্ণচন্দ্রে॥
ব্রহ্মরন্ধ্র ঊর্দ্ধ দলে কর্ণিকা কমলস্থলে
ভাবিল পুরুষ পুরাতন।
নিগম সে রম্য স্থল আবৃত সহস্রদল
নাহি তথা চন্দ্রার্ক পবন॥
গঙ্গা যমুনা নদী ঊর্দ্ধরেখা নিরবধি
মৃণাল ভেদিয়া বিন্দু রয়।
ললাট ষোড়শ দলে পার্ব্বতী করিয়া কোলে
নিরবধি থাকে মৃত্যুঞ্জয়॥
সেই পুরী অভ্যন্তরে অতিশয় মনোহরে
দ্বিভুজ সুন্দর শ্যাম রাজে।
পূর্ণ সদা নিশাপতি পূর্ণব্রহ্মময় জ্যোতি
বামে বিনোদিনী রাধা সাজে॥
কণ্ঠক কমল দেশে দুই পাঁচ দল বৈসে
মান সরোবর বিকসিত।
অমৃত শীতল নীরে হংস হংসী কেলি করে
সুধীর সমীর বহে নিত॥
রাথে সে বিষ্ণুর পুরা দ্বাদশ দল উপরি
গরুড় বাহনে নারায়ণ।
দুই চারি ভুজ কলা গলে পারিজাত মালা
অষ্ট নারী সেবে অনুক্ষণ॥
নাভিদেশে শতদল তাহে বিধাতার স্থল
ধেয়ানে দেখিল প্রজাপতি।
ঊর্দ্ধ দেশে অধ আদি ষট্‌চক্র তাহে ভেদি
কৃষ্ণপদে নিবেশিয়া মতি॥
ধ্যানে নিবেশিয়া চিত বিধি বড় আনন্দিত
শরীরে দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়।

নম্র শির হৈয়া ভূমে প্রণতি করিয়া কান্দে
অষ্ট চক্ষে প্রেমধারা বয়॥
এমন প্রকার বিধি ভাবি কৃষ্ণ গুণনিধি
বিরল মন্দিরে একেশ্বর।
আচম্বিতে হেন কালে নারদ তথায় চলে
ব্রহ্মায় দেখি করে যোড়কর॥
তুমি-দেব-শিরোমণি কহ মোরে কান্দ কেনি
সেবা দণ্ডবৎ কর কারে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্ল্লভ কথা
শ্রীমুখনন্দন গায় সারে॥

কৃষ্ণলীলা-কথার সূচনা।

রাগ ভাটিয়ারি।
আনন্দ করিয়া, বদন ভরিয়া,
রামনারায়ণ বল ॥ধ্রু॥

দেখিয়া পিতার ভাব নারদ কাতর।
নিবেদন করে শিশু যুড়ি দুই কর॥
তোমা হৈতে হয় সৃষ্টি সংহার পালন।
তোমার অধিক দেব আছে কোন জন॥
কারে দণ্ডবৎ কর ক্ষিতি লোটাইয়া।
অঝোর নয়নে কান্দ কাহারে ভাবিয়া॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্পে করি আরাধন।
কোন দেবে পূজা কর কহ নিরূপণ॥
তোমার অধিক কেবা আছে ত্রিভুবনে।
এতেক সমাধি কর কিসের কারণে॥
শুনিয়া হাসিল বিধি নারদের বোলে।
মানসে সেবিয়ে আমি কৃষ্ণপদতলে॥
না জান অবোধ তুমি ছাওয়াল মূরতি।
কিবা জানি কৃষ্ণসেবা আমার শকতি॥
সবার ঠাকুর কৃষ্ণ মনোহর রূপ।
কোটি ব্রহ্মা ধরে কৃষ্ণ এক লোমকূপ॥
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর শমন শঙ্করে।
নিমেষেতে কোটি কোটি সৃজিবারে পারে॥
ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণ পতিত পাবন।
হর্ত্তা কর্ত্তা জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বৈসে কৃষ্ণের শরীরে।
চারি বেদে নারে যাঁর তত্ত্ব বলিবারে॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ যে নৃসিংহ বামন।
নানা রূপ ধরে সৃষ্টি করিতে পালন॥
সহজে ছাওয়াল তুমি না জান কারণ।
ভজহ পরমানন্দে পাবে নিস্তারণ॥
শুনিয়া নারদ কহে বিধাতার পায়।
কেমন মুরতি কৃষ্ণ কহ না আমায়॥
কিবা স্থান কিবা সেবা কিবা অবতার।
কহ মোরে ধ্যান পূজা ভজন তাহার॥
শুনিয়া আনন্দ বিধি নারদের বোলে।
গোবিন্দের মন্ত্র দীক্ষা দিল সেই কালে॥
ধ্যান পূজা আরাধন কহিল সকল।
এক চিত্তে ভজ কৃষ্ণ ভকতবৎসল॥
কহিব তোমারে সে কৃষ্ণের অবতার।
গুপ্তেতে আছিল কথা হইল প্রচার॥
নারদে কহিল বিধি কৃষ্ণরসলীলা।
দুঃখীশ্যাম কহে কৃষ্ণ ভব জলে ভেলা॥ ১৪॥

কৃষ্ণ লীলার সংক্ষেপ বর্ণন।

রাগ কল্যাণ।

তোমারে কহিব শুন যে বলিল নারায়ণ
সাম বেদ বিচারিয়া মোরে।
আগম নিগম বেদে না জানিয়ে শাস্ত্র ভেদে
তত্ত্বকথা কৃষ্ণ অবতারে॥

শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা পাণি মধ্যে শোভে সদা
অঙ্গদ বলয়া করে সাজে।
কত শশিকলা জিনি মস্তকে মুকুট মণি
কুণ্ডল দোলয়ে কর্ণ মাঝে ॥
কপালে চন্দন চাঁদ অপাঙ্গ অনঙ্গ ফাঁদ
তিলফুল জিনি নাসাবর।
বদনমণ্ডল আভা নিন্দি শরদিন্দু শোভা
ঊষা রবি জিনিয়া অধর ॥
পীযূষ জিনিয়া ভাষ লীলায় মধুর হাস
ভুবনমোহন-দেহ হরি।
তনুরুচি জলধর গলে দিব্য মণিবর
মাল্য দোলে জিনিয়া বিজুরি ॥
পীতাম্বর কটি মাঝে চরণে নূপুর বাজে
পদতলে কি দিব উপমা।
রাতুল চরণরাজ রাখিয়া হৃদয় মাঝ
তবে লক্ষ্মী না পাইল সীমা ॥
সেই দেব নিরঞ্জন তাহার মহিমা গুণ
কে কহিতে পারে তিন পুরে।
ইন্দ্র চন্দ্র প্রজাপতি না জানে তাঁহার গতি
সিদ্ধ মুনি গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥
দৈবকী জঠরে জন্ম নন্দগৃহে ক্রীড়া কর্ম্ম
পূতনা শকট মারি ছলে।
তৃণাবর্ত্ত বীরে মারি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি
কুবেরকুমারে উদ্ধারিলে ॥
গোকুলে উৎপাত দেখি গোপ গোপী মনে দুঃখী
বসতি করিল বৃন্দাবনে।
দেখি বৃন্দাবন ধাম আনন্দে গোবিন্দরাম
বাছুরী চরায় শিশুগণে ॥
বনে বৎসাসুর মারি জল পানে বক চিরি
অঘাসুরে করিল সংহার।
অন্ন দধি লৈয়া বনে ভুঞ্জায় বালকগণে
দেখি ব্রহ্মা চকিত অপার ॥

মনের কৌতুক করি ব্রহ্মারে মোহিলা হরি
ব্রজশিশু সঙ্গে নন্দলাল।
শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া তালবনে প্রবেশিয়া
ধেনুকা বধিয়া খাইল তাল ॥
অখিল ভুবনপতি কে জানে তাঁহার গতি
বেদে তত্ত্ব জানিতে না পারে।
কালি দলি যদুমণি অমৃত করিয়া পানী
নাচে প্রভু কালিয়ার শিরে ॥
রামকৃষ্ণ শিশু সনে ধেনু রাখে বৃন্দাবনে
আচম্বিতে বেড়িল আগুনি।
বিশ্বরূপ হৈয়া রঙ্গে অগ্নি ধরি কর সঙ্গে
উদরে ভরিল চিন্তামণি ॥
প্রকারে প্রলম্বাসুরে পাঠাইল যমঘরে
হেন প্রভু কে হইবে আর।
ইন্দ্র পূজা করি ভঙ্গে গোবর্দ্ধন ধরি রঙ্গে
দেখি ইন্দ্র কৈল পরিহার ॥
বরুণের পুরী হৈতে উদ্ধারিলা ব্রজনাথে
দেখিয়া উষত গোপপুরী।
আনন্দে অমরকুলে পুষ্পবৃষ্টি কুতূহলে
গোবিন্দেরে ধন্য ধন্য করি ॥
বস্ত্র আভরণ আর হরি যত গোপিকার
অন্ন মাগি খায় নারায়ণ।
বিকে যায় গোপনারী গোরস পসরা করি
পথে প্রেম মাগেন মোহন ॥
কদম্ব তলাতে কান মুরলিতে দিয়া স্বান
মোহিত করিল ব্রজনারী।
রাসক্রীড়া বৃন্দাবনে কেহ তাহা নাহি জানে
যোগমায়া সৃজিয়া মুরারি ॥
প্রবেশিয়া মধুপুরী মুষ্টিক চাণুর মারি
কংস ধ্বংস কৈল চক্রপাণি।
বাপ মায়ে পরিচয় দিল প্রভু দয়াময়
উগ্রসেনে দিয়া রাজধানী ॥

রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গিয়া সে গুরুর ঠাঞি
চৌষট্টি বিদ্যা শিক্ষা কৈল।
কে জানে কৃষ্ণের মায়া যমের পুরেতে গিয়া
গুরুর নন্দন আনি দিল॥
কুব্জা অক্রুর ঘর গেল প্রভু দামোদর
উদ্ধবে ডাকিয়া আনি বৈল।
বৃন্দাবন পাঠাইয়া তত্ত্বকথা শিখাইয়া
গোপাঙ্গনাগণে শান্তি কৈল॥
দন্তবক্র শিশুপাল জরাসন্ধ যত আর
দনুজেন্দ্রে করিল নিধন।
তমোগুণে দুর্য্যোধন না ভজিল নারায়ণ
কুরুক্ষেত্রে তাহার মরণ॥
কৃষ্ণেরে করিয়া ভক্তি অক্ষয় অব্যয় মুক্তি
পাইল পাণ্ডব পঞ্চজন।
গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্ল্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ॥ ১৫॥

শুকদেবের কথা আরম্ভ।

রাগ বরাড়ী।

হেদেরে ভকত ভাই রাধাকৃষ্ণ বলহ বদনে।
হেলায় জিনিয়া যাবে দারুণ শমনে॥ ধ্রু॥

তোমাকে কহিল যত কৃষ্ণ অবতার।
গুপ্তেতে আছিল কথা হইল প্রচার॥
ত্রিভুবনে এই কথা কেহ নাহি জানে।
বেকত হইল কথা তোমার কারণে॥
শীঘ্রগতি চল তুমি আমার বচনে।
সরস্বতী তীরে যথা ব্যাস তপোধনে॥
অষ্টাদশ পুরাণ করিল ব্যাস মুনি।
তাহাতে না হৈল কিছু কৃষ্ণের কাহিনী॥
তথির কারণে ব্যাস কৈল অভিমান।
তপস্বী হইয়া আছেন সরস্বতী স্থান॥
তাহাকে কহিবে তুমি এই সব কথা।
ইহাতে করিবে ব্যাস ভাগবত গাঁথা॥
নিস্তার পাইবে লোক তাহার আলাপে।
শুনিয়া নারদ চলে ব্যাসের সমীপে॥
নারদে দেখিয়া ব্যাস পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
কোথা হৈতে আইলে মুনি নারদে কহিল॥
নারদ কহিল আমি ব্রহ্মার নন্দন।
পাঠাইয়া দিল পিতা তোমার সদন॥
তোমার যতেক চেষ্টা জানিল বিধাতা।
পুরাণেতে না কহিলে গোবিন্দের কথা॥
সামবেদ করি কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে সঁপিল।
সেই তত্ত্বকথা ব্রহ্মা আমাকে কহিল॥
ব্যাসের বাসনা আছে কৃষ্ণগুণ আশে।
তোমা হৈতে ভাগবত হইবে প্রকাশে॥
শুকদেব জনমিবে তোমার মন্দিরে।
নিগম প্রকাশ হবে তাহার অধরে॥
কহিয়া চলিল মুনি বীণা বাজাইয়া।
ব্যাস আনন্দিত হৈল কৃষ্ণ কথা পাইয়া॥
নারদ বচনে মুনি জানিল কারণ।
ভাগবত কৈল মুনি কৃষ্ণে দিয়া মন॥
এমন সময় শুক ব্যাস নারী গর্ভে।
বিষ্ণুমায়া রাখিয়া জন্মিলা ভূমিভাগে॥
ব্যাস বোধ করি অর্দ্ধশ্লোক সে প্রমাণে।
গঙ্গা স্নান করি গেলা কৃষ্ণ দরশনে॥
মুনিগণ বৈল তারে গুরু করিবারে।
সবার সম্মতে গেলা জনক গোচরে॥
শুক দেখি জনক হইল হরষিত।
পরীক্ষা তাহারে দিয়া পাইল প্রতীত॥
গোবিন্দের নাম দীক্ষা শুকদেবে দিল।
পাইয়া সন্তোষ শুক দৃঢ় মন কৈল॥
কি কহিব কহ মোরে তারণ কারণ।
শুনিয়া জনক বৈলে প্রবোধ বচন॥

ভাগবত করিয়াছে ব্যাস মহামুনি।
সংসার তারিবে তুমি সে কথা বাখানি॥
শুনিয়া সন্তোষ শুক করিল গমন।
উপনীত হৈল যথা ব্যাস তপোধন॥
সকল কহিল শুক ব্যাস বিদ্যমানে।
বৃত্তান্ত জানিয়া ব্যাস আনন্দিত মনে॥
ভাগবত দিলা মোরে পড়িবার তরে।
তবে ব্যাস মহামুনি কহিল আমারে॥
ভাগবত আছে কৃষ্ণ কথা মধুরাশি।
সংসার তারণ কথা পাঠ কর বসি॥
শুন পরীক্ষিত রাজা কহিব তোমারে।
হের দেখ ভাগবত আছে মোর করে॥
প্রকাশিব এই কথা তোমা বিদ্যমানে।
ব্রহ্মশাপ হৈল তোরে এই তো কারণে॥
তক্ষক দংশনে তুমি না করিহ ভয়।
শুনহ কৃষ্ণের কথা আনন্দ হৃদয়॥
শ্রবণ-মঙ্গল কথা পতিতপাবন।
একচিত্তে শুন রাজা পাবে উদ্ধারণ॥
শুনিয়া সন্তোষ রাজা করি যোড় কর।
বিনতি করিয়া কহে হইয়া কাতর॥
কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন।
যে দেখি নিস্তার পাব তোমা দরশন॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
কহিব তোমার আগে কৃষ্ণকথামৃত॥
যেমন প্রকারে কৃষ্ণ জন্মিলা সংসারে।
পৃথিবী উদ্ধার কৈল বধিয়া অসুরে॥
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম ভাষে।
উদ্ধারিয়া লবে হরি এ কলিকলুষে॥ ১৬॥

জয় বিজয়ের ব্রহ্মশাপ।

রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ হে বলরাম রাম॥ ধ্রু॥

পূর্ব্বেতে বৈকুণ্ঠপুরে দেব নারায়ণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে পারিষদগণ॥
চতুর্ভুজ গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র করে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ চিহ্ন হৃদয় উপরে॥
গলে দোলে বনমালা শ্রবণে কুণ্ডল।
রতনমঞ্জরী বাজে চরণ যুগল॥
বিচিত্র বৈকুণ্ঠ-কথা কহিতে অপার।
জয় বিজয় দুই জনে রাখয়ে দুয়ার॥
কৌতুকে আছেন হরি বৈকুণ্ঠের পুরে।
আনন্দ বাড়িল চিত্তে যুদ্ধ করিবারে॥
হেনকালে সনক সনন্দ সনাতন।
কৃষ্ণ দরশনে যান বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
জয় বিজয় দুহেঁ দুয়ারে আছিল।
মুনিগণে অভ্যন্তরে যাইতে নিষেধিল॥
দেখিয়া ক্রোধিত হৈল যত মুনিগণ।
জয় বিজয়ে শাপ দিল ততক্ষণ॥
ভিন্ন ভাব নাহি এথা সবে এক সৃষ্টি।
হেন ঠাঁই যাইতে কেন কর ভিন্ন দৃষ্টি॥
ভিন্ন ভাব কর যদি হইয়া নিষ্ঠুর।
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া হইয়া অসুর॥
শাপ দিয়া অন্তরীক্ষে গেল মুনিবর।
জয় বিজয় দুই জন হইল কাতর॥
কান্দিয়া কহিল গিয়া গোবিন্দের পায়।
ব্রহ্মশাপ হৈল প্রভু রাখহ আমায়॥
শুনিয়া তাহারে বলে দেব চক্রধারী।
ব্রাহ্মণের শাপ আমি খণ্ডাবারে নারি॥
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া হৈয়া দৈত্যপতি।
করিবে অনেক যুদ্ধ আমার সংহতি॥
বৈরী ভাব করি মোরে সদাই চিন্তিবে
তিন জন্মে তোমা দোহে মুকতি পাইবে
চারিরূপে আমি তোমা বধিব সমরে।
এসব আমার মায়া কহিলা তোমারে॥

তোমা আমা যুদ্ধকথা হইবে প্রচার।
তাহার আলাপে লোক পাইবে নিস্তার॥
এতেক প্রবোধ কৃষ্ণ দিলা দুই জনে।
মুনিরে বলিব তোর শাপান্ত কারণে॥
মুনিরে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলিলা বচন।
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন॥
এই দুই জনে মোর আছে বড় কাজ।
বর দেহ আইসে যেন বৈকুণ্ঠের মাঝ॥
শুনিয়া কহিলা মুনি সেই দুই জনে।
প্রভু মুখ দেখি প্রাণ তেয়াগিবে রণে॥
তিন জন্ম দৈত্যরূপে সংসারে জন্মিবে।
চারি রূপ ধরি তোমা বধিবে মাধবে॥
পুনরপি দ্বারী হবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
কৃষ্ণপদ পাবে চিন্তা না করিহ মনে॥
হেনকালে দুই ভাই চলিলা সত্বরে।
দৈত্য জনমিল গিয়া দিতির উদরে॥
অনেক অরিষ্ট হৈল জন্মিতে সংসারে।
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নাম ধরে॥
ত্রিভুবন জিনি রাজা দু ভাই হইল।
বরাহ রূপেতে হিরণ্যাক্ষে বিদারিল॥
হিরণ্যকশিপু-সুত প্রহ্লাদ বৈষ্ণব।
হিরণ্যকশিপু ক্রোধে দেখি তার ভাব॥
করিল অনেক হিংসা প্রহ্লাদ নন্দনে।
নরসিংহ রূপ হরি প্রহ্লাদ রক্ষণে॥
নখেতে বিদারি হরি তাহারে মারিল।
প্রভুমুখ দেখি বীর শরীর ত্যজিল॥
এক জন্ম ব্রহ্মশাপ গোঙাইয়া গেল।
ব্রহ্মার কুলেতে গিয়া জনম লইল॥
বিশ্রবা বীর্য্যে জন্ম নিকষা উদরে।
রাবণ কুম্ভকর্ণ হৈল দুই সহোদরে॥
অনুজ সোদির তার রাজা বিভীষণ।
শূর্পনখা ত্রিজটা ভগিনী দুই জন॥
ত্রিভুবন জিনে রাবণ ব্রহ্মার বরে।
ময়দানব জিনি মন্দোদরী বিভা করে॥
ইন্দ্রে খেদাড়িয়া নিল স্বর্গ অধিকার।
দেবদুঃখঃ দেখি হরি রাম অবতার॥
পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেল বন।
মায়া পাতি সীতা চুরি করিল রাবণ॥
কপি মিত্র করি সিন্ধু বান্ধিল শ্রীরাম।
রাবণ কুম্ভকর্ণে মারে করিয়া সংগ্রাম॥
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া সীতা শুদ্ধ হৈল।
বিভীষণে শ্রীরাম লঙ্কায় রাজ্য দিল॥
দেশে গিয়া রঘুনাথ নৃপতি হইল।
চিরকাল রাজ্য ভুঞ্জি বৈকুণ্ঠে চলিল
দুই জন্ম গোঙাইল সেই দুই বীরে।
পুনর্জন্ম নিল গিয়া দমঘোষ ঘরে॥
শিশুপাল দন্তবক্র হৈল দুই জন।
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে মজাইয়া মন।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম বিরচন॥ ১৭॥

দেবতাদিগের ক্ষীরোদে গমন।

রাগিণী করুণা।

শুন রাজা পরীক্ষিত কহি ভাগবত নীত
যেন মর্ত্তে ভারাবতারণ।
শিশুপাল আদি যত জন্মিল দিতির সুত
ভরে ক্ষিতি চমকিত মন॥
সহিতে না পারি ভর কাঁপে ক্ষিতি থরথর
মায়াতে সুরভি রূপ ধরে।
অবনী ভাবিল মনে পার পাব কোন্ স্থানে
গেলা দেবী ব্রহ্মার গোচর॥
করযোড়ে স্থিরমতি দণ্ডবৎ করে ক্ষিতি
শুন দেব কমল আসন।

জন্মিল অসুর যত বলিবারে পারি কত
তার ভার না যায় সহন ॥
অসুরের ভয় ত্রাসে আইল তোমার পাশে
এ দুঃখ করিতে নিবেদন।
সৃষ্টির করতা তুমি নিশ্চয় কহিনু আমি
রসাতলে করিব গমন ॥
ভয়ে সর্প থরহর কূর্ম্ম করে টলবল
দেখিয়া দনুজ বলবান।
শুন শুন দেবরাজ বুঝিয়া করহ কাজ
কহিলাম তোমা বিদ্যমান ॥
ক্ষিতির বচন শুনি ব্রহ্মা মনে দুঃখ মানি
কেমনেতে রাখিব সংসার।
তবে দেব পদ্মাসন ডাকি আনি দেবগণ
সবে মেলি করিল বিচার ॥
শুন দেব সুরপতি রসাতল যায় ক্ষিতি,
দেখিয়া দনুজ ঘোরতর।
ইহাতে অন্যথা নাই কেমনে নিস্তার পাই
চল সবে প্রভুর গোচর ॥
ব্রহ্মা আদি দেব মেলি ক্ষীরোদ উত্তরে চলি
যথা প্রভু অনন্তশয়ন।
দেবগণ করে স্তুতি প্রভু পদে দিয়া মতি
দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণুর অবতার স্বীকার।

রাগিণী গৌরী।

নারায়ণ প্রভু দেহ হে শরণ।
তুমি সে কারণ প্রভু আমি অকারণ ॥ধ্রু॥
ক্ষীরোদ উত্তর কূলে যত দেবগণ।
চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি করেন স্তবন ॥
অনুগ্রহ কর প্রভু কমললোচন।
তোমা বিনা কেবা আছে বিপদনাশন ॥
ভুবন-মঙ্গল তুমি গতি সবাকার।
তোমার সৃজিত সৃষ্টি সকল সংসার ॥
সবার নিস্তার তুমি ব্রহ্ম নিরূপণ।
নিবেদন করি প্রভু শুন নারায়ণ ॥
পৃথিবী সৃজিলে তুমি যত চরাচর।
দুষ্ট মারি শিষ্ট পাল তুমি চক্রধর ॥
হরষে আছিল ক্ষিতি তোমার কৃপায়।
হেন ক্ষিতি দৈত্যভরে রসাতলে যায় ॥
বড় বড় দৈত্য সব জন্মিল সংসারে।
তার ভর ধরণী ধরিতে নাহি পারে ॥
শিশুপাল দন্তবক্র কংস মহাসুর।
বৎসক প্রলম্ব কেশি মুষ্টিক চানুর ॥
অঘা বকা তৃণাবর্ত্ত শকট পূতনী।
বাণ ভেল বলবান সহস্রেক পাণি ॥
ধেনুক অরিষ্ট আর বিবিধ বানর।
জরাসন্ধ মহারাজা মগধ ঈশ্বর ॥
শাল্ব দুঃশাসন দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন ॥
কীচক দুর্জ্জয় রুক্মী সে কাল যবন।
এমন অনেক দৈত্য জন্মিলা সংসারে ॥
তা সবার ভরে ক্ষিতি টলমল করে।
দৈত্যভয়ে চন্দ্র সূর্য্য না হয় উদয় ॥
প্রসন্ন সলিল নাহি নদ নদী বয়।
পবন অচল প্রভু দৈত্যের তরাসে।
ভয় পায়ে প্রভু আইলাম তোমা পাশে ॥
কৃপা কর জগদীশ রক্ষ একবার।
অসুর বধিয়া কর পৃথিবী উদ্ধার ॥
তুমি দেব নিরঞ্জন সৃজহ সংসার।
তুমি সবাকার প্রাণ জগত আধার ॥
তুমি জপ তুমি তপ তুমি মুখ্য জ্ঞান।
তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি ভগবান ॥
দিবস রজনী দণ্ড নিমিষ প্রহর।
আদ্য অন্ত মধ্য তুমি বেদ অগোচর

নিগমে বসিয়া যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তোমার মহিমা প্রভু কহনে না যায়॥
তোমা হেন ঠাকুর থাকিতে বিদ্যমান।
অসুরের ভয়ে ক্ষিতি রসাতলে যান॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার নিমিখে।
কিবা তেজ ধরে দৈত্য তোমার সম্মুখে॥
নিজ সৃষ্টি শুভ দৃষ্টি দেহ নারায়ণ।
অসুর বধিয়া কর পৃথিবী পালন॥
তোমা বিনে গতি নাহি কহিল নিদান।
রাখ রাখ মহাপ্রভু দেহ প্রাণদান॥
এতেক কহিলা ব্রহ্মা পুটাঞ্জলি হৈয়া।
পড়িল প্রভুর পায় চিত্ত নিবেশিয়া॥
দেবের বৈকল্য দেখি দেব চক্রপাণি।
হাসিয়া দেবেরে বৈল অনুগ্রহ বাণী॥
শুন দেবগণ দুঃখ না ভাবিহ মনে।
আছয় আমার দৃষ্টি সকল ভুবনে॥
আমি জানি জন্মিল যতেক দৈত্যগণ।
প্রকারে বধিব আমি শুনহ কারণ॥
আমার বচন শুন দেবতা সকল।
শীঘ্রগতি চল সবে অবনীমণ্ডল॥
বড় বড় নরপতি আছয়ে সংসারে।
ক্রমেং জন্ম গিয়া তা সবার ঘরে॥
তিলোত্তমা আদি করি যত নারীগণে।
তা সবারে জন্মাইহ রাজার ভবনে॥
আমিহ জন্মিব গিয়া বসুদেব ঘরে।
দৈবকীনন্দন হব দৈত্য বধিবারে॥
বাল্যখেলা হবে মোর নন্দের ভবনে।
একেং বধিব সকল দৈত্যগণে॥
চিন্তা না করিহ শুন দেব প্রজাপতি।
অবনীমণ্ডলে গিয়া জন্ম শীঘ্রগতি॥
প্রভুর আদেশে সবে দণ্ডবৎ হৈয়া।
আনন্দে চলিল আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া॥

দেবেরে বিদায় দিয়া দেব গদাধর।
মহামায়া আনি তবে বলিল বিস্তর॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়িনী তুমি নারায়ণী।
জগত আধার তুমি আদ্যা ঠাকুরাণী॥
সৃষ্টি রাখ ভগবতি শুনহ বচন।
দৈত্যভরে যায় ক্ষিতি পাতাল ভুবন॥
পৃথিবী উদ্ধার হেতু আনিনু তোমারে।
আমার বচনে তুমি চলহ সংসারে॥
নন্দগোপ যশোদা আছেন ব্রজপুরে।
বৈসয়ে দৈবকী বসু মথুরানগরে॥
যোগবলে ছয় গর্ভ আনিয়া সত্বরে।
বারে বারে জন্মাইহ দৈবকী উদরে॥
সপ্তমেতে অংশরূপে দৈবকী উদরে।
পাঁচ মাস গেলে থোবে রোহিণী জঠরে॥
মায়াতে জন্মিহ তুমি যশোদা মন্দিরে।
কংস মারিবার তরে গোকুল নগরে॥
দৈবকী অষ্টম গর্ভে জনম আমার।
আমা লয়ে যাবে বসু নন্দের দুয়ার॥
আমাকে রাখিয়া তথা যশোদার ক্রোড়ে।
তোমাকে লইয়া দিবে কংসের গোচরে॥
কংসেরে ভাণ্ডিয়া তুমি যাবে নিজপুরী।
জগতে পাইবে পূজা শুন মহেশ্বরী॥
আদ্যাকে কহিল এত দেব নারায়ণ।
আজ্ঞা লৈয়া ভগবতী করিলা গমন॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে মজাইয়া চিত।
কহে দুঃখীশ্যাম দাস মধুর সঙ্গীত॥ ১৯॥

দৈবকীর বিবাহ।

রাগ মঙ্গল।

করিয়া প্রণতি কহে নরপতি
মুনি কর অবধান।

দেবে আজ্ঞা দিয়া কি রূপে আসিয়া
জন্ম লৈল ভগবান ॥
কৃষ্ণের কথন শুনহ রাজন
কংস বৈসে মধুপুরে।
দেবক কুমারী দৈবকী সুন্দরী
বিভার উদ্যোগ করে ॥
মথুরা নগরে মহোৎসব করে
আনন্দিত কংস রায়।
দগড় দুন্দুভি বাজে পঞ্চ শব্দী
সে ধ্বনি গগণে যায় ॥
নানা গীত করি নাচে বিদ্যাধরী
কিন্নর কিন্নরী গায়।
গৃহের উপর কলস সুন্দর
নেতের পতাকা তায় ॥
কুল শীল গুণে বর বাছি আনে
যদুবংশের নন্দন।
বসুদেব নাম রূপে মোহে কাম
তাহারে কৈল বরণ ॥
নানা আভরণ বসন ভূষণ
করিয়া বহু সম্মান।
দৈবকী সুন্দরী অলঙ্কারে ভরি
বসুদেবে দিল দান ॥
অশ্ব গজ রথ দিলেন বহুত
যৌতুক করিয়া তারে।
গাভী দিল যূথ বৎসক সহিত
কনক রচিয়া খুরে ॥
অনেক কাঞ্চন রাজ্য দিল দান
রত্নখট্টা সিংহাসন।
বসুদেব তবে কংসে কহে ভাবে
বিদায় দেহ রাজন ॥
তবে নৃপবর রথের উপর
কন্যা বর বসাইয়া।
নানা গীত রঙ্গে বন্ধুগণ সঙ্গে
যায় আগু বাড়াইয়া ॥
রাজা হেনমতে চলে হরষিতে
রথের সারথি হৈয়া।
নগর চত্বর এড়ায়ে সত্বর
যায় রথ চালাইয়া ॥
হেনকালে বাণী শূন্যে হৈল ধ্বনি
শুন শুন কংসাসুর।
কৃষ্ণ পদ রসে দুঃখীশ্যাম ভাষে
গোবিন্দ গীত মধুর ॥ ২০ ॥

দৈবকীর ছয় পুত্রের জন্ম।

রাগ কল্যাণ।

যে করিবে হরি তুমি সে জান।
পদছায়া দিয়া বারেক কিন ॥ ধ্রু ॥

আকাশে থাকিয়া দেবী কহে বীণাপাণি।
শুন শুন দৈত্যেশ্বর কংস নৃপমণি ॥
দৈবকী ভগিনী তোর তাহার উদরে।
জন্মিবে ভাগিনা তোমা বধিবার তরে ॥
দৈবকী অষ্টম গর্ব্ভে তোমার মরণ।
নিশ্চয় কহিলা তোরে শুনহ রাজন ॥
এতেক আকাশবাণী শুনি দৈত্যপতি।
শিবিরে সত্বরে গেলা হৈয়া ক্রোধমতি ॥
দন্তে দন্তে কড়মড়ি করে দৈত্যেশ্বর।
দৈবকী বধিব হেন ভাবিল অন্তর ॥
ইহার উদরে যদি মৃত্যু উপজিবে।
ইহাকে বধিলে তবে শত্রু না জন্মিবে ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা ক্রোধিত হইয়া।
দৈবকীর কেশে রাজা ধরিলেক গিয়া ॥
রকত নয়ন করি চাহে নরপতি।
তা দেখিয়া বসুদেব করিল বিনতি ॥

শুন শুন কংশ রাজা আমার বচন।
নারীবধ না করিহ শুনহ রাজন॥
ইহার উদরে যদি কুমার জন্মিব।
যত শিশু হবে তাহা তোমা আনি দিব॥
ভগিনী-জীবনে তব মোর বড় কাজ।
প্রাণ দান দেহ মোরে শুন দৈত্যরাজ॥
সত্য সত্য বলি আমি শুন নৃপবর।
পুত্র হৈলে সমর্পিব তোমার গোচর॥
নারীবধ মহাপাপ না যায় খণ্ডন।
কেন হেন কর্ম্ম কর শুন মহাজন॥
বসুদেব করুণা শুনিয়া দৈত্যেশ্বর।
দয়া উপজিল তার হৃদয় ভিতর॥
ছাড়িয়া দৈবকী কেশ কহেন রাজন।
শুন শুন বসুদেব আমার বচন॥
তোমার বচন যদি না হইবে দড়।
তবে ত আমার ঠাঁই ক্লেশ পাবে বড়॥
এতেক বলিয়া তারে দিলেন মেলানি।
হতশ্রদ্ধ হৈয়া কংস চলে রাজধানী॥
তবে বসুদেব দেবী দৈবকী লইয়া।
নিজ গৃহে গেল যেন পুনর্জ্জন্ম পাইয়া॥
দেখিয়া কংসের চেষ্টা যদুর নন্দন।
বংশ না রহিবে বলি ভাবে মনে মন॥
তবে বসুদেব বংশ রক্ষার কারণে।
গুপ্তবেশে রোহিণীকে বিভা করি আনে॥
তবে কত দিনে দেবী দৈবকী সুন্দরী।
বসুদেব সঙ্গে থাকি ঋতু স্নান করি॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যত না যায় খণ্ডন।
দৈবকী প্রথম গর্ভ শুনিল রাজন॥
দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ।
পুত্র প্রসবিল দেবী সম্পূর্ণ লক্ষণ॥
তবে বসুদেব সত্য রাখিবার তরে।
পুত্র কোলে করি গেলা কংসের গোচরে॥
প্রতীতি পাইয়া তার কংস নৃপমণি।
ইহা হৈতে মৃত্যু মোর না বলিল বাণী॥
দৈবকী অষ্টম গর্ভে জন্মিবে যে জন।
তারে আনি দিবে তুমি আমার সদন॥
তবে সে প্রতীতি আমি পাইব তোমার।
গৃহে লয়ে যাহ তুমি আপন কুমার॥
পুত্র লয়ে বসুদেব করিল গমন।
দেখিয়া দৈবকী দেবী হরষিত মন॥
হেন মতে বসুদেব দৈবকী সুমতি।
ক্রমে ক্রমে ছয় পুত্র হইল উৎপত্তি॥
তাহা না মারিল কংস মহা দৈত্যপতি।
আনন্দেতে বসুদেব করেন বসতি॥
মথুরা নগরে কংস বসেছে সভায়।
হেনকালে নারদ আইল তথাকায়॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্বুজে মজাইয়া চিত।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দ সংগীত॥ ২১॥

কংসের সভায় নারদের আগমন।

রাগ শ্রী।

আচম্বিতে হেনকালে কংসরাজ সভাতলে
নারদ মুনির আগমন।
উজ্জ্বল দেহের কান্তি দেখিতে সুন্দর ভাতি
কোটি সূর্য্য জিনিয়া বরণ॥
সুন্দর মন্দার আভা জটার উপরে শোভা
উজ্জ্বল তিলক ভালে সাজে।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে রত্নমণিহার গলে
মুখ দেখি কত শশী লাজে॥
ছুটকে তিমির অন্ত ক্ষমাশীল শান্ত দান্ত
গুণের নিধান মুনিবর।
সর্ব্ব-জীবে সম দয়া কৃষ্ণে চিত্ত নিবেশিয়া
রূপে মোহে কত ফুলশর॥

এ হেন বৈষ্ণব তেজে কংসের সভার মাঝে
আইসে মুনি বীণা বাজাইয়া।
দেখিয়া নারদ গতি কংস রাজ হৃষ্টমতি
দণ্ডবৎ করিল উঠিয়া ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে স্থান দিল বসিবারে
কহে রাজা করপুট হৈয়া।
দেখিয়া তোমার মুখ অন্তরে জন্মিল সুখ
ভাগ্যে মোর মিলিলে আসিয়া ॥
অবগতি তপোধন কোথা হৈতে আগমন
অপূর্ব্ব মুরতি তোমা দেখি।
শুদ্ধ হৈল পুরীখান ধন্য ধন্য মোর প্রাণ
সফল হইল দুটী আঁখি ॥
বচনে সন্তোষ পেয়ে কংসের বদন চেয়ে
কহে মুনি শুন দৈত্যপতি।
তোমা সবাকার ভারে ধরণী ধরিতে নারে
রসাতল যায় বসুমতী ॥
এত দেখি পদ্মাসন সঙ্গে লয়ে দেবগণ
ক্ষীরোদে জানাইল গদাধরে।
দেখিয়া দেবের দুঃখ আজ্ঞা দিল পদ্মমুখ
সর্ব্বদেব জন্মিল সংসারে ॥
তোমারে কহিনু মর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ লভিবে জন্ম
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে।
জন্মিয়া অবনী মধ্যে তোমাকে মারিবে যুদ্ধে
হেন সব দেবতার চিতে ॥
নিশ্চয় কহিয়া যাই ইহাতে অন্যথা নাই
তোমারে বধিবে নারায়ণ।
শুন শুন দৈত্যরাজ বুঝিয়া করহ কাজ
তোমারে কহিনু নিরূপণ ॥
এত বলি কংসাসুরে গেলা মুনি স্বর্গপুরে
আনন্দেতে বীণা বাজাইয়া।
নারদের বাক্য শুনি কংস চমকিত গণি
যুক্তি করে সভাজন লৈয়া ॥
নারদ কহিল যত সে কথা পরম তত্ত্ব
দেবগণ বৈরী হৈল মোর।
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে
পার কর নাগর কিশোর ॥ ২২ ॥

বলরামের জন্ম।

রাগ বরাড়ি।

কানাই আইল রে।
ভুলাইতে গোয়ালার মেয়ে।
যুবতী পাগল কৈল মুরলী বাজায়ে ॥ ধ্রু

নারদের বাক্য শুনি কংস দৈত্যপতি।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করেন যুকতি ॥
শত্রু হৈয়া জন্মিল সকল দেবগণ।
দৈবকীর উদরে জন্মিবে নারায়ণ ॥
নারদ বলিল যত মিথ্যা কিছু নয়।
বুঝিয়া বিচার কর ভাল যেন হয় ॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে করহ হিংসন।
তপ জপ গুরু যজ্ঞ হিংস দৈত্যগণ ॥
বসুদেব দৈবকী আনিয়া দোঁহাকারে।
লৌহপাশ দিয়া বন্দী কর কারাগারে ॥
দৈবকীর ছয় পুত্র আনি দৈত্যেশ্বর।
আছাড়িয়া মারে বজ্র শিলার উপর ॥
বসুদেব দৈবকী দোঁহারে বন্দী কৈল।
বন্দীঘরে রাখিয়া অনেক চর দিল ॥
বন্দী হয়ে বসুদেব দৈবকী সুন্দরী।
অন্তরে গোবিন্দ চিন্তে মুকুন্দমুরারী ॥
পাঁচ মাস দৈবকীর গর্ভ হেনকালে।
যোগমায়াময়ী দুর্গা আইল বন্দীশালে ॥
নিদ্রাছলে গর্ভ কাড়ি লইল সত্বরে।
প্রবেশ করিল লৈয়া রোহিণী উদরে ॥

অন্তর্ধান হয়ে দেবী গেলা নিজ পুরে।
দিনে দিন বাড়ে গর্ভ রোহিণী উদরে ॥
যেই দিন বন্দী হৈল যদুর নন্দন।
রোহিণীরে যাইতে বৈল নন্দের ভবন ॥
রোহিণী সুন্দরী গেলা নন্দের মন্দিরে।
বন্দী হৈয়া বসুদেব পাঠাইলা মোরে ॥
"তোমা বিনা সখা মোর নাহি ত্রিভুবনে।
লুকাইয়া থুবে নারী পরম যতনে ॥"
এত শুনি উল্লাসিত নন্দের অন্তরে।
যতনে রোহিণী লৈয়া থুইল অভ্যন্তরে ॥
হেনরূপে রহে দেবী নন্দের মন্দিরে।
বিষ্ণুতেজোময় গর্ভ ধরিয়া উদরে ॥
দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ।
পুত্র প্রসবিল দেবী সম্পূর্ণ লক্ষণ ॥
মাতা পুত্রে রহে দেবী নন্দের ভবনে।
গুপ্তবেশে আছে দেবী কেহ নাহি জানে
ওথা বসুদেব ও দৈবকী বন্দীশালে।
গর্ভপাত হৈল চর জানিল সকালে ॥
অবিলম্বে কংসে গিয়া করিল গোচর।
হতশ্রদ্ধ হৈয়া রাজা না দিল উত্তর ॥
তবে কত দিনে দেবী দৈবকী সুন্দরী।
বসুদেব সঙ্গে থাকি ঋতুস্নান করি ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যত না যায় খণ্ডন।
পুনরপি বন্দীশালে গর্ভ নিবন্ধন ॥
হরি হরি মহাপ্রভু লৈল গর্ভবাস ;
পয়ার প্রবন্ধে কহে দুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গর্ভবাস।

কে জানে রামের নাম
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ধ্রু ॥

ধরিল অষ্টম গর্ভ দৈবকী সুন্দরী।
আপনি জন্মিল ত্রিভুবন অধিকারী ॥
তেজোময় গর্ভ দেখি দৈবকী উদরে।
দুই মাস হৈল গর্ভ জানে অনুচরে ॥
কংসেরে কহিল গিয়া ত্বরিত গমন।
দৈবকী অষ্টম গর্ভ শুনহ রাজন্ ॥
উথড়িয়া উঠে রাজা গর্ভ নাম শুনি।
শীঘ্র চলে বন্দীঘরে দেখিতে ভগিনী ॥
দেখিল দৈবকীগর্ভ ব্রহ্মময় জ্যোতি।
কংস বলে কাল মোর হইল উৎপত্তি ॥
গর্ভতেজ দেখিয়া কংসের লাগে ভয়।
আশ্বাস করিয়া কংস অনুচরে কয় ॥
এই গর্ভে জন্মিয়াছে দেব গদাধর।
রাখিহ যতন করি শুন অনুচর ॥
দৈবকীর গর্ভ নহে কংসের মরণ।
গর্ভ দেখি প্রাণ কান্দে শুন বন্ধুগণ ॥
দ্বিগুণ করিয়া বন্দী কর দোহাকারে।
প্রতিদিন গিয়া তুমি জানাবে আমারে ॥
প্রসব হইলে শত্রু করিব সংহার।
তবে সে হরষ চিত্ত হইবে আমার ॥
কাল উপজিল মোর বলে কংস রায়।
দ্বিগুণ করিয়া বন্দী করে দোহাকায় ॥
অন্তরে বিপক্ষ ভাব ভাবি নারায়ণে।
রাজধানী গেল কংস বিষাদিত মনে ॥
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ দৈবকী উদরে।
প্রতিমাসে অনুচর জানায় কংসেরে ॥
দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ।
গর্ভ দেখিবারে আইলা যত দেবগণ ॥
দৈবকী উদরে গর্ভ দেখি তেজোময়।
প্রণতি করেন বিধি আনন্দ হৃদয় ॥
শ্রীগুরু-গোবিন্দ-পদে মজাইয়া চিত।
কহে দুঃখীশ্যাম দাস মধুর সঙ্গীত ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মার স্তুতি।

রাগ কল্যাণ।

দৈবকী উদরে হরি দেখিয়া বদন চারি
স্তব করে নানা পরকারে।
জয় জয় নারায়ণ ভক্তজনপরায়ণ
দেব দুঃখে জন্মিলে সংসারে॥
তোমার মাহাত্ম্য যত কে বলিতে পারে তত্ত্ব
তুমি প্রভু পতিতপাবন।
কে জানে তোমার মায়া কেবল করুণা হিয়া
দীনদাতা ভুবনমোহন॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তুমি ত্রিভুবনপতি
তুমি প্রভু জীবের জীবন।
তুমি দিবা তুমি রাতি শুভাশুভ লগ্ন তিথি
দণ্ড মাস প্রহর লক্ষণ॥
তুমি দেব দয়াময় তোমা হৈতে সর্ব্ব হয়,
ভুবন-মঙ্গল তব নাম।
তুমি সবাকার বন্ধু কেবল করুণাসিন্ধু
সজল জলদ ঘনশ্যাম॥
তুমি একার্ণব জলে নিদ্রা গেলে যোগ বলে
ত্রিভুবন হইল প্রলয়।
তুমি সে জাগিলে যবে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিল তবে
মধু কৈটভ হইল ক্ষয়॥
তুমি দেব বিশ্বেশ্বর যত সব চরাচর
জনম লভিল তুয়া দেহে।
তুমি আদি দেববর তুমি ব্রহ্মা হরিহর
তব রূপে কোটি কাম মোহে॥
অবনী তারণ আশে জন্মিলে যদুর বংশে
ভাগ্যবতী দৈবকী উদরে।
মনুষ্য শরীর ধরি অবনীমণ্ডলে হরি
মোহিয়া মারিবে কংসাসুরে॥
প্রজাপতি হৃষ্টমতি সঙ্গে লৈয়া সুরপতি
পুষ্পবৃষ্টি করিল তথায়।
বসুদেব দৈবকীরে বাখানিয়া দোঁহাকারে
প্রভুপদে মাগিল বিদায়॥
দৈবকীর বন্দীশালে কষ্ট ব্যথা হেন কালে
না জানিল প্রভুর মায়ায়।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস গায়॥ ২৫॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

শ্রীরাগ।

বড় রে দয়ার নিধি হরি। ধ্রু।

তবে হেনমতে দেবী দৈবকী সুন্দরী।
কত না কামনা ফলে কৃষ্ণে গর্ভে ধরি॥
দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ।
কষ্ট ব্যথা জানাইল শুনহ রাজন॥
যতেক কংসের চর নিদ্রায় মোহিত।
ঘোর অন্ধকার নিশি হৈল উপস্থিত॥
ভাদ্র মাস কৃষ্ণাষ্টমী শুভযোগ অতি।
শুভ ক্ষণে সু দিনে রোহিণী নিশাপতি॥
দুই প্রহর রাত্রি গেল উদয় শশধর।
লগনেতে সুর-গুরু ভৃগুর কুমার॥
বৃষে উচ্চ চন্দ্র বৈসে মকরে মঙ্গল।
তুলা শশী কন্যা বুধ সুযোগ সকল।
চন্দ্রের বৈভোগ দেখি ত্রৈলোক্য শোভয়।
শুভ গ্রহে দৈত্য গুরু মিথুনে অর্দ্ধ কায়।
প্রসন্নতো নদ নদী যামিনী প্রসন্ন।
সম্পূর্ণ নক্ষত্র চন্দ্রে রোহিণী মিলন॥
প্রসন্ন ত দশ দিক পর্ব্বত সাগর।
দেবগণ সঙ্গে সুখে দেখে পুরন্দর॥
এমন সময় ক্ষণ মাহেন্দ্র হইল।
সুন্দরী দৈবকী দেবী পুত্র প্রসবিল॥

শংখ চক্র গদা পদ্ম বনমালা ধরে।
কিঙ্কিণী কনক নানা আভরণ পরে॥
মস্তকে মুকুট মণি করে ঝলমল।
শ্রবণে রহিয়া দোলে মকর কুণ্ডল॥
শ্রীবৎস কৌস্তভ চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে।
কেশরী জিনিয়া মাঝা পীতাম্বর সাজে॥
তনু বিভূষিত গন্ধ শ্রীহরি চন্দনে।
তরুণ তুলসী শোভে রাতুল চরণে॥
সমাধি সাধিয়া যোগী না দেখে যাহারে।
দেখিল দৈবকী বসু চক্ষুর গোচরে॥
পারিষদগণ দেখে প্রভুর সংহতি।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে স্তব করে খগপতি॥
দক্ষিণে সারদা বামে ক্ষীরোদ-নন্দিনী।
চতুর্দ্দিকে স্তব করে সুর নর মুনি॥
পতিতপাবন হরি গুণের নিধান।
দেখিয়া দৈবকী বসু চঞ্চল নয়ন॥
সাক্ষাতে গোবিন্দ দেখি গণে মনে মনে
কি করিব কি বলিব প্রভু বিদ্যমানে॥
জোড় কর করি স্তুতি করে দুই জনে।
গোবিন্দমঙ্গল গায় শ্রীমুখ নন্দনে॥ ২৬॥

বসুদেবের স্তব ও পূর্ব্বজন্মের বিবরণ।

রাগ করুণা।

বসুদেব দৈবকী কৃষ্ণের বদন দেখি
দণ্ডবৎ করেন স্তবন।
সুখের নাহিক ওর আনন্দে হইয়া ভোর
প্রেমভাবে ঝুরয়ে নয়ন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে যার তত্ত্ব নাহি জানে
যোগীগণ না পায় ধেয়ানে।
আমা সবে পূর্ব্ব জন্মে না জানি কতেক ধর্ম্মে
প্রভুমুখ দেখিনু নয়নে॥
বসুদেব বলে বাণী শুন প্রভু চক্রপাণি
ভকতবৎসল নারায়ণে।
কে জানে তোমার মায়া কেবল করুণা হিয়া
জনমিলে ভারাবতারণে॥
কংস মহা দুষ্ট মতি আমা দোঁহাকারে শাস্তি
করিয়াছে তোমার কারণে॥
দেখি তুয়া চাঁদমুখ অন্তরে বিদরে বুক
প্রাণ কাঁপে পাছে কংস শুনে॥
মোর গতি এত দূর তব রিপু কংসাসুর
কহ প্রভু কি করি উপায়।
শুনিয়া দোঁহার বাণী কৃপানিধি যাদুমণি
হাঁসিতে লাগিল শ্যামরায়॥
কহে প্রভু নারায়ণ শুন তুমি দুই জন
ত্রেতায় অদিতি জন্মে ছিলে।
অন্য রসে মন নাই আমাকে একান্ত ধ্যায়ি
অনেক কামনা দোঁহে কৈলে॥
কায়ে মহা ক্লেশ করি বৎসর নির্ণয় করি
দ্বাদশ বৎসর দেব মানে।
তোমা দোঁহাকার ধ্যানে ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠস্থানে
বর দিতে আইনু কাননে॥
তোমারে করিয়া দয়া কহিনু সাক্ষাত হয়ে
বর মাগ মনের ইচ্ছায়।
অনেক স্তবন কৈলে মুক্তিপদ না মাগিলে
কেবল সে আমার মায়ায়॥
কহিলে আমার ঠাঁই অন্য বরে কার্য্য নাই
যদি প্রভু হইলে প্রসন্ন।
নিবেদি তোমার আগে এই সাধ মনে লাগে
তুমি মোর হইবে নন্দন॥
তখনি বলিনু আমি অবনীতে থাক তুমি
চিরদিন আমার বচনে।

দ্বাপরে দৈবকী রূপে জনমিবে জম্বুদ্বিপে
মোর জন্ম ভারাবতারণে॥
শুন তুমি দুই জন পূর্ব্বের সে বিবরণ
মনে দুঃখ না ভাবিহ আর।
দৈত্য দলন আশে জনমিনু তব অংশে
কংস হৈতে কি ভয় আমার॥
আমার বচন ধর কোলে করি লয়ে চল
রাখ আমায় যশোদার কোলে।
কহি এ সকল কথা মহামায়া আছে তথা
তারে আনি দেহ কংসাসুরে॥
আমা প্রতি বদলিয়া কংসেরে মোহিবে মায়া
শুন বসু দৈবকী সুন্দরী।
কহে দুঃখীশ্যাম দাস দৈবকীর পূর্ণ আশ
চলে বসু কৃষ্ণ কোলে করি॥ ২৭॥

কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের নন্দালয়ে গমন।

রাগ করুণা।

আজি বড় শুভ দিন রে
আমার জীবন যাদুমণি॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণের আজ্ঞায় বসু আনন্দ সকল।
উঠিয়া দাণ্ডাইতে খসে পায়ের শিকল॥
কৃষ্ণের কৃপায় খসে নিগূঢ় বন্ধন।
কোলে কৈল বসু বাল্যরূপী নারায়ণ॥
চৌকী প্রহরী সব নিদ্রায় মোহিত।
কপাট খসিল কৃষ্ণ দেখিয়া বিদিত॥
ঘোর অন্ধকার বৃষ্টি করে মেঘ মালে।
বিজুরি কাড়ায় পথ বসুদেব চলে॥
গোবিন্দ তিতিবে হেন ফণীন্দ্র দেখিয়া।
কৃষ্ণের উপরে যায় ফণা আচ্ছাদিয়া॥
উপনীত হৈল বসু কালিন্দী কিনারে।
যমুনা তরঙ্গ দেখি পড়িল ফাঁপরে॥
যমের ভগিনী সে যমুনা নাম ধরে।
গোবিন্দ দেখিয়া বড় হরষ অন্তরে॥
বালিবন্ধ দিয়া পথ কৈল বিদ্যমানে।
বিষ্ণু মায়া ভ্রমে বসুদেব নাহি জানে॥
এমন সময় আদ্যা শৃগালী হইয়া।
যমুনার মধ্যে যায় পথ কাড়াইয়া॥
সে পথ বাহিয়া বসুদেবের গমন।
কালিন্দী স্নান হেতু খসে নারায়ণ॥
কোলে না দেখিয়া কৃষ্ণ ভুবনমোহন।
কাতর হইয়া বসু করয়ে রোদন॥
হাহা কৃষ্ণ বলি কান্দে শিরে মারে ঘাত।
কি দোষে বঞ্চিত মোরে প্রভু জগন্নাথ॥
আপনি করিলে দয়া আপনার গুণে।
পাথারে ফেলিয়া মোরে গেলে কোন্ স্থানে।
কংসাসুরে প্রাণ দিব কি ডর তাঁহারে।
জীয়ন্ত থাকিতে মোরা বিচ্ছেদ তোমারে॥
বসুদেব ভাব কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া।
উঠিলা পিতার কোলে স্নান আচরিয়া॥
কোলে কৃষ্ণ দেখি বসু মহাভাগ্য মানি।
মরার শরীরে যেন বাহুড়ে পরাণি॥
নদী পার হয়ে গেল গোকুল নগরে।
প্রবেশ হইল গিয়া নন্দের মন্দিরে॥
নিদ্রায় বিভোল দেখি নন্দের ঘরণী।
প্রসব হয়েছে কন্যা তাহা নাহি জানি॥
যশোদার কোলে রাখি মুকুন্দমুরারি।
কন্যা কোলে করি বসু চলে ত্বরা পরি॥
যমুনা হইয়া পার গেলা মধুপুরী।
দৈবকীর কোলে দিল দেবী মহেশ্বরী॥
দুয়ারে কপাট লাগে প্রভুর মায়ায়।
লোহার শিকল লাগে বসুদেব পায়॥

পাঁচ দণ্ড রাত্রি আছে প্রহরী জাগিল।
দৈবকীর কোলে কন্যা কান্দিতে লাগিল॥
দৈবকী প্রসব হৈল জানি অনুচর।
আস্তে ব্যস্তে ধেয়ে গেল কংসের গোচর॥
দৈবকী প্রসব হৈল শুন দৈত্যপতি।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে গোবিন্দ ভকতি॥২৮॥

কংসের প্রতি মহামায়ার চেতনা দান।

রাগ বরাড়ি।

দূতমুখে পেয়ে বার্ত্তা কংসের লাগিল চিন্তা
বলে রিপু জন্মিল মরতে।
কালরূপী ভগবান তার নামে কাঁপে প্রাণ
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে॥
নারদ কহিল পূর্ব্বে পৃথিবীর দৈত্য সর্ব্বে
সংগ্রামেতে করিব সংহার।
আপনি জন্মিল সুত সাজি সবে চলে দ্রুত
সংগ্রামেতে করিব সংহার।
কংস কাঁপে ক্রোধভরে সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে
কৃষ্ণ দেখিবারে কারাগারে॥
কারাগারে প্রবেশিয়ে দৈবকীবদন চেয়ে
বলে দেখি তোমার নন্দন॥
পার্ব্বতী করিয়া কোলে দৈবকী কহিল ছলে
কান্দিয়া কান্দিয়া কংস আগে।
অষ্টম গর্ভেতে কন্যা জন্মিলা ত্রিলোক ধন্যা
ইহা দিতে প্রাণে দুঃখ লাগে॥
দৈত্যপতি ভাই তুমি দুঃখিনী ভগিনী আমি
যে বা ছয় পুত্র হৈল জাত।
তব রিপু দেবগণ মোর পুত্রে অকারণ
ক্রোধে তুমি করিলে নিপাত॥
বয়স নাহিক আর কন্যা পুত্র জন্মিবার
সত্য কহি তোমা বিদ্যমানে।
ভ্রাতা রাখ বৃদ্ধ কালে এই কন্যা কুতূহলে
তব পুত্রে দিব সম্প্রদানে॥
কহে কংস নৃপমণি দৈবকী শুনহ বাণী
তুমি তো অবলা অচেতন।
যার যে বিপক্ষগণ শুন পূর্ব্ব বিবরণ
স্ত্রী হইতে মৈল পুরোচন॥
এত বলি কংস রায় ঠেলিয়া দৈবকী পায়
কোলে হৈতে কন্যা কাড়ি লৈল।
চরণে ধরিয়া ক্রোধে আছাড়িতে শিলা মধ্যে
হস্ত হৈতে পার্ব্বতী খসিল॥
পিছলিয়া কংস হাতে চলিল অম্বরপথে
গগনে হইল অষ্টভুজা।
ডাকিয়া কংসেরে বাণী বলে দেবী নারায়ণী
শুন রে পাপিষ্ঠ কংস রাজা॥
তুমি কি বধিবে মোরে যে জন বধিবে তোরে
সে জন জন্মিল মহীতলে।
তোমা আদি দৈত্য সর্ব্ব ইঙ্গিতে করিয়া খর্ব্ব
ক্ষিতিভার উদ্ধারিবে হেলে॥
শুন দৈত্য কহি তোরে কষ্ট দিলি দৈবকীরে
সে পাপে তোমার নাহি গতি।
আমার বচন ধর বসুদেবে সেবা কর
যত্নে তোষ দৈবকীর মতি॥
অন্য না করিহ মনে মরিবে কৃষ্ণের রণে
তোমা লাগি নররূপ হরি।
জন্মিলে মরণ লেখা কে তাহা করিবে রক্ষা
চিন্তা ত্যজ দৈত্য অধিকারী॥
এত বলি মহামায়া গেলা অন্তর্ধান হৈয়া
শুনি কংস মহা ভয়াকুলি।
দেবীর বচনে গিয়া কারাগারে প্রবেশিয়া
খসাইল দোঁহার শিকলি॥

পড়িয়া দোঁহার পায় সকরুণে কংসরায়
বলে দোঁহে দয়া কর মোরে।
না বুঝিয়া দৈবগতি দনুজ শরীরে মাতি
কষ্ট দিনু তোমা দোঁহাকারে॥
পুত্রের মরণ কথা মনে না করিহ ব্যথা
জন্ম মৃত্যু কে খণ্ডিতে পারে।
না লবে আমার দোষ একবার ক্ষম রোষ
ভৃত্যগণে সেবিব তোমারে॥
এতবলি দোঁহাকারে লৈয়া গেল নিজ ঘরে
স্নান দান করাইল ভোজন।
করিল অনেক মান না না রত্ন দিল দান
অলঙ্কার অপূর্ব্ব বসন॥
বসুদেব দৈবকী কংসের আদর দেখি
তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণে দিল মন।
তুষিয়া দোঁহার মতি তবে কংস নরপতি
রাজধানী করিল গমন॥
ডাকি আনি দৈত্যগণ ইষ্ট মিত্র বন্ধুজন
সবে মেলি করয়ে বিচার।
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
ভবভয় করহ উদ্ধার॥ ২৯॥

দৈত্যাদিগের প্রতাপ।

রাগ কানাড়া।

যা করিবে হরি তুমি সে জান।
পদছায়া দিয়া বারেক কিন॥ ধ্রু॥

সভাজন লৈয়া যুক্তি করে কংসাসুর।
সকরুণ হৈয়া বলে বচন মধুর॥
যে বোল বলিল বাণী আকাশ উপর।
দেবদুঃখে মরতে জন্মিল বিশ্বেশ্বর॥
একে একে আমা সবা করিবে সংহার।
দেবীর বচনে মনে লাগে চমৎকার॥
বিপক্ষ বিনাশ হেতু করহ যুকতি।
শুনি দৈত্যগণ বলে শুন দৈত্যপতি॥
আজিকালি যত শিশু জন্মিল ভূতলে।
ঘরে ঘরে তল্লাসিয়া মারিব সকলে॥
শিশুকালে ক্ষয় কৈলে যত রিপুগণ।
তবে আর কারে ভয় শুন হে রাজন॥
তপন পবন যম শশী সুররাজ।
এ সব তোমারে সেবে হারি রণ মাঝ॥
আর যেবা ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব মহেশ্বর।
তারে কিছু ভয় নাই শুন দৈত্যেশ্বর॥
সৃষ্টিহেতু প্রজাপতি ভ্রমে নিরন্তর।
বেদ পাঠ করে সদা রজোগুণধর॥
সংগ্রাম কেমনে করে না জানে কখন।
সংসার পালনে সদা বিষ্ণুর ভ্রমণ॥
মহেশ বিভোল সদা দুর্গা করি কোলে।
কখন না যায় হর ঘোর রণস্থলে॥
আর যত দেবগণে নাহিক বিস্ময়।
দেবের দুর্লভ হরি তারে করি ভয়॥
মায়ার পুতলি সেই দেবতা শ্রীহরি।
অলক্ষিত হৈয়া বুলে লক্ষিতে না পারি॥
তপ জপ যজ্ঞ দান গুরু দ্বিজগণ।
যত যত যজ্ঞস্থল করিব হিংসন॥
সুজন-হিংসনে হরি দরশন দিবে।
তবে যত্ন করি সবে হরিকে ধরিবে॥
হরিব হরির প্রাণ দুষ্টাবলোকনে।
আমরা থাকিতে তুমি দুঃখ ভাব কেনে॥
শুনিয়া সবার বোল উষত হইল।
পান প্রসাদ সাড়ি সবাকারে দিল॥
নিয়োজিল কংসরাজ অনুচরগণ।
দেব দ্বিজ গুরু জন করিতে হিংসন॥
সদাই কংসের চর করয়ে ভ্রমণ।
তপ জপ যজ্ঞ হিংসা করে দৈত্যগণ॥

ওথা পরীক্ষিত রাজা অভিমন্যু সুত।
শুকের চরণ ধরি করুণা বহুত ॥
হরি জন্ম কথা কহি পবিত্র করিলে।
নিবেদন করি কিছু তুয়া পদতলে ॥
কংসেরে কহিয়া দেবী গেলা অন্তর্ধানে।
বসুদেব থুইল কৃষ্ণ নন্দের ভবনে ॥
কিরূপে যশোদা নন্দ করিল পালন।
কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন ॥
নৃপমুখ চাহিয়া কহেন তপোধন।
মহাভাগবত তুমি গোবিন্দের জন ॥
তোমা হৈতে কত লোক নিস্তার পাইব
কৃষ্ণ বাল্যকেলি কথা তোমারে কহিব ॥
যেরূপে যশোদা নন্দ পালে নারায়ণ।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম বিরচন ॥ ৩০ ॥

নন্দোৎসব।

রাগ ধানশ্রী।

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ কথা রসামৃত
জপিলে জনম নাহি আর।
দৈবকী কামনা পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণে ধরিলা গর্ভে
হেন হরি নন্দের কুমার ॥
বিষ্ণুর বিশেষ মায়া কে জানিতে পারে তাহা
যশোদার কোলে কান্দে হরি।
যত সব সহচরী সবে উচ্চ রব করি
চিয়াইল যশোদা সুন্দরী।
রত্ন দীপ জ্বালি সখি যশোমতী চন্দ্রমুখী
কোলে কৈল পুত্র নারায়ণ।
দেখিয়া পুত্রের মুখ অন্তরে বাড়িল সুখ
মনানন্দে করিল চুম্বন ॥
যশোদা-প্রসব বাণী রোহিণী সুন্দরী শুনি
শীঘ্রগতি সেই গৃহে গেলা।
দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ অন্তরে অনেক সুখ
ওরূপ দেখিয়া হৈল ভোলা ॥
আর যত সহচরী বিবিধ প্রকার করি
আঁতুড়ি জালিল প্রসূঘরে।
নারীর কৌতুক নানা ধেয়ে গেল কোন জনা
জানাইল নন্দের গোচরে ॥
উল্লসিত ব্রজনাথ বৃদ্ধকালে পুত্রজাত
আজি বিধি হৈল সুপ্রসন্ন।
আনিয়া ব্রাহ্মণগণে লক্ষ ধেনু দিল দানে
পুত্রমুখ করিল দর্শন ॥
নন্দ আনন্দিত হৈয়া গোপগণ সঙ্গে লৈয়া
পুত্রোৎসব করে কুতুহলে।
ক্ষীর ননী লৈয়া সুখে দেয় সবাকার মুখে
হরিদ্রা তৈল শিরে ঢালে ॥
গোয়ালা সকল সঙ্গে নাচে গায় নানা রঙ্গে
শিঙ্গা বীণা বেণু বাজাইয়া।
রাধা আদি রসবতী মঙ্গল কলস পাতি
খেলে রঙ্গে ধামালি করিয়া ॥
কেহ কারে ননী মারে কেহ কার কুচ ধরে
নানা কেলি করে ব্রজনারী।
নাহিক সুখের ওর নবরঙ্গ ভাবে ভোর
যশোদার কোলে দেখি হরি ॥
সিন্দূর কজ্জল পান গোপীগণে দিল দান
রোহিণী সুন্দরী সুখচিত্তে।
স্বর্ণ-সীঁথি দিল শিরে দিব্যবস্ত্র অলঙ্কারে
বিবিধ মিষ্টান্ন ব্রজসুতে ॥
নন্দের মন্দির মাঝে বিবিধ বাজনা বাজে
শব্দ গেল সকল ভুবনে।
নন্দ নিধি প্রাপ্ত হৈল যথাবিধি কৃপা কৈল
যাহু বিনু অন্য নাহি জানে
অহর্নিশি আনন্দিত মহোৎসব নৃত্য গীত
জয়ধ্বনি গোকুল নগরে।

হেনকালে কংসদূত লেখা লয়ে আইল দ্রুত
রাজকর লইবার তরে॥
নন্দ লেখা নিল শিরে যত্ন কৈল অনুচরে
যাব কালি প্রত্যুষ বিহানে।
শুনিয়া ভেটের যত দধি দুগ্ধ মধু ঘৃত
ইরসাল বান্ধিল বসনে॥
প্রভাতে পবিত্র হৈয়া শকটেতে দ্রব্য লৈয়া
চলে নন্দ অনুচর সাথে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় মধুপুরী নন্দ যায়
কর দিতে কংস ভোজনাথে॥ ৩১ ॥

নন্দের মথুরায় গমন।

রাগ সিন্ধুড়া।

আজি বড় দুঃখ উঠে মনে।
ভজিতে না পানু রাঙ্গা দুখানি চরণে

মধুপুরী নন্দ যায় কংশ বরাবর।
নানা দ্রব্য ভেট নিল বৎসরের কর॥
শকটে পূরিয়া দ্রব্য করিল গমন।
মথুরা নগরে গিয়া দিল দরশন॥
সভা করি বসিয়াছে কংস ভোজরায়।
হেনকালে নন্দঘোষ গেলেন তথায়॥
রাজনীতি ব্যবহারে দণ্ডবৎ কৈল।
ভেট দ্রব্য ইরসাল সম্মুখে রাখিল॥
নন্দেরে করিল কংস অনেক আদর।
বসাইল দক্ষিণ পাশে আসন উপর॥
নন্দেরে করিল রাজা অনেক সম্মান।
কর্পূর তাম্বুল দিব্য বস্ত্র দিল দান॥
বৃদ্ধ বয়সে তব জন্মিল কুমার।
শুনিয়া হরষ চিত্ত হইল আমার॥
রাজার প্রসাদ পেয়ে নন্দ ব্রজরাজ।
শকট চালায়ে চলে গোকুল সমাজ॥
আম্র জাম্বু নিল নন্দ ঝুনা নারিকেল।
পণস কদলী কিয়া জামীর শ্রীফল॥
নানা উপহার দ্রব্য কিনিল বিস্তর।
শকটে পূরিয়া সজ্জা চলিল সত্বর॥
হেনকালে বসুদেব নন্দকে দেখিয়া।
নন্দের নিকটে গেলা শীঘ্রগতি হৈয়া॥
দোঁহে দোঁহা দেখি কৈল প্রেম আলিঙ্গন
দুঁহু মুখ দেখি ঝুরে দোঁহার নয়ন॥
বসুদেব বলে নন্দ কি বলিব আর।
কহ কহ সুমঙ্গল জিজ্ঞাসি তোমার॥
বড় ভাগ্যবান্ তুমি গোপ অধিপতি।
বৃদ্ধকালে পুত্র তব হৈল উৎপত্তি॥
আমার দুঃখের কথা শুনিয়াছ কাণে।
বংশ রক্ষা হৈল মোর তোমার কারণে॥
রোহিণী-নন্দন সঙ্গে মন্দিরে তোমার।
এত পাঠান্তরে দেখ বসতি আমার॥
আমার সে পুত্র নহে কেবল তোমার।
শুধিতে নারিব আমি তোমার সে ধার॥
নন্দ বলে বসুদেব শুন মোর বাণী।
দেখিয়া তোমার দুঃখ বিদরে পরাণী॥
অভাগিনী নাহি কেহ দৈবকীর পারা।
হাতে দিয়া রত্ন নিধি বিধি কৈল হারা॥
বৃদ্ধ কালে যদি এক হইল তনয়া।
শূন্য-পথে গেল কংস হাতে পিছলিয়া॥
যেবা ছয়-পুত্র হৈল কংস কৈল নাশ।
হরি হরি মহাপ্রভু করিল নিরাশ॥
হরষ বিষাদে দোঁহে কান্দিয়া অপার।
নয়নের লোহে বস্ত্র তিতিল দোঁহার॥
বসুদেব বলে নন্দ শুন মোর বাণী।
গোকুল নগরে শীঘ্র চলহ আপনি॥
বড় ভাগ্যবান তুমি পূর্ব্ব তপ ফলে।
ভাগ্যবতী যশোমতী অবনীমণ্ডলে॥

জান্মিয়াছে যেই জন তোমার ভবনে।
ভুঞ্জিবে অনেক সুখ পুত্রের কারণে॥
আঁখে আঁখে না ছাড়িহ করিহ পালন।
ইহাতে রহস্য আছে শুন নিরূপণ॥
কালি যুক্তি কৈল কংস অসুর সংহতি।
আজি কালি যত শিশু হইল উৎপত্তি॥
শিশু-সংহারিতে আজ্ঞা দিল দৈত্যেশ্বর।
শিশু ধরিবারে ফিরে কংস অনুচর॥
না কর বিলম্ব নন্দ চল শীঘ্রগতি।
শুনিয়া নন্দের বড় চমকিত মতি॥
তবে বসুদেব নন্দে দিলেন মেলানি।
শকট চালায়ে চলে ব্রজ শিরোমণি॥
নদী পার হৈয়া গেলা গোকুল নগরে।
প্রবেশ করিল গিয়া নিজ অন্তঃপুরে॥
নানা দ্রব্য নিয়োজিল যশোদার করে।
যাদু কোলে করি চুম্ব দিলেন অধরে॥
যশোদা রন্ধন কৈল অতি শুদ্ধ চিতে।
ভোজন করিল নন্দ গোপগণ সাথে॥
রজনী প্রভাতে নন্দ গেলা মধুবন।
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন॥
দেবীর বচনে কংসে লেগেছে তরাসে।
দৈত্যগণে নিয়োজিল বালক বিনাশে॥
কংসের ভগিনী সে পূতনা নাম ধরে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে কংস বরাবরে॥
বিষস্তন লয়ে যাব শিশু বধিবারে।
আজিকালি যত শিশু জন্মিল সংসারে॥
গুয়া পান দিল কংস পুতনীর তরে।
ভগ্নী বিনা ভ্রাতৃ দুঃখ কে খণ্ডিতে পারে॥
নগরে প্রবেশ করে রাক্ষসী পূতনা॥
কামরূপী দেখি তারে ভুলে সর্ব্বজনা।
মথুরা নগরে মারি শিশু ছয় বুড়ি।
গোকুল নগর মুখে যায় তড়বড়ি॥
শুন রাজা পরীক্ষিত পূতনা প্রয়াণ।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গান॥ ৩॥

পূতনার মায়া।

রাগ কেদার।

শুন পরীক্ষিত রায় পূতনা চলিয়া যায়
কালকূট বিষ স্তনে ভরি।
তার কথা কি কহিব দেখি ভুলে সর্ব্বদেব
বিদ্যাধরী জিনিয়া সুন্দরী॥
মস্তকে দীঘল কেশ নানা ফুলে করি বেশ
নোটন টানিয়া বাম পাশে।
স্বর্ণসীঁথি শোভে শিরে সীঁথিতে সিন্দূর পরে
চন্দন চর্চ্চিত চারি পাশে॥
তার তলে কাদম্বিনী ভুরু ফুলচাপ জিনি
হররিপু সন্ধান নয়নে।
হেম মরকত আর নাসায় শোভিত তার
রত্ন কড়ি যুগল শ্রবণে॥
অধরে মধুর হাসি কথা যেন মধু রাশি
অন্তরে কুটিল অতিশয়।
গলে দোলে মণিহার কাঁচলি মণ্ডিত আর
নানা অলঙ্কার রত্নময়॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শংখ অতি অপরূপ রঙ্গ
আগে কড়ে হাটক কঙ্কণ।
অঙ্গদ মাণিক ছন্দ তার তলে বাজু বন্ধ
অঙ্গুলে অঙ্গুরী সুশোভন॥
মাঝা জিনি জালন্ধরী লোহিত বসন পরি
কাঁচা সোণা জিনিয়া বরণ।
চরণে নূপুর বাজে চলি যায় পথ মাঝে
রূপ দেখি মোহিত মদন॥
স্বর্গ-বিদ্যাধরী রূপে পূতনা প্রবেশে গোপে
মোহিনী সন্ধান ধরি যায়।

গোপ গোপী শত শত নগরে নাগরী যত
পূতনা জিজ্ঞাসা করে তায়॥
হাম নারী দুঃখমতি পুত্র মৈল কাল রাতি
ঠুনকায় না রহে পরাণ।
জিজ্ঞাসি তোমার কাছে কার ঘরে পুত্র আছে
কহ তারে দিব স্তন পান॥
হৈয়া মহাশোকাতুর ত্যয়াগিনু নিজ পুর
পুত্র বিনা প্রাণে কিবা কাজ।
না দেখি পুত্রের মুখ অন্তরে বিদরে বুক
সত্য কহি সবার সমাজ॥
পূতনা করুণা শুনি ব্রজবালা বলে বাণী
উপদেশ বলি গো তোমারে।
আমার বচন ধর চলহ নন্দের ঘর
যশোদা রোহিণী বরাবরে॥
যশোমতি চন্দ্রমুখী তব মহাদুঃখ দেখি
পুত্র দিবে করিতে পালন।
দুঃখীশ্যামদাস গায় কেহ তারে লয়ে যায়
যথায় যশোদা নারীগণ॥ ৩৩॥

পূতনা বধ।

রাগ করুণা।

কৃষ্ণরাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শিব নাচেন গান দুর্গা দিয়া করতালি॥ ধ্রু॥

তবে পরীক্ষিত রাজা করি যোড় কর।
শুকের চরণ ধরি করুণা বিস্তর॥
যেরূপে পূতনা গেলা কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
কহ কি করিল কৃষ্ণ পূতনা দর্শনে॥
কহেন রাজার আগে শুক মহা যতি।
শুনহ পুরাণ কথা হৈয়া একমতি॥
দয়ার ঠাকুর সেই দৈবকী নন্দন।
অন্তরে জানিল কৃষ্ণ পূতনা গমন॥
মারিবারে আইসে মরণ নাহি জানে।
নিশ্চয় পূতনা আজি বধিব স্তনপানে॥
এত চিন্তি খেলে কৃষ্ণ যশোদার কোলে।
গোপী সঙ্গে পূতনা নন্দের গৃহে চলে॥
যশোমতি বসিয়াছে রোহিণী সংহতি।
হেনকালে পূতনা হইল উপনীতি॥
কে জানিতে পারে সেই পূতনার মায়া।
যশোদার কাছে কহে সকরুণ হৈয়া॥
আমার দুঃখের কথা না যায় কথন।
পুত্র শোকে ত্যয়াগিনু আপন ভবন॥
জঠোর যাতনা কথা তুমি ভাল জান।
ত্রিভুবনে ভাগ্যবতী নাই তোমা হেন॥
শুন গো সুন্দরী তব আছয়ে কুমার।
স্তন পান দিয়া থাকি যদি দেহ ভার॥
যশোদা বিচার করে রোহিণীর সনে।
ভাল হৈল আইল এই আমার ভবনে॥
যাদুয়ার ধাত্রী করি রাখিব ইহারে।
এত চিন্তি দিলা কৃষ্ণ পূতনার করে॥
চাহে পূতনার মুখ দেব নারায়ণ।
পূতনা করিল কৃষ্ণ বদনে চুম্বন॥
মরি মরি পুত্র তোর বালাই লইয়া।
কাল রূপে কত চাঁদ যায় লজ্জা পাইয়া॥
অন্তরে ভাবয়ে যেন প্রাণের বৈরী।
বিষ স্তন দিল লয়ে কৃষ্ণ মুখে ভরি।
জানিল গোবিন্দ যত পূতনার মতি।
পরম দয়াল সে ঠাকুর লক্ষ্মীপতি॥
পূতনার স্তন পিয়ে দেব ভগবান।
দুগ্ধের সহিত শোষে পূতনা পরাণ॥
সমুদ্র শোষয়ে যেন শোষক বাণেতে।
পূতনার প্রাণ গেল কৃষ্ণের অঙ্গেতে॥
উপাড়িয়া পড়ে যেন পর্ব্বতের গোড়া।
পূতনার তনু পড়ে যোজনেক যোড়া॥

কূপ হেন চক্ষু দুটী দেখি লাগে ডর।
মাথার মুকুট পড়ে যোজন অন্তর ॥
দুই গোটা হস্ত যেন সমুদ্র আড়িয়া।
হোগলের ডোল কর্ণ রহিল পড়িয়া ॥
পুষ্করণীর জাঠি যেন দন্ত সারি সারি।
সুগ্গাল শরীর মুখ অতি ভয়ঙ্করী ॥
চোখ চোখ ছুরি যেন নখ বিপরীত।
নাসিকা বিশাল দীর্ঘ দুয়ার প্রমিত ॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন স্তন দুই গোটা।
তথি পরে খেলে কৃষ্ণ কোটিচন্দ্র ছটা ॥
লাগিল চকার শব্দ গোকুল নগরে।
যশোদা বিকল হৈল না দেখি যাদুরে ॥
পুত্র বিনে চারিদিক অন্ধকার দেখে।
রোহিণী দেখেন কৃষ্ণ পুতনার বুকে ॥
পুতনার বুক হৈতে আনিল যাদুরে।
যশোদা পাইল প্রাণ কৃষ্ণ করি কোলে ॥
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি গ্রহ শান্তি কৈল।
বৎসক সহিত নব ধেনু দান দিল ॥
রজত কাঞ্চন তাম্র তিল আদি যত।
যাদুরে নিছিয়া নিজ সুখে দিল তত ॥
আঁখি আড় নাহি করে গোবিন্দ গোপালে।
তোরে লাগে পুত্র ভার রোহিণীরে বলে ॥
মধুবন হৈতে নন্দ আইল হেন কালে।
দুঃখীশ্যাম দাস গান গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রক্ষার্থে নানা শান্তি

বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ধ্রু ॥

মধুবন হৈতে নন্দ আইল হেনকালে।
পুতনার কথা কহে গোয়ালা সকলে ॥
দেখিয়া বিস্ময় নন্দ হইলা তখন।
আজ্ঞা দিল নন্দঘোষ শুন গোপগণ
আমার বচনে সবে চলহ সত্বর।
অগ্নি দিয়া দাহ পুতনার কলেবর ॥
পাইয়া নন্দের আজ্ঞা যত গোপগণ।
কুণ্ড খুলি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালে হুতাশন ॥
খণ্ড খণ্ড করি দাহে পুতনা কলেবর।
দহিতে আমোদ গন্ধ প্রকাশে বিস্তর ॥
যার স্তনপান কৈল দেব শ্রীহরি।
দাহনে উঠিলা গন্ধ জিনিয়া কস্তুরী ॥
হেন কালে পুষ্প রথ নাম্বিল আকাশে।
শত সূর্য্য সম তেজ আলো করি আইসে।
সেই রথে পুতনা করিল আরোহণ।
বৈকুণ্ঠ পাইল সে গোবিন্দে দিয়া স্তন ॥
এমন দয়াল হরি কে হইবে আর।
মাতৃস্থল দিল তারে পিয়া ক্ষীরধার ॥
ধন্য ধন্য পুতনা বাখানে দেবগণ।
পুতনা উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
পুতনা দাহন করি গোয়ালা সকলে।
স্নান দান আচরিয়া গেল নন্দ স্থলে ॥
তবে নন্দঘোষ দ্বিজ আচার্য্য আনিয়া।
যাদুর কল্যাণে দিল ধেনু উৎসর্গিয়া ॥
গোয়ালা সকলে দিল বস্ত্র আভরণ।
গোপীগণ দিল মাল্য সুগন্ধি চন্দন ॥
মান্য করি সবাকারে দিল গুয়া পান।
আমার যাদুরে সবে করহ কল্যাণ ॥
গোবিন্দেরে আশীর্ব্বাদ করে ব্রজনারী।
বিপ্র করে আশীর্ব্বাদ বেদপাঠ করি
চরণে অনন্ত তোরে রাখুন আপনি।
অঙ্গ রক্ষা করুন কপর্দ্দী চক্রপাণি ॥
কটিতটে অচ্যুত রাখুন অনুক্ষণ।
জঠরেতে পদ্মনাভ করুন পালন ॥
বাসুদেব সদা তোর রাখুন হৃদয়।
কণ্ঠ রক্ষা করুন সে দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥

দুই ভুজ অহর্নিশ রাখুন পুরন্দর।
মুখ রক্ষা করুন্ গ্রহরাজ দিবাকর॥
ললাটে রাখুন তোরে লোহিত লোচন।
দক্ষিণে কেশব রাখুন অগ্রে সুদর্শন॥
পৃষ্ঠেতে রাখুন তোরে দেব গদাধর।
রক্ষুন শার্ঙ্গপাণি প্রেমে নিরন্তর॥
কমলা রাখুন বক্ষ নাভিতে মুরারি।
উদর রাখুন তোর দেব নরহরি॥
খগপতি-নাথ তোরে করুন রক্ষণ।
অধর দশন রক্ষু শ্রীমধুসূদন॥
দশ দিকপাল তোমা রক্ষু অনুক্ষণ।
শ্রীগোবিন্দ পঞ্চ ভূত করুন্ পালন॥
সন্তোষে সদাই তোরে রাখুন দিক্‌পতি।
আপনি মাধব তোর রাখুন বুদ্ধি মতি॥
ত্রিবিক্রম রাখুন তোরে জীবন সংশয়ে।
সর্ব্বত্র রাখুন্ কৃষ্ণ আনন্দ হৃদয়ে॥
ভোজনে শয়নে রাখুন দেব জনার্দ্দন।
ভূতলে রাখুন তোরে আদ্যাদেবীগণ॥
সর্ব্বক্ষণ রাখুন কৃষ্ণ শরীর কুশলে।
এত বলি দিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে॥
পূতনার বধ বার্ত্তা কংসাসুর পায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ৩৫॥

শকট ভঞ্জন।

রাগ কল্যাণ।

শুন পরীক্ষিত ভাগবত গীত
পূতনা বধিল হরি।
শব্দ গেলা দূর শুনি কংসাসুর
মনে মহাভয় করি॥
যত দৈত্যগণ সচকিত মন
পূতনা মরণ শুনি।
করি হায় হায় কান্দে কংস রায়
কে মাইল মোর ভগ্নী॥
যত বৈল বাণী সত্য তাহা জানি
মরতে জন্মিলা হরি।
দৈত্য বধিবারে আছয়ে সংসারে
নররূপে অবতরি॥
প্রাণে লাগে ভয় কাঁপিল হৃদয়
পূতনা মরণ শুনি।
সঙ্কট এবার না দেখি নিস্তার
শোকাতুর ভোজমণি॥
কংস হেনমতে বসিয়া সভাতে
যুক্তি করে ভোজপতি।
হেথা গোপপুরে নন্দের মন্দিরে
গোবিন্দ বালক মতি॥
যশোদা রমণী কোলে কৃষ্ণ আনি
স্তন দিল চাঁদমুখে।
অপূর্ব্ব আসনে শোয়ায়ে নন্দনে
গৃহকর্ম্ম গিয়া দেখে॥
আসনে শুইয়া চরণ নাচায়্যা
খেলে ত্রিভুবন পতি।
প্রভুর নিকট আছিল শকট
তদুপরে বাজে নাথি॥
চরণের ঘায় ভাঙ্গিল ত্বরায়
দশ দিক গেল ধ্বনি।
কংস চমকিল আসন টলিল
স্বর্গে কাঁপে সুরমণি॥
শুনি গোপনাথ বলে বজ্রাঘাত
ধেয়ে গেল গৃহবাসে।
যশোমতি নন্দ চাহেন গোবিন্দ
দেখিল শকট পাশে॥
বলে কি হইল বড় পুণ্য ছিল
বালক বাঁচিল মোর।

মুখে চুম্ব দিয়া কোলে কৃষ্ণ লৈয়া
বলে কত রিষ্ট তোর ॥
কৃষ্ণের কল্যাণে ভাট বিপ্রগণে
নানা ধন দিল দান।
দুঃখীশ্যাম গায় তৃণাবর্ত্ত যায়
পাইয়া কংসের পান ॥ ৩৬ ॥

তৃণাবর্ত্ত বধ।

রাগ ভাটিয়ারি।

হরি কথা বড়ই মধুর।
শুনিলে শ্রবণ সুখ পাপ যায় দূর ॥ ধ্রু ॥

তবে পরীক্ষিত ধরে মুনির চরণ।
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥
পুতনা বধিয়া কৃষ্ণ শকট ভাঙ্গিল।
কহ কোন মতে কৃষ্ণ গোকুলে বাড়িল ॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
কহিব তোমার আগে কৃষ্ণ কথামৃত ॥
দিনে দিনে নন্দগৃহে বাড়ে নারায়ণ।
যশোদা রোহিণী পালে দৈবকীনন্দন ॥
একদিন যশোমতি পুত্র কোলে লৈয়া।
চুম্বন করেন চাঁদমুখে স্তন দিয়া ॥
নানা গীত নাট করে যশোদা রোহিণী।
যাদু চাঁদ বিনা মনে অন্য নাহি জানি ॥
তৃণাবর্ত্ত আসে কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া।
জননীর কোল হইতে পড়ে পিছলিয়া ॥
কোলে করে যশোমতি আপন কুমার।
যশোদার কোলে কৃষ্ণ হৈল বড় ভার ॥
যশোমতি বলে শুন শুন গো রোহিণী।
আজি বিধি কিবা করে কিছুই না জানি ॥
অচল মন্দার ভার যাদু লাগে কোলে।
জননীর কোলে কৃষ্ণ আছে নিদ্রাছলে ॥
আসন পাতিয়া মাতা শোয়াইল কোলে।
তোমারে যাদুর ভার রোহিণীরে বলে ॥
পুত্র শোয়াইয়া গৃহকর্ম্মে মন দিল।
গোবিন্দ-মায়ায় চিত্তে স্থিরতা হইল ॥
হেনকালে তৃণাবর্ত্ত আকাশ উপরে।
কোন্ রূপে বিনাশিব নন্দের কুমারে ॥
সজীবে লইয়া যাব কংস বরাবরে।
আপন বিপক্ষে যেন ভোজপতি মারে ॥
তবে তৃণাবর্ত্ত মায়া করিল সৃজন।
ঘোর অন্ধকার ভেল সকল ভুবন ॥
ঝড়ে উপাড়িয়া পাড়ে যত তরুগণ।
মহা ভয়াকুল হৈল গোকুল ভুবন ॥
হেনকালে তৃণাবর্ত্ত নামিলা অলক্ষে।
চক্রবায়ু রূপে কৃষ্ণে তুলে অন্তরীক্ষে ॥
কোলে করি লৈয়া যায় নন্দের নন্দন।
কোলেতে থাকিয়া কৃষ্ণ হইল চেতন ॥
তৃণাবর্ত্ত কোলে কৃষ্ণ হয় গুরুভার।
অতুল মহিমা কৃষ্ণ মহাশক্তি ধর ॥
হৈল মহাভার দৈত্য ধরিতে না পারে।
আছাড়িয়া ফেলি যেন ভূমে পড়ি মরে ॥
এত চিন্তি চাহে কৃষ্ণ ফেলিবার তরে।
তবে গোবিন্দাই তার গলা চাপি ধরে ॥
নানা শক্তি ধরে দৈত্য না যায় ছাড়ান।
হু হু শব্দ করি দৈত্য ত্যজিল পরাণ ॥
যোজনেক যুড়ি তৃণাবর্ত্তের শরীর।
উপরে রহিল কৃষ্ণ পরম সুধীর ॥
মায়া পাতি কান্দে কৃষ্ণ অসুরের গলে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখান।

রাগ টোড়ী।

হরিনাম বড়ই মধুর।
শুনিলে শ্রবণ সুখ পাপ যায় দূর ॥ ধ্রু ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা।
পতিত পাবন নাম ভবজলে ভেলা ॥
যেই মুখে না বলিল গোবিন্দের নাম।
বিষের সমান সেই মুখে কোন কাম ॥
কৃষ্ণের মহিমা না শুনিল যেই কর্ণে।
হেন সে পাপিষ্ঠ কর্ণ ধরে কি কারণে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যার না জপিল জিহ্বা।
বড় মূর্খ বলি তারে জন্ম নিল কিবা ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন না কৈল যার আঁখি।
কি কারণে চক্ষু তার ব্যর্থ করি লিখি ॥
একান্তে যে জন ভজে গোবিন্দচরণ।
তার সঙ্গে কৃষ্ণ সদা করেন ভ্রমণ ॥
হিংসারূপে যেই চেষ্টা করে নারায়ণে।
কালরূপে মৃত্যু তারে দেই সেইজনে ॥
তৃণাবর্ত্ত গলে ধরি কান্দেন মুরারি।
পুত্র চাহি বুলে তথা যশোদা সুন্দরী ॥
আপনা খাইয়া পুত্রে ভূমে শোয়াইনু।
কোন দৈত্য লয়ে গেল কিছু না জানিনু ॥
ব্যাকুল হইয়া কান্দে যশোদা রোহিণী।
কোথাকারে গেল রে জীবন যাদুমণি ॥
কান্দয়ে গোয়ালা নন্দ শিরে মারে ঘায়।
আরে বাছা যাদু বলি ডাকে উচ্চরায় ॥
ব্রজশিশু বলে কৃষ্ণ তৃণাবর্ত্ত গলে।
যশোদা রোহিণী তথা শীঘ্রগতি চলে ॥
মুখে চুম্ব দিয়া কোলে করে যাদুমণি।
মড়ার শরীরে যেন বাহুড়ে পরাণী ॥
অরিষ্ট শান্তি কৈল নন্দ আনি দ্বিজগণ।
মিত্রের বচন সদা কর‍য়ে স্মরণ ॥
শিশু পুত্রে কত রিষ্টি আছে বিদ্যমান।
আমা সবা পুণ্যে পুত্র পায় প্রাণদান ॥
নন্দ বলে যশোদা শুনহ মোর বাণী।
আঁখে আঁখে রাখিও জীবন যাদুমণি ॥
দৈত্যের শরীর দাহ বলিলা কিঙ্করে।
নন্দের বচনে সবে দহিল অসুরে ॥
মুক্ত হৈয়া গেল দৈত্য বৈকুণ্ঠের পুর।
তৃণাবর্ত্ত বধ বার্ত্তা পাইল কংসাসুর ॥
তবে কত দিনে দেবী যশোমতি মাই।
পুত্র কোলে করিয়া মঙ্গল গীত গাই ॥
ছয় মাস হৈল কৃষ্ণ বসিতে জানিল।
আকাশের চাঁদ দেখি কান্দিতে লাগিল ॥
যশোদা প্রবোধে কৃষ্ণে অনেক প্রকারে।
পুত্র বিনে অন্য নাহি তাহার অন্তরে ॥
আর একদিন মাতা পুত্র কোলে লৈয়া।
আঙ্গিনায় রাখেন কৃষ্ণে স্তন পিয়াইয়া ॥
ভুবন মঙ্গল কৃষ্ণ তুলিলেন হাই।
মুখে ত্রিভুবন দেখে যশোমতি মাই ॥
সরিৎ সাগর গিরি নগর জাঙ্গাল।
নারিল লক্ষিতে মুগ্ধ গোপিকা গোপাল ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অমর নগর।
এক ভিতে দেখে কংস আদি দৈত্যেশ্বর ॥
বসুদেব দৈবকী দেখিল এক ভিতে।
নন্দ যশোমতি আর গোপ গোপী সাথে ॥
গয়া কাশী বারাণসী দ্বারকা নগর।
আশ্চর্য্য দেখিল যেন স্বপন গোচর ॥
বিষ্ণু মায়া কে জানিবে মোহে নন্দলাল।
নারিল লক্ষিতে মুখ মুদিল গোপাল ॥
কিকি বলি যশোদা পুত্রের মুখে দেখে।
গোবিন্দের মায়া হৈল স্বপ্ন হেন লখে ॥

নানা বস্ত্র পাতি কৃষ্ণে শুয়াইয়া রাখে।
গড়াগড়ি বুলে কৃষ্ণ শয্যায় না থাকে॥
ধূলায় ধূসর কৃষ্ণ অখিলের নাথ।
ধুলা ঝাড়ে মাথা গায় ফিরাইয়া হাত॥
হামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ বুলেন আঙ্গিনে।
সদাই যশোদা থাকে পুত্রের সন্ধানে॥
যাদু বিনে অন্য চিত্ত নাহিক তাহার।
নয়নের তারা যাদু পুত্তলি হিয়ার॥
এথা মধুপুরে বসুদেব মহামতি।
গর্গ মুনি তাঁর ঘরে হৈল উপনীতি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তাঁরে যত্নর নন্দন।
প্রণতি করিয়া কহে বিনয় বচন॥
শুন মহামুনি মোর চিত্তের কথন।
কুল পুরোহিত তুমি মহা তপোধন॥
মর্ম্মকথা কহি আমি তোমার গোচরে।
আমার বচনে যাহে গোকুল নগরে॥
নন্দ গৃহে আছে মোর রোহিণী তনয়।
নামকরণ কর তার শুন মহাশয়॥
গুপ্তবেশে আছে সেই নন্দের ভবনে।
হেন রূপে যাবে যেন কেহ নাহি জানে।
মুনি বলে সফল হইল আজি দিন।
আজ্ঞা পাইয়া চলে মুনি নন্দের ভবন॥
আপনা আপনি মুনি মনেতে প্রশংসা।
দুঃখীশ্যাম বলে প্রভু চরণ ভরসা॥ ৩৮

গর্গ মুনির গোকুলে আগমন।

রাগ বরাড়ি।

বসুদেব বলে যত শুনিয়া আনন্দযুত
গর্গ মুনি হরষ অন্তর।
মোর বড় ভাগ্য পুণ্য জীবন জনম ধন্য
আজি সে দেখিব গদাধর॥
সমাধি সাধিয়া যাঁয় প্রজাপতি নাহি পায়
সদাশিব পঞ্চমুখ গান।
সেই প্রভু শিশুরূপে উদ্ধারিতে ভবকূপে
নন্দসুত রূপে ভগবান॥
সুজন জনের গুরু সেই বাঞ্ছা কল্প
সে রূপ দেখিব দৃষ্টিভরি।
আপনা প্রশংসা করি চলে মুনি ত্বারতরি
যথা আছে মুকুন্দ মুরারি॥
নন্দ সিংহদ্বার স্থানে গর্গ মুনি নাম শুনে
আইল নন্দ পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া।
ধরিয়া মুনির করে লয়ে গেল অভ্যন্তরে
সিংহাসনে বসাল পুজিয়া॥
কর যোড় করি নন্দ কহে কথা মন্দ মন্দ
তোমা দেখি সফল জীবন।
কত না কামনা ফলে ও পদপঙ্কজ মিলে
শুদ্ধ হৈল গোকুল ভবন॥
মনের মানস আছে কহিব তোমার কাছে
যদি কৃপা কর তপোধন।
বৃদ্ধকালে মোর ঘরে জন্মিল কমারবরে
কর তার নামকরণ॥
বিশারদ সর্ব্ব তন্ত্র নানা গুণ জ্ঞান মন্ত্র
জান তুমি মুনি মহাশয়।
মহাবৃদ্ধ মুনি তুমি নিবেদন করি আমি
নাম রাখ শাস্ত্রে যেবা কয়॥
গর্গ বলে শুন নন্দ তোর বোলে লাগে ধন্দ
ভোজকুলে আমি পুরোহিত।
ইহা পাছে কংস শুনে তোমা আমা বধে প্রাণে
শিশুরে করয়ে কিবা রীত॥
করিয়া যুগল হাত কহে নন্দ ব্রজনাথ
বিরল মন্দির আছে মোর।
রাখিয়া পুত্রের নাম যাই তুমি নিজ ধাম
কি লাগি কংসের ভয়ে ভোর॥

শুনিয়া নন্দের বাণী অনুমতি দিল মুনি
আন দেখি তোমার কুমার।
আমার বচন ধর কৌলিক আচার কর
তথি নাম রাখিব দুঁহার॥
মুনির বচন পাইয়া নন্দ আনন্দিত হৈয়া
দুই শিশু আনে বিদ্যমান।
গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্ল্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস গান॥ ৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন।

রাগিণী টোড়ি।

কে জানে রামের নাম বেদে দিতে নারে সীমা

তবে গর্গ মুনিবর শাস্ত্রের বিধানে।
মুণ্ডন করাইল তবে রাম নারায়ণে॥
যথাবিধি ক্রিয়া কৈল দুই সহোদরে।
বাছিয়া আনিল নাম বেদের ভিতরে॥
কহিতে লাগিল মুনি নন্দের গোচরে।
দেবের দুর্ল্লভ দোঁহে তোমার মন্দিরে॥
রোহিণী নন্দন রূপে গুণে অনুপম।
বলে সম নহে কেহ নাম বলরাম॥
গর্ভ হৈতে প্রকারে হরিল দেবগণ।
তাথির কারণে নাম দিল সঙ্কর্ষণ॥
শরৎ পূর্ণিমা জিনি তনু অনুপম।
হল মুষলধারী হলায়ুধ নাম॥
কৃপা অনুপম রূপে যশোদা কুমার।
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নাম ঘুষিবে সংসার॥
পূর্ব্বে বসুদেব ঘরে জনম লভিল।
তথির কারণে বাসুদেব নাম হৈল॥
আর যত যত নাম আছয়ে ইহার।
চারি মুখে ব্রহ্মা ইহা নারে কহিবার॥
পঞ্চ মুখে পঞ্চানন যার গুণ গানে।
অনন্ত সহস্র গুণে যে নাম বাখানে॥
যে নাম লইলে ভব তরে অবহেলে।
দেবতা ডাকয়ে সদা দৈত্য কোপানলে॥
সুদর্শন চক্রে হরি দৈত্য সংহারিবে।
সকল ভুবন কৃষ্ণ নাম উদ্ধারিবে॥
কত যে কৃষ্ণের নাম বলিতে না পারি।
তপ ফলে তোর ঘরে মুকুন্দমুরারি॥
বড় ভাগ্যবান তুমি সংসার ভিতরে।
তোমার পুণ্যের কথা নারি বলিবারে॥
সিদ্ধ মুনিগণ চিন্তে যে পদকমলে।
পুত্র বলি হেন জনে তুমি কর কোলে॥
পালিহ যতন করি নয়নে নয়নে।
পাপিষ্ঠ কংসের দূত না দেখে যেমনে॥
কহিয়া চলিলা মুনি ত্বরিত গমনে।
রোহিণী করিল কোলে দৈবকী নন্দনে॥
যশোদা রমণী বলরামে নিল কোলে।
আনন্দ হইয়া নন্দ বৈসয়ে গোকুলে॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ বাল্যকেলি।
হেন রূপে নন্দ ঘরে বাড়ে বনমালী॥
দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে।
নানা রঙ্গে দুটী ভাই ক্রীড়া করি ফিরে॥
প্রতি দিন যশোদা যাদুর বেশ করে।
বড়ই চঞ্চল কৃষ্ণ নাহি রহে ঘরে॥
ভুজঙ্গ দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
প্রজ্বল অনলে কৃষ্ণ হস্ত যে বাড়ায়॥
বৎসক শুতিয়া থাকে তার পাছে ধায়।
লাঙ্গুল ধরিয়া তার টানে যদুরায়॥
প্রাণভয়ে বাছুরি পলায়ে যায় দূরে।
হাঁটু ভাঙ্গি পড়ে কৃষ্ণ শোণিত নিকলে॥
শূকর তুণ্ডেতে কৃষ্ণ চালায় অঙ্গুলি।
মার্জ্জারের শিশু কোলে তুলে বনমালি॥
শ্বানের বদনে কৃষ্ণ ঘন দেয় হাত।
যশোদা না ছাড়ে তিলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ॥

নবম মাসের কৃষ্ণ হইল যখন।
বাহির হইল মুখে যুগল দর্শন॥
দেখিয়া যশোদা নন্দ আনন্দ অপার।
যাদুর ভোজন হেতু করিল বিচার॥
কুল পুরোহিত নন্দ আনে ডাক দিয়া।
নির্ণয় করিল দিন সুযোগ পাইয়া॥
নিমন্ত্রণ দিল নন্দ যত বন্ধুগণে।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে নন্দের ভবনে॥
বৈশাখে সুযোগ তাথে অক্ষয় তৃতীয়া।
বিবিধ বিধানে কৃষ্ণে বরণ করিয়া॥
দশ দণ্ড দিবস করিয়া পরিমিতে।
যশোদা রন্ধন কৈল অতি শুদ্ধচিত্তে॥
বিবিধ মিষ্টান্ন অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
নন্দ কৃষ্ণে করি কোলে লইল তখন॥
অঙ্গদ বলয় রত্নহার মণি গলে।
অগুরু চন্দন চুয়া কুঙ্কুম মিশালে॥
পরাইল পীতধড়া গলে পুষ্পমাল।
চরণে নূপুর দিল বড়ই রসাল॥
যাদু কোলে করি নন্দ বসিল আসনে।
ভোজন করান কৃষ্ণে আনন্দিত মনে॥
নাচে গায় ব্রজনারী আনন্দিত হৈয়া।
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব নন্দ প্রশংসিয়া॥
অখিল ভুবনপতি নন্দ কোলে সাজে।
ভোজনে বসিল নন্দ কুটুম্ব সমাজে॥
আচমন সারি ভোগ কৈল গুয়াপান।
বিপ্র ভাটে করে নন্দ নানা রত্ন দান॥
হেন রূপে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে।
মাসাবধি গেল বাড়ে বৎসরে বৎসরে॥
তিন উর্দ্ধ হৈল কৃষ্ণ চতুর্থ বৎসরে।
নবনীর আশে ফিরে গোপিনার ঘরে॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম বিরচিত॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

রাগ কল্যাণ।

পরীক্ষিত রাজা শুন কৃষ্ণের নির্ম্মল গুণ
গোকুলে গোবিন্দ অবতার।
সুর সিদ্ধ মুনিগণে যাঁহারে না পায় ধ্যানে
হেন হরি নন্দের কুমার॥
ভাগ্যবতী নন্দরাণী কোলে লৈয়া নীলমণি
চাঁদমুখ দেখে নেহারিয়া।
সুবর্ণ চূড়ন শিরে অঙ্গদ বলয় করে
ভোল ভেল মুখে চুম্ব দিয়া॥
দোস্থতী মুকুতা গলে ব্যাঘ্রনখ বুকে দোলে
খচিত গঞ্জিত রত্নমণি।
পরাইল পীত ধড়া কটিতে কিঙ্কিণী বেড়া
পায় শোভে নূপুর বাজনি॥
করিয়া কৃষ্ণের বেশ যশোমতি পরবেশ
গৃহ কর্ম্ম করিবার তরে।
তবে কৃষ্ণ মনোরথে চলি যায় রাজপথে
উপনীত গোপীর মন্দিরে॥
হেনকালে সেই নারী কাঁখেতে কলসী করি
যমুনা চলিল জল আশে।
তার শূন্য ঘরে যাদু নবনী শর্করা মধু
খায় আর চাহে চারি পাশে॥
পাইয়া দধির লেশ চতুর সে মথুরেশ
অভ্যন্তরে গেল নারায়ণ।
অন্ধকার ঘরখান হৈল মহা দীপ্তিমান
পাইয়া প্রভুর দরশন॥
সিকায় দধির হাঁড়ি কৃষ্ণ বলে খাব পাড়ি
দেখে প্রভু না পাইল হাত।
চতুর ঠাকুর হরি উদুখল ভর করি
দধি চুরি করে জগন্নাথ॥
হাঁড়ি ভাঙ্গে নড়ি দিয়া দধিপড়ে ভেদ পাইয়া
উর্দ্ধে মুখ পাতেন মুরারি।

খাইয়া সকল দধি দ্বারে বৈস গুণনিধি
হেনকালে আইসে সেই নারী ॥
কৃষ্ণ বলে শুনি ধনি গেলে গো আনিতে পানী
এতক্ষণ কোথায় আছিলে।
গৃহে গিয়া দেখ তুমি রাখিতে নারিনু আমি
সব দধি খাইল বিড়ালে ॥
এত বলি গোপিকারে চলি গেল নিজ ঘরে
গোপী গৃহে দেখে প্রবেশিয়া।
দধির ঘটকী দেখি জানিল চতুরা সখী
খাইল কৃষ্ণ দধি চোরাইয়া ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের বালক নীত
গোপিগৃহে করে নানা খেলা।
দুঃখীশ্যাম দাস কয় শুনিলে জনম নয়
হরি নাম ভব জলে ভেলা ॥ ৪১ ॥

গোপাল ও গোপাঙ্গনাদিগের সহিত কৃষ্ণের বাল্য ক্রীড়া।

রাগিণী সুহিনী।

কত রঙ্গ জান হে কানাই।
তোমার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণে জীব নাই ॥
কাল অঙ্গে দুলে মণি মুকুতার মালা।
সতীপনা ছাড়ল গোকুলের কুলবালা ॥
আঁখির নিমিখে শ্যাম জাতি কুল নিলে।
মুরলির ঘোরে সবে রহিতে না দিলে ॥
সে ধনী কেমনে জীয়ে না দেখিলে তোমা।
ও রাঙ্গা চরণে ধুলি মাগে দুঃখীশ্যামা ॥ ধ্রু ॥

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
যশোদা কৃষ্ণের বেশ করে নীতি নীতি ॥
তুল্য বেশ শিশু সঙ্গে রঙ্গে দুই ভাই।
বাড়ীর বাহিরে গিয়া কৌতুকে খেলাই ॥
দলিত অঞ্জন জিনি তনু কাঁচা সোণা।
শিরোমণি পৃষ্ঠে দোলে পাটের খোপান ॥
একে সে ভঙ্গিমা কটি পীত ধড়া তায়।
রসাল কিঙ্কিণী বর পঞ্চমত গায় ॥
বদন বিমল চাঁদ দিতে নাই সীমা।
হেন মুখে চুম্ব দেয় যশোমতী রামা ॥
বাল্য বয়সে রঙ্গে খেলে দুটি ভাই।
বাহিরে বাহিরে গিয়া কৌতুকে খেলাই ॥
ক্রীড়া সাঙ্গ করি তবে দেব চক্রধর।
গেলা এক গোপী ঘরে চোরাইতে সর ॥
গৃহে গিয়া প্রবেশিলা দেব গোবিন্দাই।
দধির ঘটকী তথা দেখিবারে পাই ॥
খাইল সকল সর দেব নরহরি।
দোলায় বালক আছে দেখিল মুরারি ॥
তার মুণ্ডে ঢালে কৃষ্ণ পূর্ণ জল ঘট।
হেনকালে তার মাতা আইল নিকট ॥
গোপীরে দেখিয়া কৃষ্ণ যায় পলাইয়া।
কৃষ্ণের পশ্চাতে গোপী যায় খেদাড়িয়া ॥
হাতাহাতি পলাইয়া গেল বনমালী।
ভেট না পাইয়া তবে বাহুড়ে গোয়ালী ॥
তবে এক দিন কৃষ্ণ বিচারিয়া মনে।
উপনীত হৈল এক গোপীর ভবনে ॥
শুন গো সুন্দরি এক উপদেশ বাণী।
কর পূর্ণ করি সর দেহ গোয়ালিনি ॥
তোমার ঘরেতে তবে না আসিবে চোর।
সত্য কথা কহি আমি বরাবর তোর ॥
শুনিয়া উষতচিত্ত হৈল গোয়ালী।
দুগ্ধের মোহনা হৈতে সর আনে তুলি ॥
গোবিন্দের কর তাহে নহিল পূরণ।
কৃষ্ণ বলে সর আন শুন গোপীগণ ॥
ব্যস্ত হৈল গোয়ালিনী ইহা দেখি শুনি।
পড়সীর ঘর হৈতে সর মাগি আনি ॥

শতেক হাঁড়ির সর এমন প্রকারে।
বারে বারে দিল লৈয়া গোবিন্দের করে ॥
কর পূর্ণ না হইল যাদুমণি হাসে।
খাইল সে সব সর একই গরাসে ॥
দেখি চমকিত গোপী নাকে দিল হাত।
মচকি হাসিয়া গৃহে গেল গোপীনাথ ॥
তবে দিনান্তরে কৃষ্ণ বিচারিল মনে ॥
উপনীত হৈল এক গোপীর ভবনে ॥
আঙ্গিনে বসিয়া গোবিন্দাই ধূলি খেলে।
দেখিয়া সুন্দরী রাধা কৃষ্ণ কৈল কোলে ॥
ঝাড়িল অঙ্গের ধূলা নেতের আঁচলে।
চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া চাপিল বিহ্বোলে ॥
কোলে দেখি কিশোর মূরতি নারায়ণ।
রাধারে দিলেন কৃষ্ণ গাঢ় আলিঙ্গন ॥
কবরী খসায় কৃষ্ণ পাইয়া কৌতুকে।
কাঁচলি চিরিয়া নখে কুচযুগ দেখে ॥
রাধা বলে না জানিয়া কোলে কৈনু কেনে।
শিশুমূর্ত্তি দেখিতে এমন কেবা জানে ॥
এমত লইয়া যাব যশোদার ঠাঁই।
এমন ঢামাল শিশু কার ঘরে নাই ॥
রাধিকার কোলে হৈতে গোবিন্দ খসিল।
রাম আদি শিশু যথা তথাকারে গেল ॥
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া রঙ্গে খেলেন গোবিন্দ।
যাচিয়া কানাই সবা সঙ্গে করে দ্বন্দ্ব ॥
ঠেকাঠেকি করি মারে ধরি মুণ্ডে মুণ্ডে।
অবনীর ধূলি তুলি দেয় কার তুণ্ডে ॥
কান্দিয়া সে সব শিশু নিজ ঘরে যায়।
কানুর চরিত্র গিয়া কহে বাপ মায় ॥
অনেক জঞ্জাল কৃষ্ণ করিল গোকুলে।
নখ ফুটাইয়া কৃষ্ণ কান্দায় ছাওয়ালে ॥
কার দধি ভাণ্ড ভাঙ্গে কাহার ঘটকী।
জঞ্জাল দেখিয়া সুখে হৈল মনোদুঃখী ॥

তবে আর এক গৃহে গিয়া গোবিন্দাই।
দধির ঘটকী কৃষ্ণ দেখিল তথাই ॥
সুখে সর খায় কৃষ্ণ বসিয়া দুয়ারে।
আচম্বিতে গোপী আসি কৃষ্ণ হাতে ধরে ॥
চোর চোর বলি ডাক দিল গোয়ালিনী।
ধাইল সকল গোপী চোর নাম শুনি ॥
সবে মেলি লৈয়া গেল নন্দের মন্দিরে।
নোত সঙ্গে চোর দিল যশোদার করে ॥
শুন গো যশোদে তোর পুত্রের সন্ধান।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ৪২ ॥

যশোদার নিকট গোপীদিগের গোহারী।

এমন কেবা জানে গো
এমন কেবা জানে ॥ ধ্রু ॥

হেনমতে ব্রজাঙ্গণা কৃষ্ণহাতে ধরি।
উপনীত হৈল যশোদার বরাবরি ॥
লাজে নম্র মুখ হৈয়া কেহ কেহ চাহে।
মুখরিত হৈয়া কেহ যশোদারে কহে ॥
শুন শুন যশোদা নন্দের পাটরাণী।
বড়ই জঞ্জাল করে তোর যাদুমণি ॥
গোরস ঘটকী কত লুকাইতে নারি।
অলক্ষিতে গিয়া কৃষ্ণ দধি করে চুরি ॥
এক সখী বলে কানু গেল মোর ঘরে।
হেনকালে যাই আমি জল আনিবারে ॥
অন্ধকার ঘর দধি সিকাতে আছিল।
দধির উদ্দেশে কৃষ্ণ অভ্যন্তরে গেল ॥
না জানি তোমার যাদু কি জানে সাধন।
যাদুয়ার রূপে আলো হৈল নিকেতন ॥
সিকায় দধির হাঁড়ি দেখিল সাক্ষাতে।
উদুখলে ভর করি না পাইল হাতে ॥

নড়ি দিয়া সেই হাঁড়ি ভাঙ্গে যদুরায়।
দধি পড়ে হেট হৈতে মুখ পাতি খায়॥
হেনরূপে দধি খাইয়া খেলায় দুয়ারে।
স্নান করি জল লৈয়া আইলাম ঘরে॥
মোরে বলে সব দধি খাইল বিড়াল।
সেই হৈতে জানি দধি-চোর নন্দলাল॥
আর এক সখী বলে শুন নন্দনারী।
চুলাতে বসায়ে দুগ্ধ গৃহ কর্ম্ম করি॥
দোলাতে বালক মুঞি ছিনুত শুয়াইয়া।
হেনকালে মোর ঘরে গেলেন যাদুয়া॥
হাঁড়ি ভাঙ্গি ক্ষীর সর খাইল সকল।
দোলায় বালক তার মুণ্ডে ঢালে জল॥
আমারে নিকটে দেখি পলাইয়া গেল।
ধাইয়া গেলাম তার লাগালি না পাইল॥
এক সখী বলে কানু খেলায় বসিয়া।
কোলে কৈনু তারে ধূলি ধূসর দেখিয়া॥
চুম্ব দিতে চুম্ব দেয় আমার অধরে।
কেয়ুর কঙ্কণ হার ছিড়ি ফেলে দূরে॥
কাঁচলি চিরিয়া নখে কুচযুগ দেখে।
কারে কি বলিব লাজে রহি হেঁট মুখে॥
আর এক সখী বলে শুন নন্দরাণী।
তোর কৃষ্ণ বলে মোরে শুন গোয়ালিনী॥
কর পূর্ণ করি সর দেহ মোর করে।
তবে কভু চোর না আসিবে তোর ঘরে॥
উদ্যত হইনু মুঞি তারে দিতে সর।
শতেক হাঁড়ির সরে না পূরিল কর॥
কৃষ্ণের চরিত্র দেখি লাগিল তরাসে।
খাইল সকল সর একই গরাসে॥
আর যত কর্ম্ম করে তোমার কানাই।
হেন বুঝি গোকুলে বসতি হবে নাই॥
সামালিয়া রাখ তুমি আপন ছাওয়ালে।
নহিলে আমরা নাহি রহিব গোকুলে॥

শুনিয়া যশোদা ক্রোধে এ সব বচনে।
এ কথা পরীক্ষা লব সবা বিদ্যমানে॥
শীঘ্র করি সর আন বলে রোহিণীরে।
দেখি কত সর ধরে যাদুরায় করে॥
ইঙ্গিতে রোহিণী সর আনিল সম্মুখে।
ভাটা এক প্রায় সরে দুই কর ঢাকে॥
যশোদা বলেন হের কি দেখ গোয়ালি।
কেমনে সে সব সর খাইল বনমালী॥
বল যে শতেক হাঁড়ির সর আমি দিনু।
তোমা সবাকার কথা প্রত্যক্ষে জানিনু॥
এইমত দোষ দেহ আমার গোপালে।
আমার যাদুরে কেহ না করিহ কোলে॥
কোলে কৈলে সবে বল বড়ই ঢামাল।
কিবা রতি রঙ্গ জানে দুগ্ধের ছাওয়াল॥
যৌবনের ভরে দেহ ধরিতে না পার।
আমার যাদুর রূপে পুড়িয়া সে মর॥
বড়র বহুয়ারি বল নাই লাজ ভয়।
যত কহ সব মিথ্যা সত্য কিছু নয়॥
আজি হৈতে যাদুয়া না যাবে কার দ্বার।
গৌরব রাখিয়া যাহ ঘর আপনার॥
গোপিনী পাইল লাজ যশোদার বোলে।
লাজে নম্র হৈয়া সবে মুখ করে তলে॥
হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ সবাকার মুখ।
সর্ব্ব কথা পাসরিল পাইল বড় সুখ॥
তবে সবে চলি গেলা আপনার ঘরে।
যশোদা করিল কোলে বালক সুন্দরে॥
লক্ষ চুম্ব দিয়া পিয়াইল দুই স্তন।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম বিরচন॥ ৪৩॥

কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ।

রাগ ধানশ্রী।

এক দিন যশোমতি হইয়া আনন্দ অ
যাদুয়া চাঁদের বেশ করে।

মঞ্জিয়া রসের পুঞ্জে নয়নে অঞ্জন রঞ্জে
সুরঙ্গ চূড়না দিল শিরে ॥
অলকা মণির ছটা কপালে চন্দন ফোঁটা
আপনি সাজায় নন্দরাণী।
ভুজে ঝাঁপা বাজুবন্দ অঙ্গদ মাণিক ছন্দ
বলয়া বিচিত্র রত্নমণি ॥
গলে দোলে মণিহার কৌস্তুভ মণ্ডিত তার
কটিতে পরায় পীতধড়া।
বাজনি নূপুর পায় যাঁদুরে বলেন মায়
না যাইহ গোয়ালার পাড়া ॥
থাকিহ বলাইর সঙ্গে ঘরে বসি খেল রঙ্গে
ক্ষীর সর যত খাবে খাও।
আমার বচন শুন ওহে রাম নারায়ণ
আঙ্গিনাতে বসিয়া খেলাও ॥
এত বলি দোঁহাকারে যশোদা গেলেন ঘরে
যথোচিত কর্ম্ম করিবারে।
তবে রাম গোবিন্দাই সঙ্গে খেলে দুটী ভাই
চলি গেল বাড়ীর বাহিরে॥
ক্রীড়া কৌতুক করি পরম দয়াল হরি
মৃত্তিকা ভক্ষয়ে যদুরায়।
এত দেখি বলরাম ধায়্যা গেল নিজ ধাম
জানাইতে যশোমতি মায় ॥
শুন শুন ওগো মাতা তোমার যাদুর কথা
মৃত্তিকা ভক্ষয় এক ঢেলা।
শুনিয়া রামের বাণী ততক্ষণে নন্দরাণী
শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকটে গেলা ॥
সর ক্ষীর দূরে ফেলি হংস যেন মাটি গিলি
না জানি পাইলা কত সুখ।
ক্রোধে রাণী বলে তারে ছাট তুলে মারিবারে
মরমে পাইয়া বড় দুঃখ ॥
কৃষ্ণ বলে যশোদারে বলাই প্রলাপ বলে
ক্রোধভরে না হও জননী।
স্বরূপ কহিল মাই মৃত্তিকা নাহিক খাই
মুখমেলি দেখহ আপনি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ততক্ষণে নন্দরাণী
কোলে করি দেখিল বদন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্ল্লভ কথা
দুঃখী শ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥88॥

শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখান।

আরে আমার জীবন যাদুমণি ॥ ধ্রু ॥

যশোদা যাদুর বোল পরীক্ষা লাগিয়া।
ততক্ষণে চাঁদ মুখ দেখে নেহালিয়া ॥
অধর ধরিয়া করে দেখে নন্দরাণী।
কৃষ্ণের উদরে দেখে ত্রিজগত প্রাণী ॥
সুমেরু সহিত দেখে পর্ব্বত শিখর।
গঙ্গা আদি নদী দেখে এ সপ্তসাগর ॥
মুনিগণ তপ করে কৃষ্ণের উদরে।
পদাতিকগণ তথা মল্লযুদ্ধ করে ॥
নানা রূপ গজ বাজী দেখিল অপার।
পশু পক্ষী লক্ষ লক্ষ জীব জন্তু আর ॥
নগর চত্বর দেখে দেউল জাঙ্গাল।
নবগ্রহগণ দেখে অষ্ট লোকপাল ॥
ইন্দ্র সুররাজ দেখে সঙ্গে শচী নারী।
নাচে গায় বিদ্যাধরী কিন্নর কিন্নরী ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে তরুলতাগণ।
স্থানে স্থানে দেখে মহা রাজ-আয়োজন ॥
গয়া কাশী হরিদ্বার বদরিকা স্থান।
গর্ভে বসি যোগীগণ ধরিয়াছে ধ্যান ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেখে দশ দিকপাল।
নাগলোক আদি করি এ সপ্ত পাতাল ॥

মথুরা নগর দেখে কংস ভোজপতি।
বসুদেব দৈবকী সে দোঁহার মুরতি॥
গোবর্দ্ধন গিরি দেখে কালিন্দীর কূল।
গোলোক অধিক স্থান দেখিল গোকুল॥
নন্দ ব্রজরাজ দেখে যশোদা সুন্দরী।
আনন্দে বসিয়া আছে কৃষ্ণ কোলে করি॥
বলাই করিয়া কোলে বসেছে রোহিণী।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে স্তব করে সুর মুনি॥
চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি বেদ পাঠ করে।
পঞ্চ মুখে পঞ্চানন পঞ্চ নাম ধরে॥
গোপিগণ নাচে গায় নানা রঙ্গরসে।
রাধা রসবতী মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে॥
ধেনু যূথে যূথ দেখে সঙ্গে বৎস তার।
বেত হস্তে করি বুলে ব্রজের কুমার॥
দেখিয়া মোহিত দেবী নন্দের ঘরণী।
লক্ষিতে না পারে সে বালক যদুমণি॥
কি জানি দেখিনু আমি কৃষ্ণের বদনে।
প্রত্যক্ষে দেখিনু কিবা নিশার স্বপনে॥
না জানি কি মায়া মোরে কৈল দেবগণ।
এই বা কি শিশু রূপে দেব নারায়ণ॥
এত বলি কোলে তুলি লইল কুমার।
শীঘ্রগতি মন্দিরে করিল আগুসার॥
নন্দকে কহিতে চাহে না আইসে বদনে।
গোবিন্দ মোহিল মন স্থির নাহি জানে॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত অপূর্ব্ব ভুবনে।
দুঃখীশ্যাম দাস কহে গীত নারায়ণে॥ ৪৫॥

নন্দ যশোদার পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

রাগিণী মোহিনী।

এতেক শুনিয়া পরীক্ষিত নরপতি।
শুকদেবে জিজ্ঞাসিল করিয়া প্রণতি॥
যুগল করিয়া কর পুছিল রাজন।
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন॥
অচিন্ত্য কৃষ্ণের রূপ চিন্তন না যায়।
সমাধি সাধিয়া বিধি জনম গোঙায়॥
যাঁর প্রেম লাগি হর বুলেন বৈরাগ্যে।
মুনিগণ যার নাম গায় বেদমার্গে॥
যাঁর নামে পতিত পরম পদ পায়।
কি লাগি এতেক দয়া নন্দ যশোদায়॥
রাজার বচনে কহে ব্যাসের নন্দন।
তোমাকে কহিব শুন পুরাণ বচন॥
প্রথম যুগেতে বিশ্বধাতা তাঁর নাম।
অষ্টবসু হৈল তার অতি অনুপম॥
অষ্টবসু বলী নাম দিল পুত্রগণে।
জ্যেষ্ঠপুত্র দ্রোণবসু বিদিত ভুবনে॥
তার মুখ্য মহাদেবী নাম ধরে ধরা।
রূপে গুণে অনুপম দেখি যে অপ্সরা॥
পুত্রবধূ প্রশংসিয়া বলে পদ্মাসন।
অধিকারী হৈয়া কর সৃষ্টির পালন॥
পিতার বচনে দ্রোণ দুই কর যুড়ে।
প্রণতি করিয়া কহি পিতার নিয়ড়ে।
ভাল আজ্ঞা দিল মোরে দেব প্রজাপতি।
বর দেহ রহু মোর কৃষ্ণপদে মতি॥
তবেত তোমার আজ্ঞা করি অঙ্গীকার।
বিনয় বচন ব্রহ্মা শুনিয়া দোঁহার॥
পুত্রবধূ প্রশংসিয়া প্রজাপতি বলে।
রহিবে তোমার মতি কৃষ্ণপদতলে॥
বর দিয়া প্রজাপতি হৈল অন্তর্ধান।
ধরাসঙ্গে কৈল বসু গোবিন্দ ধেয়ান॥
শরীর সুধিয়া জন্ম লৈল মহীতলে।
নন্দ যশোমতি নাম প্রকাশে গোকুলে॥
কামনার ফলে সে গোবিন্দ পাইল কোলে
পরম আনন্দে নন্দ কৃষ্ণ প্রতিপালে॥

নন্দ যশোদার কথা কহিনু তোমারে।
পূর্ব্ব জন্ম ছিল তার বিধাতার ঘরে॥
শুনিয়া সন্তোষ রাজা শুক মুখে ভায।
কৃষ্ণ বাল্যকেলি কথা পুণ্যের প্রকাশ॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম বিরচিত॥ ৪৬॥

দধি মন্থন।

রাগ গান্ধার।

শুক বলে শুন রাজা পুরাণ কাহিনী।
নন্দ যশোদার কথা পুরাণে বাখানি॥
অবতার চূড়ামণি নন্দের মন্দিরে।
সমাধি সাধিয়া বিধি না পায় যাঁহারে॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁর অন্ত নাহি পান।
তপোফলে নন্দের মন্দিরে ভগবান॥
হেন প্রভু যশোদারে মাগে স্তনপান।
পরম কারণ কৃষ্ণ গুণের নিধান॥
যথা তথা থাকে নন্দ কানু পড়ে মনে।
যশোদা পালেন কৃষ্ণ নয়নে নয়নে॥
নন্দ যশোদার তপ জগতে বিদিতি।
যার কোলে নারায়ণ বালক মুরতি॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণবাণী।
এক দিন প্রভাতে উঠিল নন্দরাণী॥
নিরমল নীরে মুখ প্রক্ষালন করি।
সহচরীগণে বলে যশোদা সুন্দরী॥
নিতি নিতি কর সবে গোরস মথন।
কতেক নবনী হয় না কহ কথন॥
গোরস মথন আজি করিব আপনি।
নির্ণয় জানিব হয় কতেক নবনী॥
আনহ দধির হাণ্ডী ছান্দনি মথনি।
সেইরূপে লব নিত্য যত হয় ননী॥

যশোদার বোল এত শুনিয়া কিঙ্করী।
আনিল দধির হাণ্ডী জন দশ ধরি॥
ছান্দনি মথনি আনি দিল বিদ্যমানে।
যশোদা মথয়ে দধি দাণ্ডায়ে অঙ্গনে॥
সীঁতাতে সিন্দূর তার উজ্জ্বল কপালে।
উপরে অলকা শোভে কাদম্বিনী তলে॥
ডাহিনে লোটন টানি নানা ফুল গাভা।
আধ উড়নি তদুপরে করে শোভা॥
মাণিক খচিত রত্ন কড়্যে দুই কাণে।
কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি অঞ্জন রঞ্জনে॥
পূর্ণ সূত্র নাসাপুটে মুকুতার ফল।
বদন বিমল চাঁদ জিনিয়া সুঢল॥
রতন কাঁচলি পরে কুচের উপর।
প্রবাল মুকতা গলে হার মণিবর॥
সুনাভি গভীর কূপ অতি ক্ষীণমাঝা।
দেখি লাজে বিপিনে বিহরে মৃগরাজা॥
তপ্ত কাঞ্চন গৌর দেহের বরণ।
দুই করে রত্ন চুড়ি হাটক কঙ্কণ॥
অপূর্ব্ব অঙ্গদ শোভে অঙ্গুলে অঙ্গুরী।
বল্লকী জিনিয়া তাঁর বচন মাধুরী॥
কটিতে মেখলা সাজে রসাল কিঙ্কিণী।
জলদবরণ বস্ত্র পরে নন্দরাণী॥
রামরম্ভা জিনি উরু যুগল সুঠান।
কনক নূপুর পায় পূরে নানা তান॥
চম্পক কলিকা জিনি চরণ অঙ্গুলি।
তাহে সারি সারি শোভে সুবর্ণ পাসুলি॥
হেন রূপে গোরস মথয় নন্দরাণী।
রসাল কিঙ্কিণী অঙ্গে করে নানা ধ্বনি॥
হেনকালে আলস্য ত্যাজিয়া যদুমণি।
কান্দিয়া বেড়ান কৃষ্ণ চাহিয়া জননী॥
রোহিণী যাদুরে নিল যশোদার পাশ।
গোবিন্দমঙ্গল গায় দুঃখীশ্যামদাস॥ ৪৭॥

যশোদা কর্ত্তৃক কৃষ্ণের উদূখলে বন্ধন।

রাগ ভাটিয়ারি।

এমন কেবা জানে গো এমন কেবাজানে ধ্রু

গোরস মন্থন করে যশোদা সুন্দরী।
মায়া পাতি কান্দে কৃষ্ণ মকুন্দ মুরারি॥
গড়াগড়ি যায় কৃষ্ণ ধরণী উপর।
লালে জর জর তনু ধূলায় ধূসর॥
এত দেখি যশোদা যাদুরে কৈল কোলে
মুখানি মুছিল তার নেতের আঁচলে॥
ঝাড়িয়া গায়ের ধূলা পিয়াইল স্তন।
মুখ নেহালিয়া বলে মধুর বচন॥
আঙ্গিনাতে বসিয়া খেলাও যাদুমণি।
গোরস মথিয়া দিব এ ক্ষীর নবনী॥
কৃষ্ণে বসাইয়া ভূমে যশোদা সুন্দরী।
গোরস মথন করে দণ্ড করে ধরি॥
হাসিয়া হাসিয়া কৃষ্ণ হামাগুড়ি যায়।
দণ্ড করে ধরি রঙ্গে নাচে যদুরায়॥
দশন মুকুতা পাতি দেখান হাসিয়া।
খাইব নবনী কিছু দেহ না তুলিয়া॥
যশোদা বলেন যাদু দণ্ড পরিহর।
মথন না হয় যে জঞ্জাল কেন কর॥
এত বলি কোলে তুলি লইল যতনে।
করেতে নবনী দিয়া বসায় অঙ্গনে॥
পুনরপি গিয়া কৃষ্ণ ঘটকী ধরিল।
দুই করে দণ্ড ধরি নাচিতে লাগিল॥
যশোদা বলেন শুন সুন্দর গোপাল।
কিসের কারণে কর এতেক জঞ্জাল॥
পুনরপি কোলে করি লইল কৃষ্ণেরে।
যাদু কোলে কর বলি দিল রোহিণীরে॥
রোহিণীর কোলে কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিল।
অনেক প্রকারে বোধি রাখিতে নারিল॥
লালেতে আবৃত তনু হৈল কলেবর।
কান্দিয়া কান্দিয়া গেলা মায়ের গোচর॥
ধাইয়া যশোদা দেবী কৃষ্ণ কৈল কোলে।
মুছিল বদন চান্দ নেতের আঁচলে॥
স্তন নাহি খায় কৃষ্ণ না ছাড়ে করুণ।
কোলেতে থাকিয়া দণ্ড ধরে পুনঃ পুনঃ॥
যশোদা বলেন কৃষ্ণ প্রমাদীয়া বড়।
এত দিনে জানিনু গোপিনী বোল দঢ়॥
রত্ন খাড়ু দিয়া যাদু চূর্ণ কৈল হাঁড়ি।
ক্রোধ করি যশোমতি করে নিল দড়ি॥
দেখিয়া পলায় কৃষ্ণ ভুবনমোহন।
খেয়াড়িয়া যায় সে যশোদা নারী জন॥
ধাইয়া ছুটিল দেবী নন্দের রমণী।
ধরিতে নারিল সে বালক যদুমণি॥
আছাড় খাইয়া পড়ে হয় রক্তপাত।
দেখিয়া মায়ের মুখ রহে গোপীনাথ॥
যশোদা ধরিল তবে যাদুরায় করে।
কান্দিয়া বলেন কৃষ্ণ না মারিহ মোরে॥
ধরিয়া লইল তবে আপনার ঘরে।
উদূখলে রজ্জু দিয়া বান্ধিব কৃষ্ণেরে॥
আনিল অনেক দড়ি করিয়া যতন।
ত্রিভুবন-পতি কৃষ্ণ না যায় বন্ধন॥
শ্রমভরে ঘর্ম্ম দিল বান্ধিতে নারিল।
দেখিয়া মায়ের দুঃখ দয়া উপজিল॥
আগম নিগম বেদে না জানে যাঁহারে।
গোকণ্টক পাশেতে যশোদা বান্ধে তাঁরে॥
যাদুরে বান্ধিয়া করে গোরস মথন।
গোবিন্দমঙ্গল গায় শ্রীমুখনন্দন॥ ৪৮॥

ভঙ্গ।

রাগিণী করুণা।

নন্দরাণী ক্রোধ চিত্তে বান্ধিয়া ভুবননাথে
করে দেবী গোরস মথন।
পরম দয়ালু হরি যাঁরে ভাবে বেদ চারি
ধ্যানে নাহি পায় মুনিগণ॥
সে প্রভু কমল আঁখি যমল অর্জ্জুন দেখি
হামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ যায়।
এক শিখে তুই তরু মধ্যে রহে মহামেরু
ঠেলা দিয়া ভাঙ্গে যদুরায়॥
সে বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ে অর্দ্ধেক গোকুল যুড়ে
ভাঙ্গিল সকল ঘর দ্বার।
শব্দ করে ঘোরতর দশ দিকে লাগে ডর
শুনি লোকে লাগে চমৎকার॥
গোবিন্দের অনুরাগে সে বৃক্ষের মধ্য ভাগে
উঠিয়া দাণ্ডায় তুই জন।
গোবিন্দচরণ ধরি ভক্তি প্রাণপণ করি
তোমা হৈতে শাপ বিমোচন॥
কুবেরের কুলে জন্ম তোমা দেখি শুভ কর্ম্ম
কর্ম্মদোষে হইনু বঞ্চিত।
নারদের শাপ নয় কেবল আনন্দময়
পদরসে করিলে সিঞ্চিত॥
পরম পুরুষ তুমি সর্ব্ব ঘটে অন্তর্যামী
কেবল করুণা অবতার।
সুজন জনের গুরু তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু
গুণগ্রাহী দোষ পরিহর॥
গোবিন্দের দয়া হৈতে পুষ্পরথ আচম্বিতে
আইল দোঁহার বিদ্যমান।
গোবিন্দে প্রণতি করি পুষ্পরথে অনুসরি
গেলা দোঁহে বৈকুণ্ঠের স্থানে॥
হেথায় নন্দের রাণী না দেখিয়া যাদুমণি
দশ দিক লাগে অন্ধকার।
আপনা আপনি খানু যাদুয়ারে বন্দী কৈনু
কোথা গেল যাদুয়া আমার॥
শিরে করাঘাত মারে আছাড় খাইয়া পড়ে
অচেতন হৈল নন্দরাণী।
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব
না দেখিলে না রহে পরাণী॥
যশোদার করে ধরি কান্দে নন্দ অধিকারী
বুক বিদরিয়া যায় প্রাণ।
পড়ি মহা শোকাকুলে যাদুরে চাহিয়া বুলে
ঘর দ্বার নগর উদ্যান॥
সুবল সুদাম কয় শুন নন্দ মহাশয়
যাদুয়ার অদ্ভুত কথন।
বন্দী উদূখল সঙ্গে নীপমাঝে হেলি অঙ্গে
ভাঙ্গে কৃষ্ণ যমল অর্জ্জুন॥
নন্দ এত বার্ত্তা পেয়ে অবিলম্বে গেল ধেয়ে
অর্জ্জুন নিকটে উপনীত।
উদূখল ফেলি তলে যাদুরে করিল কোলে
ভগ্নতরু দেখিয়া বিস্মিত॥
নন্দ বলে শিশুগণ কহ মোরে নিরূপণ
কে ভাঙ্গিল হেন তরুবর।
শিশুগণ নন্দে কয় গাছ ভাঙ্গে শ্যামরায়,
সত্য কহি সবার গোচর॥
নন্দ বলে বড় ভাগ্যে গাছ নাহি গায় লাগে
তেঞি পুত্র বাঁচিল পরাণে।
উল্লাসিত গোপ সব নন্দ করে মহোৎসব
দ্বিজে দিল মহা রত্ন দানে॥
ঘট স্থাপি নন্দরাণী পূজা করে ত্রিনয়নী
তুমি দেবী বিপদনাশিনী।
পূজিব পরম সুখে যাদুয়ারে আঁখে আঁখে
আপনি রাখিবে নারায়ণী॥
নন্দ আনন্দিত হৈয়া রাম নারায়ণ লৈয়া
প্রাণপণে করেন পালনে।

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্ল্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণে ॥ ৪৯॥

যমলার্জ্জুনের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ।

রাগ শ্রী ।

পরীক্ষিত রাজা কহে শুন তপোধনে ।
এক নিবেদন করি তোমার চরণে ॥
বৃক্ষ জন্ম হৈয়া দোঁহে ছিল গোপপুরে ।
যমল অর্জ্জুন নাম প্রকাশি সংসারে ॥
কোন্ অংশে জন্ম কোথা বসতি তাহার ।
কি নিমিত্ত হৈল দোঁহে বৃক্ষ অবতার ॥
কৃষ্ণ দরশনে কেন পাইল নিস্তার ।
কহ কহ শুনি মুনি কারণ তাহার ॥
শুনিয়া কহেন মুনি রাজার গোচরে ।
তার যত বিবরণ কহিব তোমারে ॥
পূর্ব্ব জন্ম ছিল তার কুবেরের ঘর ।
নলকূবর নাম দিল দোঁহাকারে ॥
যমজ সোদর দোঁহে একই পরাণ ।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ বড় বলবান ॥
অহর্নিশ দুই ভাই একত্র মিলন ।
গঙ্গাস্নানে গেলা দোঁহে লৈয়া নারীগণ ॥
নানা রঙ্গে দুই ভাই করে জলকেলি ।
দোঁহাকারে মারে জল নারীগণ মেলি ॥
নয়ন ঘূর্ণিত দোঁহে মধুরস পানে ।
মদন তরঙ্গে দিবানিশি নাহি জানে ॥
নারীগণ-আলাপে মজিয়া রঙ্গরসে ।
জলক্রীড়া করে দোঁহে দিগম্বর বেশে ॥
হেনকালে নারদ কৈলাস গিরি হৈতে ।
বীণা বাজাইয়া সুখে যায় স্বর্গপথে ॥
নারদে দেখিয়া তবে যত নারীগণ ।
আস্তে ব্যস্তে কূলে উঠি পরিল বসন ॥
কেহ কূলে কেহ জলে নম্রমতি হয় ।
কূলে উঠি করে কেহ প্রণতি বিনয় ॥
মদে মত্ত দুই ভাই নিঃশঙ্ক হইয়া ।
বস্ত্র না পরিল দোঁহে মুনিরে দেখিয়া ॥
সেবা দণ্ডবৎ স্তুতি না কৈল আদর ।
দেখিয়া ক্রোধিত হৈল মহা মুনিবর ॥
হেদেরে পাপিষ্ঠ মতি করি অহঙ্কার ।
দাণ্ডাইয়া আছ দোঁহে একি ব্যবহার ॥
মদে মত্ত হৈয়া না জানিস দিবা রাতি ।
মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গিয়া হয়ে বৃক্ষ জাতি ॥
সম্পাত পাইয়া দোঁহে হইল চেতন ।
কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে মুনির চরণ ॥
হেন গতি হৈল মোর করমের ফলে ।
কহ দোঁহে মুক্তি পদ পাব কত কালে ॥
করুণা দেখিয়া মুনি দয়া উপজিল ।
শাপান্ত বচন মুনি দোঁহারে কহিল ॥
দ্বাপরে দৈবকীগর্ভে গোবিন্দ জন্মিবে ।
কংসভয়ে কৃষ্ণ বসু নন্দঘরে থোবে ॥
কৃষ্ণ বাল্য কেলি হবে নন্দের মন্দিরে ।
যমল অর্জ্জুন হবে নন্দ-সিংহদ্বারে ॥
তোমাকে ভাঙ্গিবে কৃষ্ণ শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া ।
কৃষ্ণপদ স্পর্শে দোঁহে যাবে মুক্ত হৈয়া ॥
শুনিয়া চলিলা তবে সেই দুই জন ।
চিরকাল হৈয়া ছিল যমল অর্জ্জুন ॥
কৃষ্ণপদ পরশনে পাইল মুকতি ।
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ ভারতী ॥
দুঃখীশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী ।
হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ৫০ ॥

গোকুলবাসী গণের বৃন্দাবনে বাস

রাগ সারঙ্গ ।

পরীক্ষিত রাজা কয় শুন মুনি মহাশয়
কহ কৃষ্ণ বাল্য কেলি রস ।

ভাঙ্গিয়া অর্জ্জুন তরু কি করিল মহামেরু
পূর্ণ কর মনের মানস ॥
নৃপতি বদন দেখি মুনি মনে মহাসুখী
অধরে মধুর মৃদু হাস ॥
তন মন এক করি শুন ক্ষিতি-অধিকারী
গোবিন্দমঙ্গল ইতিহাস ॥
তবে নন্দ অধিকারী ডাকি আনি সভা করি
যুক্তি করে ডাকি গোপগণে।
মহানন্দ বসু নন্দ সুনন্দ আনন্দকন্দ
বিচারে বসিলা এক স্থানে ॥
তরে নন্দ সভাতলে গোয়ালা সকলে বলে
শুন সবে বচন আমার।
এই গোপপুরে থাকি অরিষ্ট সংশয় দেখি
মনেতে লাগিল চমৎকার ॥
শিশু পুত্র হৈয়া আর জিনিবেক কতবার
খলমতি কংসের তাড়না।
আদেশিল অনুচরে যাহুয়া সকলে মারে
তৃণাবর্ত্ত শকট পুতনা ॥
গর্গ মুনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল
বৃথা নহে মুনির বচন।
যমল অর্জ্জুন হৈতে বড় ভয় লাগে চিত্তে
পুণ্যে পুত্র পাইল জীবন ॥
কহিয়ে সবার ঠাঁই গোকুলে বসতি নাই
চল সবে যাব বৃন্দাবনে।
পুষ্প রম্য কুঞ্জ যথা বসতি করিব তথা
স্থল জল অপূর্ব্ব সদনে ॥
সেই বৃন্দাবন মাঝে রবিসুতা নদী আছে
দুই পাশে মহা রম্য বন।
পাশে গোবর্দ্ধন গিরি বহু তৃণ তদুপরি
সুখে চরিবেক গাভীগণ ॥
সবে মেলি এক মতি নিরূপণ কৈল যুক্তি
না রহিব গোকুল নগরে।
প্রভাতে একত্র হৈয়া ধেনুবৎস চালাইয়া
ধন রত্ন শকট উপরে ॥
ধেনু বৎস করি আগে পরিবার মধ্যভাগে
পিছে গোপগণের গমন।
যমুনা পুলিনে গিয়া অপূর্ব্ব বসত পাইয়া
নানা গৃহ করিল গঠন ॥
বৃন্দাবনে লতাকুঞ্জ দেখি নানা সুখপুঞ্জ
করি সবে দিব্য বাড়ী ঘর।
বিশ্বকর্ম্মার্জিত কিবা গোকুল জিনিয়া শোভা
পুরীখান বড়ই সুন্দর ॥
নন্দের বিচিত্র ঘর কনক বসন পর
নেতের পতাকা উড়ে তায়।
নন্দ সিংহ দ্বারখান দেখি অতি দীপ্তিমান
কিন্নর কিন্নরী চিত্র তায় ॥
সদাই আনন্দে পুরি নাচে গায় বিদ্যাধরী
যথা কৃষ্ণ যশোদানন্দন।
দেখি বৃন্দাবন ধাম আনন্দে গোবিন্দ রাম
রঙ্গে খেলে সঙ্গে শিশুগণ ॥
তবে নন্দ ব্রজরাজ বৈসে বৃন্দাবন মাঝ
রাম কৃষ্ণ করেন পালন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুল-পাত্র সুবর্ণ করণ।

ও মোর যাদব দুলালিয়া।
রাতুল চরণে বনে কেমনে যাবে ধাইয়া ॥ধ্রু॥

হেনমতে বৈসে নন্দ বৃন্দাবন পুরে।
অখিল ভুবননাথ যাহার মন্দিরে ॥
একদিন নন্দঘোষ গেলেন বাথানে।
রাম দামোদর খেলে বালকের সনে ॥

ঠেকানড়ি ভাঁটা কড়ি গেণ্ডুয়ার খেলা।
সদাই গোবিন্দ রাম শিশু সঙ্গে মেলা॥
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া রঙ্গে খেলে বনমালী।
নগরে দুঃখিনী বুলে শিরে লৈয়া কুলি॥
তা দেখি গোবিন্দ বলে দেহ পাকা কুলি।
দুঃখিনী বলেন আন ধান্য কতগুলি॥
গোবিন্দ বলেন এস জননীর পাশে।
পূর্ণ করি ধান্য দিব লয়ে যাবে বাসে॥
সঙ্গে করি লয়ে গেল জননীর পাশে।
কুল কিনে দেহ বলি মন্দ মন্দ হাসে॥
যশোদা বলেন পালি আন ঘর হৈতে।
ধান্য দিয়া কুল কিনি দিব তোর হাতে॥
গৃহে গিয়া গোবিন্দাই নানা দ্রব্য আনে।
শিল নোড়া বাহির করে পালি নাহি জানে॥
যাত্নর বৈকল্য দেখি যশোদা রমণী।
পালি করি ধান্য লৈয়া আইল আপনি॥
কুল কিনি দিল রাণী রাম দামোদরে।
হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ কুলের পসারে॥
কুলের পসারে দৃষ্টি দিল দয়াময়।
শুভদৃষ্টি পাইয়া সে সুবর্ণময় হয়॥
দেখিয়া দুঃখিনী নারী আনন্দিত হৈয়া।
আপন মন্দিরে গেল সুবর্ণ লইয়া॥
দারিদ্র্য খণ্ডিল তার গোবিন্দের বরে।
কেলি কথা শুন রাজা কৃষ্ণ অবতারে॥
বাল্যক্রীড়া করে কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে।
হাতাহাতি মাথামাথি ব্রজ শিশুসনে॥
কালিন্দী কিনারে দেখে দিব্য লতাকুঞ্জ।
সদাই বসন্ত তথা রহে সুখপুঞ্জ॥
দেখিয়া কৌতুক বাড়ে গোবিন্দের মনে।
বাছুরি রাখিব আজি যমুনা পুলিনে॥
এত বিচারিয়া কৃষ্ণ গেল নিজ ঘরে।
ক্রীড়া রঙ্গে দুই ভাই রাম দামোদরে॥
বাথানে থাকিয়া নন্দ আইল সন্ধ্যাকালে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল কৃষ্ণ লইয়া কোলে॥
আপনি যশোদা কৈল রন্ধনের সাজ।
ভোজনে বসিল গিয়া নন্দ ব্রজরাজ॥
দুই পাশে বসে গিয়া রাম দামোদর।
ভোজনের শেষে কৃষ্ণ দিলেন উত্তর॥
যমুনা পুলিনে তৃণ আছে সুকোমল।
আজ্ঞা দিলে চরাইব বাছুরি সকল॥
ভাল ভাল বলি নন্দ বলিল বচন
পাইয়া নন্দের বোল রাম নারায়ণ॥
প্রভাত সময়ে কৃষ্ণ চরায় বাছুরি।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণে মাধুরী॥ ৫২॥

শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস চারণ ও বৎসাসুর বধ।

রাগ শ্রী।

শুক বলে শুন পরীক্ষিত নরপতি।
পাইয়া গোবিন্দ সে নন্দের অনুমতি॥
প্রত্যহ বিহানে উঠি ভাই দুই জন।
বাছুরি রাখিতে কৃষ্ণ করেন সাজন॥
উভ করি বান্ধে চূড়া সুচারু সে কেশে।
প্রফুল্ল মালতী গাভা শোভে গারি পাশে॥
শিখিপুচ্ছ শোভা করে চূড়ার উপরে।
অলকা তিলকা চান্দ অতি দীপ্তি করে॥
ভুরু কামধনু জিনি নয়ন রাতুল।
সপত্র সহিত কানে কদম্বের ফুল॥
তিলফুল জিনি নাসা অতি মনোহর।
বদন বিমল চান্দ সুরঙ্গ অধর॥
কম্বুকণ্ঠে শোভা করে মুকুতার মালা।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি ধরে নন্দলালা॥

ক্ষীণমাঝা পরিধান পিয়ল বসন।
চরণে নূপুর বাজে গজেন্দ্রগমন॥
সাজনি কাছনি করে ধরে শিঙ্গা বেণু।
আভরণ বিজুরি জলদ শ্যাম তনু॥
ইন্দু কুন্দ জিনি বলরামের বরণ।
মধুপানে মত্ত সদা ঘূর্ণিত লোচন॥
নীল পাগড়ি মাথে হাতে রাঙ্গা ঢাল।
আজানুলম্বিত বাহু নানা ফুলমাল॥
নীল ধুতি পরিধান রাঙ্গা লাঠি করে।
সুবল সুদাম দাম নামে শিঙ্গা পূরে॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত শিশুগণ।
সম বেশ হৈয়া সবে করিল সাজন॥
দধি অন্ন ভুঞ্জাইল বিহানে জননী।
বাছুরি রাখিতে চলে ব্রজ শিরোমণি॥
শিঙ্গা বেণু পূরে কেহ মুরলী বাজায়।
তার মধ্যে নবরঙ্গে চলে শ্যামরায়॥
রঙ্গরসে প্রবেশিল যমুনা পুলিনে।
বাছুরি ছাড়িয়া দিল সুকোমল তৃণে॥
দেখিল কপিত্থ বৃক্ষ যত শিশুগণ।
বলরামে বলে সবে করিয়া যতন॥
বলে বলবান তুমি দেখিতে দীর্ঘ বট।
আমা সবা বচনে কপিত্থ বৃক্ষে উঠ॥
বৃক্ষে উঠে বলরাম পাড়িবারে ফল।
শিশু সঙ্গে রহে কৃষ্ণ সেই তরুতল॥
কংসের আদেশে তবে বৎসক অসুর।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল মায়ার প্রচুর॥
আপনা আপনি যুক্তি করে মনে মনে।
কি রূপে বধিব আমি নন্দের নন্দনে॥
বৎস সঙ্গে থাকিব বাছুরি রূপ ধরি।
পাশে পাইলে নিপাতিব কংসের অইরি
মায়াপাতি বৎসাসুর হইল বাছুর।
তা দেখিয়া হাসে কৃষ্ণ মায়ার ঠাকুর॥
বলরামে ডাকি কৃষ্ণ বলেন মধুর।
বৎস সঙ্গে ঐ দেখ বৎসক অসুর॥
এত বলি গেল কৃষ্ণ বৎসক গোচরে।
চরণে ধরিয়া তারে ফিরায় সত্বরে॥
কপিত্থ বৃক্ষেতে তারে মারিল আছাড়।
মরিল সে বৎসাসুর চূর্ণ হৈল হাড়॥
ঝড়িল কপিত্থ ফল খায় শিশুগণ।
ধন্য ধন্য বলে সবে নন্দের নন্দন॥
পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে দেব পুরন্দর।
বিমানে বৎসক গেল বৈকুণ্ঠ নগর॥
প্রতিদিন রাম কৃষ্ণ রাখেন বাছুরি।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণ মাধুরী॥ ৫৩॥

কৃষ্ণ বিনাশার্থ বকাসুরের গমন।

রাগ করুণা।

বৎসক নিপাত শুনি কংসাসুর ভয় গণি
ডাকিয়া আনিল দৈত্যগণে।
মনে অনুতাপ পেয়ে সবার বদন চেয়ে
কহে রাজা করুণ বচনে॥
নারদ কহিল যত সে কথা পরম তত্ত্ব
শ্রীকৃষ্ণ হইল মোর বৈরী।
শকট পূতনা মারে তৃণাবর্ত্ত বধ করে
বনে বৎস রাখিল মুরারি॥
প্রকার করি অসুরে বধিতে না পারে তারে
মোর মনে লাগিল বিস্ময়।
দর্পযুত হৈয়া মনে কংস রাজা বিদ্যমানে
বক বলে শুন মহাশয়॥
পান আজ্ঞা কর মোরে যাব বৃন্দাবন পুরে
রামকৃষ্ণ গিলিব ইঙ্গিতে।
কহি কংস তব আগে সুখে কর রাজ্য ভোগে
কোন্ চিন্তা আমরা থাকিতে॥

শুনি তবে নরপতি হইয়া আনন্দ মতি
বকাস্থরে দিল গুয়া পান।
বক সবিক্রম হৈয়া বৃন্দাবনে গেল ধেয়া
মনে মনে করে অনুমান॥
বক মনে বিচারিয়া যমুনা পুলিনে গিয়া
বক রূপ ধরিল মায়ায়।
দেখিতে সুন্দর অতি তনু যেন চন্দ্রকান্তি
গিরি অঙ্গথান জিনি কায়॥
এই ছলে আছে জলে রাম কৃষ্ণ হেনকালে
বাছুরি চরায় বৃন্দাবনে।
শিঙ্গা বেণু বীণা রঙ্গে ব্রজের বালক সঙ্গে
গোষ্ঠ ক্রীড়া যমুনা পুলিনে॥
ক্রীড়াশ্রান্ত কলেবর শিশু সঙ্গে দামোদর
যমুনা চলিল জলপানে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম দাস রস গানে॥ ৫৪॥

বকাস্থর বধ।

রাগ শ্রী।

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণবাণী।
চারি বেদে যাহার মহিমা নাহি জানি॥
সমাধি সাধিয়া বিধি জনম গোঙায়।
হেন প্রভু বৃন্দাবনে বাছুরি চরায়॥
ক্রীড়া রঙ্গে তৃষ্ণাতুর হৈল রাম কানে।
শিশু সঙ্গে চলিলা যমুনা জলপানে॥
শিশু সঙ্গে জলপান করে বনমালী।
অলক্ষিতে আসি বকাস্থর কৃষ্ণে গিলি॥
স্বর্গে থাকি হাহাকার করে দেবগণ।
কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে ব্রজ শিশুগণ॥
কোথায় আছিলি রে পাপিষ্ঠ বকাস্থর।
অদেখা গিলিলি মোর ত্রৈলোক্য-ঠাকুর॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া সবে ত্যজিব পরাণ।
বকমুখে থাকিয়া জানিল ভগবান॥
আড় হৈয়া লাগে কৃষ্ণ বকের গলায়।
গিলিতে নারিল বকা উদ্গারি ফেলায়॥
বকমুখ হইতে বাহির হৈলা হরি।
বকাস্থর দেখে কৃষ্ণ রূপের মাধুরী॥
মনে মনে বকাস্থর করয়ে বিচার।
ঠোঁটে চিরি মারি আজি নন্দের কুমার॥
মুখ মেলি আইসে বকাস্থর মহাকায়।
ধাইয়া তাহার ঠোঁট ধরে যদুরায়॥
দুই ঠোঁট ধরিয়া গোবিন্দ দিল টান।
পড়িয়া মরিল বকা হৈল দুইখান॥
জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে।
পুষ্পবৃষ্টি করি স্বর্গে নাচে দেবগণে॥
কৃষ্ণমুখ দেখি বক ত্যজিল পরাণ।
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান॥
অদোষ-দরশী কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর।
রথে চড়ি বৈকুণ্ঠে চলিল বকাস্থর॥
দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ যত শিশুগণ।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্ব্বজন॥
দিবস হইল শেষ দেখি দামোদর।
বাছুরী চালায়ে চলে গোকুলনগর॥
নিজ নিজ গৃহে গেল যত শিশুগণ।
ভোজন করিয়া গেল নন্দের সদন॥
সুখে বসিয়াছে নন্দ ব্রজ শিরোমণি।
কৃষ্ণ কোলে করি তথা বসেছে রোহিণী॥
হেনকালে শিশুগণ গেল তথাকারে।
কৃষ্ণের বিক্রম কহে সবার গোচরে॥
শুন নন্দ যশোদা কৃষ্ণের গুণবাণী।
বিক্রমে বিশাল কৃষ্ণ ত্রিভুবন জিনি॥
আজি কৃষ্ণে বকাস্থর গিলিয়া আছিল।
সেয়ান গোবিন্দ তার গলে আড় হৈল॥

গিলিতে না পারে বকা ফেলে উগারিয়া।
ঠোঁটে ধরি কৃষ্ণ তারে ফেলিল চিরিয়া॥
পড়িয়া মরিল বকা পর্ব্বত প্রমাণ।
দেখিয়া আমরা সবে কম্পিত পরাণ॥
শুনিয়া যশোদা নন্দ স্মরে হরি হরি।
পুরোহিত লয়ে নন্দ রিষ্ট শান্তি করি॥
দুঃখীশ্যাম দাস মজে গোবিন্দের চরণে।
বারেক তারিবে হরি দারুণ শমনে॥ ৫৫॥

কৃষ্ণ বিনাশার্থে অঘাসুরের গমন।

বড় রে দয়ার নিধি হরি॥ ধ্রু॥

শুন পরীক্ষিত নৃপ কৃষ্ণের চরিত।
কলুষ নাশন কথা শুনিতে অমৃত॥
দুই দণ্ড রাত্রি আছে জাগিল কানাই।
উঠিয়া গেলেন কৃষ্ণ জননীর ঠাঞি॥
শুন গো জননি কিছু কহি যে তোমারে।
ভোজন করিয়া নিত্য যাই বনান্তরে॥
পুনরপি সন্ধ্যাকালে আসি অন্ন পাই।
সমস্ত দিবস আমি ক্ষুধায় বেড়াই॥
ভোজন করিয়া থাকি প্রত্যুষ বিহানে।
গোষ্ঠক্রীড়া করি ক্ষুধা লাগয়ে কাননে॥
অন্ন ব্যঞ্জন দধি খণ্ড দেহ মোরে।
ভোজন করিব বনে ক্ষুধা অনুসারে॥
শুনিয়া যশোদা দেবী আনন্দ হইয়া।
অন্ন ব্যঞ্জন দিল পুড়ায় বান্ধিয়া॥
ওদন ব্যঞ্জন কৃষ্ণ সাজাইল ভার।
সাজনি কাছনি করে পরে অলঙ্কার॥
বালকের নাম ধরি দিল বেণু স্বান।
নিদ্রা ত্যজি গেল সবে যথা রাম কান॥
গোবিন্দ বলেন সবে সাজ এইমতে।
শুনিয়া ধাইল শিশু আপন গৃহেতে॥
ওদন ব্যঞ্জন সবে ভার সাজাইয়া।
গোবিন্দের পাশে শিশু উত্তরিল গিয়া॥
বাছুরি সকল দিল আগে চালাইয়া।
রাম কৃষ্ণ যায় রঙ্গে ঢামালি করিয়া॥
তাড় তোড়ন হাতে গলে বনমালা।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ চিহ্ন ধরে নন্দবালা॥
নব ঘন নীল মণি জিনিয়া বরণ।
অরুণ অধর শশী-লজ্জিত বদন॥
অলক তিলক শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
পীত ধটী পরিপাটি অঞ্জন চঞ্চল॥
নানা বেশে ব্রজশিশু সাজনি করিয়া।
বনে প্রবেশিলা শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া॥
বংশী বাজাইয়া কেহ নানা তান পুরে।
শুক পিক রবে কেহ গায়েন সুস্বরে॥
ময়ূরের নাদ কেহ করে ঘনেঘন।
কার কার অন্ন কাড়ি লয় কোনজন॥
গোবিন্দের স্থানে শিশু করেন গোহারি।
আজ্ঞা মাত্রে দেয় লয়ে কৃষ্ণ বরাবরি॥
বানরের বাচ্ছা কেহ ধরি আনে বলে।
পুনঃ ছাড়ি দেয় সেহ উঠে তরুডালে॥
নানা রঙ্গরসে শিশু চলি আসে যায়।
আগে বৎস মাঝে শিশু পাছে রামরায়॥
হেন বেশে যায় শিশু যমুনা পুলিনে।
হেনকালে অঘাসুর দিল দরশনে॥
দুঃখীশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী।
হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী॥ ৫৬॥

অঘাসুর বধ।

শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রায়।
সর্পরূপ ধরে অঘাসুর মহাকায়॥
সঘনে নিশ্বাস যেন যুগান্ত পবন।
গগনে ফিরায় লৈয়া যুগল রসন॥
রক্তবর্ণ দুই আঁখি অতি খরশাণ।
পিঙ্গল বরণ তনু যোজন প্রমাণ॥
বিস্তারিয়া দুই পাটি আকাশে পাতালে।
পশ্চিমে লাঙ্গুল শীঘ্র পূর্ব্বমুখে চলে॥
সর্প দেখি চমকিত যত শিশুগণ।
কি কি বলি বলে সবে করে নিরীক্ষণ॥
কেহ বলে কামরূপী মেঘ এ নিশ্চয়।
কেহ বলে সর্প এই খর শ্বাস বয়॥
আজু সে সবার পিছে নন্দের নন্দন।
কানু আইস আইস বলি ডাকে সর্ব্বজন॥
শিশুগণে ডাকিয়া বলেন গদাধর।
প্রবেশ নহিও কেহ সর্পের উদর॥
কহিতে কহিতে সর্প আইল নিকটে।
শিশু সঙ্গে বৎস প্রবেশিল তার পেটে॥
পাটি নাই পাড়ে অঘা ভাবে মনে মন।
মোর পেটে না পশিল নন্দের নন্দন॥
অকার্য্যে গিলিনু মুই যতেক রাখাল।
পাটি না পাড়িব তবে আসিবে গোপাল॥
অঘার মন্ত্রণা কৃষ্ণ জানিয়া অন্তরে;
তবে ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মনেতে বিচারে॥
সর্পের উদরে যদি প্রবেশ না হব।
শিশু বৎস বলরাম ভাই কোথা পাব॥
সর্পের উদরে আমি প্রবেশ হইব।
অঘাসুর বধি শিশু বৎস জীয়াইব॥
এত চিন্তি প্রবেশিল সর্পের উদরে।
পাটি পাড়ে অঘাসুর হর্ষিত অন্তরে॥
সর্পের তালুর মধ্যে রহে নারায়ণ।
অগ্নিরূপ ধরে কৃষ্ণ রোধিয়া পবন॥
ছটফট করে অঘা শ্বাস না স্ফুরয়।
কুলিশ অধিক অগ্নি তালুফুটি বয়।
ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া তার প্রাণ বাহিরায়।
পড়িয়া মরিল অঘাসুর মহাকায়॥
বাহির হইয়া প্রাণ গেল শূন্যপথে।
বাহুড়িয়া কৃষ্ণপাশে রহে যোড় হাতে॥
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান।
বৈকুণ্ঠে চলিল অঘা চাপিয়া বিমান॥
শিশু বৎস পানে কৃষ্ণ চাহে মধুদৃষ্টে।
প্রাণ পেয়ে বাহির হইল তালু বাটে॥
হাম্বা রব করে বৎস শিশু পূরে বেণু।
প্রশংসা করিয়া সবে বলে ধন্য কানু॥
আকাশে থাকিয়া দেব দেখে কুতূহলে।
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে আনন্দ বিহ্বলে॥
অঘার প্রতাপ দেবে বড় ভয় ছিল।
কৃষ্ণের প্রতাপে আজ ভয় দূরে গেল॥
শিশু সঙ্গে গোষ্ঠক্রীড়া করে নারায়ণ।
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন॥
অঘাসুর বধ যত কহিল তোমারে।
এই কথা গৃহে শিশু কহে বৎসরান্তরে॥
রাজা বলে শুনি মোরে বিস্ময় লাগিল।
বৎসরেক শিশু সব কোথায় আছিল॥
এত শুনি কহে মুনি নৃপতির আগে।
গোবিন্দ-ভকতি দুঃখীশ্যাম দাস মাগে

কৃষ্ণের বনভোজন ও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎসাদি হরণ।

রাগ পঠমঞ্জরী।

অঘাসুর বধি বনে গোবিন্দ আনন্দ মনে
ব্রজের বালক সঙ্গে করি।

ক্রীড়া করি বৃন্দাবনে ক্ষুধা লাগে নারায়ণে
তরুতলে বসিলা মুরারি ॥
বালকে আশ্বাস করি কহেন দয়াল হরি
আগে আন ওদন ব্যঞ্জন।
কদম্ব তরুর তলে বসি আজু একস্থলে
সবে মেলি করিব ভোজন ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে সবে উল্লাসিত হয়ে
অন্নপুড়া আনি বিদ্যমানে।
আহীরী বালক সঙ্গে একত্রে বসিয়া রঙ্গে
ভোজন করেন রাম কানে ॥
পরম আনন্দ সুখে কেহ দেয় কার মুখে
মাখাইয়া স্নে ক্ষীর নবনী।
কেহ পত্র পলাশেতে কেহ দেয় কার হাতে
কেহ লয় করি পুটপাণি ॥
হেন মতে শ্যাম রাম সঙ্গে শিশু সে শ্রীদাম
বিপিনে ভোজন করে হরি।
শূন্যে থাকি প্রজাপতি দেখিয়া কৃষ্ণের রীতি
মনে মনে ভাবে মুখ চারি ॥
শ্রীকৃষ্ণ গোলোকপতি ব্রজের বালক সাথি
বিপিনে ভোজন করে সুখে।
এ বড় প্রমাদ কর্ম্ম না রাখিল কুল-ধর্ম্ম
কেহ অন্ন দেয় কার মুখে ॥
শিশু বৎস চুরি করি আজি সে ছলিব হরি
দেখি কৃষ্ণ কি করে উপায়।
এতেক ভাবিয়া মনে দাণ্ডাইয়া আছে শূন্যে
গোবিন্দের অবসর চায় ॥
ব্রহ্মার মানস যত মনে জানি নন্দসুত
শিশুগণে বলেন মুরারি।
শুন রে বালকগণ বৎস গেল দূর বন
ফিরাইয়া আন ঝাঁট করি ॥
শিশুগণে এক কই বামহাতে বেত লই
গেল কৃষ্ণ আনিতে বাছুরি।
ছলিতে ত্রৈলোক্যপতি ব্রহ্মা আসি শীঘ্রগতি
শিশু বৎস কমণ্ডলু ভরি ॥
লয়ে শিশু বৎসগণ গৃহে করি আগমন
দেখে কৃষ্ণ বিধির চরিতি।
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
হরিপদে রহুক ভকতি ৫৮

গোবৎসাদির পুনঃ সৃষ্টি।

কে জানে রামের নাম
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ধ্রু ॥

হেনমতে প্রজাপতি ছলিয়া মুরারি।
শিশু বৎস লয়ে গেল কমণ্ডলু ভরি ॥
ব্রহ্মার মানস কৃষ্ণ জানিয়া অন্তরে।
ঈষৎ হাসিল কৃষ্ণ অরুণ অধরে ॥
ভাল হৈল প্রজাপতি ছলিল আমারে।
ইহার উচিত ফল ভুঞ্জাইব তারে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে কমললোচন।
বলরামে না বলিল এসব বচন ॥
বালকের নাম ধরি ডাকেন মুরারি।
শব্দ মাত্রে আসে শিশু চালায়ে বাছুরি ॥
শ্রীদাম সুদাম বসুদাম মহাবল।
স্তোক কৃষ্ণ আদি যত বালক সকল ॥
সুবাহু সুবল আদি অর্জ্জুন লবঙ্গ।
বাছুরি চরায়ে আয়ে করি ক্রীড়া রঙ্গ ॥
ডাহিনে অন্নের গ্রাস বেত বাম হাতে।
সেই রূপে শিশু বৎস সকল সাক্ষাতে ॥
দেখি আনন্দিত কৃষ্ণ পুলকিত তনু।
শিশু সঙ্গে জলপান করে রাম কানু ॥
হাত পাখালিয়া সবে করি আচমন।
কূলে উঠি শিঙ্গা বেণু পূরে শিশুগণ ॥
ধন্য ধন্য বলে শিশু নন্দের নন্দনে।
এইরূপে অন্ন আনি ভুঞ্জিব বিপিনে ॥

ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ বলিল বালকে।
হেনমতে রাম কানু ক্রীড়ার কৌতুকে॥
দিবস হইল শেষ দেখি নন্দলাল।
গোকুল নগরে কৃষ্ণ চালাইল পাল॥
নিজ নিজ গৃহে সবে করিলা গমন।
গোবিন্দের মায়া না জানিল কোন জন॥
শুন পরীক্ষিত রাজা কহি তব আগে।
নিতি নিতি ধেনু কৃষ্ণ রাখে বন ভাগে॥
যশোদা সমান ভাগ্যবতী ব্রজনারী।
পুত্রভাবে কোলে কৈল মুকুন্দমুরারি॥
প্রভাত হইলে কৃষ্ণ যান বৃন্দাবনে।
সন্ধ্যা হৈলে গৃহে আইসে বালক সন্ধানে॥
প্রতি দিন শিশু সঙ্গে রাম নারায়ণ।
বাছুরি রাখিয়া বুলে কাননে কানন॥
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন।
হেন রূপে বৎসরেক হইল পূরণ॥
এক দিন রাম কৃষ্ণ ক্রীড়া রঙ্গরসে।
বাছুরি রাখিতে গেল গোবর্দ্ধন পাশে॥
সুরভি সকল ছিল পর্ব্বত উপরে।
তলে উলে তারা সব দেখিয়া বাছুরে॥
বাছুরির মুখে মুখ দিয়া গাভীগণ।
হাম্বালে বাছুর গায় বুলায় রসন॥
জননী দেখিয়া বৎস করে পয়োপান।
হুঁ হুঁ কার করে গাভী উভ করি কান॥
গিরিশৃঙ্গে আছিল সে যতেক গোয়াল।
তলে উলে তারা সব দেখিয়া ছাওয়াল॥
পুত্র কোলে করি দিল বদনে চুম্বন।
গোপ গোধনের স্নেহ দেখে সঙ্কর্ষণ॥
বলরাম বলে হেন বা দেখি সংসারে।
গাছের আড়েতে রহি তাহারে নেহারে॥
গাভী বৎস প্রেম দেখি হইল বিস্ময়ই।
কিবা গোবিন্দের মায়া বলেন বলাই॥

পর্ব্বত উপরে গেল যত গোপ গাই।
যোগদৃষ্টে শিশু বৎস নেহালে বলাই॥
বিষ্ণু তেজোময় দেখে বালক বাছুরি।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী॥
নীল জলধর কান্তি সবার বরণ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি পিয়ল বসন॥
কিরীটি কেয়ূর হার মুকুট মণ্ডন।
দেখিয়া বিস্মিত মতি রোহিণী নন্দন॥
চারু চতুর্ভুজ দেখি শিশু বৎসগণে।
গোবিন্দে জিজ্ঞাসে রাম মধুর বচনে॥
শুন কানু মোর মনে লাগিল বিস্ময়।
ইহার কারণ মোরে কহিবে নিশ্চয়॥
দেব রূপী নহে এই বালক বাছুরি।
তোমা তুল্য দেখি সব চতুর্ভুজধারী॥
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন।
স্বয়ম্ভু ছলিল আমা শুন সঙ্কর্ষণ।
বিপিনে ভোজন রঙ্গ দেখিয়া আমার।
মনে মনে পদ্মাসন করিল বিচার॥
শিশু বৎস চুরি করি নিল প্রজাপতি।
এসব সৃজিনু আমি যার যেবা ভাতি॥
এত শুনি আনন্দ হইল বলরাম।
চুম্ব দিয়া কোলে তুলি ভাই ঘনশ্যাম॥
রাম কানু কোলাকুলি করিল কাননে।
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনা পুলিনে॥
রজনী সম্মুখ হৈল দেখি রাম কানু।
বাছুরি চালায়ে শিশু পূরে শিঙ্গা বেণু॥
নাচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুরে।
নর নারী আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি করে॥
বাছুরি বালক গেল যার যেবা ঘর।
মন্দিরে চলিলা প্রভু রাম দামোদর॥
দোঁহার দেহের ধুলি ঝাড়িল রোহিণী।
সর ক্ষীর দুগ্ধ দধি ভুঞ্জায় জননী॥

আচমন সারি ভোগ তাম্বুল কর্পূরে।
দুই ভাই শুতিলেন পালঙ্ক উপরে॥
রজনী প্রভাতে শিশু সঙ্গে রাম কানে।
বাছুরি চরায় কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে॥
ওথা প্রজাপতি মনে করয়ে বিচার।
আজু সে দেখিব গিয়া নন্দের কুমার॥
মর্ত্ত্যের বৎসর গেল মোর এক দিনে।
কি রূপে আছয় কৃষ্ণ দেখিব কাননে॥
এত ভাবি বৃন্দাবনে গেল্ল প্রজাপতি।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে গোবিন্দ ভকতি॥৫৭॥

ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

রাগ ধানশ্রী।

শুন পরীক্ষিত রায় বৃন্দাবনে বিধি যায়
বুঝিতে মনের অভিলাষ।
যমুনা পুলিনে গিয়া শূন্য পথে রথে রয়্যা
দেখে সে কৃষ্ণের পরকাশ॥
ভুবন মোহন লীলা তরুতলে নন্দ বালা
দুই ভাই গোবিন্দ গোপাল।
যমুনা পুলিন বনে সুখে চরে বৎসগণে
শিঙ্গা বেণু পূরে ব্রজবাল॥
ইহা দেখি পদ্মাসন বিচারয়ে মনে মন
সেই শিশু বৎস হেন দেখি।
তারে রাখি নিদ্রা ছলে কৃষ্ণ কিবা যোগবলে
সে সব আনিল হেন লখি॥
এত ভাবি মুখ চারি দেখে গিয়া গুহাগিরি
শুতিয়াছে শিশু বৎসগণ।
হইয়া চঞ্চল মতি চলে বিধি শীঘ্রগতি
বৃন্দাবনে যথা নারায়ণ॥
কদম্ব তলায় হরি নটবর বেশ ধরি
ডাহিনে বলাই সহোদর।
অঙ্গভঙ্গ অনুপম নিন্দি কত কোটি কাম
সাজনি কাছনি মনোহর॥
দেবাসুর নর মুনি করিয়া যুগল পাণি
প্রভু পদে ধরয়ে ধেয়ান।
ক্ষীরোদনন্দিনী লক্ষ্মী সারদা চন্দ্রমামুখী
করে বীণা ধরি গীত গান॥
কিন্নর কিন্নরী যত নাচে গায় শত শত
কোটি কোটি ব্রহ্মা সেবে পায়।
এত দেখি পদ্মাসন বিচারয়ে মনে মন
পুনঃ পুনঃ গুহা আইসে রায়॥
গোহে ব্রহ্মা দেখে গিয়ে শিশু বৎস আছে শুয়ে
দেখিয়া বিস্ময় পদ্মযোনি।
পুনঃ পুনঃ আসি যায় স্থির কিছু নাহি পায়
বলে মোরে কি হয় না জানি॥
এত মনে বিচারিয়া বৃন্দাবনে দেখে গিয়া
বিরাট মূরতি ভগবান।
একৈক লোমের কূপে একৈক ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধান॥
কোটি কোটি প্রজাপতি প্রভু পদে করে নতি
ধ্যান ধরি পদ সেবা করে।
কেহ শতমুখ ধরি কেহ বার অষ্ট চারি
দেখি বিধি পড়িল ফাঁফরে॥
বিধি সে কাতর মনে দাণ্ডাইয়া আছে শূন্যে
মায়া কৈল শ্রীমধুসূদন।
কৃষ্ণের লাবণ্য দেখি বুঝিয়াছ অষ্ট আঁখি
ভূমে পড়ে হয় অচেতন॥
হাসিয়া নন্দের বাল ব্রহ্মারে চেতন দিল
উঠে রথে পাইয়া সম্প্রীত।
দেখে সে কৃষ্ণের আগে কোটি ব্রহ্মা পদে লাগে
দেখি বিধি প্রাণ চমকিত॥
দেখিয়া কাতর মতি সচিন্তিত প্রজাপতি
বলে ব্রহ্মা কি করিউপায়।

মনে অহঙ্কার করি   আমি যে ভাণ্ডিনু হরি
  ক্রোধ পাছে করে দেবরায় ॥
বলে আমি কি করিনু   আপনা আপনি খানু
  গর্ব্বমদে না চিনি আপনা।
কি করিব কোথা যাব   কেমনে নিস্তার পাব
  প্রভুপদে পাইনু বঞ্চনা ॥
আনি বৎস ব্রজসুতে   যদি দিব জগন্নাথে
  কৃষ্ণ পাছে কোপ করে মোরে।
যতেক দেবতাগণ   হাসিবেক সর্ব্ব জন
  বড় লজ্জা হইবে সংসারে ॥
ঘুচাব আপন লাজ   ভজিব সে ব্রজরাজ
  পরিহার করিব বিনয়।
মাগিয়া লইব দোষ   মোরে না করিহ রোষ
  দুঃখীশ্যাম দাস রস গায় ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মার মোহ।

রাগিণী করুণা।

করুণাময়!
বারেক শরণ দিয়া রাখ রাঙ্গাপায়।
তোমাহেন গুণনিধি আর পাব কায় ॥ ধ্রু ॥

আপনার পরাভব আপনি পাইয়া।
রথ ত্যজি অবনীতে উলিল আসিয়া ॥
কর যোড়ে নম্রশিরে দণ্ডবৎ হয়।
প্রভুর চরণে তার মস্তক লাগয় ॥
চতুর্থ মুকুট তার গড়াগড়ি যায়।
চরণে ধরিয়া বিধি অবনি লোটায় ॥
প্রভু পদ প্রকালিল নয়নের জলে।
কুন্তলে চরণ মুছি গদ গদ বলে ॥
উঠিয়া দাণ্ডায় বিধি হৈয়া পুটাঞ্জলি।
প্রভুর নিকটে দেখে অপূর্ব্ব মণ্ডলী ॥
গোবিন্দে বেড়িয়া আছে শিশু বৎসগণ।
সবাকারে চতুর্ম্মুখ দেখে পদ্মাসন ॥
বিষ্ণুতেজে শিশু বৎস দেখে প্রজাপতি।
চারু চতুর্ভুজ সবে অপূর্ব্ব মুরতি ॥
দেহের বরণ নিন্দে নব জলধর।
মকর কুণ্ডল গণ্ডে গঞ্জে দিবাকর ॥
সুবর্ণ পইতা শোভে রত্ন মণিহার।
ঝল মল করে অঙ্গে নানা অলঙ্কার ॥
মস্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্তি করে।
তিলকের ছাঁদ দেখি চান্দ লাজে মরে ॥
উন্নত নাসিকা সব দেখিতে সুন্দর।
গজমতি ঢল ঢল বিম্ব ফলাধর ॥
বদনমণ্ডল নিন্দে অখণ্ড যে শশী।
ঈষৎ মিলায় মুখে মন্দ মন্দ হাসি ॥
আজানু লম্বিত গাভা তরুণ তুলসী ॥
পদ নখ কোণে বসি সেবা করে শশী ॥
ত্বরিত দাহন সব করে সুদর্শন।
লক্ষ্মী সরস্বতী সেবে রাতুল চরণ ॥
পারিষদগণ আছে সেবা নিয়োজনে ॥
সুর মুনি স্তব করে প্রভু বিদ্যমানে ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মা স্তুতি করয়ে সম্মুখে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি প্রভুর নিমিখে ॥
চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি বেদধ্বনি করে।
পঞ্চভূত অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মার গোচরে ॥
মন অহঙ্কার তেজ সগুণ নির্গুণ।
মহৎ চেতনা রজঃ তম সত্ত্ব গুণ।
অষ্ট বসু দিক্‌পতি সিদ্ধ রুদ্রগণে।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি আছে সেই স্থানে ॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি সৃজন পালন।
কোটি অন্তরেতে তুল্য নহিব কথন ॥
দেখিয়া চকিত ব্রহ্মা মুদিল নয়ন।
অবনী লোটায়ে পড়ে হরিল চেতন ॥

পঞ্চ প্রাণ কণ্ঠাগত হৈল তার আসি।
বিধাতা কাতর দেখি প্রভু ব্রহ্মরাশি॥
মায়ার পটল প্রভু ঘুচাইল তার।
উঠিয়া দাণ্ডায় বিধি অস্থি চর্ম্ম সার॥
দেবীর প্রতিমা যেন পূজা অন্তকালে।
সেই রূপে পড়ে ব্রহ্মা হরি পদতলে॥
নীল গিরিবর তলে স্বর্ণ গড়িয়া।
হেনরূপে প্রজাপতি রহিল পড়িয়া॥
প্রভু বলে উঠ ব্রহ্মা না হও কাতর।
উঠিয়া দাণ্ডায় ব্রহ্মা যুড়ি দুই কর॥
জুহু জুহু পোকা ব্রহ্মা দেখে চারি পাশে।
কুহুড়ি আন্ধার ঘোর দেখয়ে দিবসে॥
নয়ন মেলিয়া দেখে গোবিন্দের লীলা।
মুখে হাতে অন্ন দধি আছে নন্দলালা॥
শিঙ্গা বেণু শিশু পূরে নানা গীত গায়।
তার মধ্যে নব রঙ্গে নাচে শ্যামরায়॥
কপোত কোকিল কুহু পঞ্চস্বরে গায়।
শিখী শিখণ্ডিনী সব নাচিয়া বেড়ায়॥
করী হরি এক স্থানে মৃগ ব্যাঘ্র চরে।
বায়স সঞ্চান পক্ষী একত্রে বিহরে॥
দেখিয়া কাতর বিধি পড়ে রাঙ্গা পায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ৬১॥

ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

রাগিণী ধানশ্রী।

কৃষ্ণের চরণ ধরি শিরে আরোপণ করি
ব্রহ্মা বলে ত্রাহি কর মোরে।
আপন দুর্গতি মোর না জানি কি মায়া তোর
অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
পূর্ণ-প্রেম ব্রহ্ম তুমি তোমা না চিনিনু আমি
ভরমে ভাজিনু রাঙ্গা পায়।
কি কায এ পাপ প্রাণে মরি তোমা বিদ্যমানে
তবে সে মনের দুঃখ যায়॥
তুমি ব্রহ্ম অবতার অন্ন লোকে অধিকার
দিলে কৃষ্ণ কিসের লাগিয়া।
তুমি যারে জন্মাইলে সে জন তোমারে ছলে
ভুবনমোহিনী তব মায়া॥
অনলে পর্ব্বত পাশে কণা এক পরকাশে
যেন সে জন্মিল মৃত্যু আশে।
তেন আমি হীন বুদ্ধি না জানিনু নিজশুদ্ধি
বঞ্চিত কারণে বুদ্ধি নাশে॥
কৃপা কর শ্যাম রাম অচিন্ত্য তোমার নাম
চিন্তন না হয় কোন কালে।
তেঞি নাম চিন্তামণি বাখানিল সুর মুনি
সমাধি সাধিয়া যোগবলে॥
তব পদ প্রেম ছাড়ি যোগপথ যায় মাড়ি
সে জন জন্মিল কোন কাজে।
তণ্ডুলার্থে তুষ কুটি য়েন প্রাণী মরে ফুটি
মূঢ়মতি না ডরায় লাজে॥
তোমার মহত্ব যত কে জানিতে পারে তত্ত্ব
পুরাণ পুরুষে নব যুবা।
দেবের দুর্ল্লভ বট ভক্তি ভাবে সন্নিকট
সে পায় যে জানে তব সেবা॥
প্রলয় পয়োধি জলে বটপুটে যোগবলে
বালক মুকুন্দ অবতার।
তোমার নাভির মূলে জন্ম মোর সেই কালে
তব গর্ভে জনম সংসার॥
দেখিনু অনন্ত মায়া তুমি কি না জান তাহা
তব তত্ত্ব কে জানিতে পারে।
কহিল যে সব কথা ইথে সাক্ষী তব মাতা
যশোদা দেখিল দৃষ্টান্তরে॥
খেলা খেল শিশু সঙ্গে মৃত্তিকা ভক্ষণ রঙ্গে
মুখ মেলি দেখিল জননী।

সংহার পালন সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি
দেখিয়া চমকিত নন্দরাণী ॥
তুমি ত্রিভুবন পিতা ভক্তি সখ্য মোক্ষ দাতা
প্রকৃতে সৃজিলে চরাচর।
পতিত জনের বন্ধু তব নাম সুধাসিন্ধু
মহিমা নিগমে অগোচর ॥
শুন দয়াময় হরি চরণে গোচর করি
মনে প্রভু না করিহ রোষ।
জননী গর্ভেতে ধরে সে যে পদাঘাত করে
মাতা কি ধরয় পুত্র দোষ ॥
আমার মনের ভাব না জান কি পদ্মনাভ
অন্তর্যামী তুমি জগন্নাথ।
জানিয়া অসুর ভার উদ্ধারিতে অবতার
অবনী মণ্ডলে নিলে জাত ॥
তোমা হৈতে সর্ব্ব হয় তুমি সে করুণাময়
ক্ষিতি দুঃখে কৃষ্ণ অবতার।
ইবে মোরে কর দয়া থাকি তৃণ লতা হৈয়া
পদরেণু আশে গোপিকার ॥
ব্রহ্মা কহে সবিনয় চক্ষে বক্ষে প্রেম বয়
গদ গদ করুণ নয়নে।
প্রভু পদে প্রজাপতি করিল প্রণতি স্তুতি
দুঃখীশ্যাম দাস রসগানে ॥ ৬২ ॥

ব্রহ্মার স্তবে কৃষ্ণের প্রসন্নতা।

রাগ গান্ধার।

আমার কানাঞি গুণনিধি।
অনেক তপের ফলে মিলাইল বিধি ॥ ধ্রু ॥

উঠিয়া দাণ্ডায় ব্রহ্মা প্রণতি করিয়া।
পুনরপি করে স্তুতি পুটাঞ্জলি হৈয়া ॥
কৃপা কর জগদীশ রক্ষ এইবার।
কৃপাবধি হেন দোষ না করিব আর ॥
অদোষদরশী তুমি দয়ার সাগর।
দুষ্ট মারি শিষ্ট পাল তুমি চক্রধর ॥
তোমার চরণ পদ্মে যে লয় আশ্রয়।
জন্ম জরা নাই তার ত্রিভুবনে জয় ॥
সংসার সাগরে তরে তোমার ভজনে।
বিমানে চড়িয়া যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
এই নিবেদন মোর শুন দয়াময়।
তোমার চরণে যেন মোর মতি রয় ॥
আমার বচনে তুমি জন্মিলে সংসারে।
মনুষ্য শরীর ধরি দৈবকী জঠরে ॥
ভারাবতারণে প্রভু জনম তোমার।
দনুজ দলিতে তুমি হৈলে অবতার ॥
দেবের দুর্লভ তুমি জীবের আধার।
তোমার চরণ বিনু গতি নাই আর ॥
বিকানু বিকানু নাথ তোমার চরণে।
পতিত পাবন প্রভু রাখহ স্মরণে ॥
তোমার মহিমা হরি কে বর্ণিতে পারে।
সে জীয়ে সফল তুমি দয়া কর যারে ॥
আমিত পাতকী হৈনু শুন নন্দলাল।
আমা হৈতে হৈলে তুমি গোধন রাখাল ॥
তৃণ-জল আহার করিলে দয়াময়।
নরকে গমন মোর হইবে নিশ্চয় ॥
কাঁখে কোলে করে তোমা গোপাঙ্গনাগণ।
পুত্র বলি দিল তোমা বদনে চুম্বন ॥
না জানি সে সবাকার কত পুণ্য ছিল।
ত্রিভুবনপতি কৃষ্ণ জননী বলিল ॥
নন্দ যশোদার ভাগ্য না যায় কথন।
যার ঘরে অবতার তুমি জনার্দ্দন ॥
তরু লতা আদি করি জীব জন্তুগণ।
গোকুলে বসতি যত গোপ গোপীজন ॥
ধন্য ধন্য তা সবারে কি বলিব আর।
গোকুলে গোলোকপতি কৈল অবতার ॥

মিত্র ভাবে যেই জন ভজিবে তোমারে।
কোন কালে না পড়িবে সংসার সাগরে॥
অপরাধ ক্ষম মোর কমললোচনে।
এই নিবেদন করি তোমার চরণে॥
যেই যেই যোনি আমি ভ্রমণ করিব।
সে দেহে আমার ভক্তি তোমাতে রহিব॥
না জানি কি রোষে প্রভু ভুলাইলে মোরে।
তোমার মায়ায় কেবা স্থির হৈতে পারে॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বৈসে তোমার শরীরে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তিন গুণ ধরে॥
হেন প্রভু না চিনিনু মুঞি অপরাধী।
নয়ন তুলিয়া চাহ শুন গুণনিধি॥
তোমার চরণ বিনা অন্য নাই আশা।
অভয় চরণাম্বুজ কেবল ভরসা॥
গুণের সাগর তুমি রূপে নাই সীমা।
সমাধি সাধিয়া যোগী না পায় মহিমা॥
আপনি করিয়া স্থিতি দিলে অধিকার।
শঙ্খা নিপাতিয়া দিলে চারি বেদ আর॥
আজ্ঞা লৈয়া বুলি আমি অন্য নাহি জানি।
তুমি কি না জান তাহা প্রভু চক্রপাণি॥
অপরাধ ক্ষম মোর শুন দয়াময়।
তোমা বিনে গতি নাহি কহিনু নিশ্চয়॥
ছুই কুল মজাইনু আপনার দোষে।
সেবক করিয়া রাখ নিজ প্রেমাঙ্কুশে।
পুনঃ পুনঃ প্রজাপতি স্তুতি ভক্তি করি।
দণ্ডবৎ করি গেলা সেই গুহা গিরি॥
শিশু বৎস আনি দিল কৃষ্ণ বরাবরে।
অপরাধ ক্ষম বলি রহে যোড় করে॥
ব্রহ্মার মানস কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া।
প্রেম আলিঙ্গন দিল হাতেতে ধরিয়া॥
শুন প্রজাপতি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমাতে আমাতে এক বিদিত ভুবনে॥
যেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই ত্রিলোচন।
ব্রহ্মা হরি হর এক শুন পদ্মাসন॥
নিজ অধিকার লয়ে চলহ মন্দিরে।
সৃজন পালন তুমি কর সবাকারে॥
আমারে ভাবিহ মনে না ছাড়িহ দয়া।
পরম আনন্দে ব্রহ্মা সৃষ্টি কর গিয়া॥
দণ্ডবৎ করি বিধি মাগিল মেলানি।
ব্রহ্মারে বিদায় দিলা প্রভু চক্রপাণি॥
শুন পরীক্ষিত রাজা কহি তব স্থানে।
সেই রূপে বসি শিশু ভুঞ্জয়ে কাননে॥
বাছুরি চাহিয়া বুলে নন্দের নন্দন।
বাম করে পাঁচনী দক্ষিণ করে অন্ন॥
হের আইস গোবিন্দ ডাকেন শিশুগণে।
বাছুরি আনিলে তুমি বেড়াইয়া বনে॥
ভোজন করেছ সবে মাত্র তিন গ্রাস।
শুনিয়া শিশুর বোল গোবিন্দের হাস॥
ভোজনে বসিল প্রভু দেব শিরোমণি।
অন্ন দধি সর ক্ষীর নবাৎ নবনী॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করিল ভোজন।
যমুনায় গিয়া সবে কৈল আচমন॥
কূলে উঠি দিল শিশু শিঙ্গা বেণু স্বান।
নানা রঙ্গে নাচে কেহ কেহ করে গান॥
ধন্য ধন্য বলে সবে নন্দের নন্দনে।
এই রূপে অন্ন আনি ভুঞ্জিব বিপিনে॥
ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ কহিল বালকে।
হেনকালে রাম কানু ক্রীড়ার কৌতুকে॥
দিবস হইল শেষ দেখি নন্দলাল।
গোকুলে চলিলা কৃষ্ণ সাজাইয়া পাল॥
পথে যাইতে দেখে কৃষ্ণ অঘার শরীর।
যোজনেক যুড়িয়া পড়েছে মহাবীর॥
দেখিয়া কহেন তবে প্রভু ব্রহ্মরাশি।
নিত্য নিত্য এই বনে খেলাইব বসি॥

নাচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুরে।
নর নারী আনন্দে মঙ্গলধ্বনি করে॥
বাছুরি বালক গেল যে যাহার ঘর।
অঘার প্রতাপ কহে সবার গোচর॥
শুনিয়া গোয়ালা সব চিন্তে হরি হরি।
সকল আপদে প্রভু রাখিবে দৈত্যারি॥
দোঁহার দেহের ধূলি ঝাড়িল রোহিণী।
অন্ন দধি ক্ষীর সর ভুঞ্জায় জননী॥
ভোজন করিয়া দোহে নানা কুতূহলে।
শয়ন করিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে॥
ছয় উর্দ্ধ হৈল কৃষ্ণ সপ্তম বৎসরে।
দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে॥
নবম বৎসর বলরাম মহাবলী।
হেনমতে দুই ভাই করে নানা কেলি॥
শুন পরীক্ষিত রাজা কহি তব আগে।
গোবিন্দ ভকতি দুঃখীশ্যাম দাস মাগে॥৬৩॥

শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ।

হরি নাম বড়ই মধুর।
শুনিলে বাড়য়ে সুখ পাপ যায় দুর॥ ধ্রু

তবে পরীক্ষিত ধরে মুনির চরণ।
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন॥
নিজ পুত্র পেয়ে কি করিল গোপগণ।
মায়া শিশু কি হইল কহ তপোধন॥
তবে শুক মুনিবর কহিল রাজারে।
মায়াশিশু প্রবেশিল কৃষ্ণের শরীরে॥
বিষ্ণুর মায়ায় সৃষ্টি সকল সংসার।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড সে মায়ার অবতার॥
কৃপা-পূর্ণানন্দ কৃষ্ণ মায়ার কারণ।
তাঁর মায়া কি জানিতে পারে গোপগণ॥
অন্যথা না কর চিত্তে শুনহ রাজন।
এক চিত্ত হৈয়া শুন কহি নিরূপণ॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
সপ্তম বৎসরে কৈল অদ্ভুত চরিত॥
দিনে দিনে বলবন্ত হৈল দুই ভাই।
নিত্য বৃন্দাবনে গিয়া বাছুরি চরাই॥
নন্দের সম্মুখে কহে সুন্দর কানাঞি।
তুমি আজ্ঞা দিলে পারি চরাইতে গাই॥
এতেক শুনিয়া নন্দ আনন্দ বিহ্বলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া কৃষ্ণ কৈল কোলে॥
নন্দ বলে পার যদি সুরভি রাখিতে।
নিশ্চিন্ত হইলাম আমি তোমা পুত্র হৈতে॥
হেনমতে গোবিন্দ নন্দের আজ্ঞা পাইয়া।
আহীরী বালক সঙ্গে সাজন করিয়া।
একে সে চিকণ কালা বরণ উজোর॥
বদন বিমল চন্দ্র নয়ন চকোর॥
ডাহিনে টানিয়া চূড়া বান্ধে শ্যামরায়।
গুঞ্জমালা শিখিপুচ্ছ শোভা করে তায়॥
কস্তূরী তিলক ভালে অতিশয় শোভা।
বঙ্কিম নয়ন জগজন মনোলোভা॥
শ্রবণে কুণ্ডল ছটা নিন্দি দিবাকর।
পক্ক বিম্ব ফল জিনি সুরঙ্গ অধর॥
ঢল ঢল গজমতি নাসিকা উপরে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ফুল ধনু সকাতরে॥
অঙ্গদ বলয় করে মোহন মুরলী।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি অঙ্গে রত্নমণি॥
বরণ দেখিয়া কান্দে ইন্দু নীলমণি।
কটিতে থাকিয়া কান্দে রসাল কিঙ্কিণী॥
ত্রিবিধ মন্থর গতি চলে শ্যামরায়।
ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজিছে রাঙ্গা পায়॥
নীল ধূতি পরি সাজে রোহিণীনন্দন।
লাল [illegible] লোচন॥

রাঙ্গা লাঠি করে ধরে পূরে হুহুঙ্কার।
নীল কুণ্ডল কানে গলে মণিহার॥
শিঙ্গা বেণু পূরে রাম সুবল বলিয়া।
রাম কানু সঙ্গে শিশু মিলিল আসিয়া॥
সাজনি কাছনি করে রাম গোবিন্দাই।
চলিল বিপিনে কৃষ্ণ চরাইতে গাই॥
নানা রঙ্গে রাম কানু চলিয়া সে যায়।
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গীত গায়॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
ক্রীড়া রঙ্গে রাম কানু বনে উপনীত॥
ভাগবত গ্রন্থ কথা পুরাণ বচন।
পাঁচালি প্রবন্ধে তাহা করিল রচন॥
দুঃখীশ্যাম দাস কহে শুন সাধু জন।
না লবে আমার দোষ করি নিবেদন॥ ৬৪

কৃষ্ণ বলরামের গোষ্ঠ ক্রীড়া।

শুন রাজা পরীক্ষিত কহি তব স্থানে।
রাম কানু রাখে ধেনু বালকের সনে॥
সুরভি সকল দিল আগে চালাইয়া।
শিশু সঙ্গে যায় রঙ্গে ঢামালি করিয়া॥
বৃন্দাবনে আছে যত তরুলতাগণ।
পুলকিত হৈয়া সেবে রামের চরণ।
ইহা দেখি বলরামে কহে নারায়ণ॥
শুন ভাই বলরাম আমার বচন।
মহিমা সাগর তুমি গুণের নিধান।
তরুলতা লাগে পদে দেখ বিদ্যমান॥
দেখিতে তোমার পদ যত মুনিগণ।
তোমা দেখিবারে সে আইসে বৃন্দাবন॥
সুর সিদ্ধ রূপ ধরি বৈসে তরু ডালে।
তোমার মহিমা গায় আনন্দ বিহ্বলে॥
তরুলতা রূপ ধরি বৈসে বৃন্দাবনে।
দেবতা সকল সেবে তোমার চরণে॥
শিখী শিখণ্ডীনি হৈয়া কিন্নর কিন্নরী।
তুয়া ভাবে ভক্তজন হৈয়াছে ভ্রমরী॥
খগ মৃগ আদি যত জীব জন্তু গণ।
উভদৃষ্টি করি দেখে তোমার বদন॥
এত সব দেখাইয়া রোহিণী নন্দনে।
চলিল গোবিন্দ রাম ভাণ্ডীর বিপিনে॥
শ্রমভরে ঘর্ম্ম বহে রোহিণী নন্দনে।
কিশলয় দল তবে তুলে নারায়ণে॥
আসন করিয়া তবে প্রভু নারায়ণ।
তথি মধ্যে শোয়াইল রোহিণী নন্দন॥
দুখানি চরণ তার চাপেন কানাই।
সুস্থ হৈয়া শ্রম ত্যজি উঠিল বলাই॥
নানা গীত গায় তবে ব্রজ শিশুগণ।
তার মধ্যে নাচে কৃষ্ণ জগত মোহন॥
নাচিয়া শ্রমেতে তাঁর দেহে দিল ঘাম।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া তবে সুদাম শ্রীদাম॥
সুকোমল দল তরু-ডাল হৈতে আনি।
আসন করিয়া শোয়াইল চক্রপাণি॥
চরণ মার্জ্জন করি পরম যতনে।
বাতাস করয়ে কেহ ধরিয়া বসনে॥
কার উরে শিয়র রাখিয়া গোবিন্দাই।
সুস্থ হৈয়া উঠিয়া বসিল দুটি ভাই॥
হেনকালে সুদাম যুড়িয়া দুটি কর।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কহে দোঁহার গোচর॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে মজাইয়া মন।
গোবিন্দমঙ্গল গান শ্রীমুখ নন্দন॥ ৬৫॥

ধেনুকাসুর বধ ও তাল ভক্ষণ।

রাগ বরাড়ি।

করিয়া যুগল কর রামকৃষ্ণ বরাবর
সুদাম করয়ে নিবেদন।

শুন শুন রাম কানু ক্ষুধায় আকুল তনু
সত্য করি তোমার সদন॥
ভাণ্ডীর কানন মাঝে দিব্য তাল বন আছে
মিষ্ট ফল ফলিছে অপার।
বৃক্ষ আছে শত শত ধরি আছে যূথে যূথ
পড়িয়াছে পর্ব্বত আকার॥
শুন রাম শ্যামচান্দ তালের অপূর্ব্ব গন্ধ
দেখিয়া খাইতে মন যায়।
পূর্ব্বে সে সবার ভক্ষ্য এবে দৈত্য লক্ষ লক্ষ
ধেনুক রক্ষক আছে তায়॥
যদি তুমি কর মন তাল খাই সর্ব্বজন
ধেনুক অসুর হয় ক্ষয়।
এত শুনি বীর দাপে হুহুঙ্কার পূরে কোপে
আগে হৈলা রোহিণী তনয়॥
হেন মতে শিশু সনে প্রবেশিলা তালবনে
দুই ভাই গোবিন্দ গোপাল।
ধরি তাল তরুবর নাড়াদিল হলধর
ঝরিয়া পড়িল পাকা তাল॥
সহজে তালের বন শব্দ করে ঝন ঝন
যেন মেঘ করে ঘড় ঘড়ি।
শব্দ গেল বহু দূর শুনিয়া ধেনুকাসুর
ধায় বীর হৈয়া তড়বড়ি॥
ধেনুক বিক্রম করে ঘন হুহুঙ্কার পূরে
দন্তে দন্ত করে কড়মড়ি।
সঘনে নিশ্বাস পড়ে ধরণী কম্পিত ডরে
ধায় বীর দিয়া সিংহ রড়ি॥
দেখিয়া রোহিণী সুতে ক্রোধভর হৈয়া দ্রুতে
পদাঘাত মারে বলরামে।
রুষিয়া রেবতী পতি ধরিয়া ধেনুক প্রতি
ঝটে ধরি ঘুরায় বিক্রমে॥
ছিণ্ডিল মস্তক তার গড়াগড়ি মুণ্ড আর
দেখিয়া যতেক ইষ্ট তার।
পরম ক্রোধিত মনে আগুয়ান হৈয়া রণে
বেড়িলেক রোহিণীকুমার॥
হলধর ক্রোধী হৈয়া তাল তরু উপাড়িয়া
ঘুরাইয়া মারিলা নির্ভরে।
কার পদ হস্ত তুণ্ড কার ছিণ্ডে স্কন্ধ মুণ্ড
প্রাণ লৈয়া কেহ ভাগে ডরে॥
যত দৈত্য ছিল আর লয়ে পুত্র পরিবার
পলাইল ছাড়ি তালবন।
দর্পযুত হৈয়া মনে রাম কৃষ্ণ শিশু সনে
দিব্য তাল করিল ভক্ষণ॥
হেনমতে শিশুগণ তাল খায় সর্ব্বজন
কত শিশু সাজাইল ভার।
রাম কৃষ্ণ লীলা রঙ্গে ব্রজের বালক সঙ্গে
মন্দিরে করিল আগুসার॥
দূর বনে ছিল ধেনু ধেনু নাম ধরি কানু
শীতল বংশীতে দিল স্বান।
মুরলী শুনিয়া কানে রাম কানু যথা বনে
সুরভি হইল আগুয়ান॥
রঙ্গে রাম বনমালী গোকুল নিকটে মেলি
শিশু সঙ্গে নৃত্য গীত রসে।
দেখিয়া গোয়ালা মতি মঙ্গল কলস পাতি
সঙ্গীত পঞ্চম তান ভাষে॥
জয় দিয়া শিশুগণ গৃহে কৈল আগমন
রাম কৃষ্ণ চলিল মন্দিরে।
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম দাস ভাষে
তার হরি অকূল সংসারে॥ ৬৬॥

কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন।

রাগ শ্রী।

শুনরাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন।
ধেনুক বধিলা বনে রোহিণী নন্দন॥

তাল ভার ভার করি নিল গোপপুরে।
নর নারী আনন্দেতে তাল ভোগ করে॥
সেই হৈতে তাল ভোগ করে সর্ব্ব জন।
আনন্দে যশোদা পালে পুত্র নারায়ণ॥
এক দিন শিশুসঙ্গে দেব নারায়ণ।
গোধন লইয়া গোষ্ঠে করিল গমন॥
সেই দিন মন্দিরে রহিল বলরাম।
শিশু সঙ্গে সাজিয়া চলিল ঘনশ্যাম॥
শিরে শিখীপুচ্ছ শোভে গুঞ্জমালা বেড়া।
ডাহিনে টানিয়া বান্ধে মনোহর চূড়া।
মোহন মুরলী করে শোভে তাড়বালা।
বদনমণ্ডল নিন্দে শশী ষোলকলা॥
কটিতে কিঙ্কিণী শোভে পিয়ল বসন।
চরণে নূপুর বাজে গজেন্দ্র গমন॥
নানা বেশে ব্রজশিশু সাজন করিয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল বেণু স্বান দিয়া॥
সুখে তৃণে চরয়ে যতেক গাভীগণ॥
শিশু সঙ্গে গোষ্ঠ ক্রীড়া করে নারায়ণ॥
অকালে বসন্ত বহে মলয় পবন।
ডালে বসি শুক পিক ডাকে ঘন ঘন॥
কুসুমে বসিয়া অলি পঞ্চতেতে গায়।
শিখী শিখণ্ডিনী সব নাচিয়া বেড়ায়॥
যমুনা পুলিনে ক্রীড়া করে নরহরি।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণে মাধুরী॥ ৬৭॥

ব্রজশিশুগণের কালিদহ-জলপান।

রাগ ধানশ্রী।

শুকদেব বলে বাণী শুন নৃপ চূড়ামণি
চিত্ত নিবেশিয়া হরিকথা।
ভুবন মঙ্গল নাম সদাই আনন্দ ধাম
পতিত পরম পদ-দাতা॥
সে প্রভু পরম রঙ্গে ব্রজশিশুগণ সঙ্গে
গোষ্ঠক্রীড়া করেন কাননে।
শিশু যত সঙ্গে ছিল তৃষ্ণায় আকুল হৈল
চলে সবে জল অন্বেষণে॥
নিকুঞ্জে না নীর পেয়ে সর্ব্ব শিশু গেল ধেয়ে
যে দিকে আছয়ে কালিন্দিনী।
মহা হ্রদ উচ্চ তট কালি দহ কূল ঘাট
নীর না পরশে সুর মুনি॥
দৈবের সে নিবন্ধন খণ্ডিবেক কোন্ জন
শিশু সব সেই ঘাটে গেল।
তৃষ্ণায় আকুল হৈয়া জলপান কৈল গিয়া
কূলে উঠি বালক ঢুলিল॥
কালিন্দীর কূলে গিয়া দেখে শ্যাম বিনোদিয়া
গরল বহিছে শিশুগণ।
দেখিয়া বিস্ময় মতি অখিল ভুবনপতি
মধুদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ॥
কৃষ্ণের অমিয়া দিঠে বালক সকল উঠে
কাঁচা ঘুমে যেন চিয়াইল।
উঠিয়া চৌদিকে চাই আলস্যে ছাড়িল হাই
আঁখি মেলি গোবিন্দে দেখিল॥
জীয়ায়ে বালকগণে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল মনে
হেন জল আছে যমুনায়।
গরল জলের মাঝে দুর্জ্জয় ভুজঙ্গ আছে
নীর মধ্যে না রাখিব তায়॥
দেবতা কিন্নর নর দশ দিক চরাচর
কেহ না করয়ে জলপান।
দৈত্য দলিবার ভার হইয়াছি অবতার
ভারাবতারণে ভগবান॥
এতেক ভাবিয়া মনে ব্রজের বালক সনে
সঙ্গে করি লয়ে গেল ঘরে।
গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন গায় সারে॥ ৬৮॥

অরুণ ও গরুড়ের জন্ম কথা।

রাগিণী টোড়ি।

শুক নারদে মহিমা গায়।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায়॥ ধ্রু॥

তবে পরীক্ষিত বলে শুন মহামুনি।
জলমধ্যে কালিয় বসতি কৈল কেনি॥
শুক বলে শুন অভিমন্যুর তনয়।
কালিয় পাতালে বৈসে গরুড়ের ভয়॥
রাজা বলে শুন মুনি করি নিবেদন।
নাগেন্দ্র খগেন্দ্র বাদ কিসের কারণ॥
এত শুনি কহে মুনি নৃপতির স্থানে।
পুরাণ বচন বলি তোমা বিদ্যমানে॥
কালিয় গরুড় বাদ হৈল যেন রূপে।
কহিব সে সব কথা তোমার সমীপে॥
ভুবনে বিখ্যাত সে কশ্যপ প্রজাপতি।
বেদ বিদ্যা বিশারদ ধর্ম্মময় মতি॥
তের কন্যা দক্ষের কশ্যপ বিভা কৈল।
তের কন্যা হৈতে যত সৃষ্টি উপজিল॥
তথি মুখ্যা চারি কন্যা রূপে মোহে কাম।
দিতি অদিতি বিনতা কদ্রু নাম।
অদিতির উদরে জন্মিল দেবগণ।
সূর্য্য শশী সুর-শির বরুণ পবন॥
দিতির উদরে যত অসুরের জাত।
বিনতা কদ্রুর কথা শুন নরনাথ॥
কদ্রুর উদরে যত সর্প উপজিল।
বিনতা যুগল ডিম্ব প্রসব হইল॥
হেন রূপে কত দিন হইল পূরণ।
দেখিয়া বিনতা দেবী ভাবে মনেমন॥
এক সঙ্গে দুই জনে ডিম্ব প্রসবিল।
কদ্রুর হইল পুত্র মোর না জন্মিল॥
এক ডিম্ব তথি মধ্যে ভাঙ্গিয়া দেখিল।
পাকল নহিল ডিম্ব অরুণ জন্মিল॥
শীতে কম্প থরহর দেখিয়া জননি।
কশ্যপে কহিল গিয়া শুন মহামুনি॥
কি মোর করমে ছিল কিবা এ জন্মিল।
শুনিয়া কশ্যপ মুনি নারীরে বলিল॥
শুনহ বিনতা কেনে এত কর্ম্ম কৈলে।
পাকল না হৈতে ডিম্ব কি লাগি ভাঙ্গিলে॥
তোমা হৈতে হৈল হেন অরুণের গতি।
আতপে রাখহ লয়ে তপন সংহতি॥
সূর্য্যের সারথি হৈয়া রহিবে অরুণ।
পাকল হইবে তাতে বিনতা যে শুন॥
আর যেই আছে ডিম্ব তাহা না ভাঙ্গিহ।
গুপ্ত স্থানে সেই ডিম্ব যতনে পালিহ॥
দ্বাদশ বৎসর গেলে আপনি ফুটিবে।
মহাবলবন্ত তথি গরুড় জন্মিবে॥
গোবিন্দ-ভকত হবে তোমার কুমার।
শুনিয়া বিনতা মনে আনন্দ অপার॥
সূর্য্যের সারথি করি অরুণে রাখিল।
মনোদুঃখে অরুণ মায়েরে শাপ দিল॥
হেন গতি কৈলে তুমি আপন ইচ্ছায়।
সতীনের দাসী হবে শাপ দিল মায়॥
পাইয়া পুত্রের শাপ বিনতা সুন্দরী।
মনে কিছু না করিল অবহেলা করি॥
আর ডিম্ব গুটি রামা করিয়া যতন।
প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা করয়ে নিরীক্ষণ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত একচিত্ত মনে।
কদ্রুর পিরীতি বড় বিনতার সনে॥
দু বহিনে এক প্রাণ প্রেম অনুক্ষণে।
গঙ্গাস্নানে গেল দোঁহে একত্র মিলনে॥
দু সতীনে চলি যায় নানা রঙ্গরসে।
হেনকালে মাতলি তুরঙ্গ লয়ে আইসে॥

ইন্দ্রের সে পাট ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবা নাম।
চন্দ্রকান্তি বরণ দেখিতে অনুপম॥
তা দেখি বিনতা বলে শ্বেত অশ্ব ভাল।
কদ্রু বলে শ্বেত নহে তুরঙ্গম কাল॥
বিনতা বলয়ে যদি কাল অশ্ব হয়।
তবেত তোমার দাসী হইব নিশ্চয়॥
যদি হয় শ্বেত অশ্ব শুন গো বহিনি।
তবেত আমার দাসী হইবে আপনি॥
ভাল ভাল বলি কদ্রু ভাবে মনে মনে।
ডাকিয়া আনিল সে ভুজঙ্গ পুত্রগণে॥
শুন পুত্র শ্বেত অশ্ব আমি বলি কাল।
বিনতার দাসী হব এই কর্ম্মে ছিল॥
উপায় যে বলি যদি পার করিবারে।
তবেত বিনতা দাসী করিব প্রকারে॥
সবে মেলি বেড় গিয়া শ্বেত বাজিবরে।
সর্ব্বাঙ্গ যেমত কাল দেখি দৃষ্টান্তরে॥
এত শুনি কালিয় ভুজঙ্গগণ লৈয়া।
সেই শ্বেত অশ্ব অঙ্গে বেড়িলেক গিয়া॥
জলদবরণ হৈল শ্বেত বাজিবর।
তা দেখি বলয়ে কদ্রু বিনতা গোচর॥
তুমি বল শ্বেত অশ্ব আমি বলি কাল।
কহ না এখন কেবা কার দাসী হৈল॥
শ্বেত অশ্ব হৈল দেখি কৃষ্ণ কলেবর।
কপটে জিনিল বলি জানিল অন্তর॥
হইল কদ্রুর দাসী প্রতিজ্ঞাপালনে।
নানাবিধ ক্রিয়া করে আজ্ঞা পরমাণে॥
পুরাণ-বিহিত কথা শুন নৃপবর।
হেনরূপে গেল তথা দ্বাদশ বৎসর॥
দুঃখীশ্যাম দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী।
হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী॥ ৬৯॥

গরুড়ের মাতৃবিমুক্তির চেষ্টা।

রাগিণী টোড়ী।

হরিকথা বড়ই মধুর।
শুনিলে শ্রবণ-সুখ পাপ যায় দূর॥ ধ্রু॥

শুভ ক্ষণে শুন দিনে সে ডিম্ব ফুটিল।
মহাবলবন্ত তথি গরুড় জন্মিল॥
মহাকায় পক্ষিরাজ ক্ষুধায় কাতর।
আহার মাগিল গিয়া জননী গোচর॥
অনেক আহার মাতা দিল ততক্ষণ।
বিনতায় কহে নহে উদর পূরণ॥
বিনতা বলেন পুত্র শুন খগেশ্বর।
আমি কি আহার দিব নহি স্বতন্তর॥
এত শুনি খগপতি কহে বিনতারে।
তোমারে দুঃখিনী দেখি কেমন প্রকারে॥
কেশ বেশ মলিন শরীর কি কারণ।
দাসী তুল্য দেখি তোমা কিসের কারণ॥
বিনতা বলেন পুত্র শুনহ বচন।
কদ্রুর হৈয়াছি দাসী কর্ম্মের লিখন॥
কি মতে দাসীত্ব খণ্ডে খগপতি কহে।
বিনতা বলেন কদ্রু না জানি কি চাহে॥
মাতা পুত্রে গেল তবে কদ্রুর সদনে।
বিনতার দাসী পদ ক্ষমহ আপনে॥
কদ্রু কহে কর জননীর অব্যাহতি।
স্বর্গের অমৃত আনি দেহ আমা প্রতি॥
তবে ক্ষমা করি তোর জননীর দোষ।
এত শুনি খগপতি পরম সন্তোষ॥
অমৃত আনিয়া দিব প্রতিজ্ঞা করিল।
বিনতারে বলে মোর ক্ষুধা না ভাঙ্গিল॥
বিনতা বলেন বীর শুনহ বচন।
পথে যাইতে হবে তোর উদর পূরণ॥

আছয়ে ধীবর পল্লী সমুদ্রের তীরে।
পক্ষ জড় করি মুখ মেলহ সত্বরে॥
গুহা বলি প্রবেশিবে তোমার উদরে।
বিপ্র হিংসা না করিহ শুন খগেশ্বরে॥
খগপতি কহে কহ তাহার লক্ষণ।
বিনতা বলেন কণ্ঠ করিবে জ্বলন॥
তথি যদি না হইবে উদর পূরণ।
হিমালয়ে যাও তব পিতার সদন॥
আহার নির্ব্বন্ধ মুনি বলিবে তোমারে।
চলিল গরুড় পক্ষী মায়ের উত্তরে॥
দুঃখীশ্যাম দাস কহে হরি নাম সার।
কৃষ্ণকথা শুন জীব পাইবে নিস্তার॥ ৭০॥

গরুড়ের আহারান্বেষণ।

রাগ বড়ারি।

মায়ের বচন শুনি   চলে তবে খগমণি
উপনীত মহোদধি তীরে।
ধীবর পল্লীরে দেখি   মনে বড় হৈয়া সুখী
নিজ মুখ ব্যাদন যে করে॥
সহজে গরুড় পক্ষ   যুড়িয়া যোজন লক্ষ
শরীর বিস্তার অতিশয়।
যেন মহা গিরিবর   দেখিয়া লাগয়ে ডর
গুহা যেন মুখ মেলি রয়॥
পাখেতে পবন পূরে   গগনে আন্ধার করে
যেন মেঘে মহা ঝড় বয়।
তা দেখি ধীবর পল্ল   ভাবে মহা অকুশল
অন্তরে অত্যন্ত লাগে ভয়॥
প্রাণ লৈয়া ভাগে ত্রাসে   গরুড়ের পেট পৈশে
গিরি গুহা হেন লখি মনে।
তথি মধ্যে এক দ্বিজে   ধীবর সঙ্গেতে মজে
প্রবেশিতে কণ্ঠের জ্বলনে॥

কহে বীর খগপতি   কে আছ ব্রাহ্মণ ইথি
বাহির হইয়া যাহ বেগে।
ব্রাহ্মণ শুনিয়া বাণী   চারি পুত্র লৈয়া মুনি
শীঘ্রগতি প্রাণ লৈয়া ভাগে॥
ধীবর তৃতীয় কোটি   আহার করিয়া উঠি
গগন মণ্ডলে খগপতি।
হিমালয় গিরিবরে   কশ্যপ তপস্যা করে
পিতৃ পাশে হৈল উপনীতি॥
করিয়া যুগল পাণি   কহে বীর খগমণি
জনক শুনহ নিবেদন।
কহিয়ে তোমার ঠাঁই   অমৃত আনিতে যাই
আমি বীর বিনতানন্দন॥
গরুড় বচন শুনি   কশ্যপ অন্তরে জানি
কহে মুনি শুন খগেশ্বর।
সুদর্শন মধ্য স্থানে   সুধা রাখে দেবগণে
প্রাপ্তি হবে এই দিনু বর॥
কহে বীর খগপতি   ক্ষুধায় আকুল অতি
পূর্ণ করি না করি ভোজন।
অমর নগরে যাই   সংগ্রাম করিতে চাই
প্রবল প্রমাদী দেবগণ॥
গরুড় বচন শুনি   কহেন কশ্যপ মুনি
কহিব আহার নিবন্ধন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা   ভুবনে দুর্লভ কথা
বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন॥ ৭১॥

গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ।

রাগ কালি।

যে করিবে হরি তুমি সে জান।
পদছায়া দিয়া বারেক কিন॥ ধ্রু॥

কশ্যপ কহেন শুন বিনতাকুমার
আহার নির্ব্বন্ধ আছে যোগ্য যে তোমার॥

গজ কচ্ছপেতে লাগিয়াছে মহারণ।
সেই দুই জনে গিয়া করহ ভক্ষণ॥
এত শুনি খগপতি কহে কশ্যপেরে।
কহ সে দোঁহার যুদ্ধ কেমন প্রকারে॥
কে বা সে কেমন কথা কহ মোর আগে।
আহার করিব তবে যদি মন লাগে॥
কশ্যপ কহেন কথা শুন খগপতি।
বাক্‌সিদ্ধ নামে পূর্ব্বে মুনি মহামতি॥
বেদ বিদ্যা বিশারদ বিদিত সংসারে।
করিল অনেক ধন কঠিন প্রকারে॥
ধন হৈতে তাহার ধনাঢ্য নাম হৈল।
বৃদ্ধ কালে তার দুই পুত্র উপজিল॥
সিদ্ধ ভদ্র বলি নাম দিল পুত্রগণে।
অন্তকালে থুইল ধন কনিষ্ঠের স্থানে॥
দোঁহারে না দিল ধন করিয়া বণ্টন।
হেন কালে মরিল ধনাঢ্য তপোধন॥
হেন মতে দিন কত যায় হে রাজন।
দু ভাই বিবাদ লাগে ধনের কারণ॥
সিদ্ধ বলে আমি জ্যেষ্ঠ সর্ব্ব অধিকারী।
কনিষ্ঠ হইয়া ধন রাখিল আবরি॥
ভদ্র বলে বাপ মোরে সমর্পিল ধন।
সে ধন তোমারে আমি দিব কি কারণ॥
হেন মতে দুই ভাই কোন্দল করিয়া।
ত্রিজটাদি মুনিগণে সাক্ষী কৈল গিয়া॥
মণ্ডলি করিয়া সবে বিচার করিল।
কনিষ্ঠে না দিয়া ধন জ্যেষ্ঠ পুত্রে দিল॥
এত দেখি ভদ্র মুনি মনে পাইল তাপ।
মুনি বিদ্যমানে জ্যেষ্ঠ ভেয়ে দিল শাপ॥
মোর ধন কাড়ি নিলে ধনমদে মাতি।
বিপিনে জন্মাহ গিয়া হৈয়া মত্ত হাতী॥
সিদ্ধ বলে নিজ ধন বিচারে জিনিয়া।
মোরে শাপ দিলে তুমি তাহা না গণিয়া॥
কুটিল স্বভাবে কৈলি গুরু নিন্দা পাপ।
তুমিত কচ্ছপ হবে আমি দিনু শাপ॥
হেন রূপে দোঁহে শাপ দিল দোঁহাকারে।
দেখিয়া ত্রিজটা বলে দোঁহার গোচরে॥
শাপ দিলে তোমরা দুজনে মনদুঃখে।
নিস্তার পাইবে গিয়া গরুড়ের মুখে॥
গজ গেল বিপিনে কচ্ছপ গেল জলে।
কৃপণের ধন রৈল মৃত্তিকার তলে॥
তোমার সে ভক্ষ্য হয় শুন খগপতি।
সেই দুই জনে গিয়া ভক্ষ শীঘ্রগতি॥
দুজনে লেগেছে যুদ্ধ গণ্ডকীর জলে।
শুনহ গরুড় শীঘ্র চল সেই স্থলে॥
চলিল গরুড় পক্ষী আহার কারণে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে॥ ৭২॥

গরুড়ের গজকচ্ছপ শিকার।

রাগ সারঙ্গ।

কশ্যপ উত্তর শুনিয়া সত্বর
দেখি বিনতার বালা।
খরতর বীর গণ্ডকীর তীর
মুহূর্ত্ত মাত্রেতে গেলা॥
রহিয়া গগনে দেখিল নয়নে
দোঁহে দ্বন্দ্ব করে জলে।
দোঁহে দোঁহাকারে লজ্জিবারে নারে
টানাটানি সমবলে॥
দোঁহারে দেখিয়া পাকশাট দিয়া
বিস্তারিয়া দুই পাটি।
ছোঁহ দিয়া নখে দোঁহে লৈয়া সুখে
গগনমণ্ডলে উঠি॥
ভক্ষিবার স্থান করে অনুমান
বট দেখি সিন্ধুকূলে।

পাখে দিয়া ভর উঠিল সত্বর
বসিল বটের ডালে ॥
শাখা সুবলন তিরাশী যোজন
উচ্চ বট তরুবর।
দিব্য পবিসর দেখিতে সুন্দর
স্থল বড় মনোহর ॥
সেই বৃক্ষমূলে সুগন্ধি শীতলে
সব সব শব্দ বয়।
বটবর তলে শির্বশুভ মেলে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মৃত্যুঞ্জয় ॥
সুর মুনিবব গন্ধর্ব্ব কিন্নর
সদাই আনন্দ নিধি।
কোটর অবধি রহে নিববধি
ঘৃত মধু গুড় দধি ॥
স্থান অতি বম্য পক্ষী বিহঙ্গম
সাবী শুক পিক ডাকে।
সৌরভ সুন্দব তাহে মধুকর
উড়ি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
খগের ঈশ্বর বটে দিতে ভর
বৃক্ষ উপাড়িযা পড়ে।
সেই ডাল ভাঙ্গি নখে রহে লাগি
গগনে গরুড় উড়ে ॥
যথা দেই ভর কবে থরহর
লক্ষ লক্ষ তরু ভাঙ্গে।
খগ ভর গুরু ভরে চলে মেরু
না পায় আহার ভোগে ॥
হেন কালে স্বামী প্রভু অন্তর্যামী
ন্যায়াধর্ম ভগবান।
গরুড় সাক্ষাতে আইল জগন্নাথে
দুঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ৭৩ ॥

বালখিল্য উপাখ্যান।

রাগ কেদার।

দেখ গোরাচাঁদের বাজার ॥ ধ্রু ॥

গজ কচ্ছপ নখেতে ধরিয়া খগেশ্বর।
তরু মেরু সহিতে নারে গরুড়ের ভর ॥
গগনে উড়িয়া পক্ষী বুলে চিরকাল।
নখে লাগিযাছে সাত যোজনেক ডাল ॥
ঠোঁটেতে করিয়া সে কচ্ছপ করীবর।
হেন রূপে ভ্রমি বুলে দ্বাদশ বৎসব ॥
আহার কবিতে পক্ষী নাহি পায় স্থান।
হেন কালে দেখা দিলা প্রভু ভগবান ॥
শ্যামল সুন্দব কৃষ্ণ কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দব কোটি মদন মোহন ॥
বেদ বিদ্যা বিশারদ সুদীর্ঘ শরীর।
পইতা তিলক শোভে বচন গভীব ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন খগেশ্বর।
কি লাগি উড়িযা বুল গগন উপর ॥
প্রণতি করিয়া পক্ষী বলেন ব্রাহ্মণে।
গজ কচ্ছপ আমি ধরিযাছি বদনে ॥
আহার কবিব হেন নাহি পাই স্থল।
ভর দিতে তরু মেরু যায় রসাতল ॥
তথির কারণে আমি গগনে বেড়াই।
এই মোর নিবেদন শুনহ গোসাঞি ॥
পরম দয়াল কৃষ্ণ জীব দুঃখে দুঃখী।
কৃপা করি গরুড়ে বলেন পদ্ম-আঁখি ॥
আইস বৈস মোর বাম বাহুর উপর।
আনন্দে আহার কর শুন খগবর ॥
পক্ষী বলে শুন দ্বিজ মোর গুরু ভর।
বদনে করিয়াছি কচ্ছপ করীবর ॥
মোর ভরে সুমেরু কাঁপয়ে টলমল।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর গেল রসাতল ॥

অতি ছোট হও তব মনুষ্য শরীর।
নারিবে সহিতে ভর আমি মহা বীর॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি মহাশক্তিধর।
তোমাকে বসাতে পারি অঙ্গুলি উপর॥
এত শুনি বলে বীর বিনতানন্দন।
শুন শুন দ্বিজবর মোর নিবেদন॥
যদি বহিবারে পার মোর গুরু ভার।
তোমাকে বহিব আমি কান্ধের উপর॥
তোমার বাহন হব শুন দ্বিজমণি।
বাম বাহু বাড়াইয়া দিল চক্রপাণি॥
গোবিন্দের বামভুজে বৈসে খগপতি।
অন্তরে জানিল কৃষ্ণ পরম শকতি॥
গোবিন্দের ভুজে বৈসে বিনতাকুমার।
কচ্ছপ ও করীবরে করিতে আহার॥
নখে হৈতে বটডাল খসিল তখন।
তথি তপ করে ষোল সহস্র ব্রাহ্মণ॥
ডালে বসি দেখে সবে প্রভু নারায়ণ।
দণ্ডবৎ করে সবে স্তবন ভজন॥
এত শুনি পরীক্ষিত করে যোড় কর।
বিস্ময় লাগিল মোর শুন মুনিবর॥
ষোল সহস্র মুনি ছিল বট ডালে।
কিবা সে কেমন কথা জন্ম কোন্ কুলে॥
পুরাণ বিহিত নহে তব অগোচর।
তার বিবরণ মোরে কহ মুনিবর॥
শুনিয়া হাসিয়া শুক কহেন রাজারে।
স্বয়ম্ভুব নামে মনু বিদিত সংসারে॥
তাহার কুমার বিশ্বাবসু নাম ধরে।
সন্ধ্যা করিবারে গেল দক্ষিণ সাগরে॥
সাগরের তটে আছে অপূর্ব্ব কানন।
তাহে কেলি করে যত পশু পক্ষীগণ॥
[illegible]র বাসা [illegible] করে ডালে।
তাহা দেখি [illegible] উঠে॥

কোথায় রাখিব বলি ভাবিল অন্তরে।
রাখিল সমুদ্রকূলে বালির উপরে॥
ষোল সহস্রেক বালি বীর্য্যেতে লাগিল।
ষোল সহস্রেক পুত্র তাহাতে জন্মিল॥
হেন মতে দ্বিজ সব জনম লভিল।
মুক্তিপদ পাব বলি শঙ্করে সেবিল॥
দেবমানে দ্বাদশ বৎসর তপ করি।
কষ্ট ভাব দেখি দেখা দিল ত্রিপুরারি॥
শিরে জটা শিঙ্গাধরী অস্থিমালা গলে।
প্রেমরসে পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম বলে॥
বাসুকি হিযার হার অসিত বরণ।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত যাঁর বিভূতি চন্দন॥
ডাহিনে ডম্বুর বাজে ধ্বনি হরিনাম।
বামে করে থাকি শিঙ্গা বলে রাম রাম॥
প্রেমভরে ঝুরে আঁখি করুণাসাগর।
হেন মতে মুনিগণে দেখা দিলা হর॥
বৃষভবাহনে শিব দিল দরশন।
আশ্বাস করিয়া বলে শুন মুনিগণ॥
কেন হেন কষ্ট তপ কর কিবা চাহ।
সাক্ষাৎ হইলাম আমি বর মাগি লহ॥
শিবের সাক্ষাৎ পেয়ে যত মুনিগণ।
যোড় করে শঙ্করে করয়ে নিবেদন॥
যদি কৃপাময় হয় দিলে বর দান।
মুক্তিপদ দেহ মাগি তোমা বিদ্যমান॥
এত শুনি মুনিগণে কহে ত্রিপুরারি।
মুক্তিপদ দানে আমি নহি অধিকারী॥
রাজ্য সুখ ভোগ ইন্দ্র পদ পারি দিতে॥
মুক্তিপদ তোমরা না পাবে আমা হৈতে॥
এত শুনি মুনিগণ মহাদেবে বলে।
আমা সবাকার সেবা গেলন্ত নিষ্ফলে॥
তোমা হেন প্রভু ভজি না পাইব মুক্তি।
না জানি ভাগ্যেতে মোর হবে কোন গতি॥

এত শুনি মুনিগণে কহে মৃত্যুঞ্জয়।
তোমা সবাকার গতি হইবে নিশ্চয়॥
আমার বচন দৃঢ় কর মুনিগণ।
তবে সে পাইবে সবে গোবিন্দচরণ॥
তন মন এক করি হরিপদে দিয়া।
থাক বান্ধা বট ডালে সময় বঞ্চিয়া॥
নিকটে পাইবে সবে প্রভু নারায়ণ।
দুঃখ না ভাবিহ মনে শুন মুনিগণ॥
তোমা সবা হৈতে বিষ্ণু রস প্রচারিবে।
যত বিবরণ কৃষ্ণ তোমারে কহিবে॥
কৃষ্ণ দরশনে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে।
মুক্তি হৈতে অধিক গোবিন্দ-প্রেম পাবে॥
কহিয়া চলিল হর ডমরু বাজায়ে।
বট মধ্যে ছিলা সবে শিব আজ্ঞা পেয়ে॥
কৃষ্ণ দরশন পাইল কামনার ফলে।
দণ্ডবৎ করে সবে কৃষ্ণ পদতলে॥
দুঃখীশ্যাম বলে প্রাণী না ভুল বিষয়।
সাধু সঙ্গ বিনে কভু ভাব ভক্তি নয়॥ ৭৪॥

বালখিল্য মুনিদিগের গোপী-জন্ম কথা।

রাগ করুণা।

কৃষ্ণ দরশন পাইয়া মুনিগণ হৃষ্ট হৈয়া
দণ্ডবৎ করে পরিহার।
ও পদ পঙ্কজ দেখি নিরমল হৈল আঁখি
আজি পুণ্য দিন সবাকার॥
তুমি প্রভু নিরঞ্জন জীবের জীবন ধন
কেবল করুণাময় হরি।
বাঞ্ছা সিদ্ধি এতকালে দেখি তুয়া পদতলে
মুনিগণে উদ্ধার মুরারি॥
এসব বচন শুনি আজ্ঞা দিল চক্রপাণি
শুনহ সকল মুনিগণ।
কহি তোমা সবাকারে ঝাট চল মর্ত্ত্যপুরে
গোপীরূপে লভহ জনম॥
গোপী হৈয়া জন্ম গোপে মদন মোহিবে রূপে
নব যুবা থাকিবে সদায়।
তোমা সবা স্বামিগণ না করিবে আলিঙ্গন
কেবল সে আমার আমায়॥
নব যুবা হৈয়া সবে থাকিবে আমার ভাবে
চির দিন অবনিমণ্ডলে।
দ্বাপরে যদুর বংশে জন্মিব দনুজ ধ্বংসে
বাল্যকেলি করিব গোকুলে॥
তবে তোমা সবা সঙ্গে বিহার করিব রঙ্গে
যমুনা পুলিন বৃন্দাবনে।
শুন যত মুনিগণে চিন্তা না করিহ মনে
পাবে মুক্তি সালোক্য নির্ম্মাণে॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে সবে আনন্দিত হয়ে
মেলানি মাগিল পদতলে।
প্রভুপদে চিত্ত দিয়া অবনীমণ্ডলে গিয়া
গোপীরূপে জন্মিল গোকুলে॥
কহে শুক মহামুনি পরীক্ষিত শুন বাণী
গোবিন্দ মহিমা গুণ রাশি।
তবে বীর খগরাজে বসিয়া গোবিন্দ ভুজে
মরমে পরম ভয় বাসি॥
মুখের আহার ফেলি দণ্ডবৎ পুটাঞ্জলি
পুলকিত বিনতা-নন্দন।
নয়নে প্রেমের বারি কৃষ্ণের চরণ ধরি
বলে দোষ ক্ষম নারায়ণ॥
তোমার মহিমা হরি আমি কি জানিতে পারি
যারে যোগী না পায় ধেয়ানে।
অনেক কামনা ফলে ও পদ পঙ্কজ মিলে
ভাবে ভক্তি ভাগবত জনে॥
মুঞি তো পাতকী হৈনু হেন প্রভু না চিনিনু
পাপ পক্ষিযোনি অনুসারে।

দুঃখ সে হৃদয় মাঝে বসিছু তোমার ভুজে
অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
গরুড় কাকুতি জানি আজ্ঞা দিল চক্রপাণি
শুন পক্ষী আমার বচন।
তুমিত আমার হও স্মরিলে দেখা দেও
তোরে মোর বড় প্রয়োজন॥
কচ্ছপ-করীবর লৈয়া আহার করহ গিয়া
নগবর-শ্বেত-শৃঙ্গে বসি।
এত বলি ভগবান হৈল প্রভু অন্তর্দ্ধান
গরুড় আনন্দ মনে বাসি॥
আহার করিয়া মুখে পবন পূরিয়া পাখে
চলে বীর নগেন্দ্র-উত্তরে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন গায় সারে॥ ৭৫॥

গরুড়ের অমৃত আনয়ন।

রাগিণী টোড়ী।

আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া
রাম নারায়ণ বল॥ ধ্রু॥

হেন রূপে গরুড় কৃষ্ণের বর পাইয়া।
সুমেরুর শ্বেত শৃঙ্গে উত্তরিল গিয়া॥
গিরি শৃঙ্গে বসি বীর বিনতাকুমার।
কচ্ছপ করীবরে লয়ে করিল আহার॥
উদর পূর্ণিত হৈল আনন্দ বদন।
অমৃত আনিতে বীর করিল গমন॥
সুমেরু বাহিয়া বীর চলিল অম্বরে।
উপনীত হৈল বীর অমৃত গোচরে॥
দেখিল অমৃত আছে মধ্যে সুদর্শনে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তাহা রাখয়ে যতনে॥
উপনীত খগপতি অমর গোচরে।
অমৃত লইব আমি বলিল সবারে॥

এত শুনি দেবগণ মহাক্রোধী হৈয়া।
মারিয়া খেদাড় পক্ষে বলিল ডাকিয়া॥
বলাবলি করে তবে লাগিল সংগ্রাম।
গরুড়ে মারিতে হৈল দেবের উদ্যম॥
এত দেখি খগপতি ক্রোধিত হইয়া।
নাক মুখ নখে বীর প্রতাপ করিয়া॥
পরম ক্রোধিত মতি বিনতা নন্দন।
দেবতা সঙ্গেতে বীর করে ঘোর রণ॥
বিষ্ণুশক্তি গরুড় দেখিয়া দেবগণ।
দ্বাদশ বৎসর কৈল মহা ঘোর রণ॥
জিনিতে নারিল কেহ বিনতা নন্দনে।
তবে দেবগণ লয় গরুড় শরণে॥
বিনয় বচনে তারে বলে দেবগণ।
শুন শুন খগপতি সবার বচন॥
তোমার মায়েরে কদ্রু জিনিল প্রকারে।
স্বর্গের অমৃত তুমি কেন দিবে তারে॥
কপটে তোমার মায়ে করিয়াছে দাসী।
শ্বেত অশ্ব কাল কৈল ভুজঙ্গম আসি॥
তুমিত না জান বীর কদ্রুর কু মন।
অমৃত মাগিল সর্প পুত্রের কারণ॥
এত শুনি বলে বীর বিনতানন্দন।
শুন শুন দেবগণ আমার বচন॥
সত্য করিয়াছি আমি সতাইর স্থানে।
অমৃত আনিয়া দিব তোমা বিদ্যমানে॥
সত্য লঙ্ঘন হইলে মহাপাপী হব।
দেবগণ বলে যুক্তি তোমারে কহিব॥
আমরা অমৃত দিব তোমার গোচরে।
অমৃত লইয়া দেহ কদ্রু বরাবরে॥
তবে সে আমরা সব অলক্ষিতে গিয়া।
অমৃত আনিব মোরা হরণ করিয়া॥
তোমার প্রতিজ্ঞা বাণী করিব পালন।
এত শুনি বলে বীর বিনতা নন্দন॥

অমৃত লইয়া যাব দিব সভাইরে।
তবেত তোমরা সব হরিহ তাহারে ॥
আর এক কথা বলি শুন পুরন্দর।
তুমিত আমার তরে দিবে এক বর ॥
এই বর দেহ মোরে হইয়া প্রসন্ন।
আমার আহার হবে কদ্রুর নন্দন ॥
এত শুনি ইন্দ্র বলে শুন খগপতি।
এক বোল বলিব নির্ব্বন্ধ তোমা প্রতি ॥
অমৃত লইয়া যাহ বদন উপর।
বদনে লাগিলে সুধা হইবে অমর ॥
অমৃত সিঞ্চিত তনু হইবে তোমার।
আনন্দে ভুজঙ্গগণে করিহ আহার ॥
এত বলি গরুড়েরে দিলেন মেলানি।
অমৃত লইয়া তবে চলে খগমণি ॥
দুঃখীশ্যাম দাস মজে গোবিন্দের গুণে।
বারেক তারিবে হরি দারুণ শমনে ॥ ৭৬ ॥

গরুড় কর্তৃক মাতার বিমুক্তি সাধন।

রাগিণী গৌরী।

হেনমতে বীর বিনতা কুমার
অমৃত লইয়া বেগে।
অমরা ত্যজিয়া অবনি আসিয়া
উপনীত কদ্রু আগে ॥
কদ্রু বরাবর কহে খগেশ্বর
অমৃত আনিনু ধর।
প্রতিজ্ঞা পূরণ করিল পালন
বিনতারে মুক্ত কর ॥
কদ্রু আনন্দেতে সুধা লয়ে হাতে
বলে বীর খগেশ্বরে।
যে কিছু [illegible] মানস পুরিল
মুক্তি [illegible] বিনতারে ॥

কদ্রু হেনমতে সুধা লৈয়া হাতে
ভাবিল আপনা মনে।
গুপত বন্ধানে কেহ নাহি জানে
রাখিল কুশের বনে ॥
কদ্রু হেন রূপে ডাকিল সমীপে
বালক ভুজঙ্গগণে।
মাতা পুত্র রঙ্গে গেল এক সঙ্গে
ত্বরিত জাহ্নবী স্নানে ॥
সেই কালে যত দেবগণ দ্রুত
অবনীমণ্ডলে গিয়া।
গরুড়ে কহিয়া ত্বরিত করিয়া
অমৃত নিল হরিয়া ॥
সুধা লৈয়া দেব গেল নিজ ভুব
কদ্রু আইল নিজ বাসে।
ভুজঙ্গ সকল হইযা চঞ্চল
মধু চাহে চারি পাশে ॥
ক্ষোভিত হইয়া রসনা বুলায়া
চাটে সে কুশের বনে।
মধু না পাইল কণ্টক ভেদিল
দুই জিহ্বা তেকারণে ॥
মধু নাহি পায় করে হায় হায়
শূন্যে সুধা গেল মোর।
কদ্রু বরাবর কহে খগেশ্বর
কুটিল অন্তর তোর ॥
এত বলি খগ বলে চল নাগ
সেই অশ্ব দেখিবারে।
গোবিন্দ মঙ্গল কারুণ্য কেবল
দুঃখীশ্যাম গায় সারে ॥ ৭৭ ॥

কালিয় সর্পের পূর্ব্ব বিবরণ।

হরি বল রে ভাই এই বার।
হেন সাধ করেছ মনে মানব হবি আর ॥ধ্রু॥

তুরঙ্গ দেখাহ পক্ষী বলে ভুজঙ্গেরে।
তরত্রাস পলায় ফণী গরুড়ের ডরে ॥
ভুজঙ্গ ধরিয়া পক্ষী গিলয়ে গরাসে।
প্রাণ লয়ে কালিয় পলায় দূর দেশে ॥
তবে নাগগণ কৈল গরুড়ের পূজা।
নিতি নিতি সবে মেলি দেয় বলি ভুজা ॥
নাগ এক কোটি সাত শকটে মিষ্টান্ন।
হেনরূপে দেয় পূজা কদ্রুর নন্দন ॥
নিত্য নিত্য বলি ভুজা দেই খগেশবে।
এক দিন পড়িল পালি কালিয় উপরে ॥
যতসব ভোগ বস্তু করিল সংযোগ।
কালি বলে কেন দিব গরুড়ের ভোগ ॥
আমার বৈমাত্র ভাই বিনতা নন্দন।
সংগ্রাম করিয়া পাছে ত্যজিব জীবন ॥
এত চিন্তি ভোগ দ্রব্য সকলি খাইল।
বলি ভুজা খেতে তথা গরুড় আইল ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে কালিয় অপার।
দেখিয়া ক্রোধিত মতি বিনতাকুমার ॥
কালিয় গিলিব হেন ভাবিল অন্তরে।
তরাসে পলায় কালি গরুড়ের ডরে ॥
যথা যথা পলায় কালিয় বিষধর।
পশ্চাতে না ছাড়ে সে ক্রোধিত খগেশ্বর ॥
প্রাণভয়ে পলাইল যমুনার হ্রদে।
পরিবার লয়ে তথা রহিল আনন্দে ॥
গরুড় পক্ষীর তথা নাহি সেই বনে।
[illegible] দহ নাম হৈল উথির কারণে ॥
[illegible] দহ গেলে [illegible] গরুড়ের [illegible]।
এত চিন্তি [illegible] [illegible] [illegible] ॥

এত শুনি শুকদেবে কহে নরপতি।
কালি দহে নহে কেন গরুড়ের গতি ॥
মুনি বলে শুন রাজা পুরাণ বচন।
সৌভরি নামেতে পূর্ব্বে ছিল তপোধন ॥
তপস্যা করেন মুনি যমুনার ঘাটে।
সুদীর্ঘ সুন্দর স্থান কালি দহ তটে ॥
নিত্য পূজা সন্ধ্যা মুনি করে সেই ঘাটে।
নানা মৎস্য চরি বুলে মুনির নিকটে ॥
তথি মধ্যে এক মৎস্য পোনাচাপ লৈয়া।
মুনি প্রদক্ষিণ করে ফিরে চরাইয়া ॥
এক দিন গরুড় আহার হেতু গিয়া।
মন্দিরে যাইতে পথে দেখিল চাহিয়া ॥
যাইতে যমুনা জলে চাহে খগপতি।
দেখিল রোহিত মৎস্য পোনার সংহতি ॥
মুখ মেলি আইসে পক্ষী গিলিবার মনে।
না ধর এ মৎস্য তারে বলে তপোধনে ॥
মুনির বচন বীর করিযা লঙ্ঘন।
সেই রুই মৎস্য ধরি করিল ভক্ষণ ॥
দেখিযা ক্রোধিত হৈয়া বলে মহামুনি।
হেদেরে গরুড় তুই লঙ্ঘিলি মোর বাণী ॥
অহঙ্কার কর পেযে গোবিন্দের বর।
তোমা সংহারিলে দুঃখী হবে চক্রধর ॥
আমাব বচনে তুমি এই শাপ লবে।
কালি দহ জলে আইলে ভস্মরাশি হবে ॥
সৌভরির সম্পাত পাইয়া পক্ষিরাজ।
প্রাণ ভয়ে না যায় সে যমুনার মাঝ ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কহিল তোমারে।
কালিয় গরুড়ে বাদ এই সে প্রকারে ॥
এত শুনি পরীক্ষিত আনন্দে বিহ্বলে।
মুনির চরণ ধরি ভাসে প্রেমজলে ॥
কেবল কৃষ্ণের অঙ্গ তুমি তপোধন।
মহা ভাগবত মধু তোমার বচন ॥

তুমিত আমারে পার করিবে নিশ্চয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর শুন মহাশয়॥
জীয়ায়ে বালকগণে কমললোচন।
কহ কোন রূপে কৈল কালিয় দমন॥
এত শুনি কহে মুনি ভূপতির আগে।
গোবিন্দ-ভকতি দুঃখীশ্যাম দাস মাগে॥ ৭৮।

কৃষ্ণের কালিয় দমন চেষ্টা।

রাগ সারঙ্গ।

শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী
কৃষ্ণের বালক খেলা।
জীয়ায়া বালকে ক্রীড়ায় কৌতুকে
সে দিন মন্দিরে গেল॥
রজনী প্রভাতে ব্রজ শিশু সাথে
সাজিয়া সুন্দর শ্যাম।
ধেনু লয়ে বনে গেল শিশু সনে
গৃহে রাখি বলরাম॥
শিশু সঙ্গে কানু পূরে শিঙ্গা বেণু
আগে চালাইয়া পাল।
ক্রীড়া অনুসারে কালিন্দী কিনারে
বিহরে নন্দদুলাল॥
সুকোমল তৃণে চরে গাভীগণে
যমুনা পুলিন বনে।
শিশু সঙ্গে করি চলিলা মুরারি
কালি দলিবার মনে॥
কালিন্দীর কূলে কদম্বের মূলে
উপনীত শ্যামরায়।
কদম্ব উপর উঠি গদাধর
কালি দহ পানে চায়॥
কালি দলিবারে ভাবিল অন্তরে,
কালিয়া সুন্দর হরি।
কদম্বের ডালে বসি কুতূহলে
দিঠে পীতাম্বর পরি॥
একে সে চিকণ কালিয়া বরণ
তাহে নানা মণি হার।
কত বিধুবর মুখ মনোহর
নাশ করে অন্ধকার॥
পুরাণ বচন শুনহ রাজন
কহি যে তোমার স্থানে।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
শ্রীমুখ নন্দন গানে॥ ৭৯॥

কৃষ্ণের কালিয় দহে ঝাঁপ।

রাগিণী করুণা।

শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে।
কদম্বের আগডালে চড়ে নটবরে॥
চরণ নাচায় কৃষ্ণ দোলায় সুধীর।
তাণ্ডব ক্রীড়ায় কৃষ্ণ পরম শরীর॥
নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণ মারে এক লাফ।
কৌতুকে পড়িল কালি দহে দিয়া ঝাঁপ॥
কমলকেশর মধ্যে রহে শ্যামরায়।
মনুষ্য বলিয়া সে ভুজঙ্গগণ ধায়॥
কমলকেশরে নাচে সুন্দর গোপাল।
আসিয়া কৃষ্ণেরে বেড়ে ভুজঙ্গম জাল॥
কেহ অঙ্গে বেড়ে কেহ করয়ে দংশন।
দন্ত ভাঙ্গি দন্তহত কত নাগগণ॥
কোন সর্প মৈল কেহ ত্যাজিল জান।
রাজারে কহিতে কেহ করিল প্রয়াণ॥
শুন শুন কালিয় ভুজঙ্গ অধিকারী।
নিবেদন করি রাজা তোমা বরাবরি॥
একগোটা মনুষ্য আসিয়া আচম্বিতে।
কমলকেশর মধ্যে নাচে মনোরঙ্গে॥

ভাঙ্গিয়া ফেলিল যত কমলের বন।
তাহার প্রতাপ রাজা না যায় সহন ॥
তার যত মর্ম্মস্থানে দংশন করিনু।
কিঞ্চিৎ তাহার চর্ম্ম ভেদিতে নারিনু ॥
মণি উখড়িল এহের দেখ বিদ্যমান।
মুহুর্ত হৈল কেহ ত্যজিল পরাণ ॥
কুলিশ জিনিয়া যেন শরীর তাহার।
যত নাগগণেরে লাগিল চমৎকার ॥
এত শুনি কালিয় ক্রোধিত হৈয়া ধায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণের জন্য গোপ বালক-গণের রোদন।

রাগিণী করুণা।

দূতের বচন শুনি কোপযুক্ত ফণীমণি
সাজিল কালিয় বিষধর।
আজ্ঞা দিল নাগগণে চলে সবে ততক্ষণে
শঙ্খচূড় কুমুদ প্রখর ॥
নীল পীত চন্দ্র ছটা কর্কট কালির বেটা
অষ্ট নাগ সঙ্গে করি ধায়।
কালিয় সহস্র মুণ্ড অগ্নি যেন জ্বলে তুণ্ড
গরল উদ্গারে রসনায় ॥
ছাড়ে ঘন ফুফুৎকার বিষে দিশে অন্ধকার
দু কূল যমুনা যুড়ি যায়।
কমলকেশর মাঝে দেখি নটবর রাজে
বিষ ছাড়ে গোবিন্দের গায় ॥
কৃষ্ণের লাগিল রঙ্গ ভুজঙ্গে জড়িত অঙ্গ
দমন করিতে দুষ্ট কালি।
শ্যাম তনু সুধাময় জীব ভব তরে তায়
ভুবন পাবন বনমালী ॥
কি করিবে ফণী কৌতুকে গোকুল মণি
সর্প মধ্যে রঙ্গে আরাধকে।

না দেখি বালক যত হৈল যেন মৃত্যুবত
কান্দে সবে গোবিন্দের গুণে ॥
ওহে প্রাণবন্ধু শ্যাম আজি বিধি হৈল বাম
গোপপুরে হেন লখি মনে।
হেন বুদ্ধি দিল কেবা অনাথ করিয়া সবা
কালি দহে ঝাঁপ দিলে কেনে ॥
তোমার গুণের কথা ভাবিতে মরমে ব্যথা
মরিব তোমারে না দেখিয়া।
নন্দ আদি যশোমতি হইবেক আত্মঘাতী
কেমনে সে বান্ধিবেক হিয়া ॥
আমা সবা লয়ে সঙ্গে বনে কে আসিবে রঙ্গে
ক্ষুধায় কে দিবে অন্ন পানী।
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ হেদে হে সুন্দর কান
যশোদা জীবন যাদুমণি ॥
আজ তোমা না দেখিলে পশিব কালিন্দী জলে
ওই কালি খাউক সবারে।
কান্দে গোবিন্দের মোহে সর্ব্বাঙ্গ তিতিল লোহে
গড়াগড়ি যায় নদী তীরে ॥
না দেখিয়া কালাকানু তৃণমুখে কান্দে ধেনু
বাছুরি না করে পয়ঃ পান।
কালি দহে কৃষ্ণ দেখি উভমুখে কান্দে পাখী
বনজন্তু না ধরে পরাণ ॥
তরু লতা আদি তৃণ জল ত্যজি কান্দে মীন
কালিন্দী কাতর অতিশয়।
দেখিয়া কৃষ্ণের রীতি ব্রহ্মা আদি সুরপতি
কান্দে দেব আকুল হৃদয় ॥
দশ দিক চরাচর কান্দে হৈয়া সকাতর
দয়ানিধি গোবিন্দের গুণে।
গোকুল নগরে ওথা পড়িল প্রমাদ কথা
অমঙ্গল দেখে গোপগণে ॥
দুঃখীশ্যাম দাস কয় শুনিলে জনম নয়
এই কথা ভুবন পাবন।

শুনহ সংসার সুখে নাম গুণ গাও মুখে
কলি ভবে পাবে উদ্ধারণ ॥ ৮১ ॥

গোপগণের কৃষ্ণ অন্বেষণে গমন।

আজ কেন চঞ্চল মন।
না জানি কি হৈল বনে দুঃখিনী জীবন ॥ ধ্রু ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে।
অমঙ্গল দেখে লোক গোকুলনগরে ॥
উল্কাপাত দিবসে উদয় ধূম্রচয়।
সঘনে অঙ্গার বৃষ্টি চতুর্দ্দিকে হয় ॥
নন্দের মন্দির বেড়ি রক্ত বরিষণ।
প্রাচীরে উলূক বৈসে দেখে সর্ব্বজন ॥
যশোদার মুখে মুখে কাক ডাকে ডাক।
নগরে ক্রন্দন করে শিবা ঝাঁকে ঝাঁক ॥
কুক্কুর ক্রন্দন গীত গায় সেই কালে।
দিনে খসি পড়ে তারা অবনী মণ্ডলে ॥
হেন অমঙ্গল দেখি নন্দ যশোমতি।
গোপগণে ডাকি নন্দ করেন যুকতি ॥
শুন গোপগণ কেন দেখি হেন রিষ্টি।
গোকুল নগরে আজি রক্তাঙ্গার বৃষ্টি ॥
শৃগাল কুক্কুর কান্দে নগর ভিতরে।
দিবসে নক্ষত্র পড়ে ধরণী উপরে ॥
হেন অমঙ্গল আমি না দেখি কখন।
যে কিছু কহিল পূর্ব্বে গর্গ তপোধন ॥
হৃদয় কম্পয় মোর বিদরে পরাণ।
না জানি কানুরে বনে কিবা অকল্যাণ ॥
কান্দিয়া বিকল নন্দ যশোদা রমণী।
রোহিণী সুন্দরী আদি যতেক গোপিনী ॥
বলরামে কোলে করি কান্দে ব্রজনাথ।
কৃষ্ণের কি হৈল বনে গোকুলে উৎপাত ॥
অনন্ত পুরুষ বল। ভাবিল হৃদয়।
অন্তরে জানিয়া তত্ত্ব গোপগণে কয় ॥
চল সবে যাব বনে কৃষ্ণ অন্বেষণে।
দৈত্য দানব বুঝি কৃষ্ণে পাইয়া বনে ॥
একক দেখিয়া কৃষ্ণে আমি নাই সঙ্গে।
প্রবৃত্ত হয়েছে সবে ঘোর রণ রঙ্গে ॥
না কর বিলম্ব চল শীঘ্রগতি ধেয়ে।
মন্দিরে আনিব কৃষ্ণ তল্লাস করিয়ে ॥
অনন্তবচনে নন্দ আহীরী সকল।
রামে আগে করি চলে হৃদয় বিকল ॥
লোহেতে পূর্ণিত আঁখি পথ নাহি দেখে
কৃষ্ণের লাগিয়া তারা মহা মনো দুঃখে ॥
কোন্ পথে গেল কানু কহ বলরাম।
কোথা গেলে পাব পুত্র নবঘনশ্যাম ॥
বলরাম বলে সবে স্থির কর প্রাণ।
এখনি পাইব কৃষ্ণ কমলনয়ন ॥
বলরাম বলে কানু গেছে এই পথে।
বাছুরি বালক সঙ্গে গেছে যূথে যূথে ॥
সুকোমল তৃণে চরি গেছে বৎস গাই।
নাদ মূত্র পড়িয়াছে দেখ ঠাঞি ঠাঞি ॥
হের দেখ কৃষ্ণপদ ধরণী উপর।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্বুজ চিহ্ন মনোহর ॥
এই পথে গেছে কৃষ্ণ ইথে অন্য নাই।
চলিল গোওয়ালা সব সেই পথ বাই ॥
যাইতে দেখিল কত দূরে ধেনুপাল।
যমুনার তটে পড়ি কান্দিছে ছাওয়াল ॥
সবে মেলি গেল তবে কদম্বের তলে।
দেখিল কালিয়া কৃষ্ণ কালিন্দীর জলে ॥
দেখিল দিয়াছে কৃষ্ণ কালি দহে ঝাঁপ।
ভূমিতলে পড়ি নন্দ যশোদা বিলাপ ॥
ধন্য শুক পরীক্ষিত ভাগবত বাণী।
দুঃখীশ্যাম দাসে পার কর তরঙ্গিণী ॥ ৮২

নন্দ যশোদার খেদ ও বলরামের প্রবোধ বাক্য।

রাগিণী করুণা।

কালি দহে কৃষ্ণ দেখি যশোমতি চন্দ্রমুখী
যেন বজ্রাঘাত পড়ে শিরে।
ধরণীতে পড়ি কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
তনু তিতে নয়নের নীরে॥
আরে বাছা যাদুরায় অনাথ করিয়া মায়
জলে ঝাঁপ দিলি কার বোলে।
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে ভেট পা
প্রাণ পুড়ে ক্ষণে না দেখিলে॥
অনেক কামনা করি আরাধিয়া হর গৌরী
তোমা পুত্র পাইয়াছি কোলে।
আজি বিধি ভেল বাম আমার এড়িয়া শ্যাম
ঝাঁপ দিলে কালিন্দীর জলে॥
পাপিষ্ঠ কংসের দূত আইসে যায় শত শত
তোমারে সে বৈরি ভাব করি।
দৈত্য দানবগণে প্রকারে বধিলে বনে
তাল ভোগে ধেনুক সংহারি॥
গুণনিধি যাদু মোর বদন চন্দ্রমা তোর
এ তিন ভুবন আলো করে।
তিলে না দেখিলে কানু ধরিতে না পারি তনু
আজি বিধি বাম হৈল মোরে॥
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ বুক বিদরিয়া যান
নয়নে না পাই দেখিবারে।
পাপ প্রাণে কিবা কাজ ধসিব কালিন্দীমাঝ
ঐ কালি খাউক আমারে॥
কান্দে নন্দ ব্রজনাথ শিরে মারে করাঘাত
কোথা গেল পুত্র যাদুমণি।
তোমার গুণের কথা ভাবিতে অন্তরে ব্যথা
তব শোকে ত্যজিব পরাণী॥
শিশুকাল হৈতে যত গুণ সে স্মরিব কত
নানা কর্ম্ম করিলে গোকুলে।
পুতনা শকট তৃণ ভাঙ্গিলে যমলার্জ্জুন
বৎস বক বিপিনে বধিলে॥
দুর্জ্জয় অঘার ঠাঞি এড়াইলে গোবিন্দাই
বিক্রমে বিশাল যাদু মোর।
গর্গ মুনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল
মরিব না দেখি মুখ তোর॥
গোপ গোপী আদি যত সবে হৈল মৃত্যুবত
রাধিকার কাকুতি অপার।
সাধ করিয়াছি মনে মরিব তোমার সনে
না বঞ্চিহ নন্দের কুমার॥
গোধন লইয়া বনে যাও আইস শিশু সনে
দেখিয়া উষত বাসি মনে।
রূপে গুণে অনুপম তুমি রসময় শ্যাম
নিরাশ না কর গোপীগণে॥
গোপ গোপী আদি শিশু কৃষ্ণ গুণে কান্দে পশু
ফণী মধ্যে দেখিয়া গোপালে।
তবে নন্দ যশোমতি নিরূপণ করে যুক্তি
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥
ইহা দেখি হল-পাণি অনন্ত মহিমা মণি
অন্তর্যামী পুরুষ প্রধান।
ইঙ্গিত বুঝিয়া মনে প্রবোধে গোয়ালাগণে
শুন সবে স্থির কর প্রাণ॥
কালিয়ে দমন করি এখনি আসিবে হরি
কূলে বসি দেখ সর্ব্ব জন।
গোপ গোপী প্রবোধিয়া গোবিন্দ বদন চাইয়া
বলরাম ডাকে ঘনে ঘন॥
হেদে হে দয়াল হরি আকুল গোকুলপুরী
মৃতকল্প নন্দ যশোমতি।
শীঘ্র আসি দেহ দেখা গোপ গোপী কর রক্ষ
মায়া পরিহর যদুপতি॥

অখিল ভুবনপতি বলা যোগে অবগতি
গোপগণে কাতর দেখিয়া।
দুঃখীশ্যাম দাস গানে ঠেলি ফেলে ফণিগণে
কালিমুণ্ডে চড়ে বিনোদিয়া॥ ৮৩॥

কৃষ্ণের কালিয় মুণ্ডে উত্থান।

রাগিণী টোড়ী।

আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া
রাম নাম বল বদনে॥ ধ্রু॥

গোকুল আকুল দেখি নন্দের গোপাল।
ঠেলিয়া ফেলিল যত ভুজঙ্গম জাল॥
কেবল কুলিশ অঙ্গ কমললোচন।
শরীর বাড়িল ছিণ্ডি পড়ে নাগগণ॥
কালিয় প্রবল খল জন্ম অনুসারে।
অনেক দংশন কৈল কৃষ্ণ কলেবরে॥
অমিয় সাগর কৃষ্ণ দীন দয়াময়।
বজ্র অঙ্গ ঠেকি দন্ত খণ্ড খণ্ড হয়।
কালিয় বদন দিয়া বিষরক্ত পড়ে॥
কৌতুক করিয়া কৃষ্ণ তার মুণ্ডে চড়ে।
গুরুতর ভার কৃষ্ণ কালির উপরে॥
চক্রাকার হৈয়া কালি জল মধ্যে ফিরে।
কালির সহস্র মুণ্ডে ফণা পসারিয়া।
মুণ্ডে মুণ্ডে নাচে রঙ্গে শ্যাম বিনোদিয়া॥
দুঃখীশ্যাম বলে কৃপাময় যদুরায়।
কৃষ্ণমুখ দেখি গোপগোপী প্রাণ পায়॥ ৮৪॥

কালিয় দমন।

রাগ সারেঙ্গ।

কালিয় উপর নাচে গদাধর
পরম আনন্দ সুখে।
ঝলকিত তনু নটবর কানু
মুরলী বাজায় মুখে॥
যশোমতি নন্দ দেখিয়া গোবিন্দ
আনন্দ বাড়িল মনে।
গোপ গোপীগণ মুখ দরশন
মধুর মঙ্গল গানে॥
তবে ফণি-মণি গুরু ভার গণি
মণি উথড়িল শিরে।
নাকে মুখে লাল নিকলে গরল
জলে চক্রাকার ফিরে॥
প্রভু পদ ভরে ডুবিতে না পারে
পলাইতে নাহি পারে।
পতিত পাবন দুষ্ট নিবারণ
না ছাড়ে গোবিন্দ তারে॥
কালিয় চঞ্চল হৃদয় বিকল
বল বুদ্ধি দূরে গেল।
মৃতবৎ কালি দেখি বনমালী
কিঞ্চিৎ উল্লাস ভেল॥
কালির রমণী কৃষ্ণপরায়ণী
শুনিয়া এ সব বাণী।
পাদ্য অর্ঘ্য থালী রত্ন দীপ জ্বালি
দিব্য পদ্মমালা আনি॥
নাগ নারী যত গতি করি দ্রুত
বেড়িয়া গোবিন্দ চাঁদে।
ও পদ পূজিয়া প্রণতি করিয়া
চরণে পড়িয়া কান্দে॥
করি প্রণিপাত হৈয়া যোড় হাত
স্তুতি করে নাগরাণী।
গোবিন্দ চরণে দুঃখীশ্যাম ভণে
গোবিন্দমঙ্গল বাণী॥ ৮৫॥

কালিয় পত্নীগণের স্তুতি।

রাগিণী করুণা।

করুণাময়!

চরণে শরণ দিয়া রাখ এই বার।
জীবনে মরণে আমি তোমার তোমার ॥ধ্রু॥

স্তুতি করে নাগরাণী গোবিন্দচরণে।
কৃপা কর জগদীশ দেহ প্রাণ দানে ॥
পরম পুরুষ তুমি পুরুষ প্রধান।
জীবের জীবন তুমি কমলনয়ন ॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার ইঙ্গিতে।
তোমার মহিমা দেব কে পারে কহিতে ॥
কেবল করুণাময় তুমি গুণনিধি।
সমাধি সাধিয়া যারে না পাইল বিধি ॥
যোগীন্দ্র সকল যারে না পায় ধেয়ানে।
যাঁর নাম পঞ্চমুখে গান পঞ্চাননে ॥
যেই পদ পূজে পদ্মা পরম যতনে।
মুনিগণ জপে যারে বেদের বিধানে ॥
হেন পদ বহে কালি মাথার উপরে।
এ বড় মহিমা প্রভু ঘুষিবে সংসারে ॥
আমার কালির পুণ্য ছিল পূর্ব্বকালে।
তুয়া পদ বহে শিরে কামনার ফলে ॥
অন্ন বস্ত্র দান দিল সুরভি কাঞ্চন।
দান ধর্ম্ম ফলে বহে ও রাঙ্গা চরণ ॥
ও রাঙ্গা চরণে প্রভু করি সে বিনয়।
কালিয় নাগের দোষ ক্ষম মহাশয় ॥
বালক সকলে ভয়াইয়া পদতলে।
কাকুতি প্রণতি স্তুতি গদ গদ বলে ॥
আমরা তোমার দাসী শুন দয়াময়।
স্বদোষদরশী তুমি দয়াল হৃদয় ॥
ব্রহ্মা হর তুমি বেদে অগোচর।
তব তত্ত্ব কিবা জানে কালি বিষধর ॥
তোমা না চিনিল কালি মদগর্ব্ব দোষে।
অপরাধ ক্ষম প্রভু না করিহ রোষে ॥
শত্রু মিত্র ভেদ তুমি না কর শ্রীপতি।
বিষ স্তন দিয়া সে পুতনা পায় গতি ॥
এত বলি নাগরাণী পুটাঞ্জলি হৈয়া।
পড়িল প্রভুর পায় চিত্ত নিবেশিয়া ॥
নাগপত্নী স্তুতি দেখি প্রভু পীতাম্বর।
ত্যজিল কালির মুণ্ড জগৎ ঈশ্বর ॥
কমল কেশর মধ্যে রহে শ্যামরায়।
প্রাণ পেয়ে কালিয় পড়িল রাঙ্গা পায় ॥
অনেক প্রণতি স্তুতি করে ফণিপতি।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে গোবিন্দ ভকতি ॥ ৮৬ ॥

কালিয় দহের মাহাত্ম্য স্থাপন।

রাগ পাহাড়িয়া।

কালিয় কাতর হৈয়া কৃষ্ণমুখ নিরখিয়া
করযোড়ে দণ্ডবৎ করে।
করুণাসাগর তুমি কি বলিতে পারি আমি
কৃপা করি ক্ষম দোষ মোরে ॥
দৈবের লিখন কর্ম্ম সহজে ভুজঙ্গ জন্ম
বিষদন্তে না চিনি আপনা।
ভাল মন্দ নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মানি
লুব্ধ মতি যুগল রসনা ॥
তুমি ত্রিভুবনপতি তোমা চিনে কার শক্তি
হেন জন না দেখি সংসারে।
আমি অতি দুরাশয় দোষ ক্ষম দয়াময়
চরণে শরণ দেহ মোরে ॥
কালির বিনয় বাণী শুনিয়া গোকুলমণি
হাসিয়া কহেন যদুমণি।
শুন কালি মোর কথা মনে না ভাবিহ ব্যথা
তোমা বিনে নষ্ট হৈল পানী ॥

আমার বচনে নড় এই কালি দহ ছাড়
সিন্ধু মধ্যে করহ গমন।
পুত্র পরিবারে লৈয়া রমণকদ্বীপে থাক গিয়া
সেই তোর পূর্ব্বের সদন॥
আমার চরণচিহ্ন তাহা করি নিরীক্ষণ
নাগান্তক না খাইবে তোরে।
চিহ্ন দেখি হৃষ্ট হৈয়া তোমা প্রতি প্রশংসিয়া
প্রণতি করিবে খগেশ্বরে॥
শুন শুন ফণিমণি এই যমুনার পানী
আমি ইহা অমৃত করিব।
দেব সিদ্ধ মুনিগণ দিকপাল লোক জন
এই জলে স্নান আচরিব॥
কালিদহকূলে আসি উজাগর উপবাসী
স্নান দান করিবে তর্পণ।
পিতৃলোকে পিণ্ড দিবে দুই কুল উদ্ধারিবে
বাঞ্ছাসিদ্ধ হবে সেই জন॥
তোর মোর ক্রীড়া বাণী শুনিবেক যেই প্রাণী
শ্রদ্ধাসমন্বিত ভক্তিরসে।
সর্পাঘাতে নাহি ভয় সর্ব্বত্রে সে করে জয়
অন্তকালে বৈকুণ্ঠ নিবাসে॥
এত শুনি ফণিমণি হৃদয়ে আনন্দ মানি
প্রভু পদ পূজিল যতনে।
নানা রত্ন মণি লৈয়া গোবিন্দে নিছনি দিয়া
সকুটুম্বে পড়িল চরণে॥
চরণ মস্তকে ধরি প্রভু প্রদক্ষিণ করি
সর্পরাজ মাগিল মেলানি।
গোবিন্দের অনুরাগে চলিল উত্তর ভাগে
পরিবার লৈয়া ফণিমণি॥
স্বর্গে থাকি দেবগণ হৈয়া আনন্দিত মন
পুষ্পবৃষ্টি কৈল যমুনায়।
তবে প্রভু যদুমণি অমৃত করিয়া পানী
কূলে উঠি করয় স্নান॥

গোপ গোপী আদি নন্দ দেখিয়া গোকুলচন্দ্র
ভাসে যেন আনন্দ সাগরে।
কহে দুঃখীশ্যাম দাস সকলের পূর্ণ আশ
নন্দরাণী নিধি পাইল করে॥ ৮৭॥

কৃষ্ণের দাবাগ্নি পান।

বড় রে দয়ার নিধি হরি॥ ধ্রু॥

হেন রূপে কালিয় দমন করি হরি।
অমৃত করিল কৃষ্ণ কালিদহ বারি॥
কূলে উঠি গোপীনাথ নিজ মনোরথে।
সরসিজ ডাহিনে মুরলী বাম হাতে॥
দেখিয়া যশোদা নন্দ মহাভাগ্য মানি।
মড়ার শরীরে যেন বাহুড়ে পরাণী॥
কৃষ্ণ দেখি গোপ গোপী আনন্দবদন।
মধুর মঙ্গল গীত গায় সর্ব্বজন॥
তবে নন্দঘোষ দ্বিজ আচার্য্য আনিয়া।
কৃষ্ণের কল্যাণে দিল ধেনু উৎসর্গিয়া॥
হেন কালে রজনী সম্মুখ হৈল আসি।
দেখিয়া কহেন তবে প্রভু ব্রহ্মরাশি॥
যাইতে নারিবে আজি গোকুল নগরে।
রজনী হইল আসি কানন ভিতরে॥
শিশু যুবা বৃদ্ধ বৎস এ সব সংহতি।
যাইতে নারিব কেহ অন্ধকার রাতি॥
আজিকার রজনী রহিব তরুতলে।
প্রভাতে যাইব কালি নগর গোকুলে॥
নন্দ আদি গোপগণ গোবিন্দের বোলে।
শুতিয়া রহিল সবে কদম্বের তলে॥
অর্দ্ধেক রজনী গতে হৈল উৎপাত।
হেনকালে দাবাগ্নি বেড়িল আচম্বিত॥
বিষম অগ্নির শিখা উঠিল গগনে।
গোধন মহিষ যত পোড়য় আগুনে॥

দেখিয়া কাতর নন্দ গোপ আদি গণে।
কানু কর প্রাণ রক্ষা ডাকে সর্ব্বজনে॥
গোপগণ কাতর দেখিয়া ভগবান।
বিশ্বরূপ ধরিয়া অনল কৈল পান॥
ইঙ্গিতে উরিল মেঘ গগনমণ্ডলে।
আঁখির নিমিখে প্রভু সংহারে অনলে॥
দেখিয়া আনন্দ যত গোপ গোপীগণে।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্ব্বজনে॥
আকাশে থাকিয়া দেব কুসুম বরিষে।
হেন রূপে রাম কৃষ্ণ পরম হরিষে॥
এই মতে রজনী হইল অবশেষ।
মন্দিরে চলিল প্রভু রাম হৃষীকেশ॥
নিজ গৃহে সব গোপ করিলা গমন।
মন্দিরে চলিলা প্রভু রাম নারায়ণ॥
পরম আনন্দ নন্দ ব্রজশিরোমণি।
শত ধেনু দিল দান যাহার নিছনি॥
বড় ভাগ্যবান নন্দ যশোদা সুন্দরী।
যার কোলে অবতার মুকুন্দ মুরারি॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন।
হেন রূপে নন্দ গৃহে রাম নারায়ণ॥
প্রতিদিন শিশু সঙ্গে রাম নারায়ণ।
গোধন রাখিয়া ফিরে কাননে কানন॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি।
দুঃখীশ্যামে কহে রহু হরিপদে মতি॥ ৮৮॥

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোষ্ঠ বিহার।

রাগ বরাড়ী।

কহে শুক ভাগবত শুন রাজা পরীক্ষিত
গোকুলে গোবিন্দ অবতার।
অবনীতে অতুলন রাম কৃষ্ণ ভগবান
কত পুণ্য নন্দ যশোদার॥
দিনে দিনে বাড়ে হরি কোটি কাম নিন্দা করি
দুই ভাই ভুবন পাবন।
ব্রজ শিশু সঙ্গে লৈয়া নিত্য বৃন্দাবনে গিয়া
ক্রীড়া করে লইয়া গোধন॥
ত্রৈলোক্য বিচিত্র ধাম ধন্য বৃন্দাবন নাম
সুরতরু সুশীতল ছায়া।
প্রভু পদরেণু আশে দেবতা মানব বৈসে
জনমিল তরুলতা হৈয়া॥
নানা তরু মিষ্ট ফল সুগন্ধি শীতল জল
কোকিল কাহল পূরে তান।
মধ্যে নদী কালিন্দিনী অমৃত অধিক পানী
দুই তট কাঞ্চন নির্ম্মাণ॥
ফল ফুল মনোহর মকরন্দে মধুকর
নানা রূপ দেখি জলচর।
কুহু কুহু শব্দময় মলয়া পবন বয়
জল স্থল দেখিতে সুন্দর॥
সেই বৃন্দাবন মাঝে অখিল ভুবন রাজে
ধেনু রাখে বালক সংহতি।
কি দিব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভা
কটাক্ষে কাতর রতিপতি॥
কেহ ধায় কৃষ্ণ সঙ্গে কেহ বেণু বায় রঙ্গে
কেহ নাচে কেহ গীত গায়।
কেহ দেয় করতালি কেহ ডাকে ভালি ভালি
কেহ মল্ল বেশ ধরি ধায়॥
কোকিলের রব শুনি কোন শিশু তাহা গণি
কেহ তুরঙ্গম রব পূরে।
কেহ দেয় সিংহরড়ি ফিরায় পাচনী বাড়ি
কেহ হংসগতি চলে ধীরে॥
কেহ মৃগরব করে কেহ লেজ পৃষ্ঠে ধরে
শিখণ্ডী সমান চলি যায়।
আনন্দে গোবিন্দ রাম সুদাম শ্রীদাম দাম
বৃন্দাবনে সুরভি চরায়॥

হেনকালে কংসদূত মিশে আসি অতি দ্রুত
নাম তার প্রলম্ব অসুর।
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
কংসদূত মাযাব প্রচুব॥ ৮৯॥

প্রলম্বাসুর বধ।

বাগ বরাড়ি।

মহিমা তেবো কো জানে ব্রজবাজ॥ ধ্রু॥

বৃন্দাবনে ক্রীডা কবে ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুব।
আচম্বিতে মিলে আসি প্রলম্ব অসুব॥
মনে মনে মহাসুব কবযে বিচার।
কি রূপে বধিব আজি নন্দেব কুমার॥
শিশু সঙ্গে থাকি আমি শিশুরূপ ধবি।
পাশে পেলে নিপাতিব কংসের বইরী॥
কামরূপী অসুব অনেক মাযা জানে।
শিশু রূপ ধবি মিলে বালক সন্ধানে॥
অসুরেব মাযা কৃষ্ণ জানিল অন্তবে।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ অরুণ অধবে॥
নিকটে ডাকিল কৃষ্ণ যত শিশুগণে।
সবারে বলিল কৃষ্ণ মধুর বচনে॥
রামকৃষ্ণ পাশে হৈল বালকেব মেলা।
হাসিয়া বলিল কৃষ্ণ খেলিব এক খেলা॥
যুড়ি যুড়ি হইব যতেক শিশুগণ।
মল্লযুদ্ধ প্রকাশিব দুই দুই জন॥
যে জন হারিবে খেলে কান্ধে করি নিব।
ভাণ্ডীর বিপিন বট নিকটে রাখিব॥
ইহা শুনি ভাল ভাল বলে শিশুগণ।
যুড়ি যুড়ি হৈলা মল্ল যুদ্ধের কারণ॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম সঙ্গে সুবল সুদাম।
প্রলম্ব অসুর সঙ্গে প্রভু বলরাম॥

বসু সঙ্গে স্তোককৃষ্ণ সুবাহু অর্জ্জুনে।
জয়বান বরুণ সহিত দুই জনে॥
শুন পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের কথন।
শ্রীদামে হারিল কৃষ্ণ মায়াব কাবণ॥
ধেয়ানে না পায যাঁবে সুর মুনিগণ।
কান্ধে কবি লয়্যা গেল ভাণ্ডীব কানন॥
বট নিকটেতে কৃষ্ণ রাখিল শ্রীদামে।
সংসাব সাগব তরে, যে কৃষ্ণেব নামে॥
সুবলেব মল্লযুদ্ধে সুদাম হাবিল।
কান্ধে কবি বটবৃক্ষ নিকটে বাখিল॥
বলবামে হাবিল সে প্রলম্ব অসুর।
কাঁন্ধে কবি যায দৈত্য মাযাব প্রচুব॥
বলবামে কান্ধে কবি চলিল সত্ববে।
এইরূপে দিব লযে কংস ববাববে॥
নহে মধ্যপথে লযে নিপাতিব বনে।
এত বলি চলে দৈত্য ত্ববিত গমনে॥
অসুবেব মাযা জানি দেব সঙ্কর্ষণ।
অচল মন্দার ভাব হৈলা ততক্ষণ॥
বিষ্ণুশক্তি ভর দৈত্য সহিতে না পারে।
আছাডিবা ফেলি যেন ভূমে পড়ি মবে॥
এত চিন্তি বলবামে ফেলাইতে চায়।
দুই গুণ ভাব হৈল বলদেব বায়॥
নিজ মূর্ত্তি ধবে দৈত্য মায়ার পুতলি।
নীলাম্বরে শোভা অঙ্গ কবে ঝলমলি॥
কুণ্ডল কেয়ূব হার মুকুট শোভন।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ তার লোহিত বসন॥
হেন মূর্ত্তি দেখি বলদেব মহাশয়।
অসুর বধিব হেন ভাবিল হৃদয়॥
অতি ক্রোধাম্বিত মতি রোহিণীনন্দন।
মুষ্টি এক তার মুণ্ডে করিল ঘাতন॥
বজ্রাঘাত হয় যেন পুরে দিগম্বর।
প্রলম্বের মুণ্ড উপরে [illegible]॥

পড়িল প্রলম্বাসুর যোজন যুড়িয়া।
শিশু মধ্যে গেল রাম অসুরে মারিয়া॥
দেখিয়া বিস্ময় যত ব্রজ শিশুগণ।
ধন্য ধন্য বলরামে বলে সর্ব্বজন॥
রাম কৃষ্ণ কোলাকুলি করিল কাননে।
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনা পুলিনে॥
ক্রীড়া রঙ্গে দিন শেষ হইল কাননে।
গোকুলে চলিল কৃষ্ণ বালক সন্ধানে॥
গোধন মহিষ মেষ দিল চালাইয়া।
গোকুল প্রবেশ হৈল বেণু বাজাইয়া॥
নিজ নিজ গৃহে সবে করিলা গমন।
প্রলম্ব নিপাত কহে সবার সদন॥
শুনিয়া যশোদা নন্দ বলে হরি হরি।
সকল সঙ্কটে প্রভু রাখিবে দৈত্যারি॥
দুঃখীশ্যাম দাস কহে হরিনাম সার।
গোবিন্দচরণ বিনু গতি নাহি আর॥ ৯০

পুনশ্চ দাবাগ্নি উৎপত্তি।

রাগ কল্যাণ।

আর এক দিন হরি ব্রজশিশু সঙ্গে করি
সাজিল সুরভি রাখিবার।
কটিতে আঁটিয়া নেত করেতে বিচিত্র বেত
অঙ্গে নানা রত্ন অলঙ্কার॥
কোন শিশু শিঙ্গা পূরে কেহ মল্লবেশ ধরে
কেহ নাচে দিয়া করতালি।
গীত গায় কোন জনা কেহ ধরে তাল নানা
বিপিনে বিজয়ী বনমালী॥
সেই বৃন্দাবন ধাম ত্রিভুবনে অনুপম
নানা ক্রীড়া করে নারায়ণ।
ভুবনমোহন লীলা দেখিতে কৃষ্ণের খেলা
[illegible]॥

অবতার শিরোমণি নন্দসুত চক্রপাণি
দেখিবারে যত মুনিগণ।
নানা পক্ষী রূপ হৈয়ে তরুলতা কুঞ্জে রয়ে
বেদপাঠ করেন স্তবন॥
হেন রূপে বৃন্দাবনে ব্রজের বালক সনে
দুই ভাই রাম নারায়ণ।
মহিষ গোধন মেষ চালাইয়া হৃষীকেশ
প্রবেশিল ভাণ্ডীর কানন॥
নানা তরু মিষ্ট ফল সুগন্ধি শীতল জল
পাশে নদী তপন-তনয়া।
কাঞ্চনে নির্ম্মিত তট শৈশব সংহতি নট
নবরঙ্গ রসে বিনোদিয়া॥
নবীন কোমল তৃণে চরয়ে সুরভীগণে
সুগন্ধি শীতল কুঞ্জবনে।
ক্রীড়াশ্রমে গোবিন্দাই বসিল কদম্ব ছাই
বহে মন্দ মলয় সঘনে॥
আচম্বিতে হেন কালে দাবাগ্নি প্রবল করে
শিশু বৎস বেড়িল কাননে।
মহা অগ্নি শিখা দেখি সুরভি করুণমুখী
চকিত চঞ্চল গোপগণে॥
ডাকে রামকানু বলি হের আসি বনমালী
আচম্বিতে বেড়িল আগুনি।
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম দাস ভাবে
তার হরি ঘোরতরঙ্গিণী॥ ৯১॥

কৃষ্ণের পুনশ্চ দাবাগ্নি পান

রাগিণী করুণা।

বড় রে দয়ার নিধি হরি॥ ধ্রু॥

আচম্বিতে দাবাগ্নি বেড়িল সেই বনে।
কানু কর প্রাণরক্ষা ডাকে শিশুগণে॥

তোমা বিনে কেবা আছে বিপত্তিনাশন।
মহা মহা প্রমাদে করিলে উদ্ধারণ॥
এমত প্রমাদ অগ্নি না দেখি কোথাই।
চৌদিকে বেড়িল অগ্নি যাইতে পথ নাই॥
শিশু মধ্যে প্রবেশিল অন্তর্যামী হরি।
ব্রজের বালকগণে কহেন মুরারি॥
অগ্নি মধ্যে না মরিবে শুন শিশুগণ।
নরসিংহ জপ মনে মুদিয়া নয়ন॥
করে অক্ষি ঝাঁপি সবে নরসিংহ জপে।
অগ্নিপান কৈল প্রভু ধরি বিশ্বরূপে॥
আজ্ঞাতে উদিল মেঘ গগন উপরে।
আঁখির নিমিষে কৃষ্ণ অগ্নিকে সংহারে॥
আঁখি মিলে দেখে শিশু অগ্নি গেল নাশ।
তবেত হইল সবে পরম উল্লাস॥
ধন্য ধন্য বলে সবে ব্রজের কুমার।
কেমনে করিল কৃষ্ণ অনল সংহার॥
না জানি কি রূপ কৃষ্ণ লক্ষিতে না পারি।
নন্দগৃহে আছয়ে বালক রূপ ধরি॥
ইহার চরিত্র কেহ না পারি লক্ষিতে।
নন্দ গৃহে শিশুরূপে আছয়ে গুপতে॥
নানা রঙ্গে ব্রজশিশু পুরে শিঙ্গা বেণু।
ক্রীড়ারঙ্গে বিপিনে বিহরে রামকানু॥
রজনী সম্মুখ হৈল দেখি নন্দলাল।
গোকুল চলিল হরি চালাইয়া পাল॥
নিজ নিজ গৃহে গেলা সব শিশুগণ।
ভোজন করিয়া গেল নন্দের সদন॥
শুন নন্দ যশোদা যাদুর গুণবাণী।
আজি সবাকারে বনে বেড়িল আগুনি॥
কানুর বচনে সবে মুদিলা নয়ন।
দুই করে ধরি কৃষ্ণ অগ্নি কৈল পান॥
কানুর চরিত্র কিছু নারি বুঝিবারে।
মায়া পাতি কোন্ দেব আছে তোর ঘরে॥
এত শুনি নন্দ আদি যত গোপগণ।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্ব্বজন॥
হেন রূপে নন্দগৃহে রাম গোবিন্দাই।
নিত্য নিত্য বৃন্দাবনে গোধন চরাই॥
শিশির বসন্ত অন্তে নিদাঘ প্রবেশ।
শিশু সঙ্গে বিপিনে বিহরে হৃষীকেশ॥
নিদাঘ নিবর্ত্ত গেল বরষাগমন।
নব জলধর ঘটা উদিলা তখন॥
দুঃখীশ্যাম দাস কহে অন্য নাহি গতি।
শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে রহুক ভকতি॥ ৯২॥

ঋতু-বর্ণন বর্ষা সমাগম।

রাগ সারেঙ্গ।

অবনী পালন হেতু আইল বরষা ঋতু
ঝড় বৃষ্টি লৈয়া মেঘমালে।
তর্জ্জন গর্জ্জন রঙ্গে ঝনুঝনা চিকুর সঙ্গে
প্রকাশিল গগনমণ্ডলে॥
প্রচণ্ড প্রবল রবি তাপিত আছিল ভুবি
অষ্ট মাস কষ্ট নিবন্ধন।
তাহা জানি জলধরে মিত্র যেন হিত করে
ঘোর শব্দে কৈল বরিষণ॥
জীমূত বরিষে সুখে গুটিকা পর্ব্বত বুকে
জলে পূর্ণ হইল অবনী।
ধ্বজ পতাকার প্রায় প্রবল লহরি যায়
খরস্রোতে বহে তরঙ্গিণী॥
সরিৎ দীর্ঘিকা কূপ জল ভেল পূর্ণ সুখ
যোগী যেন তপস্যার ফলে।
তেয়াগিয়া ভোগসুখ কামনা কুটিল দুঃখ
মহাসুখ ভুঞ্জে পর কালে॥
যেমন ব্রাহ্মণ জন্মে রত হৈয়া ব্রহ্মকর্ম্মে
নিষ্ঠাব্রতী সুখ সদাচার।

কর্ম্মতত্ত্ব তেয়াগিয়া   গোবিন্দ ভজন পাইয়া
মধুরস করেন আহার ॥
সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডধারী   বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী
তন মন নিবেশী গোবিন্দে ।
জিতেন্দ্রিয় সদাশয়   ভজনে আনন্দ হয়
মধুপ যেমন মকরন্দে ॥
জলধর দিল দান   জল জগতের প্রাণ
তরু সুপল্লব চারু ডাল ।
কমল বৈভব জলে   মধু পিয়ে অলিকুলে
জলজন্তু আনন্দে আস্ফাল ॥
পাইয়া বরষা ঋতু   সবে হৈল আনন্দিত
যেন সতী পতি পাইল কোলে ।
ভাগবত মহাজন   দৃঢ় ভক্তি করি তেন
সুখী হয় হরি প্রেমজলে ॥
সুরস বরষা হৈতে   আনন্দ সবার চিত্তে
পৃথিবী পালেন পুরন্দর ।
রাম কানু শিশু সঙ্গে   গোধন চরায় রঙ্গে
নিত্য বৃন্দাবনের ভিতর ॥
ঘনারম্ভে তরুতলে   ভোজন পাষাণ মূলে
নানা ফল করেন ভক্ষণ ।
ধেনু সঙ্গে গুণনিধি   কদম্ব ভাণ্ডীর আদি
বনান্তরে করেন ভ্রমণ ॥
ধেনু চরে যথাস্থানে   শীতল মুরলী স্বানে
গোবিন্দ নিকটে আসি মিলে ।
ধেনুগণ হাম্বা রবে   পরম আনন্দ লবে
দিন শেষে প্রবেশে গোকুলে ॥
হেন রূপে রাম কানু   নিত্য নিত্য রাখে ধেনু
নন্দগৃহে করিয়া আশ্রয় ।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা   ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীকৃষ্ণ নন্দন রস কয় ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণের কৈশোর লীলা ।

কানু বড় বিনোদ নাগর ।
রূপের নিছনি কত নবজল ধর ॥ ধ্রু ॥

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত ।
বর্ষা অন্তে শরৎ হইল উপনীত ॥
ইচ্ছায় সহস্রধারা হইল মেদিনী ।
দিনে দিনে নিবৃত্ত হইল ঝড় পানী ॥
শরৎ পবন দেখি কৃষক সকল ।
শস্য সন্নিধানে সবে বান্ধিলেক জল ॥
বিচিত্র হইয়া মেঘ রহিল আকাশে ।
যথা বিধি বৃষ্টি করে হেমন্ত বাতাসে ॥
কমল বিলাস জলে কার্ত্তিক প্রবেশে ।
জিতেন্দ্রিয় টলিলে যেন পূর্ব্ব ধর্ম্ম নাশে ॥
শরৎ শীতল শশী শোভিত গগনে ।
কৌমুদী কৌতুকী অতি মিত্র সম্ভাষণে ॥
শরৎ ঋতুর অন্তে হেমন্তাগমন ।
বৃন্দাবনে ধেনু রাখে রাম নারায়ণ ॥
প্রতি তরু সুপল্লব নানা মিষ্ট ফল ।
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা গুয়া নারিকেল ॥
করঞ্জ জম্বীর নেম্বু সুপক্ক কদলি ।
নানা ফল খায় নানা রঙ্গে বনমালি ॥
সুরভি সরস মতি তৃণ জলপানে ।
কৃষ্ণপাশে মিলে আসি মুরলার স্বানে ॥
দিবা শেষে যায় কৃষ্ণ গোকুল নগরে ।
ঊষা হৈলে রাখে গাভা যমুনার তীরে ॥
সরস শরৎ ঋতু দেখি বনমালী ।
অরুণ অধরে পুরে মধুর মুরলী ॥
মোহন মুরলী শুনি তরু লতাগণ ।
প্রেমেতে বরিষে ফুল ফল সুশোভন ॥
তপনতনয়া মধ্যা মুরলীর স্বানে ।
তরঙ্গ লহরী স্রোত বহিল উজানে ॥

মৎস্য কচ্ছপাদি যত জলজন্তুগণ।
কূলে উঠি শুনে বংশী পাতিয়া শ্রবণ॥
যোগেন্দ্র ধেয়ান ত্যজে মুরলীর স্বানে।
মুনিগণ তপ ত্যজি ধায় বৃন্দাবনে॥
জীয়ন্তে মরেছে শুনি মুরলীর স্বান।
মৃত তরু মুঞ্জরয়ে গলয়ে পাষাণ॥
দশ দিক চরাচর হইল স্থগিত।
পবন অচল হয়ে শুনি বংশীগীত॥
বংশী শুনি রবি-রথ রহে অন্তরীক্ষে।
তুরঙ্গ মোহিত হৈয়া পথ নাহি দেখে॥
গোকুলে থাকিয়া গোপী শুনে বংশী স্বান
মদনে মোহিত মতি চঞ্চল পরাণ॥
সাত পাঁচ সখী মিলি একত্র হইয়া।
কৃষ্ণের লাবণ্য রূপ হৃদয়ে ভাবিয়া॥
শুন আগো হেদে সখি স্বরূপ বচন।
কানুর মুরলী স্বানে হরয়ে চেতন॥
বৃন্দাবনে ধেনু রাখে ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুরে।
ধন্য তরুলতাগণ দেখে সে কানুরে॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত পশুপক্ষীগণ।
নয়ন ভরিয়া দেখে গোবিন্দচরণ॥
ধন্য ধন্য তারা সব পাইল মুকতি।
নয়ন সফল করে দেখি লক্ষ্মীপতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি ত্রিভুবনবাসী।
মধুর মুরলী শুনে বৃন্দাবনে বসি॥
নন্দ গোপ গৃহে জাত দেব চক্রধারী।
ভজিব কৃষ্ণেরে লাজ ভয় দূর করি॥
অন্য চিত্তে নাহি লয় গোবিন্দ বিহনে।
আমরা কৃষ্ণের দাসী হব কত দিনে॥
এতেক ভাবিয়া মনে যত ব্রজনারী।
মনে দৃঢ় ভাব কৈল ভজিব মুরারী॥
নিশি শেষ [illegible] উষাকালে।
স্নান শুচি [illegible] যমুনার জলে॥
নদীকূলে বালির স্থাপিয়া মহেশ্বরী।
নৈবেদ্য আমায় গন্ধে নিত্য পূজা করি॥
পূজা শেষে বর মাগে করিয়া ভকতি।
গোপীগণে দেহ দেবি নন্দসুত পতি॥
নিত্য নিত্য আরাধিব হরের রমণী।
হইব কৃষ্ণের দাসী হেন মনে গণি॥
হেন রূপে পূজে দেবী দ্বাদশ বৎসর।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে দেবী দিলে বর॥
আর এক দিন গোপী যমুনাতে গিয়া।
বস্ত্র আভরণ সব নদীকূলে থুইয়া॥
জলেতে নামিয়া গোপী করে জলকেলি।
একান্ত গোপীর ভাব জানি বনমালী॥
এক রূপে রহে কৃষ্ণ বালকের মেলে।
আর এক রূপে গেলা কদম্বের তলে॥
বসন হরিব হেন ভাবিল মুরারি।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণমাধুরী॥ ৯৪॥

গোপীগণের বস্ত্র হরণ।

রাগ ধানশ্রী।

ছলিতে ব্রজের নারী কৌতুক করিয়া হরি
উঠে কৃষ্ণ কদম্বের ডালে।
নিন্দি কত কোটি কাম মোহন মুরতি শ্যাম
কেলি কদম্বের মালা গলে॥
বামেতে বিনোদ চূড়া বিবিধ কুসুমবেড়া
উড়ে অলি অমিয়ার আশে।
কপালে চন্দন চাঁদ ভুবনমোহন ফাঁদ
আঁখি ঠারে মদন তরাসে॥
নাসায় মুকুতাবর নিন্দি কত নিশাকর
বদনমণ্ডল মনোহর।
অধরে মধুরে হাসি অমিয়া বরিষে রাশি
[illegible]॥

ত্রিভঙ্গ অঙ্গের ঠাম   তরুণ তুলসী দাম
আজানুলম্বিত গলে দোলে।
কেশরী জিনিয়া কটি   বিরাজিত পীত ধটি
রসাল কিঙ্কিণী মধু বোলে॥
গোবিন্দ আনন্দ মতি   ডাকিয়া পবন প্রতি
আজ্ঞা দিল কমললোচন॥
বস্ত্ররত্ন নদীকূলে   আনহ কদম্ব ডালে
শুন হিত স্বরূপ বচন॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে   চক্রবায়ু রূপ হয়ে
বস্ত্ররত্ন নিবেদিল আনি।
কহে দুঃখীশ্যাম দাস   হরিয়া গোপীর বাস
মুরলী বাজায় চক্রপাণি॥ ৯৫॥

গোপীগণের আক্ষেপ।

রাগ ভাটিয়ারী।

হেদে হে কানাই গুণমণি॥ ধ্রু॥

জলেতে মজিয়া ক্রীড়া করে গোপীগণে।
মুরলী শুনিয়া কানে চাহে চারিপানে॥
দেখিল বসন নাই যমুনার কূলে।
মুরলী বাজায় কানু কদম্বের ডালে॥
দোলা করিয়াছে কানু নানা রঙ্গ রসে।
ক্ষণে হেলে ক্ষণে দোলে তাণ্ডব বিলাসে॥
তা দেখিয়া গোপিকার প্রাণ চমকিত।
কহ আলো সখি কি হইল বিপরীত॥
বসন না দেখি কূলে উঠিব কেমনে।
মরণ অধিক লাজ কি কায জীবনে॥
অন্ত অন্ত মুখ নিরখিয়া গোপীগণ।
[illegible] ঝুরে সবার নয়ন॥
[illegible] পাছে দেখে।
কেমনে [illegible]

কহ দেখি জলেতে রহিব কত ক্ষণ।
শীতে কম্পমান তনু উত্তর পবন॥
কানু যদি দান দেহ সবার বসন।
নহিলে গোপীর আজি হইবে মরণ॥
সবে মেলি কানুরে বসন মাগ দান।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গান॥ ৯৬॥

গোপীদিগের বস্ত্র প্রার্থনা।

রাগিণী করুণা।

করযোড় করি   কহে ব্রজনারী
কানু কর অবধান।
কি কহব আর   কি রীতি তোমার
কলঙ্ক কৈলে নিদান॥
কালিন্দীর জলে   কদম্বের তলে
করি নিত্য গতায়াত।
কভু কোন জন   করে নাহি হেন
কামিনী জনে উৎপাত॥
কিসের লাগিয়া   কোন দিক দিয়া
করিলে বসন চুরি।
কুলবতী সব   কংসেরে কহিব
কেমনে সহিতে পারি॥
কহে মথুরেশ   কিবা কৈনু দোষ
এ কলি যুগের কথা।
করে উপকার   কিবা দোষ তার
কুপথে কাটায় মাথা॥
কেবা জানে পুনঃ   কেমন বসন
ক্রীড়া করি বৃন্দাবনে।
এ কেলিকদম্বে   করি অবলম্বে
কৌতুক করিয়া মনে॥
কোথাকার চোর   কেমন শরীর
কাননে লইয়া যায়।

কদম্বে থাকিয়া কর পসারিয়া
করিনু ইঙ্গিত তায়॥
করি গেল দান করি অনুমান
কদম্বে করিনু দোলা।
কহে পদ্মনাভ কর অনুভব
কোন দোষ কুলবালা॥
কৃষ্ণের বচনে কহে নারীগণে
বিবিধ করুণা করি।
কমললোচন কামিনী-মোহন
কূলে উঠিবারে নারি॥
ক্ষম অপরাধ দেহ পরসাদ
করহ বসন দান।
শুনহ মুরারি সুশীতল বারি
শীতে তনু কম্পমান॥
শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী
শ্রবণে অমিয়ারাশি।
দুঃখীশ্যাম কয় যদি কৃপা হয়
নিধি পায় ঘরে বসি॥ ৯৭॥

গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের কথা।

রাগ ভাটিয়ারি।

বড়াই গো কে বলে কালিয়া ভাল।
এবে সে কালার জানিনু ব্যভার
অন্তর বাহিরে কাল॥ ধ্রু॥

শীতে কম্পমান গোপী যমুনার জলে।
কৌতুক দেখিল কানু কদম্বের ডালে॥
সবে মেলি করযোড়ে করয়ে বিনয়।
অনুগ্রহ কর কৃষ্ণ তুমি কৃপাময়॥
বিনয় বচন কিছু না শুনে মুরারি।
হাস্য লাস্য করিয়া কহেন নরহরি॥

গোপিনী বসন মাগে না দেন কানাই।
ক্রোধ হয়ে কহে গোপী কৃষ্ণমুখ চাই॥
শুনহ কানাই কেন কর অহঙ্কার।
ভাল নাহি দেখি কিছু চরিত্র তোমার॥
আমরা যেমন তাহা তুমি ভাল জান।
কি কারণে কানু হে বচন নাহি মান॥
হাস্য পরিহাস কথা কহ বারে বার।
সহজে রাখাল তুমি কি বলিব আর॥
লঘু গুরু লাজ ভয় কিছুই না মান।
মদগর্ব্বে কানু হে আপনা নাহি চিন॥
মান্য কুটুম্ব তোর আমরা সকল।
বসন করিয়া দান ঘুচাহ বিকল॥
শীতে কম্পমান জলে রহিতে না পারি।
বসন করহ দান দন্তে তৃণ ধরি॥
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ হইয়া সদয়।
তোমা সবাকার মন জানিনু নিশ্চয়॥
কামনা করিলে পূর্ব্বে যাহার লাগিয়া।
জনমে জনমে হর গৌরী আরাধিয়া॥
এবে সে গোপিকা জন্ম হইয়া তোমরা।
নিত্য যমুনার জলে পূজ হরদারা॥
মনোবাঞ্ছা বর যে মাগিলে গোপীগণ।
আমি সে জানিনু তোমা সবাকার মন॥
বর মাগিয়াছ নন্দ সুত হবে পতি।
হইবে আমার দাসী ব্রজের যুবতী॥
অন্য চিন্তা না করিহ শুন গোপীগণ।
কূলে উঠি পর আসি যে যার বসন॥
তোমা সবা সংহতি বিপিন বৃন্দাবনে।
রাস রস কৌতুক করিব জনে জনে॥
সরস বচন কৃষ্ণ গোপীগণে বলি।
নিয়ম করিল কৃষ্ণ সঙ্কেত মুরলী॥
কৃষ্ণের লাবণ্য রূপ মোহনবচন।
দেখিয়া ভুলিয়া সবে [illegible]

মুখ নিরখিয়া যত সখী।
আজি সে সকল দিন কৃষ্ণ মুখ দেখি॥
মনের বচন কানু কহে বিদ্যমান।
নিশ্চয় কানুরে গো যৌবন দিব দান॥
যোগেন্দ্র হৃদয় যাঁরে ধরিয়া ধেয়ান।
হেন প্রভু আপনি মাগয়ে প্রেমদান॥
মরমে মদনবাণ হানিল মুরারি।
ভজিব কৃষ্ণেরে লাজ ভয় দূর করি॥
কৃষ্ণ রসে অবশ গোপিকা উঠে কূলে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে॥ ৯৮॥

গোপীগণকে বস্ত্র প্রদান।

কৃষ্ণের বচনে কূলে উঠে ব্রজনারী।
অধোদেশ বাম হাতে আচ্ছাদন করি॥
ডাহিন করেতে কুচ যুগল ঝাপিয়া।
বস্ত্র দান মাগে গোপী কৃষ্ণমুখ চেয়া॥
রাখিনু তোমার বোল শুনহ কানাই।
দেহ হে বসন দান নিজ ঘরে যাই॥
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ ভকতবৎসল।
করিলে অনেক পাপ তোমরা সকল॥
মহাপুণ্যা নদী এই তপনতনয়া।
ইহাতে করিলে স্নান বসন ত্যজিয়া॥
যদি চাহ আপন অধর্ম্ম খণ্ডিবারে।
কর যোড় করি কর সূর্য্যে নমস্কারে॥
এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে।
কর যোড় করি সর্ব্বে সূর্য্যে নমস্কারে॥
বুঝিয়া গোপীর ভাব কমল নয়ন।
জনে জনে গোপীগণে বস্ত্র দিল দান॥
নিজ নিজ বসন পরিয়া গোপীগণ।
কৃষ্ণ প্রণমিয়া কৈল মন্দিরে গমন॥
কৃষ্ণের লাবণ্য নিধি ক্ষিনে পড়ে মনে।
পাসরিতে নারে গোপী শয়ন ভোজনে॥

শুন পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের কথন।
শিশু মধ্যে প্রবেশিল মায়ার মোহন॥
ক্রীড়া রঙ্গে বিপিনে দিবস হৈল শেষ।
গোকুলে চলিলা কৃষ্ণ রাম হৃষীকেশ॥
নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিশুগণ।
প্রভাতে চলিলা সবে রাখিতে গোধন॥
নানা বেশে রামকৃষ্ণ সাজন করিয়া॥
বনে প্রবেশিলা কৃষ্ণ বেণু বাজাইয়া॥
অশোক বিপিনে গেলা বালক সকল।
ক্রীড়াক্রমে হৈল সবে ক্ষুধায় বিকল॥
দুই ভাই বসিলা শীতল তরু ছাই।
বালক সকলে কহেন দোঁহার ঠাঞি॥
শুন কানু কি বুদ্ধি করিব আজি বনে॥
পাসরি আইনু গৃহে ওদন ব্যঞ্জনে॥
যাইতে অনেক দূর গোকুল নগর।
ক্ষুধায় বিকল বড় হইনু কাতর॥
কটিতে না রহে ধড়া দেহে দিল ঘাম।
ভোজন করায়ে প্রাণ রাখ ঘনশ্যাম॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ করিল উপায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখী শ্যাম দাস গায়॥ ৯৯॥

বিপ্রগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা।

রাগ বরাড়ি।

চিন্তামণি শ্যাম ধাম আগে আনি বসুদাম
আজ্ঞা দিল কমললোচন।
চলহ আমার বোলে ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালে
মাগি আন ওদন ব্যঞ্জন॥
কহিবে ব্রাহ্মণ স্থানে রামকৃষ্ণ শিশু সনে
বৃন্দাবনে চরান বাছুরি।
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া মোরে দিল পাঠাইয়া
তোমা সবাকার বরাবরি॥

শিশু সঙ্গে বসুদাম উপনীত যজ্ঞ ধাম

দণ্ড প্রণাম হয়ে সবার বদন চেয়ে
যোড় হাতে করে নিবেদন॥
অবধান দ্বিজমণি ধেনু রাখে চক্রপাণি
শিশু সনে আশোক কাননে।
বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হযে মোরে দিল পাঠাইয়ে
তোমা সবাকার সন্নিধানে॥
অন্ন ব্যঞ্জন দান আনি দেহ বিদ্যমান
যাব মাট গোবিন্দ গোচরে।
শুনি বসুদাম বোল বিপ্র হৈল উতরোল
কুবচন বলে অহঙ্কারে॥
করিয়াছি যজ্ঞশালা ইথে দেব ধর্ম্মমেলা
বিপ্র পূজা বিপ্র আরাধনা।
নন্দ গোপ সুত হরি রাখাল সে অনাচারী
তারে অন্ন দেয় কোন্ জনা॥
যজ্ঞ আগে অন্ন চায় বর্ণ ভেদ নাহি তায়
লঘু গুরু কিছুই না মানে।
তাহাকে এ অন্ন দিলে কিবা সে পাইব ফলে
যাহ্যাদাগুাইয়া কি কারণে॥
শুনিয়া বিপ্রের কথা বসুদামে লাগে ব্যথা
কান্দিতে কান্দিতে যায় পথে।
প্রবেশি অশোক বন ব্রাহ্মণের কুবচন
জানাইল প্রভু জগন্নাথে॥
শুনিয়া শিশুর বাণী হাসিয়া গোকুলমণি
কহে কৃষ্ণ মধুর বচন।
সুবল সুদাম যাহ অন্ন ব্যঞ্জন চাহ
যথা আছে দ্বিজপত্নীগণ॥
গিয়া সে সবার ঠাম কহিবে আমার নাম
আদর দেখিবে বিদ্যমান।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
দুঃখী [illegible] দাস রস গান॥ ১০০॥

বিপ্র পত্নীগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা।

কৃষ্ণের আজ্ঞায় শিশু চলিলা সত্বরে।
উপনীত হইল দ্বিজপত্নী বরাবরে॥
দণ্ডবৎ হৈয়া রহে যোড় করি হাত।
তোমা সবা সদনে পাঠান জগন্নাথ॥
পাসরিয়া আইল গৃহে ওদন ব্যঞ্জন।
ক্ষুধায় করিল বড় কাতর জীবন॥
অন্ন ব্যঞ্জন কিছু দেহ ঠাকুরাণি।
রামকৃষ্ণ পাঠাইল যজ্ঞনাম শুনি॥
দিবে কিনা দিবে অন্ন বলহ বচন।
বিলম্ব না সহে যাব কৃষ্ণের সদন॥
এত শুনি দ্বিজপত্নী বহু ভাগ্য মানি।
জীবন যৌবন ধন্য আপনা বাখানি॥
ধেয়ানে না পায় যাঁরে দেব সিদ্ধ মুনি।
হেন প্রভু মাগিয়া পাঠান অন্ন পানী॥
এতেক ভাবিয়া যত ব্রাহ্মণের জায়া।
সুবর্ণের থালে অন্ন ব্যঞ্জন পুরিয়া॥
সবে মেলি যায় কৃষ্ণ দরশন সাধে।
প্রেমে পুলকিত তনু চলিয়া আনন্দে॥
ব্রাহ্মণীর চরিত্র দেখিয়া দ্বিজগণ।
পথ আগুলিয়া রাখে বলে কুবচন॥
এমন কুবুদ্ধি কেবা দিল তো সবারে।
ওদন ব্যঞ্জন লয়ে দিবে রাখালেরে॥
বিপ্রপত্নী হৈয়া তোরা করিলি কি কর্ম্ম।
তার পাশে গেলে না রহিবে কুলধর্ম্ম॥
কুলের কামিনী তোরা কেন যাহ বনে।
যজ্ঞকার্য্যে দেহ মন চলহ সদনে॥
না মানে প্রবোধ তারা ব্রাহ্মণেরে ঠেলি।
কৃষ্ণ দরশন আশে গেলা সবে চলি।

তথি মধ্যে এক নারী যাইতে নারিল।
করে ধরি স্বামী তার মন্দিরে আনিল॥
ক্রোধ করি পদাঘাত মারিল তাহারে।
বান্ধিয়া রাখিল তারে গৃহ অভ্যন্তরে॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি বলে কুবচন।
দ্বারেতে কপাট দিয়া করিল গমন॥
বন্দী হৈয়া ব্রাহ্মণী কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
ধেয়ান করিয়া মনে দেব গদাধরে॥
অন্তরে জানিল সে ঠাকুর ভগবান।
হরিপদে চিত্ত দিয়া ত্যজিলা পরাণ॥
ভক্তিভাব করি মনে দেব দামোদরে।
প্রবেশ করিল গিয়া কৃষ্ণের শরীরে॥
শুন রাজা পরীক্ষিত এক চিত্ত মনে।
ব্রাহ্মণী সকল গেল কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥
দুঃখীশ্যাম দাস কহে হরি নাম সার।
শুন জীব পাইবে নিস্তার॥ ১০১॥

কৃষ্ণের নিকট বিপ্রপত্নীগণের আগমন।

ব্রাহ্মণী সকল গেল কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
দেখিল গোবিন্দ রাম অশোকের বনে॥
বেড়িয়া বসেছে যত বালক সকল।
তার মধ্যে শ্যাম তনু করে ঝলমল॥
চাঁচর চিকুর চূড়া টানিয়াছে বামে।
চূড়া বেড়িয়াছে নানা কুসুমের দামে॥
অলকা তিলক চান্দ অতি দীপ্তি করে।
ভুরুভঙ্গে ফুলধনু পলায় অন্তরে॥
শ্রবণে মকর মণি ঝলমল করে।
শোভা করে কিসলয় তাহার উপরে॥
কমল লোচন তাহে খঞ্জন গঞ্জন।
অরুণ অধর জিনি [illegible] রঞ্জন॥

গজমতি ঢলঢল নাসিকা উপর।
বদন বিমল চাঁদ বান্ধুলি অধর॥
নব জলধর ছটা জিনিয়া বরণ।
শ্রীবৎস কৌস্তভ মণি নানা আভরণ॥
কটিতে মেখলা পীত ধড়া মল্ল বেশে।
রসাল কিঙ্কিণী সুমণ্ডিত চারি পাশে॥
অঙ্গদ বলিয়া ভুজে অতি মনোহর।
মুরলী দক্ষিণ করে দেখিতে সুন্দর॥
বসেছে বিনোদ বেশে অশোকতলায়।
বঙ্কিম নূপুর বাজে রাজে রাঙ্গা পায়॥
দক্ষিণে বলাই ভাই কোটিচন্দ্র যিনি।
হেন বেলা অন্ন লইয়া আইল ব্রাহ্মণী॥
ওদন ব্যঞ্জন রাখে কৃষ্ণ বরাবরে।
দণ্ডবৎ হৈয়া সব রহে যোড় করে॥
কৃষ্ণের মোহন রূপ দেখিয়া নয়নে।
কি বলিব কি করিব কিছুই না জানে॥
অনেক স্তবন করে কৃষ্ণ পদতলে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে॥ ১০২॥

বিপ্র পত্নীগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা।

রাগ শ্রী।

আজি বড় শুভ দিন রে॥ধ্রু॥

দেখিয়া কৃষ্ণেরে যত ব্রাহ্মণকুমারী।
চিত্রের পুত্তলি সম রহে সারি সারি॥
ব্রাহ্মণীর ভাব কৃষ্ণ জানিল অন্তরে।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ অরুণ অধরে॥
শুন শুন বিপ্রনারী আমার বচন।
স্বতন্ত্র হইয়া বনে আইলে কি কারণ॥
তোমা সবাকার স্বামী যজ্ঞ হোম করে।
বিলম্ব হইলে তোমা না লইবে ঘরে॥

কুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ সব মোরে নিন্দা করে।
তাহাতে তোমরা এলে আমার গোচরে ॥
ভাল হৈল এলে আমা দেখিবার তরে।
দেখিলে আমার রূপ নয়নগোচরে ॥
বাহুড়িয়া যাহ সবে আপন মন্দিরে।
যজ্ঞ কর্ম্মে দেহ মন সেবহ স্বামীরে ॥
এ সব বচন শুনি প্রভুর অধরে।
কান্দিয়া কহেন সবে কৃষ্ণ বরাবরে ॥
অহে প্রভু জগদীশ কি বলিব বাণী।
তোমার নিষ্ঠুর বোলে বিদরে পবাণী ॥
কোথায় যাইতে বল কি কায সে ঘর।
তুমি প্রভু জগদীশ সবার ঈশ্বর ॥
অনেক জন্মের ফলে তব রূপ দেখি।
জনম সফল হৈল যুড়াইল আঁখি ॥
তোমার চরণে প্রভু রহুক ভকতি।
ও পদপঙ্কজ বিনা অন্য নাহি গতি ॥
দেখিয়া তোমার রূপ মোহিলেক মন।
কোথায় যাইতে বল না চলে চরণ ॥
কাযমনোবাক্যে চিন্তি তোমার চরণ।
আজি শুভদিন পানু তোমা দরশন ॥
কি কার্য্য সে গৃহ ধর্ম্ম মনে নাহি ভায়।
মজিযা রহিব প্রভু তব রাঙ্গা পায় ॥
তোমাতে সবস মতি হইল সবার।
ও পদপঙ্কজ বিনা গতি নাহি আর ॥
কিনিয়া লইতে প্রভু দেহ প্রেমদান।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি রাখহ শরণ ॥
যে জন তোমার পায় ভক্তিভাবে ভজে।
দয়া কবি রাখ তারে চরণ সরোজে ॥
তোমার চরণ যেবা না করে আশ্রয়।
বিফল জনম তার পাপিষ্ঠ হৃদয় ॥
এ সব বাণী শুনি ব্রাহ্মণীর মুখে।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ নিজ মনঃসুখে ॥
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম ভাষে।
উদ্ধারিয়া লবে প্রভু এ কলিকলুষে ॥ ১০৩

বিপ্র পত্নীগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রসন্নতা।

রাগ করুণা।

আমার ইঙ্গিতে অতি শুদ্ধ চিত্তে
আইলে ওদন লৈয়া।
নিজ মনভাবে মোর পদ পাবে
বৈকুণ্ঠে বসিবে গিয়া ॥
তোমা সবাকার জানিনু বিচার
কেবল আমাতে ভক্তি।
নারীজন্ম হৈয়া তুমি বিপ্রজায়া
নিজ পতি কৈলে মুক্তি ॥
দেখিবে সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ তোমাতে
করিবে অনেক মান।
আমার উত্তর শুনিয়া সত্বর
মন্দিরে কর প্রয়াণ ॥
কৃষ্ণের বচনে বিপ্র নারীগণে
কৃষ্ণেরে প্রণাম করি।
গোবিন্দচরণ লইয়া শরণ
চলিল আপন পুরী ॥
দেখি নারীগণ যতেক ব্রাহ্মণ
আসি আগু বাড়াইয়া।
আনন্দে আদরি ধন্য ধন্য করি
মন্দিরে গেল লইয়া ॥
যত দ্বিজগণ নিন্দিয়া আপন
অনেক ধিক্কার করে।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
দুঃখীশ্যাম গায় সারে ॥ ১০৪

বিপ্রগণের চৈতন্যোদয়।

ভাব আমার মন ছাড়িয়া রামের কথা।
ক এমন হবে জন্ম যায় বৃথা ॥ ধ্রু ॥

হলে যত দ্বিজ একত্র হইয়া।
আপনা নিন্দে চিত্তে দুঃখ পাইয়া ॥
।। সবাকারে কেন কুবুদ্ধি লাগিল।
বিন্দ মাগিল অন্ন তাহা নাহি দিল ॥
হোম ব্রত করি যাহার উদ্দেশে।
কৃষ্ণের আজ্ঞা না মানিনু কর্ম্মদোষে ॥
র বর্ণের গুরু দ্বিজ দেহ ধরি।
ধিক্ হেন দেহ না চিনিনু হরি ॥
ঞর বিমুখ প্রাণী জিয়ন্তে সে মরা ॥
হাতেতে পাইয়া নিধি বিধি কৈল হারা ॥
মামরা আপন প্রতি অপরাধ কৈনু।
র চরণাম্বুজে বঞ্চিত হইনু ॥
নিন্দক হৈয়া জীতে না যুয়ায়।
। ডুবিয়া মরি তবে দুঃখ যায় ॥
হ নারায়ণ আছে গুপ্ত বেশে।
।। না জানি তাহা বিদ্যা মদ দোষে ॥
পদে দোষ কৈনু কে করে উদ্ধার।
ন্দচরণ বিনা গতি নাহি আর ॥
বে মিলি যাব কৃষ্ণ দরশনে।
ধ ক্ষমাইব পড়িয়া চরণে ॥
গে কত পথ গেল বিপ্রগণ।
।। পাইয়া যুক্তি করে নিরূপণ ॥
যাই যদি কৃষ্ণ দরশনে।
আছে কৃষ্ণ কংস পাছে শুনে ॥
ন হেতু কৃষ্ণ যাবে মধুপুরে।
ত দেখিব গোবিন্দ হলধরে ॥
বিপ্রগণ গেল নিজ পুরে
ধ্যান মনে নিরন্তর করে ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ বাল্য কেলি।
বিপিনে ভোজন কৈল রাম বনমালী।
সব শিশু এক সঙ্গে করিল ভোজন।
যমুনায় সবে গিয়া কৈল আচমন ॥
কূলে উঠি দিল শিশু শিঙ্গা বেনু স্বান।
নানা রঙ্গে নাচে কেহ নানা গীত গান ॥
ক্রীড়া রসে বিপিনে দিবস হৈল শেষ।
গোকুলে চলিলা প্রভু রাম হৃষীকেশ ॥
নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিশুগণ।
মন্দিরে চলিলা রঙ্গে ভাই দুইজন ॥
দোঁহার দেহের ধূলি ঝাড়িল রোহিণী।
দুগ্ধ দধি ক্ষীর সর ভুঞ্জায় জননী ॥
আচমন সারিয়া বসিল দুই জন।
কর্পূর তাম্বূল শেষে করয়ে ভক্ষণ ॥
হেন কালে গোপগণ নন্দের মন্দিরে।
ইন্দ্রপূজা করিব এমন যুক্তি করে ॥
ইন্দ্র পূজা নাম শুনি তথা গেল কানু।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে রাঙ্গা পদরেণু ॥ ১০৫ ॥

ইন্দ্রপূজা ভঙ্গ।

ভালি ভালি রে গোরাচাঁদ!
পতিত-পাবন বট তুমি ॥ ধ্রু ॥

ইন্দ্র পূজিবারে যুক্তি করে গোপগণ।
নন্দ কোলে বসিয়া জিজ্ঞাসে নারায়ণ ॥
শুন বাপা এই সব দ্রব্য কার তরে।
করিবে কাহার পূজা কহ না আমারে ॥
এত শুনি নন্দ বলে শুন হে কানাই।
বৎসর অন্তরে ইন্দ্র পূজিবারে চাই ॥
বৃষ্টি অধিপতি ইন্দ্র বরষিবে জল।
সুখে চরিবেক গোষ্ঠে সুরভি সকল ॥

তরু সুপল্লব তৃণ জন্মিবে অপার।
তথির কারণে চাহি ইন্দ্র পূজিবার॥
এত শুনি কহে কৃষ্ণ মায়ার মোহন।
সহজে গোয়ালা তুমি না জান কারণ॥
পর্ব্বত কাননে চরে সুরভি সকল।
পর্ব্বত না পূজি ইন্দ্র পূজনে কি ফল॥
আমার বচনে পূজ গিরি গোবর্দ্ধন।
সাক্ষাৎ হইয়া গিরি দিবে দরশন॥
ইন্দ্রপূজা না করিহ পূজ গিরিবর।
কি করিতে পারে ইন্দ্র তারে কিবা ডর॥
এতেক বচন শুনি গোবিন্দের স্থানে।
গোবর্দ্ধন পূজিব সুদৃঢ় কৈল মনে॥
নন্দ আদি যত গোপ রজনী প্রভাতে।
যতেক পূজার দ্রব্য ভরি শকটেতে॥
পূজিবার সর্ব্ব দ্রব্য সংহতি করিযা।
গিরি গোবর্দ্ধন মূলে উত্তরিল গিয়া॥
পর্ব্বত পূজিতে স্থান করিল মণ্ডন।
আচার্য্য সদস্য দ্বিজ করিল বরণ॥
গিরি আরাধন কৈল করি বেদধ্বনি।
বচন প্রত্যয় কৃষ্ণ করিতে আপনি॥
একরূপে গোপ মধ্যে রহে গোপীনাথ।
বিশ্বরূপে গিরি শিখে হইল সাক্ষাৎ॥
নীলজলধর মূর্ত্তি জিনিয়া বরণ।
শ্রীবৎস কৌস্তভমণি পীয়ল বসন॥
মাথায় মুকুট যুড়ে গগনমণ্ডল।
শ্রবণে রহিয়া দোলে মকরকুণ্ডল॥
আজানুলম্বিত গলে রত্নমণি হার।
ঝলমল করে অঙ্গে নানা অলঙ্কার॥
সুবর্ণ পইতা গলে অতি মনোহর।
অঙ্গদ বলয় ভুজে দেখিতে সুন্দর॥
যত বস্ত্র দ্রব্য দ্বিজ কৈল নিবেদন।
সর্ব্ব দ্রব্য গিরিরাজ করিল ভক্ষণ।

ভোজন করিয়া গিরি আনন্দ বয়ান।
গোপগণে বলে গিরি মাগ বরদান॥
গিরিবর সাক্ষাত দেখিয়া গোপগণ।
ক্ষিতি লোটাইয়া স্তুতি করে সর্ব্বজন॥
শঙ্খধ্বনি হুলাহুলি করতালি দিয়া।
গিরি প্রদক্ষিণ করে পুত্র বধূ লয়্যা॥
সম্মুখে দাণ্ডায় সবে করি পুটাঞ্জলি।
দণ্ডবৎ করি বর মাগে সবে মেলি॥
এই বর দেহ প্রভু গিরি গোবর্দ্ধন।
সুখে সম্বৎসর চরিবেক গাভীগণ॥
যার মনে যেই ছিল সবে বর পেয়ে।
গোকুলে গমন কৈল আনন্দিত হয়ে॥
সুখে বৈসে রামকৃষ্ণ গোকুল ভুবনে।
কুপিত হইল ইন্দ্র পূজার লঙ্ঘনে।
ক্রোধিত হইয়া বলে যত মেঘগণ।
মম বাক্যে যাহ ঊনপঞ্চাশ পবন॥
কৃষ্ণের বচনে নন্দ না পূজিল মোরে।
শীঘ্রগতি উর গিয়া গোকুল নগরে॥
ঐরাবত আদি করি যতেক বারণ।
ঝঞ্ঝনা চিকুর ঝড় শিলা বরিষণ॥
গজশুণ্ড সম ধারা বরষিবে পানী।
গো মহিষ ক্ষয় কর গোপ গোয়ালিনী॥
ঐরাবতে থাকিব আপনি বজ্র করে।
দেখিব কেমনে কানু রাখে গোপপুরে॥
এত শুনি জলধর বায়ুবেগে ধায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ১০॥

ইন্দ্রকৃত বিষম বৃষ্টি প্রকরণ।

রাগ মল্লার।

ক্রোধে আজ্ঞা দিল ইন্দ্র [illegible]।
গোকুল ডুবাও [illegible]॥

আরোহণ পবনে পুরন্দর আপনে
সঙ্গে সব জলধরে।
গোপপুর ঈশানে প্রলয় প্রমাণে
উরিল গিয়া সত্বরে॥
ঈশানে উরিয়া বহিল পুরিয়া
ঘুরিয়া প্রবল বায়।
ঘন ঘন গগনে ঘোরতর পবনে
না চিনে আপন গায়॥
পবন প্রবলে অন্ধকার গোকুলে
উড়িল অবনীর ধূলা।
বড় বড় ঘর পুর ভাঙ্গিয়া করে চূর
যুগান্ত সময়ের মেলা॥
বায়সাদি পক্ষে শত শত লক্ষে
পড়িল প্রথম ঝড়ে।
বড় বড় তরুবর তিষ্টিতে নারে ঝড়
গোড়া উপাড়িয়া পড়ে॥
ঘন কোপ দৃষ্টি করে শিলাবৃষ্টি
ঝঞ্ঝনা চিকুর তায়।
হুড় হুড় দুড় দুড় কম্পিত গোপপুর
জলধারা মুষলের প্রায়॥
করিবর বাহনে হরিহয় আপনে
উরিলা কুলীশ ধরি।
তা দেখি জলধর ক্রোধিত কলেবর
বরিষে ঘোরতর বারি॥
দুর্জ্জয় বরিষণ হেরি ভীত গোপগণ
উপনীত নন্দের পাশে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গজিয়া দেব রায়
নন্দের নন্দন হাসে॥১০৭॥

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন ধারণ।

রাগ মল্লার।

আজ মেঘে কৈল অন্ধকার।
চিনিতে না পারি তাই তনু আপনার॥ধ্রু॥

গোপগণ বলে শুন নন্দ অধিকারী।
বিবাদ করয়ে ইন্দ্র দুষ্টবুদ্ধি করি॥
নন্দ আদি গোপগণে দেখিয়া কাতর।
হাসিয়া কহেন প্রভু দেব গদাধর॥
যাহারে করিলে পূজা শুন গোপগণ।
সবা নিস্তারিবে সেই গিরি গোবর্দ্ধন॥
মায়ারূপে বৈসে কৃষ্ণ সবার শরীরে।
গোকুল বৈভব সঙ্গে গেল গিরিবরে॥
মায়া করি কহে হরি গিরি গোবর্দ্ধনে।
বারেক প্রমাদে রাখ গোপ গোপিগণে॥
নিজ শক্তি তেজে প্রভু তুলিল শিখর।
গোপ গোপী শিশু বৎস প্রবেশে ভিতর॥
গোকুল জিনিয়া হৈল মনোহর স্থান।
যথায় আপনি জগদীশ অধিষ্ঠান॥
বিশ্বরূপে নারায়ণ তুলিল শিখর।
ছত্রপ্রায় করি বাম অঙ্গুলি উপর॥
আনন্দে রহিল সবে পর্ব্বত ভিতর।
তা দেখিয়া মহাক্রোধ হৈল পুরন্দর॥
গোকুল ছাড়িয়া বৃষ্টি করে গোবর্দ্ধনে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে॥১০৮॥

বৃষ্টি ভয় হইতে গোপগণের পরিত্রাণ।

তবে দেব সুরপতি মহাক্রোধ মনে।
প্রলয়ের বৃষ্টি করে গিরি গোবর্দ্ধনে॥

ঘন বজ্রাঘাত মারে পর্ব্বত উপর।
মুষল ধারায় বৃষ্টি করে জলধর॥
তিলেক বিশ্রাম নাহি মহাবরিষণ।
তরঙ্গ-লহরি-স্রোতে বহে নদীগণ॥
সপ্ত দিবা নিশি ইন্দ্র বরিষণ করি।
বিশেষ করিল ভর পর্ব্বত উপরি॥
দেখিল শিখর ধরিয়াছে নারায়ণ।
আপনা আপনি ইন্দ্র পাইল গঞ্জন॥
মেঘগণ বলে ইন্দ্রে হইয়া বিকল।
বরষিতে নারি আর ক্ষীণ হৈল বল॥
জল যোগাইতে নারে স্থগিত বারণ।
পবনের হীন তেজ শুনহ রাজন॥
এত শুনি ইন্দ্রদেব নিশ্বাস ছাড়িল।
পরাভব পেয়ে ইন্দ্রে করুণা হইল॥
বিস্মিত বদনে ইন্দ্র গেল নিজ পুরী।
গোপগণে বলে প্রভু দেব দৈত্য-অরি॥
শুন শুন গোপগণ আমার বচন।
গোকুলে চলহ সবে নির্ম্মল গগন॥
রহিতে না পারি আমি গিরি মহাভর।
সপ্ত দিবা নিশি ধরি দুঃখাইল কর॥
নির্ম্মল গগন হৈল ঝড় গেল দূর।
পরাভব পেয়ে ইন্দ্র গেল নিজ পুর॥
উদয় হইল দেখ দেব দিবাকর।
শীঘ্রগতি চল সবে গোকুলনগর॥
মহাভার গিরিবর পড়িবে খসিয়া।
মোর বোল না শুনিলে মরিবে পড়িয়া॥
নন্দ আদি গোপ যত কৃষ্ণের বচনে।
বাহির হইল সবে ত্বরান্বিত মনে॥
গোপ গোপী আদি যত ধেনু বৎসগণ।
গোকুলে গমন কৈল আনন্দিত মন॥
নিজ স্থানে থুইল প্রভু গোবর্দ্ধন গিরি।
রাম কৃষ্ণ গেল [illegible] গোকুল নগরী॥

নিজ নিজ গৃহে সবে করিলা গমন।
ভোজন করিয়া গেলা নন্দের সদন॥
পালঙ্কে বসেছে নন্দ ব্রজশিরোমণি।
হেনকালে কহে গোপ কৃষ্ণের কাহিনী॥
গোপগণ বলে নন্দ কর অবধান।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গান॥ ১০৯॥

গোপগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্মের আলোচনা।

রাগ ললিত।

যশোদা গো তোর যাদু বড়ই ঢামাল।
তুমি কেমন করিয়া বল দুগ্ধের ছাওয়াল॥ ধ্রু॥

গোপগণ বলে শুন নন্দ অধিকারী।
কানুর চরিত্র দেখি মনে ভয় করি॥
না জানি কি দেবতা জন্মিল তোর ঘরে।
না দেখি না শুনি হেন যত কর্ম্ম করে॥
পূতনা রাক্ষসী মারে দিনেকের বালা।
চরণে শকট ভাঙ্গে কানে লাগে তালা॥
তৃতীয় মাসের যবে যাদুয়া তোমার।
তৃণাবর্ত্ত মহাবীরে করিল সংহার॥
উদূখলে যশোদা বান্ধিল যেই দিনে।
অঙ্গ হেলা দিয়া ভাঙ্গে যমল অর্জ্জুনে॥
বৎসাসুরে বধিল যে অদ্ভুত কাহিনী।
জলপানে বকাসুরে মারে যাদুমণি॥
অঘাসুরে মারে কৃষ্ণ পেটে প্রবেশিয়া।
ধেনুকা মারিয়া তাল খাইল লুটিয়া॥
কালিয় বিষের তেজে পুড়ে ত্রিভুবন।
সে কালির শিরে নাচে তোমার নন্দন॥
অমৃত করিল কৃষ্ণ কালি দহ জল।
চাঁদুর আজ্ঞায় কালি গেল রসাতল॥

অগ্নিপান করে কানু এ বড় অদ্ভুত।
প্রকারে প্রলম্ব দৈত্যে মারে তোর সুত ॥
যত সব কর্ম্ম করে দেখি লাগে ত্রাস।
অঙ্গুলে শিখর ধরি রঙ্গ অভিলাষ ॥
কানুর চরিত্র দেখি লাগে বড় ভয়।
গোকুল ত্যজিয়া যাবে হেন মনে লয় ॥
এতেক শুনিয়া নন্দ কহে গোপগণে।
পূর্ব্বে যে বলিল মোরে গর্গ তপোধনে ॥
অনেক কঠিন তপ করি পূর্ব্বকালে।
যাদু হেন বালক পাইনু কর্ম্মফলে ॥
চারি যুগে চারি জন্ম দ্বাপরে কানাই।
যে পুত্র হইতে এত আপদ এড়াই ॥
পৃথিবীর দুষ্ট দৈত্য বধিবে প্রকারে।
দনুজ দলন হেতু জন্ম মোর ঘরে ॥
রাম কৃষ্ণ দেখি ভয় না ভাবিহ মনে।
আনন্দে গোকুলপুরে থাক সর্ব্বজনে ॥
হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ সবাকার মুখ।
সর্ব্ব কথা পাসরিল পাইল বড় সুখ ॥
সুখে বৈসে নন্দঘোষ গোকুল নগরে।
অখিল ভুবনপতি যশোদার ক্রোড়ে ॥
শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ গঙ্গাতীরে।
দুঃখীশ্যাম দাস ডাকে পার কর মোরে ॥ ১১০ ॥

ইন্দ্রের অপরাধ মার্জ্জন।

তু বড়ি দয়ার নিধি হরি হে ॥ ধ্রু ॥

শুক বলে পরীক্ষিত শুন সাবধানে।
রামকানু রাখে ধেনু যমুনাপুলিনে ॥
ওথা দেব পুরন্দর পরাভব পেয়ে।
আপনি আপন মনে সচিন্তিত হয়ে ॥
বিষ্ণুহিংসা করি মনে পরম কাতর।
না জানি কি করে প্রভু দেব গদাধর ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মা যাঁর অন্ত নাহি পায়।
শ্রীকৃষ্ণের বৈরী হৈয়া জীতে না যুঝায় ॥
আপনারে তিরস্কার করে অনুক্ষণ।
অন্ন জল তেয়াগিয়া চিন্তে মনে মন ॥
কি করিব কোথা যাব নিস্তার না দেখি।
কোন রূপে গোবিন্দ আমারে হবে সুখী ॥
বারাম না দেয় ইন্দ্র থাকে উপবাসে।
হেন কালে সুরভি আইল তাঁর পাশে ॥
আদ্যাশক্তি রূপ তিঁহ স্বর্গের কপিলা।
যাঁর এক ধারেতে মথন উপজিলা ॥
ইন্দ্রেরে কহেন মাতা শুন সুরেশ্বর।
বিষ্ণু হিংসা করি মনে হৈয়াছ কাতর ॥
মোর সঙ্গে আইস তুমি না করিহ ভয়।
দোষ মাগি লব কৃষ্ণ পরম সদয় ॥
আগে আমি থাকিব পশ্চাতে তোমা করি।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া তোরে ভেটাইব হরি ॥
এত বলি কপিলা ইন্দ্রেরে সঙ্গে লৈয়া।
যমুনা পুলিন বনে উত্তরিলা গিয়া ॥
কপিলা-শক্রের গতি জানি গোবিন্দাই।
শিশু সঙ্গ ছাড়ি গেলা দোঁহাকার ঠাঁই ॥
কপিলা কৃষ্ণেরে দেখি করেন স্তবন।
অপরাধ ক্ষম প্রভু কমললোচন ॥
মহৎ পুরুষ তুমি অদোষদরশী।
ইন্দ্রেরে সদয় হও প্রভু ব্রহ্মরাশি ॥
তোমার মহিমা কিবা জানে পুরন্দর।
দেবের দুর্লভ তুমি বেদে অগোচর ॥
হরষ সরস মতি দেখিয়া গোপালে।
ইন্দ্রেরে ফেলিল লৈয়া প্রভু পদতলে ॥
অনেক প্রণতি স্তুতি করে দেবরায়।
প্রভুপদ ধরিয়া অবনী গড়ি যায় ॥
নয়নসলিলে ভিজে অঙ্গের বসন।
অপরাধ ক্ষম বলি করেন রোদন ॥

জানিয়া ইন্দ্রের মন কমললোচন।
হাতে ধরি তুলি তারে দিল আলিঙ্গন॥
দুঃখ না ভাবিহ মনে শুন পুরন্দর।
অধিকার লয়ে চল অমরনগর॥
পরম আনন্দ ইন্দ্র প্রভুর আশ্বাসে।
দেবগণ সঙ্গে রঙ্গে কুসুম বরিষে॥
তবেত কপিলা কৃষ্ণে অভিষেক করি।
এই নাম দিল সে গোবিন্দ গিরিধারী॥
ক্ষীর নীর কুসুম করিয়া বরিষণ।
প্রণাম করিয়া গেল নিজ নিকেতন॥
শিশু সঙ্গে বিপিনে বিহরে বনমালী।
দিবা শেষে গৃহে চলে করিয়া ঢামালি॥
ধেনু নাম ধরি কৃষ্ণ দিল বেণু স্বান।
আসিয়া সকল ধেনু হৈল আগুয়ান॥
সুরভি সকল দিল আগে চালাইয়া।
রাম কৃষ্ণ যান দোঁহে রঙ্গেতে চলিয়া॥
নাচিতে গাইতে সবে গেল গোপপুরে।
নর নারী আনন্দে মঙ্গলধ্বনি করে॥
নিজ নিজ গৃহে সব করিলা গমন।
মন্দিরে চলিল প্রভু রাম নারায়ণ॥
দোঁহার দেহের ধূলি ঝাড়িল রোহিণী।
সর ক্ষীর নবনী ভুঞ্জায় নন্দরাণী॥
আচমন করি ভোগ তাম্বুল কর্পূরে।
দু ভাই শুইল দিব্য পালঙ্ক উপরে॥
একাদশী ব্রত নন্দ করে মাঘ মাসে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভাষে॥১১১॥

বরুণালয় হইতে নন্দের উদ্ধার

রাগ পাহাড়ি।

ভুবন মঙ্গল যশ   ভকত অমৃত বশ
শুন রাজা পরীক্ষিত বাণী।
নিবেশিয়া তন মন   শুনে ভণে যেই জন
হেলে তরে ঘোর তরঙ্গিণী॥
নানা রঙ্গ রসে হরি   নন্দ গৃহে অবতরি
কেবল করুণাময় তনু।
নন্দ আনন্দিত মনে   যশোদা রোহিণী সনে
পালন করেন রামকানু॥
কৃষ্ণের মায়ায় ধন্দ   ব্রত আরম্ভিল নন্দ
মকরেতে মহা একাদশী।
স্নান শুচিমন্ত হৈয়া   ধন ধেনু দান দিয়া
কৃষ্ণ ধ্যানে উজাগর নিশি॥
দশ বিশ গোপ সঙ্গে   কেহ নাচে গায় রঙ্গে
করতালি দেয় কোন জনা।
নিশি জাগি কুতূহলে   সবে মেলি উষাকালে
স্নান হেতু চলিল যমুনা॥
ওথা সে জলধিপতি   মনে ভাবে দিবা রাতি
কোন রূপে দেখিব গোবিন্দে।
এই যমুনার জলে   স্নান করিবার ছলে
ধরি লয়ে যাইব সে নন্দে॥
পিতার উদ্ধার কাযে   অখিল ভুবন রাজে
মোর পুরে করিবে গমন।
ও পদ পঙ্কজ দেখি   নির্ম্মল হইবে আঁখি
ধন্য জন্ম হইবে তখন॥
এই ছলে আছে জলে   নন্দ ঘোষ হেনকালে
নীরে নাবে স্নান করিবারে।
ধরিয়া নন্দের হাতে   চলি গেল জলপথে
উপনীত বরুণ মন্দিরে॥
তবে নন্দ ঘোষে লৈয়া   সিংহাসনে বসাইয়া
দিল নানা রত্ন অলঙ্কার।
গোবিন্দ আসিবে করি   বসিয়াছে পথ হেরি
নন্দ মনে চিন্তিত অপার॥
ওথা সে যমুনা কূলে   গোয়ালা সকল মেলে
নন্দঘোষ না দেখিয়ে জলে।

অনেক অয়াস করি কুম্ভীরে খাইল ধরি
যশোদারে জানায় গোকুলে ॥
বার্ত্তা পেয়ে গোপমুখে করাঘাত মারে বুকে
আয়ুদড় কেশে নন্দরাণী।
হরি হরি শব্দ করি রাম কৃষ্ণ করে ধরি
নন্দ বিনে পশিব আগুনি ॥
সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে কুন্তলে চিরুণী দোলে
সতী ভাবে ধরে চূতডাল।
জয় জয় দেয় সখী যশোমতী চন্দ্রমুখী
বলে কর আগুনি সাঙ্গাল ॥
দেখিয়া মায়ের মুখ গোবিন্দে লাগিল দুঃখ
ধ্যানে সব জানিল কারণ।
বরুণ বিচার জানি প্রবোধিয়া নন্দরাণী
নীর মধ্যে করিল গমন ॥
উপনীত গদাধর বরুণের বরাবর
অন্তর্যামী দয়ার ঈশ্বর।
প্রভুর দর্শন পাইয়া বরুণ কৃতার্থ হৈয়া
বসাইল পালঙ্ক উপর ॥
নানাবিধ রত্ন মণি কৃষ্ণ অঙ্গে দিল আনি
রসন ভূষণ গন্ধময়।
কস্তূরী চন্দন চুয়া ধূপ দীপ আরাধিয়া
নত শিরে প্রণাম করয় ॥
লুটাইয়া ক্ষিতিতলে অনেক প্রণতি বলে
করুণ বচনে বলে বাণী।
তোমা দেখিবারে হরি নন্দেরে করিনু চুরি
এই দোষ ক্ষম চক্রপাণি ॥
অবগতি দয়াময় আমি মূঢ় দুরাশয়
তুমি প্রভু পতিত পাবন।
অধিকার দিলে জলে মৎস্য কূর্ম্ম লৈয়া মেলে
কভু তুয়া না পাই দর্শন ॥
এত [illegible] দিল লৈয়া নন্দ ঘোষে
[illegible]

বরুণের মন জানি দয়ানিধি চক্রপাণি
দিল তারে আলিঙ্গন দান ॥
বরুণ কৃতার্থ হৈল পাদপদ্ম রেণু লইল
বিদায় করিল নরহরি।
ধরিয়া নন্দের করে উঠিল যমুনাকূলে
যথা আছে যশোদা সুন্দরী ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে নন্দ দেখি যশোমতি চন্দ্রমুখী
ধন্য কানু বলিয়া বচন।
চুম্ব দিয়া চাঁদ মুখে পরম আনন্দ সুখে
গোপপুরে করিলা গমন ॥
সভা মধ্যে কহে নন্দ বহুত আমোদ গন্ধ
বিবিধ বিচিত্র রত্ন মণি।
কানুরে করিয়া পূজা মোরে দিল জল-রাজা
পুত্র হৈতে বাঁচিল পরাণী ॥
এত শুনি নন্দ স্থানে সবে ধন্য বলে কানে
সুরপতি কুসুম বরিষে।
উল্লাসিত নন্দনারী ত্বরিত রন্ধন করি
পারণা করান নন্দ ঘোষে ॥
আনন্দে আহীররাজ বৈসে বৃন্দাবন মাঝ
রাম কৃষ্ণে করেন পালন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্ল্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১১২ ॥

রাধা কৃষ্ণ মিলন প্রসঙ্গ—
বড়াই সমাগম।

রাগ পাহাড়ি।

দেখ না কদম্ব তলে শ্যামরূপ হইয়া।
কত চাঁদ জিনি তনু বরণ কালিয়া ॥
চাঁচর চিকুরে চূড়া চম্পকের বেড়া।
কস্তূরী তিলক কুলবতী কুল ছাড়া ॥
কোন বিধি কত কালে নিরমিল তনু।
আঁখি তাঁরে [illegible] কত কুলধনু

শ্রবণে মকর কড়ি গলে মণিহার।
অধরে অলপ হাসি অমিয়া পসার॥
কটিতে পিয়ল ধটি পাটনীর ডোর।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম অঙ্গ নবীন কিশোর॥
চরণে বঙ্কিম রাজ নাচনিতে বাজে।
লাগি রহু দুঃখীশ্যাম চরণের মাঝে॥ ধ্রু॥
শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা।
ভুবন মঙ্গল নাম ভব জল ভেলা॥
এক দিন নটবর বৈসে বনমালী।
নব রঙ্গে ত্রিভঙ্গ কদম্বে অঙ্গ হেলি॥
বামে বিনোদিয়া চূড়া টাননি কপালে।
বরহা-চন্দ্রিকা শোভা নানা রঙ্গ ফুলে॥
মধু রসে উড়ি পড়ে মত্ত অলিকুল।
কস্তূরী তিলক চারু অলকা অমূল॥
ভুরু ফুল ধনু জিনি রঙ্গিম বয়ান।
অঞ্জন রঞ্জন আঁখি ঠারে পঞ্চ বাণ॥
নাসাপুটে গজমতি করে ঢল ঢল।
কত কলানিধি নিন্দে শ্রীমুখমণ্ডল॥
অধর সুরঙ্গ রঙ্গ জিনিয়া বান্ধুলি।
অল্প অল্প হাসি যেন পড়িছে বিজুলি॥
কুণ্ডল কেয়ূর হার গলে দোলে মণি।
অতসী কুসুম জিনি শ্যাম তনুখানি॥
সুবর্ণ পইতা গলে রত্ন মণি হার।
ঝলমল করে অঙ্গে নানা অলঙ্কার॥
অঙ্গদ বলয় ভুজে মোহন মুরলী।
পীতাম্বর রুচির গভীর নাভিস্থলী॥
চরণে বঙ্কিমরাজ বাজন নূপুর।
মোহনীয়া বেশে কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর॥
হেনকালে রাধা সঙ্গে সখীগণ লৈয়া।
যমুনা জলেরে যায় কৃষ্ণ মনে যেয়াইয়া॥
বৃষভানু নৃপসুতা রাধা ঠাকুরাণী।
রূপে গুণে অনুপমা ধনী শিরোমণি॥

রাইমুখ মনোহর দিতে নাই সীমা।
বেদ ভেদে বিধি যার না পায় মহিমা॥
কাঁচা সোণা জিনি তনু পরে নীলবাস।
কমলবদন চারু মন্দ মন্দ হাস॥
বিমলবদনী ধনী খঞ্জন নয়নী।
মরাল মন্থর গতি মাঝা সিংহ জিনি॥
রাধা কানু আঁখি আঁখি হৈল দরশন।
মুখে মৃদু হাসি রাধা ঝাঁপিল বসন॥
যমুনার জল লৈয়া গৃহে গেলা রাই।
রাধা রূপ দেখি কামে কাতর কানাই॥
রাধা বিনু অন্য কিছু না ভায় নাগরে।
নিরবধি রাধা রাধা জপয়ে অন্তরে॥
রাধিকারে দেখে কানু নয়নে নয়নে।
রাই রূপ মনে পড়ে শয়নে স্বপনে॥
নানা ছলে যান কৃষ্ণ রাধিকার ঘর।
গুরুভয়ে বিনোদিনী না হয় গোচর॥
রাধিকার অন্বেষণে বুলে শ্যামরায়।
পথ আগুলিয়া থাকে যদি রাধা যায়॥
নানা অনুসারে রাধা দেখিতে না পাই।
আচম্বিতে পথে কানু দেখিল বড়াই॥
বড়াইর বেশ যত কি বলিতে পারি।
পাকা চুলে রঙ্গফুলে বেন্ধেছে কবরী॥
সাঁথায় সিন্দূর ভালে চন্দনের ফোঁটা।
শ্রবণে কুণ্ডল যেন দিনমণি ছটা॥
এ বৃদ্ধ বয়সে বুড়ী না ছাড়ে কজ্জল।
রসনা চলনে নড়ে দশন সকল॥
স্বর্ণসূত্র নাসাপুটে গজমতি দুলে।
স্তন দুই গোটা তার দোলে নাভিমূলে॥
অষ্ট অঙ্গে পরে বুড়ী অষ্ট অলঙ্কার।
গৌর বরণ রূপে অস্থি চর্ম্ম সার॥
এক পদ চলে বুড়ী চারি পদ বৈসে।
হাঁটু ধরি উঠে বুড়ী ঘন ঘন কাশে॥

অষ্ট অঙ্গে বাঁকা বুড়ী পরে পীতাম্বর।
নড়ি ধরি দাণ্ডাইল কানুর গোচর॥
বড়াই দেখিয়া কানু জিজ্ঞাসে যতনে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে॥১১৩॥

বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের অনুরোধ।

রাগ পাহাড়ি।

কহে মুনি ভাগবত শুদ্ধ চিত্তে পরীক্ষিত
শুন রাজা গোবিন্দের লীলা।
স্বয়ম্ভু শঙ্কর মুনি সমাধিয়া নাহি জানি
সে প্রভু রাধার ভাবে ভোলা॥
অখিল ভুবন নাথে বড়াই দেখিয়া পথে
জিজ্ঞাসে যতন করি বাণী।
অনেক আরতি মোর দর্শন পাইনু তোর
এ দুঃখ খণ্ডিব হেন জানি॥
বড়াই!
কহিগো তোমার ঠাঁই কি ক্ষণে দেখিনু রাই
অখিল ভুবন অনুপমা।
কুরঙ্গ নয়নী ধনী ইঙ্গিতে পঞ্চম হানে
মরমে মারিয়া গেল আমা॥
মোরে দিয়া প্রেম ফাঁদ চাহিতে বদনচাঁদ
নেতাঞ্চলে ঝাঁপিলা সুন্দরী।
জল লৈয়া গৃহে গেল অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইল
ক্ষণে মনে পাসরিতে নারি॥
রাধিকার অনুরাগে অন্তরে অনল জাগে
দগধে দারুণ কাম শরে।
তাহার বিরহে প্রাণ রাখিতে নারিয়ে কান
বলহ বড়াই বুদ্ধি মোরে॥
আপনি করহ দয়া রাধা দেহ মিলাইয়া
বিনয় করিয়া বলি তোরে।
তোমা বিনু কেহ আর না করিবে প্রতিকার
রাধা দিয়া জীয়াও কানুরে॥
কানুর বচনে বুড়ী করে উভ করি নড়ি
কহে ক্রোধ করিয়া চাতুরী।
বড়ায়ের অভিলাষ কহে দুঃখীশ্যাম দাস
গোবিন্দ উদ্ধার ভববারি॥ ১১৪॥

বড়াইর প্রত্যুত্তর ও কৃষ্ণের ব্যাকুলতা।

রাগিণী টোড়ী।

আপনারে কত বড় বাস হে কানাই।
অসম্ভব কহ যে শ্রবণে শুনি নাই॥ ধ্রু॥

কানুর বচনে বুড়ী সভয় অন্তরে।
চাতুরী করিয়া বলে কানু বরাবরে॥
শুন কানু কেন হেন কর নাগরালি।
হেন বোল রাধা আগে কার বাপে বলি॥
পুরুষ-বিদ্বেষী সে যে রাধা ঠাকুরাণি।
পরনারী দেখিয়া এতেক লোভ কেনি॥
আপনাকে কত বড় বাস হে কানাই।
এতকাল গেল তোর গোধন চরাই॥
বনে থাক রাখাল সংহতি তুমি বুল।
অন্য কেহ নহে রাধা দেখিয়া সে ভুল॥
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে চাও।
দরিদ্র হইয়া ধন চাহিলে কি পাও॥
রাধার যৌবন দেখি পুড়িয়া সে মর।
মিছা কাযে কানু হে বিনিতি মোরে কর॥
এ বোল শুনিয়া বিদগ্ধ শ্যামরায়।
প্রাণদান দেহ বড়াই ধরি তোর পায়॥
শুন গো বড়াই মোরে না করিহ মায়া।
মরিনু মদন ঘোরে রাধা দিয়া জীয়া॥

রাধিকা বিহনে মোর প্রাণ নাহি রয়॥
কহিও রাধারে মোর অনেক বিনয়॥
রাধা বিনু নয়নে না দেখি অন্য জনে।
রাধা নাম বিনে কিছু না শুনি শ্রবণে॥
রাধিকা বিহনে প্রাণ রাখিতে নারিব।
রাধা না পাইলে গো বৈরাগী হয়ে যাব॥
একবার রাখ প্রাণ শুন গো বড়াই।
পায় ধরে বলি বল আনি দিব রাই॥
এত শুনি বলে বড়াই প্রবোধ বচন।
দুঃখীশ্যাম দাস পহুঁ গবিন্দ চরণ॥ ১১৫ ॥

বড়াইর প্রবোধ বচন।

রাগ পাহাড়ি।

কানাই হে।
কেন হেন করহ বিনয়॥ ধ্রু॥

কানুর বচন শুনি বড়াই কহেন বাণী
কেন এত করহ বিনয়।
তোমার কাতর বাণী শুনিয়া বিদরে প্রাণী
যতন করিতে যে বা হয়॥
রাধিকার কথা যত তাহা বা কহিব কত
বড়ই সঙ্কটে করে ঘর।
শাশুড়ী দুর্জ্জন তার আয়ান খুরের ধার
তিলেক না পায় অবসর॥
বাড়ীর বাহির হৈতে সাধ লাগে তার চিত্তে
চন্দ্র সূর্য্য দেখিতে না পায়।
ননদিনী সঙ্গে ফিরে আঁখি আড় নাহি করে
ডরে পরে পালটি না চায়॥
সে ধনী কুলের বালা তার সঙ্গে রস খেলা
হেন সাধ করিয়াছ মনে।
আমার বচন ধরি ধৈরজ ধরহ হরি
দেখি [illegible]॥
তবল নহিয় তুমি উপায় সৃজিব আমি
শুন কানু কহি তোর ঠাঞি।
করিব এমন রীতি সে রাধা তোমার প্রতি
না দেখিলে যেন জীয়ে নাই॥
মনঃস্থির করি হরি থাক দিন দুই চারি
মোর বোল না করিহ আন।
রাধা আনি দিব যবে বড়াই বলিছ তবে
শুন কানু কমলনয়ন॥
মনে না করিহ দুঃখ পাইবে পরম সুখ
পরবোধ হও মোর বোলে।
শুন হে নন্দের বালা আমি না করিব হেলা
যদি থাকে তোমার কপালে॥
বোলে প্রবোধিয়া হরি চলে বুড়ী নড়ি ধরি
উপনীত রাধিকার স্থানে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস গানে॥ ১১৬॥

রাধিকার সহিত বড়াইর কথা।

বড়াই চলিয়া গেল রাধিকার পাশে।
একেলা বসিয়া রাধা আছে গৃহবাসে॥
বিহানে আয়ান ঘোষ গিয়াছে বাথানে।
রাধিকার ননদিনী সে গেছে যোগানে॥
গিয়াছে শাশুড়ী বুড়ী ছোট ঝিয়ের ঘর।
বড়াই বলিছে ভাল পাইল অবসর॥
বড়াই দেখিয়া রাধা করিল আদর।
হাসিয়া কহেন বড়াই রাধিকা গোচর॥
শুন রাধা বিনোদিনী স্বরূপ বচনে।
কি ক্ষণে দিয়াছ দেখা নন্দের নন্দনে॥
সখীসঙ্গে গিয়াছিলে যমুনার জলে।
তোমাকে [illegible]

চাহিলে কান্থুর মুখ মুচকি হাসিয়া।
সে কান্থু চাহিতে আইলে বসন ঝাঁপিয়া॥
সেই হৈতে কানাই তোমার অনুরাগে।
নাহি খায় অন্ন পানী বুলে বন ভাগে॥
তোমার লাগিয়া কান্থু হয়েছে বৈরাগী।
শরীর পুড়য়ে তার মনমথ আগি॥
আমারে দেখিয়া পথে নন্দের নন্দন।
অনেক বিনয় কৈল তোমার কারণ॥
তোমাকে বিনতি কান্থু করিয়াছে যত।
এক মুখে সেই কথা কহিব সে কত॥
জীয়ে বা না জীয়ে কান্থু তোমা না পাইলে।
শুন রাধে অনুমতি দেহ মোর বোলে॥
এ সব বচন শুনি বিনোদিনী রাই।
হরিষ বিষাদে কহে গঞ্জিয়া বড়াই॥
মর গো বড়াই বুড়ী দুটি আঁখি খাও।
রাখালে ভজিতে মোরে যুকতি শিখাও॥
অন্য কেহ হেন বোল বলিত আমাতে।
ইহার উচিত শাস্তি দিতাম হাতে হাতে॥
তুমিত বড়াই আই তে কারণে সহি।
গৌরব রাখিনু আজি তুয়া মুখ চাহি॥
আর যদি হেন বোল কহ মোর স্থানে।
সহিতে নারিব আমি কহিব আয়ানে॥
কোন রূপ গুণ কান্থু কেমন লক্ষণ।
ধেনু রাখে বনে থাকে রাখালে মিলন॥
সিংহের ঘরণী দেখি লোভিত শৃগালে।
পতঙ্গ পড়িতে চাহে জ্বলন্ত অনলে॥
এত শুনি রাধিকারে বলেন বড়াই।
দুঃখীশ্যাম বলে ধন্য বিনোদিনী রাই॥ ১১৭॥

রাধার প্রতি বড়াই দূতীর প্ররোচনা।

রাগ বরাড়ি।

শুন গো রাই ভজহ কানাই
জনম বিফলে যায়।
এরূপ যৌবন কর নিবেদন
সুন্দর শ্যামের পায়॥ ধ্রু॥

এত শুনি বড়াই কহেন রাধিকারে।
শুন রাধে কেন হেন বল অহঙ্কারে॥
সে কান্থু মহিমা রাধে কি কহিব তোরে।
আগম নিগম বেদে না জানে তাহারে॥
মহা মুনিগণ যাঁর অন্ত নাহি পায়।
সদাশিব যাঁর গুণ পঞ্চ মুখে গায়॥
যেই পদবিলাসিনী গঙ্গা ভাগীরথী।
যেই পদাম্বুজ সেবে লক্ষ্মী সরস্বতী॥
অখিল ভুবনপতি নাম নারায়ণ।
ইন্দ্র চন্দ্র করে যাঁর চরণ সেবন॥
যার রূপ লাবণ্যে মোহিত ত্রিভুবন।
কোটি কোটি কাম জিনি অঙ্গের বরণ॥
অঘোর সংসার সিন্ধু তারিবার তরে।
নন্দগৃহ অবতার দৈত্য বধিবারে॥
হেন প্রভু নিন্দিস্ যৌবন অহঙ্কারে।
ঝুরিয়া মরিবে পাছে না ভজি কান্থুরে॥
সে কৃষ্ণ তোমারে দেখি করিয়াছে মন।
আপনা বঞ্চিত রাধে কর কি কারণ॥
মোর বোলে ভজ রাধে শ্যাম গুণনিধি।
কি ভাব শ্রীরাধে গো সকল তোরে বিধি॥
যত সব অভিমান দূরে পরিহরি।
ভজহ কৃষ্ণের পায় হইয়া ভ্রমরী॥
পাইবে পরম সুখ শ্যাম দরশনে।
কান্থু হেন [illegible] না পাবে ত্রিভুবনে॥

এ রূপ যৌবন ধনে হইয়াছ ধনী।
না রহিবে চিরকাল শাপ দিলে তিনি ॥
রাখিলে রাখিবা নহে না যাইবে সাতে।
এ বোল বুঝিয়া প্রেম দেহ শ্যাম হাতে ॥
বড়াইর বোল রাধে মনে অনুমানি।
হাসিয়া বলেন বৃষভানুর নন্দিনী ॥
তুমি যে বলিলে বড়াই সে কানু ভজিতে।
পরবশ আমি প্রেম করিব কি মতে ॥
গৃহে গুরুজন মোর বড় পরমাদ।
বাড়ীর বাহির হব হেন নাহি সাধ ॥
এ পাট পড়সি মোরে বড়ই বিষম।
শাশুড়ী দুরন্ত মোর জীয়ন্ত যে যম ॥
পাপ ননদিনী ভয়ে না ছাড়ি নিশ্বাস।
শার্দ্দূল সমাজে যেন কুরঙ্গিণী বাস ॥
এ সব সঙ্কটে কোথা শ্যামপ্রেম পাব।
পরবশ কৈল বিধি কি আর কহিব ॥
বড়াই বলেন শুন রাধা বিনোদিনি।
উপায় সৃজিব আমি নানা রঙ্গ জানি ॥
দৃঢ় করি এক বোল বলহ আমারে।
আনন্দ স্বরূপে তোমা ভেটাব কানুরে ॥
রাধা বলে পার যদি করিতে উপায়।
তবে সে ভজিব বিদগধ শ্যামরায় ॥
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হৈল বলেন বড়াই।
কোন রূপে ভেট হবে রাধিকা কানাই ॥
গোপী সঙ্গে রাধারে যোগানে লৈয়া যাব।
তরুমূলে শ্যাম সঙ্গে মিলন করাব ॥
এত চিন্তি বড়াই চলিল নন্দ স্থানে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গানে ॥ ১১৮ ॥

দান খণ্ড——বড়াইর মন্ত্রণা।

রাগ ভাটিয়ারি।

আজু পরমাদ বাজে বাণী ॥ ধ্রু ॥

পরীক্ষিত পুছেন মুনির পায় ধরি।
কহ কোন রূপে দান সাধিল মুরারি ॥
শুনিয়া সন্তোষ মুনি রাজার বিনয়।
কোকিল জিনিয়া কণ্ঠ কথা মধু কয় ॥
শুনহ নৃপতি চিত্তে করি অবধান।
যেরূপে সাধিল কৃষ্ণ গোপিকার দান ॥
কৃষ্ণের কার্য্যেতে বুড়ী বাড়াই আনন্দ।
রাধা কানু মিলন করিতে অনুবন্ধ ॥
মনে বিচারিলা যুক্তি মায়াবী বড়াই।
নন্দ আদি গোপগণে একত্রে বসাই ॥
শুন গোপগণ মোর বোল মিথ্যা নয়।
সভায় যে যুক্তি কৈল কংস দুরাশয় ॥
কৃষ্ণ পুত্র হৈতে নন্দ পাসরিলা মোরে।
গোরস না আইসে বিকি মথুরা নগরে ॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা না পাই দেখিতে।
এ দুঃখ কেমনে সহে কংসের অঙ্গেতে ॥
বিহানে কটক সাজ গোকুল বেড়িব।
গোপগণে মারি সব গোধন আনিব ॥
বিকে যদি আইসে গোপী গোরস লইয়া
আনন্দে থাকুক তবে না যাব সাজিয়া ॥
মথুরাতে গিয়াছিনু নাতিনীর ঘর।
অক্রূর কহিলা মোরে এ সব উত্তর ॥
কহিও নন্দেরে গোপী গোরস লইয়া।
মধুপুরে বিকি কিনি করুক আসিয়া ॥
নহিলে সাজিবে কংস ইথে নাহি আন।
সত্য কথা কহি তোমা সবা বিদ্যমান ॥
বড়াই বচনে যত গোয়ালা সকল।
কংসের প্রতাপ শুনি তরাসে বিকল ॥
কহ কি করিব যুক্তি নন্দঘোষ কয়।
নগরে নাগরী যাবে এ বড় বিস্ময় ॥
না গেলে গোরস বিকে কোপে কংস রায়
যোগানে যাউক গোপী এই যুক্তি তায় ॥

কেহ বলে নগরে যাইবে নারীগণ।
ভাল মন্দ লোক যত করিবে দর্শন॥
বড়াই বলে গোপী যাবে কংসের যোগানে।
চাহিবারে পারে কার বাপের পরাণে॥
নন্দঘোষ বলে শুন গোয়ালা সকল।
বড়াই যদি যায় সঙ্গে তবে সে মঙ্গল॥
সবে মেলি বড়াইরে করহ যতন।
যাইতে আসিতে সঙ্গে লয়ে গোপিগণ॥
তবে সবে বলেন বড়াই শুন বাণী।
তুমি আজ্ঞা দিলে বিকে পাঠাই গোপিনী॥
বড়াই বলেন ঠাট গোয়ালার মেয়ে।
বিকি কিনি করিবে মথুরাপুরে গিয়ে॥
গোপকুলে জনম গোরস বিকি কিনি।
আমি বৃদ্ধ বয়স বাতুয়া কলেবরে।
পথে যাইতে গোড়াইতে নারিব গোপীরে॥
কংসের প্রতাপে যাবে নিঃশঙ্কে গোপিনী॥
এড়িয়া যাইবে মোরে ফেলাইয়া পথে।
যাইতে নারিব আমি গোপিকার সাথে॥
গোপগণ বলে বড়াই ধরি তোর পায়।
তুমি সে রক্ষক হৈলে বিকে গোপী যায়॥
বড়াই বলে সবে মোরে কৈলে আথান্তর।
হাতে পায়ে ধর কত ঠেলিব উত্তর॥
সবে মেলি পসরা উদ্যোগ কর গিয়া।
প্রভাতে যাইব বিকে গোপিগণ লৈয়া॥
তবে যত গোপগণ নিজ গৃহে গেল।
মথুরা যাইবে বিকে গোপীরে কহিল॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট গোপী যোগানের নামে।
আসিতে যাইতে পথে দেখিব সে শ্যামে॥
আয়ান কহেন তবে রাধিকার স্থানে।
মথুরা যাইবে বিকে গোপীগণের সনে॥
কহেন আয়ান ঘোষ ডাকিয়া বড়াই।
তোমারে [illegible] বিনোদিনী রাই॥
আসিতে যাইতে পথে থাকিবে সংহতি।
তুমি কি না জান রাধা কুলের যুবতী॥
বড়াই বলে রাধা মোর পরাণ পুত্তলি।
সঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চন্দ্রাবলী॥
হেন রূপে বড়াই কৃষ্ণের কার্য্যে মন।
গোবিন্দমঙ্গল গান শ্রীমুখ নন্দন॥ ১১৯॥

গোপীগণের মথুরায় গমনোদ্যোগ।

রাগ বসন্ত বারাড়ি।

বিহানে সকল বনিতামণ্ডল
গোরস মথন করে।
ছান্দনি মথনি মথয়ে গোপিনী
ঘন ঘন জয় পুরে॥ ধ্রু॥

গোপীগণ রসবতী, গোবিন্দ যাহার পতি
দেখিতে মুরতি মনোহরে।
লাবণ্য ললিত রসে বসন্ত কোকিল ভাষে
নৃত্য গীত পঞ্চম সুস্বরে॥
নবনী নিকর করি ঘোল রাখে ভাণ্ড ভরি
তবে গোপী সাজায় পসরা।
ঘৃত ঘোল দুগ্ধ দধি সর ছানা নানাবিধি
ক্ষীর রাখে ভরি সরা সরা॥
পসরা সাজন করি বেশ করে ব্রজনারী
কুন্তলে কবরী বান্ধে বামে।
স্বর্ণ সীঁতি পরে শিরে সীঁতিতে সিন্দূর পরে
লোটন টানিয়া ফুলদামে॥
কৃষ্ণকথা সুধাময় শ্রবণে আনন্দ হয়
একান্ত ভজিলে জন্ম নাই॥
গোবিন্দ মঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম দাস ভাসে
পার কর কাণ্ডারী কানাই॥ ১২০॥

পসরা লইয়া গোপীগণের মথুরা যাত্রা ।

রাগ মল্লার ।

বিনোদিনি ওগো রাই ।
লোটন দোলায়ে যাও পিঠে ॥ ধ্রু ॥

পসরা সাজন করি যত ব্রজনারী ।
মুকুর ধরিয়া করে লাস বেশ করি ॥
কবরী উপরে পরে কুসুমের গাভা ।
বামে টানি বান্ধে গোপী অপরূপ শোভা ॥
সিন্দূর তিলক পরে চন্দনের ফোঁটা ।
রবি শশী গিলে রাহু অপরূপ ছটা ॥
ভ্রূ ভঙ্গ দেখিয়া যে মোহিত ফুলধনু ।
শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল জিনি ভানু ॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি ভূষিত কজ্জল ।
স্বর্ণসূত্র নাসাগ্রে মুকুতা ঢল ঢল ॥
বদনমণ্ডল নিন্দে অখণ্ডন শশী ।
বিম্বফলাধর তাহে মন্দ মৃদু হাসি ॥
কুন্দের কলিকা কিবা দাড়িম্বের বীচি ।
জিনিয়া সে অপরূপ দন্ত পংক্তি রুচি ॥
কম্বুকণ্ঠে শোভে মণি পুতি পলা তায় ।
হৃদয়ে কাঁচলি দিল জীমূতের প্রায় ॥
শতেশ্বরী হার মধ্যে বুকে দোলে মণি ।
নীলগিরি শৃঙ্গে যেন বহে মন্দাকিনী ॥
হরশির হৈতে কুণ্ডল ফণী অনুমান ।
নাভিপদ্ম নাম্বিয়া কররে মধু পান ॥
করিকর জিনি বাহু শংখের শোভন ।
বাজুবন্ধ অঙ্গে শোভে সুবর্ণ কঙ্কণ ॥
অঙ্গুলে পরয় গোপী মাণিক্য অঙ্গুরী ।
নিতম্ব উপরে পরে কিঙ্কিণীর সারি ॥
রাম রম্ভা জিনি ঊরু বদন সুন্দর ।
শ্বেত পীত রক্ত [illegible] কেহ নীলাম্বরী ।
চরণ অঙ্গুলে পরে সুবর্ণ পাশুলি ।
রাতুল কমল জিনি কর পদতলি ॥
হেনরূপে একত্র হইল ব্রজবালা ।
উডু মধ্যে রাধা যেন শশী ষোলকলা ॥
হেনকালে বড়াই সঘনে ডাক ডাকে ।
আইস গোপীসব যাব মথুরার দিকে ॥
বড়াই সংহতি করি যত ব্রজনারী ।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় চলে সারি সারি ॥
আগে পিছে গোপী মধ্যে বিনোদিনী রহি ।
আগুয়ান হৈয়া পথে চলিল বড়াই ।
উত্তরিল গিয়া গোপী যমুনার কূলে ।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দান যাচ্ঞা ।

রাগ করুণা ।

রাধা সঙ্গে গুণনিধি দানের চাতুরী ।
রঙ্গরসে রসবতী রসিক মুরারি ॥ ধ্রু ॥

কদম্বের তলে গোপী উত্তরিল গিয়া ।
গোপিকার গমন জানিলা বিনোদিয়া ॥
ধেনু নিয়োজিয়া কৃষ্ণ সঙ্গের ছাওয়ালে ।
আগুয়ান হৈয়া গেল কদম্বের তলে ॥
গোপিকাগণের দান সাধিবার আসে ।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হৈয়া নটবর বেশে ॥
কাছনি পিরল ধড়া গলে গুঞ্জমালা ।
মোহন মুরলী করে শোভে তাড় বালা ॥
চিকণ চাঁচর কেশে চূড়া পরিপাটি ।
পাতি পাতি শোভে মণি মুকুতার কাঠি ॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা ।
জলদ উপরে কিবা [illegible] দিল দেখা ॥
চূড়া বেড়ি [illegible] মালার সুবাসে ।
ঝাঁকে ঝাঁকে ধায় [illegible] ॥

কপালে কস্তুরী চাঁদ অলকা ঢুলনি।
একে সে বঙ্কিম আঁখি সঘনে চাহনি॥
হাস্য লাস্য কটাক্ষ করিয়া শ্যামরায়।
রাজ্য লাঠি করে ধরি গোপীরে রহায়॥
আইস গো সুন্দরি রাধে শুন মোর বাণী।
কি পসরা মাথে তোর কোথারে সাজনি॥
শুন কানু নন্দের নন্দন বিনোদিয়া।
মথুরা যাইব বিকে গোরস লইয়া॥
শুন রাধে পথে মোর মহাদান লাগে।
পসরা উলাও রাধে বৈস মোর আগে॥
শুনিয়া সুন্দরী রাধা কহে শ্যাম আগে।
গোবিন্দ-ভকতি দুঃখীশ্যাম দাস মাগে॥ ১২২

শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে রাধিকার প্রত্যুত্তর

রাগিণী ধানশ্রী।

কানুর বচন শুনি   হাসি হাসি বিনোদিনী
বলেন বচন চারুশীলে॥
নন্দের নন্দন কান   মাগহ কিসের দান
দান নাহি জানি কোনকালে।
ব্রজবধূ কৈল বিধি   ঘৃত ঘোল দুগ্ধ দধি
বিকে লৈয়া যাই মধুপুর।
ইথে কিবা দান চাও   সাক্ষাত ভাগিনা হও
পথ ছাড় নন্দের কুমার॥
দধি দুগ্ধ যত চাও   আপনার সুখে খাও
নবনী শার্কর ক্ষীর ছানা।
না কর দানের নাম   শুনহ সুন্দর কান
তরুমূলে না করিহ থানা॥
বিনোদিনী যত কয়   না শুনে করুণাময়
হাসিয়া রাধার মুখ চাহে।
ত্রিভঙ্গ [illegible]
[illegible]

কৃষ্ণের ইঙ্গিত দেখি   তবে রাধা চন্দ্রমুখী
বলে দেখ দেখ গো বড়াই।
কানু মোর মুখ চাহে   পথ আগুলিয়া রহে
কিবা দান মাগয়ে কানাই॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত   শুনে যেবা শুদ্ধ চিত
পরম কৈবল্য গতি পায়।
গোপিকা-সংহতি কান   মাগয়ে প্রেমের দান
দুঃখীশ্যাম দাস রস গায়॥ ১২৩॥

বড়াইর প্রতি লীলানিগ্রহ।

রাগিণী টোড়ী।

চল চল   নিলাজ কানাই
কলসী লাগিল কাঁখ।
গোকুল নগরে   বসতি রাধার
গুরুজন পাছে দেখে॥ ধ্রু॥

এত শুনি বড়াই হইল আগুয়ান।
শুন ওহে কানাই মাগহ কিবা দান॥
আপনার গৌরব রাখহ বনমালী।
হের দেখ বাড়ি মারি ভাঙ্গিব কাঁকালি॥
রাধা আনি দিমু বলি ঘন আঁখি ঠারে।
বড়াইর ইঙ্গিত কৃষ্ণ জানিল অন্তরে॥
সরস হরষ মতি বিনোদ কালিয়া।
রাধার আঁচল ধরে বড়াই ঠেলিয়া॥
পড়িয়া বড়াই বুড়ী যায় গড়াগড়ি।
কানুরে মারিতে যায় উভ করি বাড়ি॥
দেখি রাধিকার তবে উপজিল হাস।
রাধাকে বেড়িয়া তবে ফিরে পীতবাস॥
দেখিয়া মুচকি হাসে প্রভু যাদুমণি।
নড়ি লৈয়া বড়াইর বসন ধরি টানি॥
বিবসন হৈয়া বড়াই গড়াগড়ি যায়।
[illegible] রাধা কহে শ্যামরায়॥

কেন পথে কর দ্বন্দ্ব নন্দের কুমার।
ভাল নাহি দেখি কিছু চরিত্র তোমার॥
আঁচল ছাড়হ কানু না জান ব্যভার।
সহজে রাখাল তুমি কি বলিব আর॥
কোন লাজে মুখ চেয়ে মন্দ মন্দ হাস।
পরনারী পরশিতে লাজ নাহি বাস॥
রাজ পথ আগুলিয়া চাহ কিবা দান।
নাগরালি কর কারে দেহ আঁখি শাণ॥
লাজ ভয় লঘু গুরু না কর বিচার।
যে দেখি কলঙ্ক কৈলে নন্দ যশোদার॥
পথ ছাড়ি দেহ মোরে শুনহ কানাই।
নেতাঞ্চল ছুঁও যদি রাজার দোহাই॥
শুনিয়া হাসেন কৃষ্ণ কহেন রাধারে।
দুঃখীশ্যাম কহে পথে দোঁহে বাণ স্মরে॥১২৪॥

কৃষ্ণের দানের দাবী করণ।

রাগ কৌশিক।

অখিল ভুবনমণি হাসি হাসি কহে বাণী
বলে শুন রাধা বিনোদিনী।
কহিয়ে তোমার আগে যে কিছু উচিত লাগে
রাজপথে আমি মহাদানী॥
নিত্য নিত্য দান লাগি পথে ঘাটে বসি জাগি
যত লোক জন আসে যায়।
পাইলে রাজার কড়ি তবে সে তাহারে ছাড়ি
নহিলে যাইতে নাহি পায়॥
তোমরা বরজ ধনী নিত্য কর বিকি কিনি
না জানি কেমনে পথে যাও।
আমার পুণ্যের ফলে আজু ভেট তরুতলে
বোধ বিনা কেমনে এড়াও॥
আপনি ধরহ খড়ি লেখহ দানের কড়ি
যে কিছু উচিত চাহি পথে।
ইজারা ছ লক্ষ তঙ্কা কারে কিছু নাহি শঙ্কা
রাজ পাট্টা দেখ মোর হাতে॥
তুমি না শুনেছ কিবা যথি দান লাগে যেবা
হরিদ্রা তইল যব ধান।
রজত কাঞ্চন আদি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ দধি
যুবতী যৌবনে লাগে দান॥
কড় নাড়া বাহু নাড়া গলার রতন ছড়া
হাস্য লাস্য কটাক্ষ চাহনে।
পীন পয়োধর দান আলিঙ্গন মাগে কান
মুখপদ্ম মধুর চুম্বনে॥
নাসাগ্রে মুকুতা ধনী নয়ন খঞ্জন জিনি
ভুরু ভঙ্গ জিনিয়া কামান।
সিন্দূর শোভিত অতি লোটন টাননি ভাতি
দেখিয়া মোহিত ভেল কান॥
হেন রূপবতী মেয়ে কোথায় পসরা লয়ে
যাহ দধি বিকিবার তরে।
মরুক গোয়ালা জাতি মন্দ বড় ইহ বৃত্তি
কেহ রাখে ধরিয়া পসারে॥
এত শুনি বিনোদিনী হাসিয়া রুষিয়া বাণী
বলে শুন নন্দের কুমার।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন গায় সার॥১২৫॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্ররোচনা।

রাগ বরাড়ি।

হেদে হে নন্দের পো এতেক চাতুরী কারে।
অব্যবহার কথা কেন কহ বারে বারে॥ ধ্রু॥

শুন নন্দনন্দন জানিল বড় পণ।
এতেক চাতুরী কর কিসের কারণ॥
অহঙ্কার কথা কহ আপনা বড়াই।
অসম্ভব কহ যে শ্রবণে শুনি নাই॥

দেখিয়া পরের নারী এত নাগরালি।
রাখাল হইয়া জান এতেক ঢামালি॥
নন্দের নন্দন তুমি আমি ভালে জানি।
বিপরীত কথা কহ পথে হৈয়া দানী॥
প্রেম আলিঙ্গন কারে মাগ হে কানাই।
চুম্বন করিতে চাহ মুখে লাজ নাই॥
দুগ্ধের বালক তুমি যশোদার বালা।
গুরুজনে মাগহ সুরতি রস খেলা॥
আঁখি ঠার দেহ কারে মুখ চেয়ে হাস।
পরনারী পরশিতে লাজ নাহি বাস॥
সাক্ষাত ভাগিনা তুমি কি বলিব আর।
অন্য কেহ হৈলে শাস্তি করিতুঁ তাহার॥
যুবতী দেখিয়া তুমি যদি জীয় নাই।
বাপ মায় কয়ে বিভা করহ কানাই॥
শুন রাধে আমি তোর না হই ভাগিনা।
আমি তোর নিজ পতি তুমি বরাঙ্গণা॥
তুমি নব যুবতী সুরতি শিরোমণি।
তোর অনুরাগে আমি পথে হই দানী॥
চতুর্দ্দশ ভুবনে আমার অধিকার।
দৈত্যেরে দলিতে আমি দৈবকীকুমার॥
নন্দগৃহে স্থিতি মোর লীলার কারণে।
যত দৈত্য বধ কৈনু দেখিলে নয়নে॥
শুন রাধে তোমার দেখিয়া রূপরাশি।
কমলা ভারতী আর ভাল নাহি বাসি॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমার নিমিষে।
মোর বোলে রাত্রি দিন জলদ বরিষে॥
সুর মুনিগণ মোরে ধেয়ানে না পায়।
শুন রাধে হেন হরি তোরে প্রেম চায়॥
তুমি মোর প্রণয়িনী পরাণপুতলি।
আলিঙ্গন দিয়া বোধ কর বনমালী॥
এত শুনি বৃষভানু রাজার কুমারী।
পুনরপি কহে যে কৃষ্ণের বরাবরি॥
তুমি যদি লক্ষ্মীকান্ত শুনহ কানাই।
তবে কেন এত লোভ গোপিনীর ঠাঁই॥
অখিল ভুবনপতি বলিয়া বলাহ।
তবে কেন বনে বনে গোধন চরাহ॥
রাত্রি দিন হয় যদি তোমার বচনে।
দেবতা হইয়া এত অব্যবহার কেনে॥
পরনারী পরশিতে মহাপাপ হয়।
গোপিনীরে কোলে চাহ ইহা ভাল নয়॥
শুনিয়া হাসিয়া কৃষ্ণ কহেন রাধারে।
তোমার লাবণ্য কাম হানিল অন্তরে॥
বারেক করহ দয়া বিনোদিনী রাই।
আলিঙ্গন দান দিয়া জীয়াহ কানাই॥
পুরুষ বধের ভয় না ভাবিহ মনে।
যাইতে না পাবে তুমি আলিঙ্গন বিনে॥
হাসি হাসি ধরে কানু রাধার আঁচলে।
বাহু পসারিয়া রহে মন্মথ বিহ্বলে॥
এত দেখি বৃষভানু রাজার নন্দিনী।
পসরা তুলিয়া বলে চলহ গোপিনী॥
এত দেখি রসিক নাগর বনমালী।
পসরা লুটিয়া খায় করিয়া ঢামালি॥
কার শিরে ঢালে ঘোল কারে মারে দধি।
কার চীর ধরিয়া বসায় গুণ নিধি॥
রাধিকারে কোলে দেয় কমলনয়ন।
কান্দে রাধা বিনোদিনী দুঃখীশ্যাম গান॥১২৬॥

রাধিকার কাতরোক্তি।

রাগ করুণা।

বড়াই গো কেন আনু মথুরার বিকে।
নন্দ সুত শ্যাম রায় পসরা লুটিয়া খায়
দান ছলে নীপ মূলে রাখে॥

না দেখি না শুনি যত কহে কথা বিপরীত
বাহু পসারিয়া মাগে কোল ॥
মদন তরঙ্গ ভোলে কাঁচলী চিরয় বলে
রাজপথে করে গণ্ডগোল ॥
নাদেখি নিলাজ হেন মোরে চেয়ে হাসে কেন
চুম্বন করিতে চাহে মুখে।
সর ক্ষীর খায় কাড়ি খসায়ে মাথার সাড়ি
বলিলে বিনয় নাহি রাখে ॥
কুলের কামিনী হৈয়া কেমনে সহিব ইহা
আপনা খাইয়া কেন আনু।
এপথে আনিয়া মোরে ফেলাইলে আথান্তরে
কানুর কটাক্ষে মুঞি মনু ॥
একা কানু সবাকারে রাখিল যমুনা তীরে
কংসেরে কহিতে কেহ নাই।
অমঙ্গল দেখি পথে কেন না করিনু চিত্তে
আগে পথ কাটিল বড়াই ॥
বামেতে শৃগালী ছিল ডাহিনে যখন গেল
তখনি লাগিল মনে ধান্দা।
পসরা তুলিতে শিরে সখী এক নাম ধরে
পহিলে পড়িল পিছে বাধা ॥
বিধির বিযোগ যত আজু সে ফলিল তত
আসিয়া ঠেকিনু দানী যথা।
বিনতি করিয়ে সর্ব্বে কেহ ইহা না কহিবে
কহ যদি খাও মোর মাথা ॥
রাধার করুণা দেখি বড়াই মনেতে দুঃখী
কানুরে কহেন বোধ বাণী।
গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
তার হরি ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ১২৭ ॥

নৌকা খণ্ড—

নাবিক রূপে কৃষ্ণের আগমন।

রাগ বারাড়ি।

বড়াই বলেন শুন কমললোচন।
এক কথা কহি আমি বুঝ মনে মন ॥
মোর বোলে পথ ছাড়ি দেহ গোপিকারে।
হিত উপদেশ কথা বুঝাই তোমারে ॥
কুলের কামিনী রাধা জগজনে জানি।
কত রূপে দুঃখ দেহ পথে হয়ে দানী ॥
আমার বচনে নৌকা কর যমুনায়।
তবে সে রাধার প্রেম পাবে শ্যামরায় ॥
বড়াইর বোলে কানু মনে অনুমানি।
ভাল বলিয়াছে বড়াই এ সকল বাণী ॥
রাধা আদি গোপীগণে বলেন হাসিয়া।
যাহ মধুপুরে সবে পসরা লইয়া ॥
তোমা সবাকারে বড় দেখিনু কাতর।
অন্যোপায় করি আমি দিব রাজকর ॥
এত বলি গোপীগণে দিলেন বিদায়।
পসরা তুলিয়া দিল রাধার মাথায় ॥
বিকে যাহ গোপীরে বলেন ভগবান।
যমুনারে বাড় বলি হৈলা অন্তর্ধান ॥
পসরা তুলিয়া শিরে সকল গোপিনী।
চলিল মথুরা বিকে করি হরিধ্বনি ॥
যমুনার কূলে গোপী উত্তরিল গিয়া।
দেখিল বহিছে নদী দু কূল হানিয়া।
কেমনে হইব পার করেন বিচার।
হেনকালে নৌকা আইল কর্ণধার ॥
দেখিতে সুন্দর নৌকা সৃজিল কানাই।
হীরা নীলা খচিত মাণিক্য ঠাঞি ঠাঞি ॥
বিচিত্র চিত্রিত তরী অপূর্ব্ব সুন্দর।
গুড়ায় লাগিছে বাধা রতন তোয়াল ॥

রাঙ্গা মুঠি কেরুয়াল করে ধরে কানু।
নানা আভরণ মণি তাহে শ্যাম তনু॥
শিরে শিখিপুচ্ছ শোভে রঙ্গ গুঞ্জমালে।
অলকা তিলকা চারু বিনোদ কপালে॥
অরুণ জিনিয়া আঁখি বদন সুরঙ্গ।
অলপ ইঙ্গিতে কত মোহিত অনঙ্গ॥
নাসাগ্রে মুকুতাবর মুখ মনোহর।
বান্ধুলী জিনিয়া বিম্ব সুরঙ্গ অধর॥
গলায় গড়িয়া মালা মালতী রঙ্গণ।
নব জলধর তনু পিয়ল বসন॥
অঙ্গদ বলয় ভুজে করে কেরুয়াল।
যমুনার মধ্যে নৌকা বাহে নন্দলাল॥
যমুনার কূলে গোপী বসিয়া আছিল।
কাণ্ডারী দেখিয়া সবে উল্লাস হইল॥
তবে সবে ডাকে কানু আইস নৌকা লৈয়া
পার কর সবারে কাণ্ডারী বিনোদিয়া॥
গোপিনী দেখিয়া কৃষ্ণ বিচারিল মনে।
আগে চাপাইব নায় ব্রজাঙ্গনাগণে॥
নারী তরি লৈয়া নীরে করিব খেলন।
এত বিচারিয়া মনে কমললোচন॥
নৌকা লৈয়া ঘাটে উত্তরিলা শ্যামরায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ১২৮॥

কৃষ্ণ গোপীগণকে যমুনা পার করেন

রাগ ভাটিয়ারি।

যমুনায় কর পার সুজন কাণ্ডারী।
অলপে ডরাই মোরা অবলিনী নারী॥ ধ্রু॥
শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা।
রঙ্গে রসে বাহে নৌকা দেবকীর বালা॥
ধ্যানেতে ধরিয়া যোগী অন্ত নাহি পায়।
সমাধি সাধিয়া বিধি জনম গোঙায়॥
আগম নিগম বেদ ভেদ নাহি জানে।
সে প্রভু লালস রস ব্রজবধূ সনে॥
ঘাটে উত্তরিলা কৃষ্ণ খেয়াইয়া তরি।
কৃপা বাণী গোপীগণে কহেন কাণ্ডারী॥
জনে জনে করি পার তোমা সবাকার।
ক্ষীণ নৌকা ভার নাহি সহে দুজনার॥
পসরা পূর্ণিত আছে তোমা সবাকার।
এক গোপী পসরা একক হও পার॥
উচিত রাজার কর লাগে তাঁর ঠাঁই।
কাণ্ডারী মাগন কোড়ি আমি মাত্র পাই॥
গোপীগণ বলে শুন সুজন কাণ্ডার।
পাইবে উচিত গণ্ডা আগে কর পার॥
কাণ্ডারী বলেন গোপী শুন মোর বাণী।
পার হও একে একে ক্ষীণ তরি খানি॥
এক গোপী নায় বৈসে পসরা লইয়া।
নৌকা বাহে নবরঙ্গে শ্যাম বিনোদিয়া॥
সে কূলে রাখিল লৈয়া পসরা গোপিনী।
হেন রূপে দয়ানিধি দেব চক্রপাণি॥
বারে বারে কৈল পার সকল গোপিনী।
ইহা দেখি কৃষ্ণে কহে রাধা ঠাকুরাণী॥
শুন শুন বিনোদ কাণ্ডারী যদুমণি।
আগে পার কৈলে তুমি সকল গোপিনী
একত্রে সকল সখী আইনু বিকায়।
মোরে কূলে রাখি পার কৈলে তা সবায়॥
এত শুনি বল্লেন নাগর বনমালী।
নৌকায় আসিয়া উঠ রাধা চন্দ্রাবলী।
পসরা তোলহ আগে শুন মোর বাণী
শুনিয়া উদ্যত ভেল রাধা ঠাকুরাণী॥
পসরা লইয়া নায় উঠে বিনোদিনী।
রাখিল পসরা প্রভু পসারিয়া পাণি॥
রাধিকার করে ধরি তুলিল কানাই।
পাছে ডর পায়্যা নায় রসবতী রাই॥

মোর পাশে বৈস রাধে ক্ষীণ তরিখান।
নিমিষে করিব পার যাইবে যোগান ॥
রাধা বলে ইহা লাগি রাখিয়াছ পাছে।
সময় বুঝিয়া রাধা বৈসে কানু কাছে ॥
শ্যাম সন্নিকটে যবে বৈসে বিনোদিনী।
নবজলধরে যেন শোভে সৌদামিনী ॥
রাধা সম ভাগ্যবতী ত্রিভুবনে নাই।
যার প্রেমে বিলসিত বিনোদ কানাই ॥
নৌকা খেয়াইল কানু নানা কুতুহলে।
রসিক কাণ্ডার লা ভাসিয়া বুলে জলে ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে জল বাড়ে যমুনায়।
চিড় হয়ে নৌকাখান জল ভেদে তায় ॥
কহিতে কহিতে নৌকা পূর্ণ হৈল জলে।
ইহা দেখি বিনোদিনী কহেন গোপালে ॥
টল টল করে নৌকা দেখি যে ডুবাবে।
ভাঙ্গা নায় বসাইয়া নারীবধ পাবে ॥
হেনকালে ঘুরে নৌকা পাথারিয়া বায়।
মধ্য গাঙ্গে লৈয়া কানু লা খানি রহায় ॥
কাণ্ডারী বলেন শুন রাধা রসবতি।
তোর রূপ দেখিয়া নৌকার হেন গতি ॥
তোমার লাবণ্য দেখি না চলে তরণী।
রসিক তরণী মোর শুন বিনোদিনি ॥
তুয়া রূপ হেরে রবি গগনমণ্ডলে।
দেখিয়া তোমার রূপ নৌকা চিড় মেলে ॥
তোমা হেন বিদগধী রমণীরতন।
হয় নাহি হবে নাহি তোমার তুলন ॥
যমুনা তরঙ্গ বাড়ে তোমাকে দেখিয়া।
পবনে না চলে নৌকা রহে স্থির হৈয়া ॥
ইহার উচিত বলি শুন মোর বোল।
পার যদি হবে দেহ কাণ্ডারীরে কোল ॥
কানুর চরিত্র দেখি রসবতী রাই।
ভাল রঙ্গ জান তুমি বিনোদ কানাই ॥
মোর লাগি বসিয়া রহিল গোপী কূলে।
দিবস হইল শেষ তোমার ঢামালে ॥
গোরস হইল নষ্ট প্রবল কিরণে।
গৃহে গেলে না জানি কি করে গুরুজনে ॥
সর ক্ষীর খাও ধর মদনগোপাল।
রাধার বচন শুনি হাসে নন্দলাল ॥
কে কহিতে পারে সেই গোবিন্দের মায়া।
লা খানি ডুবান কৃষ্ণ রাধা কোলে নিয়া ॥
রাধা কানু ডুবিল সে যমুনার জলে।
কৃষ্ণ না দেখিয়া গোপী কান্দয়ে বিকলে ॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি।
দুঃখীশ্যাম কহে কর হরিপদে মতি ॥ ১২৯ ॥

রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের জলমজ্জন ও গোপীগণের খেদ।

রাগ করুণা।

রাধাকে করিয়া কোলে শ্রীকৃষ্ণ ডুবিল জলে
কান্দে গোপী গোবিন্দের গুণে।
দৈবে দিল হেন বুদ্ধি রাধা লাগি গুণনিধি
নৌকা মধ্যে ত্যজিল জীবনে ॥
আগে আমা সবাকারে পার করি বারে বারে
পিছে নায় রাধা বসাইয়া।
ভাঙ্গা তরিখান ছিল তরঙ্গে ডুবিয়া গেল
প্রাণ কান্দে কানু না দেখিয়া ॥
নন্দের করমফলে সৌভাগ্যে যশোদা কোলে
পেয়েছিল পুত্র নারায়ণ।
শুনিলে এ সব কথা প্রাণ ছাড়িবেক তথা
আজি শূন্য গোকুল ভুবন ॥
আমা সবাকার আজি দেখ অমঙ্গল রাজি
পার হৈয়া রহিনু এ কূলে।
মথুরা রহিল দূর নদী পার গোপপুর
হেন গতি করম বিফলে ॥

বার্ত্তা দিতে গোপপুরে না পাই সে যাইবারে
কহ সখী কি করি উপায়।
যমুনায় দিয়া ঝাঁপ ঘুচাব মনের তাপ
যাব যথা আছে শ্যামরায়॥
কামনা করিয়া পূর্ব্বে গোপিকা হয়েছি এবে
সাধ আছে ভজিব মুরারি।
আমা সবা ভাগ্যে নাই সৌভাগ্যে সুন্দরী রাই
সেই সে নিদান পাইল হরি॥
শ্যাম প্রেমে অনুরূপী ক্ষিতি লুটি কান্দে গোপী
কবরী বসন গড়ি যায়।
লোহেতে পূর্ণিত আঁখি শ্যামগুণে মর্ম্ম দুঃখী
ফুকরিয়া ডাকে যদুরায়॥
শোকাকুল ব্রজজায়া জানিয়া জন্মিল দয়া
গুণনিধি গোবিন্দের গুণে।
রাধা লৈয়া হৃদিমাঝে ভাসিল সে ব্রজরাজে
শ্রীমুখ নন্দন রস গানে॥ ১৩০॥

যমুনার জলে রাধার সহিত কৃষ্ণের বিহার।

রাগ দেশ।

কত বড় রঙ্গ তুমি জান হে কানাই।
তোমার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণে জীব নাই॥
কাল অঙ্গে দুলে মণি মুকুতার মালা।
সতীপনা ছাড়িল গোকুল কুলবালা॥
আঁখির নিমিষে শ্যাম জাতি কুল নিলে।
মুরলীর স্বানে ঘরে রহিতে না দিলে॥
সে ধনী কেমনে জীবে না দেখিলে তোমা।
ওরাঙ্গা চরণ ধুলি মাগে দুঃখা শ্যামা॥ধ্রু
শোকাতুর ব্রজজায়া দেখিয়া কানাই।
ভাসিল যমুনাজলে কোলে করি রাই॥
যমুনার জল কাল কানুর বরণ।
বিকাশে বিনোদ মুখকমল নয়ন॥
শ্যাম কর পদ ছবি রকত উৎপল।
নানা আভরণ মণি তনু ঢল ঢল॥
হৃদয়ে বিরাজে রাধা পরম সন্ধানে।
অভেদ মিলন দোঁহে বদনে বদনে॥
দুহুঁ মুখ মনোহর অমিয়া বরিখে।
পুষ্প ভ্রমে অলি তাহে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
যমুনার জলে যেন চন্দ্রের কিরণ।
নীল মেঘে নিবিড় তড়িত ঘন ঘন॥
পূর্ণ শশধরে যেন রাহুর মিলন।
রাধিকা বদনে মধুকর নারায়ণ॥
চিরদিনে রাধা কানু হইল মিলন।
মদনতরঙ্গে দোঁহে গাঢ় আলিঙ্গন॥
কূলে বসি দেখে গোপী গোবিন্দের লীলা।
রাধা কানু যমুনা তরঙ্গে রস খেলা॥
নীলমণি কাঞ্চনেতে কিয়ে নিরমাণ।
কমল কেশরে অলি করে মধুপান॥
হাস্য লাস্য কটাক্ষ কৌতুক কেলিরসে।
রাধা কানু দুই জনে প্রেমরসে ভাসে॥
কূলে বসি দেখে গোপী রাধা কানু জলে।
দোঁহা রূপ শোভা সম না দেখি অখিলে॥
ভাগ্যবতী যমুনার-জলে রাধা কানু।
কেলি কলা আরতি পিরীতিময় তনু॥
গোপীগণে বলে কানু জান ভাল রঙ্গ।
রাধার লাগিয়া এত রসের তরঙ্গ॥
রাধার পিরীতে তুমি পরম কৌতুকী।
কূলেতে বসি আমরা দোঁহার রঙ্গ দেখি॥
রাই সঙ্গে আনু সবে সাজায়ে পসরা।
ফলিল রাধার ভাগ্যে বঞ্চিত আমরা॥
এত শুনি পরম দয়াল যদুমণি।
রাধা সঙ্গে নৌকা রঙ্গে লইলা তখনি॥

গোপীগণের পাশে গেলা রাধা কানু।
গোপিকামণ্ডল মাঝে সাজে দোঁহা তনু॥
আনন্দে আহীরী নারী রাধিকা সংহতি।
বরণ করিল শ্যামে বড় হৃষ্ট মতি॥
গোপিকামণ্ডল মাঝে সাজে শ্যামরায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ১৩১॥

গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের বরণ

নটবর বেশে মনের হরষে
গোপিকামণ্ডলে কানু।
মধুর মূরতি নিন্দে রতিপতি
ভুবনমোহন তনু॥
বরজ যুবতী বরমালা গাঁথি
বরণ করি গোপালে।
বন্ধুয়া বলিয়া বাহু পসারিয়া
রাই কানু কৈল কোলে॥
পিরীতি দুর্লভ গোপিকাবল্লভ
জানে সবাকার মন।
স্থল অনুপম বৃন্দাবন ধাম
বিহরে গোপী-রমণ॥
বেদপতি যাঁরে ভাবে নিরন্তরে
যোগেন্দ্র জপে ধেয়ানে।
গোপীগণ ভাগ্যে বহু অনুরাগে
হাস্য রস আলিঙ্গনে।
শুক সনাতন শিব সুরগণ
সদা যাঁর গুণ গান॥
কমলা ভারতী ছাড়িয়া আরতি
গোপীগণে মাগে দান॥
মধুর মধুর অধরে অধর
হাস্য রস আলিঙ্গনে।
পাইল প্রেমধন পিরীতি রতন
পুরুষ বর মিলনে॥
কালিন্দীর তটে রত্নময় ঘাটে
জল ফুল নানা ভাতি।
হংস কারণ্ডব ডাহুকী ডাহুক
জলচর কত জাতি॥
ইন্দিবর নীল অম্বুজ সকল
শতদলে করে শোভা।
অলি উনমত্ত পরাগ ভূষিত
মধুরসে মনোলোভা॥
সুরতরুমূলে কুসুম বহুলে
নানা কল্প তরুলতা।
শুক পিক ধ্বনি নাচে শিখণ্ডিনী
কাহল ফুকরে তথা॥
যমুনার তীর গহন গভীর
অমৃত অধিক পানী।
যার কূলে কেলি করে বনমালী
সঙ্গে রাধা ঠাকুরাণী॥
দয়ার ঠাকুর কৃপার অঙ্কুর
করুণাসাগর হরি।
সবাকার মন হইল পূরণ
ভাবের বশ মুরারি॥
মায়ার নিদান পুরুষ প্রধান
পতিতপাবন হরি।
লীলাময় শ্যাম তনু অনুপম
যার প্রিয়া ব্রজনারী॥
শুন নরপতি পুরাণ ভারতী
শ্রবণে অমিয়া রাশি।
দুঃখীশ্যাম কয় যদি করে লয়
নিধি পায় ঘরে বসি॥ ১৩২॥

ব্রজবনিতাগণের মথুরায় গোরস বিক্রয়।

রাগিণী দেশ।

বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ধ্রু ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের মহিমা।
গোবিন্দেরে বরণ করিল ব্রজরামা ॥
হাস্য লাস্য কটাক্ষ কৌতুক কেলি অন্তে।
মামিনী হইয়া রাই কহেন অনন্তে ॥
অবগতি কর প্রভু কৃপার নিদান।
তোমাকে কহিব শুন বিনয় বিধান ॥
গোরস হইল নষ্ট দিবস উছুর।
পার কর যোগানে যাইব মধুপুর ॥
দিবস হইল শেষ শুন বনমালী।
গৃহে গেলে গুরু গুরবিণী দিবে গালি ॥
পার করি দেহ হরি মদনগোপাল।
লইব তোমার গুণ জীব যতকাল ॥
শুনিয়া সদয় কৃষ্ণ কমললোচন।
পসরা সহিত যায় লৈয়া গোপীগণ ॥
রাধা আদি গোপীগণ বসি এক নায়।
নবরঙ্গে গোপীনাথ নৌকা যে খিয়ায় ॥
ঘন ঘন হরিধ্বনি দেয় গোপনারী ॥
ভাগ্যবতী ব্রজবালা গোবিন্দ কাণ্ডারী।
তরণী খেয়ায় কৃষ্ণ কেরুয়াল করে ॥
ও কূলে লাগিল নৌকা কহেন গোপীরে ॥
শুন রাধা রসবতী সুধীরে উলাহ।
যার যে পসরা সবে মাথায় বসাহ ॥
তোমরা যোগানে যাহ আমি যাই ঘরে।
শুনিয়া ব্যাকুল গোপী কহেন কৃষ্ণেরে ॥
শুন শুন প্রাণনাথ সবার বিনতি।
নৌকা লৈয়া নিরবেক থাক প্রাণপতি ॥
দণ্ডেকে আসিব সবে করি বিকি কিনি।
পুনরপি ও পার করিবে যদুমণি ॥
তবে সে সকল গোপী তোমার কিঙ্করী।
শীঘ্রগতি আসিহ কহিল নরহরি ॥
আজ্ঞা পাইয়া চলিল সকল ব্রজনারী।
পসরা তুলিল শিরে দুই জন ধরি ॥
মাথায় পসরা লৈয়া গজেন্দ্রগমনী।
চলিল মথুরা বিকে করি হরিধ্বনি ॥
সারি সারি হইয়া যতেক ব্রজনারী।
মধ্যে শোভা করে রাধা পরম সুন্দরী ॥
কর নাড়া দেই কেহ করে হরিধ্বনি।
অঙ্গ হেলি যায় কেহ মরালগামিনী ॥
সবাকার আগুয়ান বড়াই আপনি।
মথুরা প্রবেশ হৈল সকল গোপিনী ॥
বাজারে বসিলা সবে পসরা সাজিয়া।
কিনিতে আইল সবে গোরস দেখিয়া ॥
ক্ষীর ছানা সর ননী দুগ্ধ দধি ঘৃত।
ঘোল ভাণ্ড ভাণ্ড আদি পসরা পূর্ণিত ॥
যার যে উচিত মূল্য আছয়ে নির্ণয়।
যার যেবা ইচ্ছা লোক কিনিয়া সে লয় ॥
বিকিল গোরস গোপী কড়ি কৈল জায়।
দ্রব্য কিনে ব্রজাঙ্গনা যারে যেই ভায় ॥
কৃষ্ণের লাগিয়া দ্রব্য কিনে ব্রজবালা।
বিবিধ মিষ্টান্ন কিনে চিনি চাঁপাকলা ॥
আম্র জাম পনস কিনিল নারিকেল।
নারেঙ্গ ছোলঙ্গ নেম্বু কিনে নানা ফল ॥
নিজ বেশ হেতু কিনে সুন্দর সিন্দূর।
দিব্য আমলকী কিনে গন্ধ যে প্রচুর ॥
মনের ইচ্ছায় গোপী নানা দ্রব্য কিনে।
বড়াই বলে চল রাধে গোপীগণ সনে ॥
পথে নদী যমুনা হইতে চাহি পার।
আর সে হটিয়া কানু নৌকার কাণ্ডার ॥

বড়াইর বচনে চকিত গোপনারী।
পসরা তুলিয়া শিরে চলে সারি সারি॥
একত্র হইয়া সে সকল গোপীগণে।
অঙ্গ হেলি যায় রাধা গজেন্দ্রগমনে॥
কর নাড়া দেয় কেহ কেহ গীত গায়।
পরম সুন্দরী রাধা মধ্যে চলি যায়॥
উপনীত হৈল গিয়া যমুনার কূলে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে॥ ১৩৩॥

গোপাঙ্গনাগণের যমুনা প্রতিপার হওন।

রাগ কৌশিক।

রঙ্গে নৌকা বাহে হরি তা দেখিয়া ব্রজনারী
ঘন ঘন ডাকে কর তুলি।
শুন হে সুন্দর কানু সম্মুখ হইল ভানু
পার করি দেহ বনমালী॥
যাইতে সে গোপপুর আছয়ে অনেক দূর
রজনী হইল পথে আসি।
সদয় হৃদয় হৈয়া পার কর বিনোদিয়া
ঘুষিব তোমার গুণরাশি॥
শুনিয়া গোপীর বাণী অবগত চক্রপাণি
সন্নিকট হইল কাণ্ডারী।
গোপীগণে কহে কান সন্ধ্যাকালের দান
দিয়া পার হও গোপনারী॥
শুনিয়া সকল নারী গোবিন্দের বরাবরি
কহে শুন সবার বিনতি।
শর্করা নবাত চিনি সবে আনিয়াছি কিনি
খানি খানি দিব তোমা প্রতি॥
গোপিকাগণের বোলে হাসি গোবিন্দাই বলে
শৈশব বলিয়া মোরে জান।
শ্যাম সুনাগর বড় বচন বলিল দড়
সরস পিরীতি প্রেম মান॥
কৃষ্ণের বচন শুনি সমাধি লাগিল জানি
সব সখী করে অনুমান।
পিরীতি মাগিল শ্যাম স্থল বৃন্দাবন ধাম
সঙ্কেত মোহনবংশী স্থান॥
গোপীর বচন পেয়ে শ্যাম আনন্দিত হয়ে
হাতে ধরি রাধারে তুলিল।
এত দেখি ব্রজনারী তুলিয়া পসরা ধরি
সারি সারি গুঁড়ায় বসিল॥
তবে সে ভুবনপতি হইয়া হরিষ মতি
নানা রঙ্গে নৌকা খেয়ায়ে।
উল্লাসিত বিনোদিনী নবাত মিঠাই চিনি
ঘন ঘন যাচে যদুরায়ে॥
ভাগ্যবতী ব্রজনারী যাহার কাণ্ডারি হরি
ভুবনমোহন বনমালী।
যারে ভাবে বেদ চারি সঙ্গে লৈয়া ব্রজনারী
সে প্রভু সরস রস কেলি॥
রঙ্গে নৌকা বাহে হরি সে কূলে লাগিল তরি
গোপীগণে কহেন কানাই।
তরণী লাগিল তটে উলহ নদীর ঘাটে,
গৃহে চল বিনোদিনী রাই॥
তরণী ত্যজিয়া নারা কূলে উঠে সারি সারি
প্রাণনাথে মাগিল মেলান।
হেলা না করিহ বলি আজ্ঞা দিল বনমালী
রাধা আদি যতেক গোপিনী॥
গোবিন্দে প্রণাম করি গৃহে গেল গোপনারী
কানু রহে কদম্বতলায়।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস গায়॥ ১৩৪॥

রাসলীলা প্রসঙ্গ।

রাগ করুণা।

নটবর বেশে মনের হরিষে
কেলিকদম্বের তলে।
ভুবনমোহন নন্দের নন্দন
তপনতনয়াকূলে॥
শুন মহীপতি কৃষ্ণের আরতি
মধুর মূরতি কানু।
সুদীর্ঘ কেশর চারু পীতাম্বর
রতিপতি মোহে তনু॥
কলেবর কালা গলে বনমালা
মকর কুণ্ডল গণ্ডে।
মুখছবি কত বিধু শত শত
দরশে তিমির খণ্ডে॥
নাসা পর রবি মুকুতার ছবি
নয়ন অরুণ আভা।
অঞ্জন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন
রমণীর মনোলোভা॥
ভুরু ফুলচাপ অলকা অলপ
তিলক ভালেতে সাজে।
কুঙ্কুম চন্দন অতি বিতর্পণ
গোরোচনা তার মাঝে॥
চিকণ চাঁচর কত মনোহর
দক্ষিণে টাননি চূড়া।
মালতীর মালে মধুকর বুলে
বরিহা চন্দ্রিকা বেড়া॥
সুবর্ণ অঙ্গদ বাহে বাজুবন্ধ
রতন বলয় সাজে।
বিলম্বিত কর পল্লব সুন্দর
অঙ্গুরী মাণিক্য রাজে॥
সে হরিচন্দন সর্ব্বাঙ্গে লেপন
মাঝা গন্ধি মৃগরাজে।
কিঙ্কিণী সুচারু রাম রম্ভা উরু
চরণে নূপুর বাজে॥
মনোহর রূপে কদম্ব সমীপে
গোবিন্দ ভাবিল মনে।
রাস রস রঙ্গে ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে
বিলসিব বৃন্দাবনে॥
শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী
শ্রবণে অমিয়া রাশি।
দুঃখী শ্যাম কয় যদি করে লয়
নিধি পায় ঘরে বসি॥ ১৩৫॥

কৃষ্ণের বেণুগীতে চরাচরের মোহ।

রাগ ভাটিয়ারি।

সজনি গো আজু মুরলী অপরূপ বাজে।
না জানি বিনোদ রায় কার তরে সাজে॥ ধ্রু॥

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
কহি যে তোমার আগে কৃষ্ণের চরিত॥
এই কথা প্রকাশে পরম পদ পাই।
শুনিলে সাত্বিক ভাবে বৈকুণ্ঠেতে যাই॥
লীলাময় গোবিন্দ জগৎ চিন্তামণি।
যে মজে কৃষ্ণের পায় তরে তরঙ্গিণী॥
মনে বিচারিল কৃষ্ণ কমললোচন।
রাসরস করিব লইয়া গোপীগণ॥
ব্রহ্মনিশি হও বলি বলে চক্রপাণি।
সহস্র যুগেতে যেন সে কথা বাখানি॥
আজ্ঞা দিল জগদীশ মলয় পবনে।
সরস বসন্ত বায়ু বহে বৃন্দাবনে॥
উনমত্ত ঋতুপতি বহে মন্দ মন্দ।
বিকসিত কুসুমে বরিষে মকরন্দ॥

শারদ শীতল শশী উদয় গগনে।
লক্ষ্মীমুখ সহ ছবি কুঙ্কুম বরণে॥
এক মেলি হৈয়া ঋতু রতিপতি রাজে।
মলয় পবন বহে বৃন্দাবন মাঝে॥
বিকসিত সুরতরু কুসুম সুন্দর।
অকালে বসন্ত ভেল কানন ভিতর॥
লবঙ্গ মালতী চারু লতিকা রঙ্গণ।
মাধবী বকুল আর মল্লিকা কাঞ্চন॥
কুরুবক যাতি যুথি চাঁপা নাগেশ্বর।
গুলাল কেতকী কেয়া গন্ধ মনোহর॥
নানা তরু নানা ফুল নানা ফল ধরে।
কুসুমে বসিয়া অলি পঞ্চম সুস্বরে॥
ডালে বসি সারী শুক সরস উদ্গারে।
নাচয়ে ভুজঙ্গ-রিপু পুচ্ছ তুলি শিরে॥
তপনতনয়া তথি গহন গম্ভীর।
তুলনা কি দিতে পারি সুধা সম নীর॥
নানা কেলি করে নানা রূপে জলচর।
কুহু কুহু শব্দ সব শুনিতে সুন্দর॥
নানা রূপ জল স্থল শোভয়ে সুখদ।
উড়ি পড়ে মধুপানে উন্মত্ত ষট্‌পদ॥
দুই তট মনোহর কাঞ্চনের আভা।
কি কহিতে পারি বৃন্দাবিপিনের শোভা॥
দেখিয়া বিপিন শোভা রসিক নাগর।
কদম্বে হেলিয়া অঙ্গ ভাবিল অন্তর॥
আমারে ভজিতে চাহে ব্রজাঙ্গনাগণ।
তা সবার মনোরথ করিব পূরণ॥
কঠিন কামনা তারা করি পূর্ব্বকালে।
গোপিকা হইয়া এবে জন্মিল গোকুলে॥
অনুক্ষণ মোরে চিন্তে অন্য নাহি মনে।
দুর্লভ মুকতি দিব করি পরশনে॥
এত বিচারিয়া মনে প্রভু বনমালী।
কিঞ্চিৎ অধরে পূরে রঙ্গে মুরলী॥

মুরলীর স্বান শুনি মুনি ছাড়ে ধ্যান।
পবন অচল হৈল শুনে বেণু স্বান॥
খগ মৃগ আদি যত বৈসে বৃন্দাবনে।
উভ মুখ করিয়া মুরলী নাদ শুনে॥
তরুলতা পুলকিত শুনিয়া মুরলী।
মৃত তরু মুঞ্জরয় শিলা পড়ে গলি॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি যত জলজন্তুগণ।
কূলে উঠি শুনে বংশী পাতিয়া শ্রবণ॥
দশদিক চরাচর হইল স্থগিত।
না চলে রবির রথ তুরঙ্গ মোহিত॥
তপন তনয়া মগ্ন মুরলীর স্বানে।
তরঙ্গ লহরী স্রোত বহিল উজানে॥
মুরলী শুনিল গোপী রহি নিজ ধামে।
সঙ্কেত মুরলী বাজে সবাকার নামে॥
মুরলী শুনিয়া সবে চিত্ত উচাটন।
গৃহকার্য্য করিবারে নাহি লয় মন॥
দণ্ডেক নিবেশি চিত্ত শুনে বংশী স্বান।
রজনীতে কি রসে কাননে ডাকে কান॥
পতিসুত সব সঙ্গে যাইব কেমনে।
না গেলে না রহে প্রাণ মুরলীর স্বানে॥
জলকেলি সময় অলক্ষ্যে গেল হরি।
কদম্বে উঠিল সে বসন করি চুরি॥
লজ্জা পরিহরি দূরে গোবিন্দের বোলে।
বসন মাগিয়া নিল উঠি নদীকূলে॥
আমা সবাকার মন শুদ্ধ ভাব দেখি।
ঈষৎ হাসিয়া আজ্ঞা দিল পদ্ম-আঁখি॥
নদীকূলে দেবতা পূজিয়া গোপীগণ।
যে বর মাগিল বাঞ্ছা হইল পূরণ॥
তোমা সবা সংহতি বিপিন বৃন্দাবনে।
রাস রস বিলসিব চিন্তামণি স্থানে॥
পরশিয়া পরিত্রাণ করিব বলিল।
নিয়ম করিয়া কৃষ্ণ মুরলী পূরিল॥

সেই কথা আজি সঙরিল ব্রজরাজ।
যাহা দেখি আমা সবা খণ্ডিবেক লাজ॥
সেই বংশী বাজে শুন প্রাণের বল্লভী।
চল বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণপদ সেবী॥
এত চিন্তি গোপীকা চলিল শ্যাম পানে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গানে॥ ১৩৬

কৃষ্ণের মুরলী রবে গোপীগণের আগমন।

রাগিণী ধানশ্রী।

বৃন্দা বিপিনের মাঝে সঙ্কেত মুরলী বাজে
শুনিয়া মোহিত গোপনারী।
তেয়াগিয়া গৃহ কাজ চলিল নিকুঞ্জ মাঝ
মুরলীর নাদ অনুসরি॥
শ্যামতনু অপরূপী ষোল সহস্রেক গোপী
বাজে বংশী সবাকার নামে।
শুনিয়া মুরলী স্বান চকিত চঞ্চল প্রাণ
তনু জর জর ভেল কামে॥
গৃহে এক গোপনারী গোরস নিয়োগ করি
কানুর মুরলী তারে ডাকে।
শুনিয়া মোহন বেণু ধরিতে না পারে তনু
চলে বেগে বৃন্দাবন মুখে॥
এক গোপী নিজ ঘরে বসিয়া ভোজন করে
তার নামে মুরলী ডাকিল।
শ্যামগুণে মোহমতি চলিল সে দ্রুতগতি
হাত পাখালিতে না পারিল॥
চুলিতে বসায়ে দুগ্ধ এক গোপী হৈলা মুগ্ধ
বাজে বাঁশী তার নাম ধরি।
উন্মত্ত মদনবাণে চলে এল কানুর স্থানে
গৃহকর্ম দূরে পরিহরি॥

ব্রজবালা এক ঘরে সুরভি দোহন করে
মোহন মুরলী ডাকে তায়।
শুনি প্রাণ নাহি বান্ধে বাছুরি রহিল ছান্দে
বৃন্দাবনে চলিল ত্বরায়॥
বসিয়া স্বামীর স্থানে চরণ করে সেবনে
তার নামে মুরলী ডাকিল।
শুনিয়া মুরলী গীত মোহিত হইল চিত
পতিপদ ফেলিয়া চলিল॥
এক গোপী নিজ ঘরে নয়নে অঞ্জন পরে
বাজে বংশী তার নাম ধরি।
না পারে অঞ্জন পরি চঞ্চল হইয়া চলি
কজ্জলের পাত্র হাতে করি॥
বসন পরিতে কেহ মুরলী শুনিল সেহ
কান্ধের আঁচল পরি যায়।
কুমার করিয়া কোলে কেহ গীত গায় স্বরে
বংশীনাদে পুত্রে ফেলি ধায়॥
কেহ ছিল গৃহকর্ম্মে মুরলী শুনিয়া মর্ম্মে
চলে সে দুকূল পরিহরি।
মুরলী শুনিয়া কানে গোপীগণ যায় বনে
কেহ কারে সম্ভাষ না করি॥
এমন কহিব কত রাধা আদি শত শত
গোপ গোপী যতেক আছিল।
শুনি বংশী সুললিত সবার মোহিত চিত্ত
সবে শ্যামসম্ভাষে চলিল॥
তাহা সবাকার পতি গুরুগণ আরি জ্ঞাতি
ইষ্ট মিত্র ভ্রাতৃ পুত্র গণ।
পথ আগুলিয়া বেগে কহেন সবার আগে
রাত্রিকালে কেন যাহ বন॥
লাজভয় কুলধর্ম্ম ছাড়ি সব গৃহকর্ম্ম
তেয়াগিয়া যাহ কোথাকারে।
শুনিয়া সকল নারী কহে সবা বরাবরি
যাই বংশী শুনিবার তরে॥

বিপিনে বিজয় কানু বাজায় মোহন বেণু
পশুপক্ষী শুনিয়া মোহিত।
দণ্ডেক দেখিয়া তাঁরে এখনি আসিব ঘরে
কেন মনে হও সবে ভীত ॥
অন্তর্যামী নারায়ণ জানে সবাকার মন
গোপগণে করিল মোহিত।
মৌনরূপে সবে রয় কেহ কিছু নাহি কয়
গোপিকা পরম হরষিত ॥
এত বলি ত্বরা করি ষোল সহস্রেক নারী
গেল যথা কানু বৃন্দাবনে।
এক নারী ক্ষীণা তাতে স্বামী তার ধরি হাতে
গৃহে আনে ত্বরিত গমনে ॥
পদাঘাত মারি তারে বান্ধিয়া রাখিল ঘরে
দ্বারে দৃঢ় কপাট করিয়া।
বন্দী হৈয়া সেই নারী কান্দে হাহা রব করি
করাঘাত মস্তকে হানিয়া ॥
কানুর পিরীতি রসে রহিতে না পারি বাসে
যাইতে না পেলাম কর্ম্মপাকে।
তার নামে ডাকে বাঁশী শুনি কাণে লাগে অসি
উচ্চৈঃস্বরে শ্যাম বাল ডাকে ॥
কৃষ্ণে নিবেশিয়া মন ঘন ঘন উচাটন
ধ্যান করি মুদিত নয়নে।
চুম্ব দিয়া চাঁদমুখে প্রাণ ছাড়িলেক সুখে
কৃষ্ণে দিয়া আলিঙ্গন দানে ॥
সে ধনী মদনমোহে প্রবেশিল কৃষ্ণদেহে
পাইল সে কৈবল্য সুগতি।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় বিস্মিত হইয়া তায়
শুকদেবে কহেন নৃপতি ॥ ১৩৭ ॥

ব্রজবধূগণের স্বৈরিতা সম্বন্ধে পরীক্ষিতের প্রশ্ন।

রাগিণী টোড়ী।

শুক নারদে মহিমা গায়।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ধ্রু ॥

তবে পরীক্ষিত রাজা কর যোড় করে।
বিস্ময় লাগিল মোরে শুন মুনিবরে ॥
পরপুরুষেতে মন দিল যেই নারী।
বিটপী তাহারে বলি কুলক্ষয়কারী ॥
নরক সংযোগ তার না হয় খণ্ডনে।
কৃষ্ণদেহে সেই প্রবেশিল কোন্ গুণে ॥
চকিত লাগিল বিপরীত কথা শুনি।
ইহার কারণ মোরে কহ মহামুনি ॥
এত শুনি শুকদেব কহে পরীক্ষিতে।
পূর্ব্বে যে বা শুনিলে পুরাণ ভাগবতে ॥
শিশুপাল বৈরীভাব কৈল নারায়ণে।
পাইল সে মুক্তিপদ সালোক্য নির্ম্মাণে ॥
ভকত তারণ আসে প্রভু নারায়ণে।
ধর্ম্ম অংশে জনমিল অবনী তারণে ॥
যে জন গোবিন্দ পদে করিবে ভকতি।
ভাবে তারে দেই প্রভু দুর্লভ মুকতি ॥
একান্তে করয়ে যেবা কৃষ্ণপদাশ্রয়।
ভব জিনি প্রবেশিবে কৃষ্ণের হৃদয় ॥
ভকতবৎসল প্রভু পরম দয়াল।
প্রণতপালক প্রভু পাষণ্ডের কাল ॥
প্রেমরসে সে ধনী ভাবিল নারায়ণে।
কৃষ্ণ-অঙ্গে প্রবেশিল তথির কারণে ॥
শ্রবণ-মঙ্গল এই কৃষ্ণের কথন।
শুনহ সাত্ত্বিকভাবে হবে উদ্ধারণ ॥
এক চিত্ত হৈয়া রাজা শুন সাবধানে।
কহিব কৃষ্ণের লীলা তোমা বিদ্যমানে ॥

হেন কালে ব্রজবালা গেল নিশাকালে।
দেখিল নাগর কানু কদম্বের তলে॥
অগ্নি দেখি মৃত্যু যেন না মানে পতঙ্গ।
কৃষ্ণ দরশনে তেন গোপীর তরঙ্গ॥
শতপুর হৈয়া শ্যামে বেড়ে ব্রজনারী।
মধ্যে কৃষ্ণ শোভা করে বংশী হস্তে করি॥
কোটি কাম জিনিয়া সে নন্দের নন্দন।
কত কলানিধি নিন্দি প্রসন্নবদন।
চিকণ চাঁচর কেশে চূড়ার সাজনি।
নানা কুসুমের গাভা বিনোদ গাঁথনি॥
মধুলোভে উড়ে পাশে কত মধুকর।
ময়ূরচন্দ্রিকা শোভে চূড়ার উপর॥
কপালে চন্দন চান্দ অলকা দোলনী।
ভূরুভঙ্গ মনোহর পুষ্পধনু জিনি॥
সুরঙ্গ নয়ন কোণে কিবা সে চাহনি।
নাসাগ্রে মুকুতা ফল নিন্দে দিনমণি॥
অল্প হাস্য চান্দমুখে বান্ধুলী অধর।
দশন দাড়িম্ব বীচি প্রবাল নিকর॥
শ্রবণে মকর কড়ি কিসলয় পাতা।
অঙ্গদ বলয় ভুজে করতল রাতা॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে।
সুনাভি গভীর কূপ মাঝা হরি গঞ্জে।
পীতাম্বর কটিতটে মেখলা কিঙ্কিণী।
চরণ যুগলে সাজে নূপুর বাজনি॥
পদনখে বসিয়া সেবয় নিশাপতি।
দেখিয়া মোহিল রূপে গোয়ালা যুবতী॥
সারি সারি হৈয়া সব বেড়িল কানুরে।
তারাকা মণ্ডলে সাজে যেন শশধরে॥
গোপীগণে দেখিয়া সে প্রভু বনমালী।
মুরলী ধরিয়া করে মৃদু হাস্যে বলি॥
শুন গোপীগণ কেন আইলে কাননে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে॥ ১৩৮॥

ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রশ্ন।

রাগিণী গৌরী।

ব্রজবালা দেখি প্রভু পদ্ম-আঁখি
অধরে মধুর হাসি।
বলেন বচন শুন সখীগণ
বনে কেন ঘোর নিশি॥
গোপের কুশল বারতা মঙ্গল
নন্দ যশোদার বাণী।
আইলে ব্যস্ত হৈয়া কিসের লাগিয়া
দৈত্য কি মিলিল জানি॥
নারী হৈয়া বনে ভয়-নাহি মনে
আইলে কেমন করি।
পথে বন ছিল ভল্লুক শার্দ্দূল
ভাগ্যে না খাইল ধরি॥
এ নহে উচিত স্বতন্ত্র চরিত
ছাড়িয়া সে গৃহগারি।
কেমনে এ বনে মুরলীর স্বানে
আইলে মম বরাবরি॥
তোমার ভবনে যত গুরুজনে
চাহিয়া চাহিয়া ফিরে।
দর্শন না পেয়ে বলে দুঃখী হয়ে
গৃহে না লইব তারে॥
নিরমল কুলে কলঙ্ক রাখিলে
কুটুম্ব ধরিবে ছল।
করিবেক বাদ হবে পরমাদ
না খাইবে অন্ন জল॥
কুল যে কলঙ্কী হবে হেন দেখি
তোমা সবাকার হৈতে।
আমার উত্তর শুনিয়া সত্বর
মন্দিরে চল ত্বরিতে॥

কৃষ্ণের বচন শুনি সখীগণ
শোক উপজিল চিতে।
শ্রীগুরুচরণে দুঃখীশ্যাম ভণে
গোবিন্দমঙ্গল গীতে ॥ ১৩৯ ॥

গোপরমণীদিগের প্রার্থনা ও কৃষ্ণের উপদেশ।

রাগিণী করুণা।

করুণাময়!
বারেক শরণ দিয়া রাখ রাঙ্গাপায়।
তোমা হেন গুণনিধি আর পাব কায় ॥ ধ্রু ॥

এ সব বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে গোপিকার শিরে ॥
কেন হেন বোল বল শুন প্রাণনাথ।
না বল এসব বোল মার বজ্রাঘাত ॥
জাতি কুল লাজ ভয় ত্যয়াগিয়া দূরে।
আইনু আমরা সবে তোমা ভজিবারে ॥
নিরাশ বচন শুনি তুহু চাঁদমুখে।
গরল জড়িত শর বাজি গেল বুকে ॥
যদি না করিবে দয়া প্রভু বনমালী।
ওই পদে প্রাণ দিব সকল গোয়ালী।
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানি।
তুমি কিনা জান তাহা শ্যাম গুণমণি ॥
পরশ করিয়া যদি না করিবে দয়া।
কৃপাসিন্ধু বলাইবে কেমন করিয়া ॥
যে জন শরণ লয় তোমার চরণে।
বল দেখি তারে তুমি ত্যজিবে কেমনে ॥
চাঁদ বদনের মধু সরস অধরে।
পরিত্রাণ কর প্রভু এ কামসাগরে ॥
আমা সবাকার তনু দহে রতিপতি।
আলিঙ্গন দেহ প্রাণ শুনহ মিনতি ॥

এ সব বচন শুনি গোপিকার মুখে।
মুখে মৃদু হাসি কৃষ্ণ কহেন কৌতুকে ॥
এ নহে উচিত ধর্ম্ম তোমা সবাকার।
নিজ গৃহে গিয়া পতি সেব আপনার ॥
নিজ স্বামী সেবন ছাড়িয়া যেই নারী।
পর পুরুষেরে সেবে হয়ে কামাচারী ॥
নষ্টবুদ্ধি বলি তারে কলঙ্কিনী কুলে।
না পায় স্বামীর সুখ যোনি ফিরে বুলে ॥
সুখলেশ নাহি তার পাপ নিবন্ধনে।
সপ্ত জন্ম বিধবা সে পতি অনর্চ্চনে ॥
পতি বিনে নারীর নাহিক অন্যগতি।
পতি সেবে যেই নারী সে পায় মুকতি ॥
যেন মত পতিসেবা করে পূর্ব্বকালে।
সেই মত ফল পৃথিবীতে তারে মিলে ॥
অকুলীন অসুন্দর সেই যদি হয়।
বিষ্ণুদেব সম তারে ভাবিহ হৃদয় ॥
অথর্ব্ব অধনী অন্ধ জীর্ণ কলেবরে।
অকপটে সৎভাবে ভজিহ স্বামীরে ॥
এই নীতি কর্ম্ম নারী জনমের সার।
শুন শুন গোপাঙ্গনা বচন আমার ॥
মোর বোলে চলি যাহ আপন ভবন।
সেবা কর গিয়া নিজ পতির চরণ ॥
সাধ ছিল যদি তোমা সবার অন্তরে।
আমার লাবণ্য রূপ দেখিবার তরে ॥
দেখিলে আমার রূপ নয়ন ভরিয়া।
মন্দিরে চলহ মোর পদে মন দিয়া ॥
মোর সন্নিকটে থাকে যত ভক্তগণ।
আমাকে ভজিতে তার স্থির নহে মন ॥
দূরেতে থাকিয়া যে সকল ভক্তগণ।
তন মন বচন করয়ে সমর্পণ ॥
দৃঢ় চিত্তে আমার চরণ করে লয়।
ভব জিনি প্রবেশয় আমার হৃদয় ॥

এ সব বচন মার্গ কহিনু তোমারে।
একান্ত করিয়া ভক্তি মন দেহ মোরে॥
না কর বিলম্ব শুন ব্রজাঙ্গনাগণ।
মন্দিরে চলহ অন্য না করিহ মন॥
পুনরপি গোপিকা নিবেদি রাঙ্গাপায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ১৪০॥

গোপিকাগণের কৃষ্ণ প্রেম প্রকরণ।

রাগিণী করুণা।

বন্ধুর নিষ্ঠুর বাণী ব্রজবালাগণ শুনি
শোকসিন্ধু উপজিল তায়।
পদনখে লিখি ক্ষিতি দশনে অধর বাঁতি
অধোদৃষ্টে রাঙ্গাপদ চায়॥
মোহিত পিরীতি ফাঁদে কেহ ফুকরিয়া কাঁদে
কেহ কহে কানু রাখ প্রাণ।
তোমার বিরস বোলে হিয়া জর জর করে
তাহে দহে মদন কামান॥
কেবল একান্তভাবে তোমাকে ভজিতে সবে
আইনু দু কুল পরিহরি।
তুমি গোপিকার প্রাণ আঁখির পুতলি কান
তিলে তোমা না দেখিলে মরি॥
হেন যদি জান মনে না করিবে পরশনে
দগধিবে মদন দাহনে।
ছিলাম সংসার কাজে নিশাকালে বেণু বাজে
শুনি আনু মুরলীর স্বানে॥
তোমাবিনা নাহি গতি কি করিবে নিজপতি
গোপীর জীবন ধন তুমি।
তুমি অখিলের জীবে আছহ ত্রিগুণভাবে
সর্ব্ব ঘটে তুমি অন্তর্যামী॥
আর না যাইব ঘর গুরুজন বরাবর
না করিব গৃহ [illegible]।
এই সাধ মনে লাগে দাণ্ডাইয়া তব আগে
সব গোপী ত্যজিব জীবন॥
শুন প্রভু বনমালী মুক্তকণ্ঠ করি বলি
শুনুক সকল লোক জন।
আমরা অন্যের নই কৃষ্ণের কিঙ্করী হই
কেবল সকল গোপীগণ॥
যাই কি বা রসাতলে কিবা স্বর্গ সুখ মেলে
না জানিয়ে কিবা তরে মরি॥
কত না যন্ত্রণা দেখ পরশিয়া প্রাণ রাখ
কহিনু তোমার বরাবরি॥
তোমার লাগিয়া হরি নদীকূলে হরগৌরী
নিত্যপূজা করি আরাধন।
বাঞ্ছাসিদ্ধি হৈল তবে আপনি আসিয়া যবে
হরিলে হে বস্ত্র আভরণ॥
তবে সব গোপীগণে আদেশিলে তুয়া সনে
বিহার করিব বৃন্দাবনে।
আপনি কহিলে হাসি তার সাক্ষী আছে বাঁশী
এবে কেন বঞ্চ গোপীগণে॥
দয়া নাহি তুয়া মনে পুতনার স্তনপানে
পরাণে বধিলে যদুমণি।
অবগতি কর হরি হেন অনুমান করি
এবে প্রাণে বধিবে গোপিনী॥
অনুরাগে নহে স্থির নয়নে প্রেমের নীর
শ্রাবণের যেন জলধার।
সঘনে অধর কাঁপে কদম্বকলিকা রূপে
পুলকিত তনু গোপিকার॥
কৃপানিধি নারায়ণ জানি সবাকার মন
হাসিয়া কহেন গোপীগণে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস গানে॥ ১৪১॥

গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের বিহার

রাগ ভাটিয়ারি।

কুঞ্জবনে, বলি কুঞ্জবনে।
রাধা রসময়ী শ্যাম সনে॥ ধ্রু॥

গোপীর একান্ত ভাব শুনি নারায়ণ।
বাহু পসারারিয়া বলে আইস গোপীগণ॥
বন্ধুর লাবণ্য হাসি রসময় বাণী।
দেখিয়া উষত ভেল যতেক গোপিনী॥
বিষাদ বিচ্ছেদ গেল হরিষ অন্তরে।
শতপুর হৈয়া সবে বেড়িল কানুরে॥
উঠিয়া সকল সখী হরিষ বদনে।
নানা রূপ ফুল তুলি পরম যতনে॥
গাঁথিয়া বিচিত্র বরমালা লয়ে করে।
কৃষ্ণেরে বেড়িয়া গোপী উল্লাস অন্তরে॥
বর মালা দিল সবে গোপালের গলে।
হাস্য লাস্য কটাক্ষ করিয়া গোপীকুলে॥
তবে নটবর বিদগধ শ্যামরায়।
বাহু পসারিয়া কোল দিল গোপিকায়॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ ধরে বীণা।
শ্যামচাঁদে ফুলশর মারে কোন জনা॥
কেহ দেয় কুঙ্কুম চন্দন শ্যাম অঙ্গে।
কেহ দেয় চুম্বদান রসের তরঙ্গে॥
কেহ মারে পিচিকা ফুলের ফাগু চুয়া।
বঙ্ক দৃষ্টে হাসে কেহ চন্দ্রমুখ চেয়্যা॥
কেহ কহে দেহ কানু আলিঙ্গন দান।
কেহ কহে পরশিয়া রাখহ পরাণ॥
কেহ কহে প্রাণনাথ কি কহির আর।
রতি দান দিয়া জীউ রাখ গোপিকার॥
গোপিকার লাবণ্য আরতি রস দেখি।
যোগমায়া সৃজন করিল পদ্ম-আঁখি॥
অনঙ্গ আরতি খণ্ডাইতে গোপীগণে।
ষোল সহস্রেক রূপ হৈল নারায়ণে॥
এক তরুমূলে এক গোপিকা গোপাল।
সব গোপী সংহতি বিহরে নন্দলাল॥
প্রেম আলিঙ্গন হাস্য রসের কৌতুকে।
মনের মানস গোপী পাইল বড় সুখে॥
আপনারে আপনি বাখানে ব্রজনারী।
পিরীতে আমরা বশ করিনু মুরারি॥
আমা সবাকারে কৃষ্ণ হইলা সদয়।
ধন্য সে আমরা হেন ভাবিল হৃদয়॥
আমা সবা সমান কৃষ্ণের প্রিয় পণে।
হয় না হবেক নাহি এ তিন ভুবনে॥
আমা সবা সম নাহি ভাগ্যবতী আর।
আমরা পাইনু কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সার॥
এত যদি মনেতে ভাবিল ব্রজনারী।
বাড়িল গোপীর গর্ব্ব জানিল মুরারি॥
কৃষ্ণ সন্নিকটে এক ব্রজবালা ছিল।
দয়ানিধি কানু তারে করেতে ধরিল॥
অনেক কামনা তার ছিল পূর্ব্বকালে।
সেই ফলে তার কর ধরিল গোপালে।
গোপিকাগণের মান গঞ্জিবার তরে।
অন্তর্ধান হৈল কানু সবার ভিতরে॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া গোপী বড়ই কাতর।
অনঙ্গ অনলে সবে হৈল জর জর॥
কৃষ্ণগুণে গোপীগণ কান্দিয়া বেড়ায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ১৪২॥

কৃষ্ণ অন্তর্ধানে গোপীদিগের খেদ।

রাগ পাহাড়ি।

কৃষ্ণ না দেখিয়া বনে আকুল গোপিকাগণে
মোহে মতি মগন সাগরে।

ক্ষিতি লোটাইয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
তনু তিতে নয়নের নীরে॥
ওহে প্রাণনাথ হরি বঞ্চিয়া বরজ নারী
কোথাকারে করিলে গমন।
না দেখি তোমার মুখ অন্তরে বিদরে বুক
তব গুণে ত্যজিব জীবন॥
তোমার মুরলী স্বানে নিশাকালে ঘোর বনে
আনাইলে আমা সবাকারে
কি দোষে নিদয় হৈয়া গেলে তুমি তেয়াগিয়া
মরিব না দেখিয়া তোমারে॥
হায় অবলিনী জাতি আর গোয়ালিনী তথি
ভাল মন্দ কিছুই না জানি।
বারেক দর্শন দিয়া গোপিকাগণেরে জীয়া
করুণাসাগর চিন্তামণি
যদবধি গোপপুরে জন্মিলে নন্দের ঘরে
ভাগ্যবতী যশোদা জঠরে।
তোমার লাবণ্য দেখি হইনু পরম সুখী
দাসী রূপে ভজিব তোমারে
দীন দয়ানিধি বলি জগতে বলাও হরি
পতিতপাবন নাম খানি।
যে যার শরণ লয় সে জন কি ত্যজে তায়
কেমনে বলাবে চিন্তামণি॥
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া আইনু কলঙ্কী হৈয়া
ও রাঙ্গা চরণ ভজিবারে।
অধর অমৃত দিয়া গেলে তুমি মুরছিয়া
ফেলাইয়া অকূল পাথারে॥
যদি দেখা নাহি দিবে তবে গোপী বধ পাবে
যায় গোপী তব অন্বেষণে।
দুঃখীশ্যাম দাস গানে ভ্রময় নাগরীগণে
কানুরে চাহিয়া ঘোর বনে॥ ১৪৩॥

গোপিকাগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ।

রাগিণী করুণা।

কোথা গেলে পাব সই জীবন আমার॥ ধ্রু॥

কাননে ভ্রময়ে গোপী শ্যাম অন্বেষণে।
অনুরাগে আপনা আপনি নাহি চিনে॥
কৃষ্ণের আজ্ঞায় মেঘ উড়িল গগনে।
ঢাকিল চন্দ্রের জ্যোতি ঘোর কুঞ্জবনে॥
আন্ধারে না দেখে পথ গোপিকা সকল।
নদীতীরে বন ঘোরে ভয়েতে বিকল॥
কেহ কারে ছান্দিয়া ধরিল ব্রজনারী।
কেহ কহে কোথা পাব মুকুন্দমুরারি॥
এক গোপী আগুসরি বলয়ে বচন
সেবা কর আছি আমি নন্দের নন্দন॥
এক গোপীর স্তনে মুখ দিয়া আর জনা।
ফেলাইয়া দিয়া বলে মরিল পুতনা॥
এক আরে আছাড়িয়া গেল কত দূরে।
বলে দেখ বিনাশিনু প্রলম্ব অসুরে॥
এক গোপী নেতাঞ্চল করে দুই ফাল।
বলে বকাসুর মারি মুঞি সে গোপাল॥
বাতুল সমান গোপী হারায়ে কানুরে
ক্ষণে ঘোর বনে বুলে ক্ষণে নদীতীরে॥
চাহিয়া আকাশ মুখে বলয়ে বচন।
তুমি দেখিয়াছ যেতে নন্দের নন্দন॥
তরুলতা আদি করি বৈসে বৃন্দাবনে।
জিজ্ঞাসিয়া বুলে গোপী প্রতি জনে জনে॥
তোমরা যতেক তরু যমুনার তীরে।
জন্ম লইয়াছ সবে পর উপকারে॥
অশ্বত্থ পাকুড় বট শ্রীফল তেতুলি।
তোমরা কি দেখিলে নাগর বনমালী॥
আম্র জাম্র কদম্ব বকুল আদি বন॥
কহ কোথা গেলে পাব নন্দের নন্দন॥

অর্জ্জুন আসনা শাল সরল পীয়াল।
কহ কোথা গেলে পাব মদনগোপাল॥
কুরুবক জাতী যূথি চাঁপা নাগেশ্বর।
তোমরা দেখেছ যেতে বিনোদনাগর॥
মাধবী গোলাপ কুন্দ সেউতী রঙ্গণ।
কহ কোন পথে গেল গোপিকারমণ॥
কেতকী করবী আর কাঞ্চন মরুয়া।
তুমি কি দেখিলে যেতে শ্যাম বিনোদিয়া॥
মালতী মন্দার চারু রঙ্গ পারিজাত।
তোমরা বলহ কোথা পাব প্রাণ নাথ॥
তুলসী প্রধান তুমি গোবিন্দের প্রিয়া।
অহর্নিশ থাক কৃষ্ণহৃদয়ে লাগিয়া॥
লুকায়ে রাখিলে কোথা শ্যাম গুণমণি।
উত্তর না দেহ হয়ে সবার সতিনী॥
সম্মুখে দেখয়ে গোপী যত তরু লতা।
সবাকে জিজ্ঞাসে প্রাণকানু পাব কোথা॥
চলিতে চরণে তৃণ লাগে দূর্ব্বাদল।
বলে প্রভু পদ লাগি হয়েছে শীতল॥
সারী শুক পিক আদি ভ্রমর ময়ূরী।
কহ না তোমরা কেহ দেখেছ মুরারি॥
মৃগীকুলে দেখি বলে যত গোপীগণ।
কৃষ্ণে দেখি করিয়াছ নির্ম্মল লোচন॥
এত শুনি বলে তারা যত গোপীগণে।
নিকটে পাইবে কৃষ্ণে না ভাবিহ মনে॥
এখন পাইবে কৃষ্ণ কমললোচন।
দুঃখ না ভাবিহ মনে শুন গোপীগণ॥
কৃষ্ণে চাহি কাননে ভ্রময়ে ব্রজবালা।
যাইতে দেখিল পথে কুন্দ ফুল মালা॥
মালা দেখি ব্রজবালা বিচারিল মনে।
সেই কলাবতী লয়ে গেল নারায়ণে॥
এই কুসুমের মালা ছিল শ্যাম গলে।
ছিণ্ডিয়া ফেলিল মালা রতি রস কালে॥
দেখ না মাল্যের গন্ধ মোহে বৃন্দাবন।
এখন পাইব কোথা কমললোচন॥
হেন রূপে কাননে ভ্রময়ে গোপীগণ।
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন॥
যেই কলাবতী ছিল গোবিন্দের সনে।
কৃষ্ণপ্রেম পাইয়া সে গর্ব্ব কৈল মনে॥
সেই নারী কহে কৃষ্ণে হরষিত মনে।
গোবিন্দমঙ্গল গীত শ্যাম দাস গানে॥ ১৪৪॥

কৃষ্ণ-প্রেম-গর্ব্বিতার গর্ব্ব ভঙ্গ।

রাগ ভাটিয়ারি।

নাথ বিনে দুঃখ কহিব কাহারে।
প্রভু বিনে দুঃখ কোন্ তারে॥ ধ্রু॥

শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ কাহিনী।
হরষিত মনে কৃষ্ণে কহে সে গোপিনী॥
শুন শুন প্রাণনাথ আমার বচন।
চলিতে না পারি পথে দুঃখায় চরণ॥
গোপিনীর সঙ্গ ছাড়ি আনিলে আমাতে।
স্থগিত হইনু আমি তোমার পিরীতে॥
তৃণাঙ্কুর কাননে তিমির নিশি তায়।
জর জর হইল শোণিত পড়ে পায়॥
যদি মোর তরে নাথ আছে তব দয়া।
তবে মোরে লয়ে চল কান্ধে বসাইয়া॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন পদ্ম-আঁখি।
কান্ধে বসাইব তোরে শুন চন্দ্রমুখী॥
এত বলি স্কন্ধ পাতি বসিল গোপালে।
কৃষ্ণস্কন্ধে বৈসে গোপী অতি কুতূহলে॥
গোবিন্দের শির করে ধরে ব্রজবালা।
স্কন্ধে করি যান প্রভু ভক্তিভাবে ভোলা॥
কত দূর গিয়া কৃষ্ণ মায়ার নিধান।
আছাড়িয়া ফেলি তারে হৈলা অন্তর্ধান॥

মুখ চাপি ভূমে গোপী পড়িল নির্ভরে।
হাত পায় গেল ছড় শোণিত নিকলে॥
মোহ গিয়া কতক্ষণে পাইল চেতন।
উঠিয়া না দেখি কৃষ্ণে করয়ে রোদন॥
ওহে প্রাণনাথ কৃষ্ণ জান কত মায়া।
কোথা গেলে প্রভু মোরে পাথারে ফেলিয়া॥
গোপিকার সঙ্গ ছাড়ি আনিলে আমারে।
সুধা রস বরষিলে অধরে অধরে॥
হাস্যরস করি রঙ্গে দিলে আলিঙ্গন।
নিদারুণ হৈয়া এবে করিলে বঞ্চন॥
আপনা খাইয়া কৃষ্ণে কুবোল বলিনু।
সেই দোষেএ কুল ও কুল হারাইনু॥
হেদে হে কঠিন প্রাণ আছ কি কারণে।
স্থান লৈয়া থাক গিয়া গোবিন্দচরণে॥
একাকিনী করি কৃষ্ণ ছাড়ি গেল বনে।
গোপিনীর সঙ্গে মোর নহিল মিলনে॥
আন্ধারে না দেখে পথ ভয়ে কম্পমান।
ফুকারিয়া ডাকে কানু রাখ হে পরাণ॥
কি করিব কোথা গেলে পাব শ্যামরায়।
কান্দিয়া কাতর হৈয়া কাননে বেড়ায়॥
ভয়াকুলী হৈলা ধনী একা বন ভাগে।
হেনকালে দেখা হৈল সর্ব্ব গোপী লাগে॥
কান্দিয়া কহিল সে সকল গোপীগণে।
মোরে একাকিনী কানু এড়ি গেল বনে॥
অনেক আরতি রতি রসের কৌতুকে।
নিদানে ছাড়িয়া গেলা শেল মারি বুকে॥
তবে সে কানুরে না দেখিয়া প্রাণ কান্দে।
তোমরা কি সব সখি দেখিলে গোবিন্দে॥
গোপীগণ বলে কানু তোর সঙ্গে ছিল।
তোরে হেন গতি করি ছাড়িয়া সে গেল॥
স্ত্রীবধ করিতে যে তাহার ভয় নাই।
দয়াল কে বলে তারে নিঠুর কানাই॥
ভাল হৈল তোর সঙ্গে হইল মিলনে।
এখন কালিয়া কানু পাব বৃন্দাবনে॥
সব সখী বনে কৃষ্ণ চাহিয়া বেড়ায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ১৪৫॥

গোপীদিগের নিকট কৃষ্ণের আবির্ভাব।

রাগ করুণা।

শ্যাম অন্বেষণে ভ্রমে গোপীগণে
নিকুঞ্জ বনের মাঝে।
দেখে যারে তারে পুছয়ে সবারে
দেখিলে কি ব্রজরাজে॥
না দেখি কানুরে অন্তর বিদরে
অঝোরে ঝুরয়ে আঁখি।
নহিলে নিদান ত্যজিব পরাণ
যদি বন্ধু নাহি দেখি॥
কহ কি করিব কোথা গেলে পাব
চিকণ কালিয়া কানু।
হিয়ার পুতলি কান্দে কানু বলি
জর জর ভেল তনু॥
হেন কালে বনে দেখিল নয়নে
কুসুমশয়নস্থলী।
কহ কিবা ইথে রাধিকার সাথে
গোবিন্দ করিল কেলি॥
বলে সে নাগরী পরম চাতুরী
কতেক প্রেম সন্ধানে।
প্রভু ভগবানে আরাধিল বনে
রাধা সে পিরীতি জানে॥
রাধা বিনে আন ভুলাইতে কান
না দেখি নাগরী মাঝে।
আমা সবাকারে রাখি বনান্তরে
লৈয়া গেল ব্রজরাজে॥

মনমথ শর করিল কাতর
বুদ্ধি বল প্রাণসখি।
তবে সে শীতল হইব কেবল
পরশিলে পদ্ম-আঁখি॥
কান্দিয়া কাননে ভ্রমে গোপীগণে
চাহিয়া নাগরবরে।
কানু কানু করি উচ্চ রব ধরি
পড়িলা শোকসাগরে॥
অচেতন মতি যতেক যুবতী
জানিল জগতবন্ধু।
বিজুরী বন্ধানে গোপী বিদ্যমানে
আইল করুণাসিন্ধু॥
দেখিয়া নাগরে হরিষ অন্তরে
ধাইল নাগরীগণে।
শতপুর করি বেড়িল নাগরী
পুরুষবর কাননে॥
তবে গোপীগণে হরষিত মনে
কর পসারিলা কানু।
দুঃখীশ্যাম কয় এ বড় আশয়
যদি পাই পদরেণু॥ ১৪৬॥

গোপ কামিনীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন।

রাগ করুণা।

আজি বড় শুভ দিন হে
প্রাণনাথে পাইয়া॥ ধ্রু॥

গোপীর একান্ত ভাব জানি বনমালী।
অবিলম্বে আসিয়া গোপিনী মধ্যে মেলি॥
বাহুড়িয়া প্রাণ যেন পাইল শরীরে।
গোপিকা আনন্দ হৈল দেখিয়া কানুরে॥
চতুর্দ্দিকে নারী সব বেড়ে নারায়ণ।
তারা মধ্যে চন্দ্র যেন হইল শোভন॥
কটাক্ষ করিয়া কেহ বলেন বচন।
পরশিয়া প্রাণনাথ রাখহ জীবন॥
কেহ বলে প্রাণ দহে মদন অনল।
আলিঙ্গন দিয়া কৃষ্ণ করহ শীতল॥
কেহ কহে প্রাণনাথ কর অবধান।
অধরে অধরমধু রস দেহ দান॥
এ সব কৌতুক কেলি কদম্বের তলে।
শোভা করে রাধা কানু গোপীর মণ্ডলে॥
যোজন অশীতি কল্পতরু পিরমাণ।
যোজনেক পরিসর বিচিত্র উদ্যান॥
দেখিতে রূপস তরু কাঞ্চন বরণ।
নীলবর্ণ পত্র তার অতি সুশোভন॥
শাখা সুখদল তরু সৌরভ বহুল।
শ্বেত রক্ত নীল পীত পঞ্চ বর্ণ ফুল॥
সারী শুক পিক তথি ভ্রমর ঝঙ্কারে।
মদন উন্মত্ত হৈল গোপিনী বাজারে॥
সপ্তমাবরণে তথি বিহার সদনে।
নানা কেলি কলা রস রাধা কানু সনে॥
আবরণ ভেদ কিছু করিব বর্ণন।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে গোবিন্দচরণ॥ ১৪৭॥

রাধাকৃষ্ণের রাস বিবরণ।

রাগ গৌরী।

রাধা কানু দু জনে সরস রস কেলি।
বরণে বরণে ব্রজ বনিতা সকলি॥ ধ্রু॥

চিন্তামণি নামে স্থান অতি অনুপম।
যথা রাস রস কেলি রাধা ঘনশ্যাম॥
কালিন্দী বেষ্টিত তথি গহন গম্ভীর।
প্রবল তরঙ্গ তথি সুধারস নীর॥

কমল কুমুদ শোভা করে জল স্থল।
সৌরভে লালসে তথা মত্ত অলিকুল ॥
ডাহুকী হংসিনী হংস ক্রৌড়ে চক্রবাক।
নানা নাদ করে জলচর লাখে লাখ ॥
নিকুঞ্জ খঞ্জন দুই তটে শোভা করে।
শিখী শিখণ্ডিনী তথা নৃত্য করি ফিরে ॥
কপোত কোকিল শুক ডাকে তরুডালে।
ভ্রমর ঝঙ্কারি মধু পান করে ফুলে ॥
কর্ণিকার মহা শোভা কোটি সূর্য্য জিনি।
উজ্জ্বল করিল আর সুমণ্ডপ মণি ॥
মণি মণ্ডপের শোভা কি বর্ণিতে পারি ॥
মহোজ্জ্বল অষ্টদল যাহার উপরি ॥
তদুপরি রসানন্দ রাধিকার প্রাণ।
নিগমে বসিয়া যারে যোগী করে ধ্যান ॥
নুনাঞ্জন মন্দার জিনিয়া মনোহর।
ললিত মধুর বেশ ত্রিভঙ্গ সুন্দর ॥
সর্ব্ব মনোমোহন করিতে সেই জানে।
কুঞ্চিত কেশরে চূড়া টাননি দক্ষিণে ॥
চম্পক মঞ্জু মন্দার চূড়ায় বেষ্টিত।
ঝিলিমিলি ময়ূরচন্দ্রিকা সুশোভিত ॥
অলক তিলক চারু কপোলে বিরাজে।
গোরোচনা ফাগু বিন্দু শোভে তার মাঝে ॥
ফুলধনু জিনি ভুরু রমণীমোহন।
বিশাল নয়ন আভা অরুণ বরণ ॥
মনমথ শর জিনি অঞ্জন রঞ্জন।
অরুণ অম্বুজ কিবা নাচুয়া খঞ্জন ॥
শ্রুতিমূলে কুণ্ডল দোলয়ে গণ্ডস্থলে।
তা দেখি তপন ত্রাসে গগনমণ্ডলে ॥
তিলফুল জিনি নাসা অতি মনোহর।
ঢল ঢল গজমুতি তাহার উপর ॥
মুখপদ্ম মনোহর মধু রস হাসি।
সুরঙ্গ অধরে বরিষয়ে সুধারাশি ॥
কুন্দের কলিকা কিবা দাড়িম্বের বিচি।
কিবা অপরূপ সেই দন্তপংক্তি রুচি ॥
দীর্ঘ্যগ্রীব কম্বুকণ্ঠ অতি সুশোভিত।
মণি মাণিক্যের মালা তাহে বিভূষিত ॥
শ্রীবৎস কৌস্তভ চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে।
প্রবাল মুকুতা হার শোভে তার মাঝে ॥
বাহুদণ্ড বিশাল জিনিয়া করীকর
অঙ্গদ বলয় তথি অতি মনোহর ॥
ভুজদণ্ডে বাজুবন্ধ অতি মনোহারী।
করাঙ্গুলে শোভা করে মাণিক্য অঙ্গুরী ॥
অষ্ট গন্ধ মিশ্রিত চর্চ্চিত কলেবর।
কেশরী জিনিয়া মাঝা তাহে পীতাম্বর ॥
কটিতে বেষ্টিত মণি কিঙ্কিণীরজাল।
রামরম্ভা জিনি উরু যুগল রসাল ॥
চরণ পঙ্কজে মণি নূপুরের শোভা।
সুখণ্ড সৌন্দর্য্য জগজন মনোলোভা ॥
নখেন্দুকিরণ শোভা কি কহিতে পারি।
ছটা-মোহে পূর্ণ ব্রহ্মা লুটে বসুন্ধরী ॥
পাদপদ্ম নিরুপম বাঞ্ছে সুররাজে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্বুজ চিহ্ন তাহে সাজে ॥
এইরূপে কৃষ্ণে মন করহ ধেয়ান।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ১৮ ॥

রাসমণ্ডল বর্ণন।

রাগ কেদার।

হেন শ্যাম মনোহর বনমালী বংশীধর
রাই সঙ্গে পূর্ণ ষোলকলা।
ধেয়ানে না দেখে যোগী গোপীপ্রেমে অনুরাগী
কল্পতরু তলে নিত্য লীলা ॥
সুমণিমণ্ডপ তথি হীরা নীলা গজমতি
ঝলমল করে রত্নঝারা।

কনক কলস চুড়ে নেতের পতাকা উড়ে
তার মধ্যে মাণিক্যের বান্না॥
কোটি সূর্য্য জিনি প্রভা কি দিব গৃহের শোভা
খচিত রতন সে মুকুর।
অপূর্ব্ব সে আয়তন দরশে হরয়ে মন
তার মাঝে বিনোদ ঠাকুর॥
অষ্টদলপদ্ম তথি নিন্দিয়া অরুণ ভাতি
কর্ণিকা উপরে রাধা শ্যাম।
যোগপীঠ হেটে ধন্যা সম্মুখেতে গোপকন্যা
শ্রুতিকন্যা দক্ষিণে সুঠাম॥
দেবকন্যা পূর্ব্বভাগে সেবয়ে উত্তরদিগে
মুনিকন্যা মধুর মূরতি।
ললিতা শ্যামলা আর সেবয়ে যে দশে যার
তথা চন্দ্রাবলী রসবতী॥
হেন রূপে ষোল রামা ভজে তারা শ্যামশ্যাম
লীলা খেলা হাস্য পরিহাসে।
মদন দুন্দুভি বায় কেহ নাচে কেহ গায়
কেহ কেহ রঙ্গ অভিলাষে॥
যুড়িয়া যোজন চারি কল্পতরু মনোহারী
শুদ্ধ স্বর্ণ জিনিয়া বরণ।
নীলবর্ণ পত্র তথি ফুল ধরে পাঁচ ভাতি
ফলে মুক্তা প্রবাল রতন॥
শ্বেত রক্ত পীত আভা প্রতি কৃষ্ণ তথি শোভা
সৌরভে তুলনা দিতে নাই।
পল্লব বসন্ত তথা কস্তুরী সম্ভব পাতা
মলয়জ স্থিতি সেই ঠাঞি॥
তাহার পশ্চিম ভাগে মালতি মল্লিকা নাগে
অপূর্ব্ব আমোদ ধরে তথা।
বনমালী লতা নাম বামে বেত অনুপম
নানা রস মধুর সংযুতা॥
উত্তরে মল্লিকা চৈব সদা মধুরস শ্রব
কাঞ্চন লতিকা ঐ স্থানে।
লবঙ্গ লতিকা আর পূর্ব্বে আমোদিত যার
সোমচির লতা অগ্নিকোণে॥
দক্ষিণে পদ্মের লতা নানা সুখ সমাশ্রিতা
মাধবী লতিকা নৈঋতে।
কল্পতরু অষ্ট ভিতা শোভা করে অষ্ট লতা
পরাগ কর্পূর সমন্বিতে॥
অপূর্ব্ব কানন মাঝে কর্ণিকা কেশর সাজে
শোভা করে যুগল মূরতি।
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম দাস ভাষে
হরিপদে রহুক ভকতি॥ ১৪৯॥

লীলাবৃন্দাবনের আবরণ রহস্য।

রাগিণী গৌরী।
কুঞ্জ বনে ধনী কুঞ্জ বনে।
রাধা রসময়ী শ্যাম সনে॥ ধ্রু॥

রাধা রসবতী শ্যাম সঙ্গে রসকেলি।
বরণে বরণে ব্রজবনিতামণ্ডলী॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ রসকেলি:
যেরূপে বিপিনে বিহরয়ে বনমালী॥
অপূর্ব্ব আসন তথি বিচিত্র বিচিত্র।
চিন্তামণি নামে স্থান শ্যামের পিরীত॥
সপ্তমাবরণে তথা সফলা উপর।
যোগপীঠোপরে মণিমণ্ডপ সুন্দর॥
অষ্টদল পদ্ম তথি প্রাতঃরবি রঙ্গ।
কেশরের মাঝে সে গোবিন্দ রাধা সঙ্গ॥
সখী চন্দ্রাবলী তথা রাধিকা সমান।
ভুজে ভুজ দিয়া শ্যামে দেই প্রেম দান॥
রাধা রসবতী সঙ্গে অঙ্গ হেলি সুখে।
পশ্যন্তী পরমানন্দ পশ্চিমের মুখে॥
হাস্যরস কৌতুক বিবিধ পরকারে।
কত শত যুগ যায় নিমিখ গোচরে॥

কিশোর কিশোরী দোঁহে কর্ণিকার মাঝে।
অষ্টদলে অষ্ট সখী সেবে ব্রজরাজে ॥
সম্মুখে ললিতা রহু শ্যামলা বায়বে।
উত্তরে শ্রীমতী সদা শ্যামপদ সেবে ॥
সুন্দরী শ্রীহরিপ্রিয়া আছেন ঈশানে।
পূর্ব্বেতে বিশাখা রহু সত্যা অগ্নিকোণে ॥
দক্ষিণে নিবসে পদ্মা ভদ্রা সে নৈঋতে।
কোণাগ্রে সে চন্দ্রবতী সেবে প্রাণনাথে ॥
চন্দ্রাবলী চিত্ররেখা চন্দ্রার্ত্ত মদনা।
শ্রী আর শ্রীমধুমতী সখী দুই জনা ॥
শশীরেখা কৃষ্ণপ্রিয়া এই ষোল সখী।
প্রত্যক্ষ রভসে ভজে প্রভু পদ্ম-আঁখি ॥
যোগ পীঠ পশ্চিমে সে প্রথমাবরণে।
সেবন্তী সে গোপকন্যা কৃষ্ণধ্যান মনে ॥
কিশোরী মধুরা নানা গোপাঙ্গনাগণ।
সদ্ভাবে যুগল তনু করে নিরীক্ষণ ॥
দ্বিতীয়াবরণে শ্রীদামাদি দ্বারপাল।
তৃতীয়াবরণে স্তোককৃষ্ণাদি ছাওয়াল ॥
চতুর্থাবরণে তথা সুরভি সকল।
উর্দ্ধ মুখে করে ধ্যান মূরতি যুগল ॥
পঞ্চমাবরণে দ্বারে পারিজাত তরু।
তার তলে সুবর্ণের মন্দির সুচারু ॥
অম্বুজ দ্বাদশ দল সিদ্ধ পীঠ মাঝে।
বাসুদেব কেলি মণিসিংহাসন রাজে ॥
প্রধান রুক্মিণী সত্যভামা লগ্নজিতা।
সুলক্ষণা মিত্রবৃন্দা সুনন্দা চতুর্থা ॥
জাম্ববতী সুশীলা সুন্দরী শশিমুখী।
বাসুদেব পদ সেবে এই অষ্ট সখী ॥
উদ্ধবাদি পারিষদ সেবে যার পায়।
চারি মুখে বিধাতা যাঁহার গুণ গায় ॥
অষ্টমাবরণ মাঝে বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর।
লক্ষ্মী সরস্বতী তথা সেবে নিরন্তর ॥

তথায় অনন্ত ব্রহ্মা শঙ্করাদিগণ।
সমাধি সাধনে সেবে গোবিন্দচরণ ॥
শুক্ল চতুর্ভুজ বিষ্ণু সপ্তমাবরণে।
দ্বার সেবা করে সে যে কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥
বিষ্ণুগণ সঙ্গ তার আছয়ে অপার।
নানা কেলি কলা রসে পালই দুয়ার ॥
যোগপীঠে উত্তরে প্রথম আবরণে।
সেবন্তী সে মুনিকন্যা কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥
দ্বিতীয়াবরণে সুদামাদি শিশুগণে।
এক চিত্ত হৈয়া সেবে যুগল চরণে ॥
সুবলাদি শিশু আছে তৃতীয়াবরণে।
চতুর্থাবরণে ধবলাদি ধেনুগণে ॥
পঞ্চমাবরণে হরি চন্দনের ছায়।
সুবন্ধ মন্দিরে সেবে রতিপতি তায় ॥
ষষ্ঠ আবরণে সেবে যত দেবগণ।
ধেয়ান ধরিয়া সেবে গোবিন্দচরণ ॥
সপ্তমাবরণে যত বিষ্ণুর মণ্ডলী।
দ্বারে সেবা করে তবে বিষ্ণুগণ মেলি ॥
যোগপীঠ পূর্ব্বেতে প্রথমা আবরণে।
সেবয়ে সে দেবকন্যা গোবিন্দচরণে ॥
তদন্তরে দিব্য স্থলী দ্বিতীযাবরণে।
বসুদাম আদি শিশু সেবে রাধাকানে ॥
সুরসেন অতি শিশু তৃতীয়াবরণে।
চতুর্থাবরণে শ্যামলাদি ধেনুগণে ॥
পঞ্চমাবরণে শোভা সন্তান তলায়।
সুবর্ণ মন্দিরে উষা অনিরুদ্ধ রায় ॥
ষষ্ঠ আবরণে সনকাদি মুনিগণ।
সমাধি সাধনে সেবে রাধিকাচরণ ॥
সপ্তমাবরণে গৌরী বিষ্ণুর মণ্ডলী।
সেবা নিয়োজনে আছে বিষ্ণুগণ মেলি ॥
যোগপীঠ দক্ষিণে সে প্রথমাবরণে।
শ্রুতি কন্যাগণ তথা কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥

দ্বিতীয়াবরণে কিঙ্কিণাদি শিশুগণে।
লবঙ্গাদি শিশুগণ তৃতীয়াবরণে॥
চতুর্থাবরণে রহে কামধেনুগণ।
পয়োদান করে সুখে কৃষ্ণে দিয়া মন॥
পঞ্চমাবরণে তরু মন্দার তনয়।
সুবর্ণ মন্দির রত্ন সিংহাসন তায়॥
পরম সুন্দরী রতি প্রদ্যুম্ন সংহতি।
কেলি কলা নানা খেলা অনেক আরতি॥
ষষ্ঠ আবরণে সর্ব্ব মুনির মণ্ডলী।
সপ্তমাবরণে কৃষ্ণ বিষ্ণু দ্বারপালী॥
সপ্তমাবরণ পাশে একাদশ বন।
মধ্যে বৃন্দাবন নিত্য লীলার কারণ॥
বৃন্দাবন বেড়ি ওই মকরকুমারী।
ফল জল সৌরভ সুখদ মনোহারী॥
রত্ন ঘাট সারি সারি শোভা করে কূলে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে॥ ১৫০॥

রাস রস কেলি।

রাগ কৌশিক।

রাধা কানু মেলি রাস রস কেলি
বৃন্দা বিপিনের মাঝে।
কিশোরী কিশোর রসের সাগর
নাগর রসিয়া রাজে॥
নাগরী রতনা মধুর বদনা
মধুর সঙ্গীত সভা।
নীল মেঘ কোরে বিজুরী সঞ্চরে
দুঁহু দুঁহু মনোলোভা॥
মধুর মণ্ডলী মনোহর স্থলী
সাত আবরণ তায়।
সব সখী সঙ্গে মনমথ রঙ্গে
বিহরে বিনোদ রায়॥
রাধা রসবতী সঙ্গে প্রাণপতি
পিরীতি সাগরে ভাসে।
বিকসে কমল মধুপ আকুল
মধু পিয়ে কত রসে॥
রাধা কানু মেলি করে কত কেলি
কল্পতরুবর মূলে।
যোগপীঠ হেটে বন্ধুর নিকটে
ব্রজবালা কুতূহলে॥
উত্তর দক্ষিণে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে
শোভয়ে রমণী ঠাট।
রসিকা রমণী সঙ্গে শিরোমণি
পাতিয়া প্রেমের হাট॥
নাগরী নাগরে বিকিকিনি করে
অমূল্য যৌবন ধনে।
বন্ধুর মধুর অধর অধর
হাস্যরস আলিঙ্গনে॥
রজত কাঞ্চন প্রবীণ শোভন
বিপিন বিরিন্দাবনে।
রাধা কৃষ্ণ পদ পরম সুখদ
দুঃখীশ্যাম ভাবে মনে॥ ১৫১॥

রাধাকৃষ্ণের রাস-বিহার।

রাগিণী ধানশ্রী।

কালিন্দী কিনারে চারু কদম্ব কলপতরু
মণিময় মণ্ডপের মাঝে।
দিব্য চিন্তামণি স্থানে রত্ন রাজ সিংহাসনে
কিশোর কিশোরী সঙ্গে সাজে॥
পরিহাস রঙ্গরসে পিরীতিসাগরে ভাসে
আরতি প্রেমের ওর নাই।
শ্যাম গৌর অঙ্গে হেলি বিলাসে বিবিধ কেলি
ধন্য ধন্য রাধিকা কানাই॥

নয়নে নয়নে রস বদনে বিলসে হাস
অভেদে মিলন দুই জনে।
যত সব প্রিয় সখী শ্যাম সঙ্গে সুকৌতুকী
বিবিধ মঙ্গল গীত গানে॥
কেহ দেয় করতালি কেহ ডাকে ভালি ভালি
বৃন্দাবনে নাগরী-বাজার।
তারক মণ্ডল মাঝে পূর্ণ শশধর সাজে
একা কানু প্রাণ সবাকার॥
রাই কর ধরি করে নাচি যায় ধীরে ধীরে
অলসে হেলিয়া দুই অঙ্গে।
চলিতে বিনোদ রায় সুস্বরে সঙ্গীত গায়
কেহ বীণা যন্ত্র ধরে রঙ্গে॥
শ্যামের সম্পদ রাধা মরমে মরমে বাঁধা
একা প্রাণ যুগল মুরতি।
মৃদঙ্গ মন্দিরা যন্ত্র উপাঙ্গ বিবিধ তন্ত্র
শ্রুতি ধরে বরজ যুবতী।
শ্রমে বশ হৈয়া তনু রসালসে রাধা কানু
বাসিলা যে রত্ন সিংহাসনে।
বহে মন্দ সমীরণ সুবাসিত বৃন্দাবন
শীতল বসন্ত সেই স্থানে॥
ললিতা শ্যামলা আদি যত প্রিয় বৈদগধী
উল্লাসিত যে যার সেবায়।
মানস করিয়া মনে দুঃখীশ্যাম অনুক্ষণে
ও পদ পঙ্কজ ছায়া চায়॥ ১৫২॥

গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাস বিহার।

রাগ কেদার।

বনে বিনোদ বিনোদিনী রাই।
কিশোর কিশোরী রূপে মনোহর দুঁহু মুখ চাই
চাঁদ চকোর জই-জইসে
মিলন কমল অলিকুল রঙ্গ।
কপন কোটি কোটি যুগল জাতু
করহুঁ নহুঁ দিঠে ভঙ্গ॥
সুর তরু যুত প্রেম পুলকিত
স্তোক পিক রস বোর।
দুঃখীশ্যাম কওহি
আরতিয়া কিশোরী কিশোর॥ ধ্রু॥
শীতল পবন বহে বৃন্দাবন মাঝে।
রাই রসে রহে সে বিনোদ ব্রজরাজে॥
সুমণিমণ্ডপ মাঝে রত্ন সিংহাসন।
বিকসিত কল্পতরু অপূর্ব্ব রচন॥
সুরতরু শত শত বিচিত্র কানন।
সারী শুক পিকগণ ভ্রমরী গায়ন॥
প্রতি তরু সুপল্লব সুশীতল ছায়া।
গোপিকা-রমণ রসে শ্যাম বিনোদিয়া॥
ভাগ্যবতী ব্রজবধূ ধন্য ত্রিভুবনে।
কুসুম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে॥
মনমথ উন্মত্ত গোপিকা মণ্ডলে।
সবাকার মনোরথ পূরিল গোপালে॥
এক তরু মূলে এক গোপাল যুবতী।
যোগমায়া সৃজন করিলা যদুপতি॥
সমান বয়স সবার সমান যৌবন।
সমান সঙ্গীত-রস সমান গায়ন॥
সমান লাবণ্য বেশ সমান আঁরিতি।
সমান কৌতুক কেলি সবার সঙ্গতি॥
সুখদ মন্দিরে শ্যাম সঙ্গে সুধাননী।
রাস রস কৌতুকে বিনোদ বিনোদিনী॥
মরমে মরমে দোঁহার বয়ানে বয়ানে।
বরিষে মদন শর নয়নে নয়নে॥
কমলে করয়ে কেলি মত্ত মধুকর।
বিলাসে মদনকেলি নাগ

কত পরিপাটি রস জানে রাধা কানু।
নব নব আরতি পিরীতিময় তনু ॥
তুলনা কি দিতে পারি দুজনার প্রেম।
অপূর্ব্ব মিলন যেন মরকত হেম ॥
প্রথম পিরীতি রসে নয়নে সন্ধান।
দ্বিতীয় পিরীতি রসে ঘন চুম্বদান ॥
তৃতীয় পিরীতি রসে মধুরস ভাষে।
চতুর্থ পিরীতি প্রেম হৃদয় বিলাসে ॥
পঞ্চম পিরীতি রসে গাঢ় আলিঙ্গন।
অঙ্গে অঙ্গ হেলি রঙ্গে রহে দুই জন ॥
দুহুঁ মুখ দেখি দোঁহে বাড়ে প্রেমফাঁদ।
রাহু গরাসিল কি এ গগনের চাঁদ ॥
দোঁহার পিরীতি রস না যায় গণন।
ধ্যান ধরি যাহারে ধিয়ায় যোগিগণ ॥
সে পহু বিলাসে বনে গোপিকামণ্ডলে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১৫৩ ॥

সখীগণের রাধাকৃষ্ণ সেবা।

রাগ পঠমঞ্জরী।

স্বর্ণমণ্ডপ মাঝে কিশোর কিশোরী সাজে
বিলাস সরস রসকেলি।
প্রেমাধীনী নারীগণ দুঁহু পদে দিয়া মন
পদ সেবা করে সবে মেলি ॥
সম্মুখে ললিতা সখী হইয়া বড় কৌতুকী
কর্পূর তাম্বূল শ্যামে যাচে।
বায়ব্যে শ্যামলা রয়্যা সুগন্ধি চন্দন চুয়া
হাসিয়া যুগল অঙ্গে সিঁচে ॥
শ্রীমতী উত্তর ভিতা হৈয়া বড় সানন্দিতা
দুহুঁ পদে চামর ঢুলায়।
হরিপ্রিয়া ঐ স্থানে পরম আনন্দ মনে
অষ্ট রঙ্গে যুগলে সেবয় ॥
বিশাখা সুন্দরী পূর্ব্বে রহিয়া একান্ত ভাবে
শ্যামচাঁদে যাচে ফুলশর।
সব্যা সখী অগ্নিকোণে সেবয়ে সে দুইজনে
নানা ফুলমালা মনোহর ॥
পদ্ম সখী দক্ষিণেতে সেবয়ে সরস চিত্তে
নানা রূপ রস উপহারে।
নৈঋতে ভদ্রা সুস্থিতা কিশোর বয় সাম্বিতা
বসন সেবন সমাচরে ॥
চন্দ্রাবতী সখী করে কনক মুকুর ধরে
নেহালিতে নাগর নাগরী।
চিত্ররেখা সুধামুখী হইয়া বড় কৌতুকী
কুসুম কামান করে ধরি ॥
চন্দ্রা বীণা বাদ্য করে মদনা রবাব ধরে
শ্রিয়ারিত্বা শ্বেত ছত্র করে।
মধুরেখা গায় গীত শশীরেখা পুলকিত
মধুর মৃদঙ্গ তাল ধরে ॥
রসবতী কৃষ্ণপ্রিয়া পরম আনন্দ হৈয়া
পাদুকা যোগায় রাঙ্গা পায়।
গোবিন্দমঙ্গল গীত দুঃখীশ্যাম সুরচিত
যুগল চরণ ছায়া চায় ॥ ১৫৪ ॥

রাসান্তে জল কেলি।

রাগ আশারি।

পতিতপাবন বালা।
হরি তোর গো পতিতপাবন বালা ॥ ধ্রু ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা।
কৃষ্ণ সঙ্গে বিপিনে বিহরে ব্রজবালা ॥
অনুপম রাধা কানু গোপিনী মণ্ডলে।
সম ভাবে সর্ব্ব সখী সেবিল গোপালে ॥
সরস সঙ্গীত নৃত্য বিবিধ বিধানে।
কুসুম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে ॥

মদন দুন্দুভি বায় বসন্ত বিকাশে।
মলয় পবন বহে মন্দ মন্দ রসে॥
সুরতরু বিকসিত কুসুম সুচারু।
নানা রঙ্গে নানা ফুল ফলে নানা তরু॥
খগকুল ডালে বসি পূরে নানা তান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে ফুলে করে মধুপান॥
জলচর বনচর সবার আনন্দ।
সুশোভিত বৃন্দাবন সৌরভে সুগন্ধ॥
কত রস কৌতুক কে কহিবারে পারে।
শিখী শিখণ্ডিনী সবে নৃত্য করি ফিরে॥
মহিমা সাগর কৃষ্ণ পরম দয়াল।
সবারে সমান কৃপা করিল গোপাল॥
গোপিকাগণের মনে পূর্ণ হৈল আশ।
কশ্যপ-কুমার হৈল পূর্ব্বে পরকাশ॥
হাস্য রস কৌতুক কামিনীগণ সঙ্গে।
প্রেমদান দিল গোপী গোপালে তরঙ্গে॥
অপূর্ব্ব যৌবন কৃষ্ণে দিল ব্রজাঙ্গনা।
রাস অন্তে রাধাকানু চলিল যমুনা॥
সর্ব্ব সখী সঙ্গতি করিয়া বনমালী।
যমুনায় নামিয়া করিল জলকেলি॥
রমণী রতন সঙ্গে রঙ্গিয়া নাগর।
পদ্মবনে করে ক্রীড়া মত্ত করীবর॥
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে গোপী গোপাল সংহতি।
মনের মানস পূর্ণ পাইল ফলশ্রুতি॥
হেনরূপে রজনী হইল অবশেষ।
গোপী সঙ্গে গোবিন্দ গোকুলে পরবেশ॥
গোপী সঙ্গে আছে যেন জানে গোপগণ।
গোবিন্দের মায়া না জানিল কোন জন॥
এত শুনি পরীক্ষিত অঞ্জলি পুরিয়া।
পুছিল মুনির পায় বিনতি করিয়া॥
শুন মহা তপোধন মোর নিবেদন।
এমন প্রমাদ কথা না শুনি কখন॥
পরম কারণ সেই কৃষ্ণের মহিমা।
সমাধি সাধনে যাঁরে ধ্যান করে ব্রহ্মা॥
ভারত তারণে জন্ম লভিল শ্রীহরি।
দনুজ দলিতে যে মনুষ্য দেহ ধরি॥
যাঁর নামে মুক্তিপদ পায় জীবগণ।
হেন প্রভু পরদার কৈল কি কারণ॥
এ হেন অদ্ভুত কথা কখন না শুনি।
ইহার কারণ মোরে কহ মহামুনি॥
শুনিয়া হাসিল মুনি রাজার বচনে।
কহিতে লাগিল মুনি অপূর্ব্ব কথনে॥
শুন পরীক্ষিত রাজা কহি যে তোমারে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বৈসে কৃষ্ণের শরীরে॥
সত্ত্ব রজঃ তম আদি ত্রিগুণ যাঁহার।
তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ সকলি সংসার॥
হর্ত্তা কর্ত্তা জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন।
ভেদ বুদ্ধি নাহি তাঁর সকল লক্ষণ॥
অনলে পুড়িলে যেন দোষ নহে কভু।
অচ্যুত অনন্ত শক্তি দয়াল সে প্রভু॥
অন্যথা না কর চিত্তে শুন নরপতি।
কৃষ্ণ ভজ তরি যাবে অশেষ দুর্গতি॥
এক চিত্ত হৈয়া রাজা শুন সাবধানে।
কহিব কৃষ্ণের কথা তোমা বিদ্যমানে॥
যে রূপে যশোদা-নন্দ পালে নারায়ণ।
শুনিতে সুন্দর কথা ভুবন পাবন॥
তরে যে করিল কৃষ্ণ নন্দের ভবনে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে॥ ১৫৫॥

গোপগণের হরগৌরী পূজা।

রাগ কৌশিক।

নন্দ আনন্দিত হৈয়া রামকৃষ্ণ সঙ্গে লৈয়া
ডাকিয়া আনিল গোপগণে।

সবে মেলি এক মতি   নিরূপণ কৈল যুক্তি
হরগৌরী পূজার কারণে ॥
নানা উপহার আনি   মধুপর্ক রস চিনি
মিষ্ট অন্ন অশেষ প্রকারে।
নৈবেদ্য অনেক বর্ণে   শকটে পুরিয়া যত্নে
চলিলা সারদা নদী তীরে ॥
গোকুলে বসতি যত   গোপ গোপী শত শত
নানা কুতূহলে সবে মেলি।
শিঙ্গা বেণু বাদ্য রঙ্গে   কুল পুরোহিত সঙ্গে
চলিল বলাই বনমালী ॥
পরম আনন্দ হৈয়া   গোকুল-বৈভব লৈয়া
গেল নন্দ স্বরস্বতী তীরে।
পরম সুখদ ধাম   লিঙ্গ হরগৌরী নাম
মহাঘোর বনের ভিতরে ॥
কৌলিক ব্রাহ্মণ বরি   মুখে বেদধ্বনি করি
আরাধিল শ্রীশঙ্কর গৌরী।
গন্ধ আমলকী দিয়া   শঙ্খে গঙ্গা জল লয়ে
হরগৌরী অভিষেক করি ॥
মাতৃকা ন্যাস ধরি   যাজক উত্তরী করি
করিল পূজার আরম্ভণ।
নৈবেদ্য মিষ্টান্ন যত   দধি দুগ্ধ মধু ঘৃত
দেবীরে করিল নিবেদন ॥
তবে নন্দ হরষিতে   রাম কৃষ্ণ লৈয়া সাথে
পুষ্পাঞ্জলি দিল মহেশ্বরে।
যুগল করিয়া কর   মাগে মনোমত বর
হর সে প্রসন্ন হৈল তারে ॥
নন্দ গোপ কুতূহলে   সকল গোয়ালা মেলে
করিলেন মিষ্টান্ন ভোজন।
গোবিন্দ মঙ্গল পোথা   ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস গান ॥ ১৫৬ ॥

ইন্দ্র পুত্র সুদর্শনের শাপ মুক্তি।

রাগিণী টোড়ী।

বল হরি নাম বড় ধন।
ধন জন সুত দার   যারে কর আপনার
সে তোমার ভুলাইছে মন ॥ ধ্রু ॥

সরস্বতী তীরে নন্দ ব্রজ অধিকারী।
হরগৌরী পূজা কৈল যজ্ঞারম্ভ করি ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভাটে দিল নানা ধন।
তবে গোপ সঙ্গে কৈল রন্ধন ভোজন ॥
হেন রূপে দিন শেষ রজনী প্রবেশ।
দেখিয়া নন্দেরে কহে রাম হৃষীকেশ ॥
যাইতে অনেক দূর গোকুল নগর।
রজনী হইল আসি কানন ভিতর ॥
আজি এ রজনী বঞ্চি এই নদী তীরে।
প্রভাতে যাইব কালি গোকুল নগরে ॥
কৃষ্ণের বচনে নন্দ গোয়ালা সকলে।
শুইয়া রহিল সবে সরস্বতী কূলে ॥
অর্দ্ধেক রজনী বনে হৈল উপনীত।
হেনকালে অজগর আইল আচম্বিত ॥
অতি বিপরীত তনু দন্ত খরশাণ।
সঘনে ঘুরায় জিহ্বা পিঙ্গল নয়ন ॥
যোজন জুড়িয়া তনু কপিশবরণ।
প্রলয় পবন যেন নিশ্বাস সঘন ॥
ত্বরিতে গিলিল গিয়া নন্দের শরীর।
অবশেষ রহিল দর্শন অঙ্গে শির ॥
ব্যাকুল হইল নন্দ ভুজঙ্গ গরাসে।
উচ্চ রবে ডাকে কানু আইস মোর পাশে ॥
প্রাণ রক্ষা কর কানু ভুজঙ্গ গিলিল।
দারুণ গরলজালে শরীর পীড়িল ॥
নন্দের যাতনা দেখি কোপে জগন্নাথ।
সর্পের উপরে গিয়া মারে পদাঘাত ॥

চরণপরশে সর্প রূপ গেল তার।
উঠিয়া দাণ্ডায় কৃষ্ণে করি পরিহার॥
কি কহিব তাহার যে রূপের সন্ধান।
মস্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্তিমান॥
চন্দন তিলক তার কপালে উজ্জ্বল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে নয়ন কমল॥
বদন শারদ চন্দ্র জিনিয়া সুন্দর।
অঙ্গদ বলয় ভুজে অতি মনোহর॥
কাঁচা সোণা জিনি তনু গলে মণিহার।
বিচিত্র বসন পরে নানা অলঙ্কার॥
কটিতে বেষ্টিত তার সুচারু কিঙ্কিণী।
চরণ যুগলে বাজে নপুর বাজনি॥
গোবিন্দ চরণ ধরি করে পরিহার।
তব-পদ পরশনে পাইনু নিস্তার॥
অনেক প্রণতি স্তুতি দণ্ডবৎ করে।
দেখিয়া সদয় কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল তারে॥
বিদ্যাধর যেন রূপ দেখিয়ে তোমারে।
সর্প রূপ হৈলে তুমি কেমন প্রকারে॥
এতেক বচন গোবিন্দের মুখে শুনি।
প্রণতি করিয়া কহে পুট করি পাণি॥
ভুজঙ্গম বলে প্রভু কর অবধান।
তোমা হৈতে ব্রহ্মশাপে পানু পরিত্রাণ॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি।
দুঃখীশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণপদে মতি॥ ১৫৭

ইন্দ্রপুত্র সুদর্শনের পূর্ব্ব কথা।

রাগ ভাটিয়ারি।

হরিকথা বড় রে মধুর।
শুনিলে শ্রবণ-সুখ পাপ যায় দূর॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণের চরণ ধরি করে নিবেদন।
অবগতি কর প্রভু কমললোচন॥
ইন্দ্রের কুমার আমি নাম সুদর্শন।
স্বর্গগঙ্গা তীরে সুখে করি যে ভ্রমণ॥
স্নান আচরিয়া আমি সুরনদী জলে।
রথে আরোহণ করি যাই কুতূহলে॥
কল্পবৃক্ষতল দিয়া করিনু গমন।
তথা খেলে অঙ্গিরা ঋষির পুত্রগণ॥
তথি মধ্যে এক শিশু অতি অসুন্দর।
তাহাকে দেখিয়া হাস্য জন্মিল অন্তর॥
উপহাস বাক্য আমি বলিনু তাহারে।
কোপে মুনিপুত্রগণ শাপ দিল মোরে॥
শুন সুদর্শন তুমি ইন্দ্রের কুমার।
সুন্দর বয়স রূপ যৌবন তোমার॥
আমা অসুন্দর দেখি উপহাস কৈলে।
মোর বোলে সর্প হৈয়া থাক মহীতলে॥
অতি বিপরীত তনু হইবে তোমার।
অজগর রূপে কর কাননে বিহার॥
হেন ঘোর সম্পাত পাইয়া সুদর্শন।
কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে মুনির চরণ॥
যোড় কর করি কহে সবার গোচরে।
অল্প দোষে হেন শাপ কেন দিলে মোরে॥
অব্যর্থবচন তুমি মুনির কুমার।
কহ কত দিনে মোর হইবে নিস্তার॥
একবার ক্ষম দোষ করি পরিহার।
দেহ ধরি হেন দোষ না করিব আর।
করুণা দেখিয়া মোর ঋষিপুত্রগণ।
অনুগ্রহ বাক্য মোরে বলিলা তখন॥
শুন সুদর্শন দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সর্প রূপ হইয়া থাকিবে বৃন্দাবনে॥
ভারাবতারণে কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সার।
দ্বাপরে দৈবকীগর্ভে কৃষ্ণ অবতার॥
বাল্য ক্রীড়া হবে তার নন্দের মন্দিরে।
গোধন রাখিবে কৃষ্ণ যমুনার তীরে॥

রামকৃষ্ণ নানা ক্রীড়া করিবে গোকুলে।
এক দিন নন্দ ঘোষ অতি কুতূহলে॥
গোকুল-বৈভব লয়ে নানা উপহারে।
সরস্বতী তীরে যাবে শিব পুজিবারে॥
পূজাবিধি আচরিয়া বহু আমোদনে।
রজনী হইবে বনে নানা প্রয়োজনে॥
শুতিয়া রহিবে সবে সরস্বতী কূলে॥
নন্দকে গিলিবে তুমি অর্দ্ধরাত্র গেলে॥
কাতর হইয়া নন্দ ডাকিবে কৃষ্ণেরে।
তবে কৃষ্ণ পদাঘাত মারিবে তোমারে॥
কৃষ্ণপদ তব অঙ্গে হবে পরশন।
তবে ব্রহ্মশাপ মুক্ত হবে সুদর্শন॥
এই আজ্ঞা কৈল মোরে মুনিপুত্রগণ।
ব্রহ্মশাপ হৈতে পাইনু তোমার চরণ॥
শুনিয়া সদয় কৃষ্ণ কমললোচন।
রথে চড়ি স্বর্গপথে গেল সুদর্শন॥
দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ যত গোপগণ।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্ব্ব জন॥
স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
শুন পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের কথন॥
তবে রাম কৃষ্ণ আদি গোপ গোপীগণ।
গোকুল নগরে সবে করিল গমন॥
সুখে বৈসে নন্দঘোষ গোকুল নগরে।
অখিল ভুবনপতি যশোদার ক্রোড়ে॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি।
দুঃখীশ্যাম কহে কর কৃষ্ণপদে মতি॥১৫৮॥

শংখচূড়ের আক্রমণ।

রাগ বরাড়ি।

শুকদেব বলে বাণী শুন নৃপচূড়ামণি
শ্রবণ-মঙ্গল সুধাধার॥
একান্ত করিয়া মন শুনে ভণে যেই জন,
সে পিয়ে অমিয়া অবিরাম॥
এ সব কৃষ্ণের রস সুজন শ্রবণ বশ
ভুবনমোহন শ্যাম রাম।
তাহে যেবা মজি রয় ত্রিভুবনে করে জয়
যে করে কৃষ্ণের পদ কাম॥
এক দিন নন্দলাল সঙ্গে লৈয়া কামপাল
সাজিল রজনী পরবেশে।
প্রমদা বল্লভী যত সংহতি যুগল ভ্রাত
উপনীত বৃন্দাবন দেশে॥
কি দিব রূপের শোভা রমণীর মনোলোভা
মদনমোহন যারে দেখি।
রাই অঙ্গে অঙ্গ হেলি নাচি নাচি যায় চলি
করতালি দেয় চন্দ্রমুখী॥
যত ব্রজবধূ সঙ্গে সাত পাঁচ এক রঙ্গে
নানা রূপ ফুল তুলি আনে।
বানাই বিচিত্র দাম নিছনি করয়ে শ্যাম
রাম সঙ্গে বিহরে কাননে॥
ব্রজশিশু শিঙ্গা পূরে কেহ ছত্র করে ধরে
কেহ নাচে কেহ গীত গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া শ্যাম অঙ্গে মাখাইয়া
মালা দিল বন্ধুর গলায়॥
কি দিব রসের ওর নিজ অনুরাগে ভোর
কিশোর কিশোরী কুতূহলে।
পরম আনন্দ মনে বিলসই বৃন্দাবনে
জয় ধ্বনি কালিন্দী দু কূলে॥
সরস বসন্ত বহে সৌরভে ভুবন মোহে
বিকশে কুসুম নানা ভাতি।
নানা তরু কুসুমিত বিহঙ্গম গায় গীত
ফুলে বুলে মকরন্দে মাতি॥
শিখিপুচ্ছ তুলি শিরে নাচি যায় ধীরে ধীরে
গোপিনী মঙ্গল গীত গায়।

কিন্নরী গায় সুস্বরে বিহঙ্গম নৃত্য করে
কুসুম বরিষে দেবরায়॥
রামকৃষ্ণ গোপী সঙ্গে কাননে ভ্রমিতে রঙ্গে
শংখচূড় দিল দরশন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ॥ ১৫৯॥

শঙ্খচূড় বধ।

রাগিণী সিন্ধুড়া।

ওহে নাথ এমন মহিমানিধি কে॥ধ্রু॥

শুনি রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন।
আচম্বিতে শঙ্খচূড় দিল দরশন॥
পূর্ব্বজন্ম ছিল তার কুবেরের ঘরে।
শাপে সর্প রূপ হৈয়া কাননে বিহরে॥
যোজন যুড়িয়া তনু অতি ভয়ঙ্কর।
সঘনে ফিরায় জিহ্বা মহা বিষধর॥
উত্তরে লাঙ্গুল সে দক্ষিণ মুখে চলে।
ফণা পসারিয়া রহে গোপিকা মণ্ডলে॥
উফড়িয়া পরে গোপী দেখিয়া ভুজঙ্গ।
তরাসে কম্পিত থর থর করে অঙ্গ॥
রাম কানু বলি গোপী ডাকে ঘন ঘন।
ভুজঙ্গ বেড়িল অঙ্গ রাখহ জীবন॥
সর্প নাম শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্বর।
অখিল ভুবনপতি মহা বলধর॥
গোপিকামণ্ডলে রাখি বলরাম ভাই।
শঙ্খচূড় সন্নিকটে গেল গোবিন্দাই॥
কৃষ্ণ দেখি শংখচূড় যায় পলাইয়া।
সর্পের পশ্চাতে কৃষ্ণ যায় খেদাড়িয়া॥
মহাবনে প্রবেশিয়া চাহে সে ফিরিয়া।
কৃষ্ণের উপর ধায় ফণা পসারিয়া॥
সর্পের বিক্রম দেখি ত্রিদশ ঈশ্বর।
মুষ্টিক প্রহারে তার মুণ্ডের উপর॥
শিরে মণি ছিল কৃষ্ণ নিল উপাড়িয়া।
নিঃশক্তি হইয়া অহি রহিল পড়িয়া॥
শরীর ত্যজিল কৃষ্ণ কর পরশনে।
বিমানে চাপিয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
গোপিকামণ্ডল মাঝে গেল শ্যাম রায়।
মণি গাথি দিল বলরামের গলায়॥
নানা রঙ্গরসে কৃষ্ণ অগ্রজ সংহতি।
গোপী লৈয়া বিপিনে বঞ্চিলা সুখে রাতি॥
বৃন্দাবন নাম ভূমি ত্রিলোক অনুপম।
উপবন আদি যত নানা সুখধাম॥
উপমা দিবার কিছু নাহি সমতুল।
সুখদ সুগন্ধ নানা রূপে ফল ফুল॥
নানা কুতুহলে নিশি হৈল অবসান।
গোপী সঙ্গে গোকুলে চলিল রাম কান॥
নিজ নিজ গৃহে গেল গোপঙ্গনাগণ।
কৃষ্ণ মায়া লখিতে না পারে কোন জন॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কহিনু তোমারে।
নানা কেলি করে কৃষ্ণ গোকুল নগরে॥
গোপীকার মনে কৃষ্ণ জাগে নিরন্তর।
ভাবে গুণনিধি কৃষ্ণ জগত ঈশ্বর॥
নটবর বেশে শ্যাম বুলে বেড়াইয়া।
কুলের কামিনী সব চাহে উকি দিয়া॥
কুম্ভ লৈয়া যায় গোপী যমুনার জলে।
মুরলী বাজায় কৃষ্ণ কদম্বের তলে॥
কৃষ্ণের লাবণ্য রূপ যৌবন দর্শনে।
পাসরিতে নারে গোপী শয়ন স্বপনে॥
হৃদয়ে সদাই জাগে সে কানুর নেহা।
অনুরাগে গোপিনী ধরিতে নারে দেহা॥
দেখিলে জীয়ায় গোপী মরে না দেখিলে।
সঘনে ঝুরয়ে প্রেম নয়নযুগলে॥

এক দিন গোপী গিয়া নন্দের আগারে।
কৃষ্ণের লাবণ্য কহে গিয়া যশোদারে॥
শুন গো যশোদে তোর পুত্রের বন্ধান।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গান॥ ১৬০ ॥

যশোদার নিকট গোপীগণের কৃষ্ণানুরাগ প্রকাশ।

রাগ করুণা।

গোকুলের যত গোপী শত শত
নন্দের মন্দিরে গিয়া।
যশোদার আগে কহে অনুরাগে
শ্যামরসে বশ হৈয়া॥
শুন নন্দ রাণী কানুর কাহিনী
কহি তোমা বরাবরে।
মধুর মূরতী নিন্দি রতিপতি
মোহন মূরলী করে॥
তরুয়া কদম্ব করি অবলম্ব
রহে ত্রিভঙ্গিম ছান্দে॥
মুরলীতে গায় ধ্বনি শুনি তায়
কুলের কামিনী কান্দে॥
বংশী নাদ শুনি তপ ছাড়ে মুনি
পবন হইল স্থির।
তপনতনয়া মগন হইয়া
উজানে বহিল নীর॥
বন জন্তুগণ না ধরে জীবন
শুনিয়া বংশীর স্বান
খগ মৃগ যত হইল মোহিত
তৃণ মুখে ধেনু ধ্যান॥
মুরলী শুনিয়া সলিল ত্যজিয়া
কূলে উঠে মীন চায়।
জীয়ন্তে ঝুরয় মৃত মুঞ্জরয়
পাষাণ গলিয়া যায়॥
মুরলীর নাদ অতি পরমাদ
মরমের কথা কয়।
রসিক রমণী কেমনে না জানি
পরাণ ধরণ লয়॥
দেখিলে সে কান চমকে পরাণ
নয়নে ঝরয়ে বারি।
হেন গুণনিধি কত কালে বিধি
গঠিল কেমন করি॥
যে দেখে তাহারে পরাণ না ধরে
হেন বেশ ধরে কানু।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে মোহে রতিনাথে
যুবতী না ধরে তনু॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব মোহিত এসর্ব্ব
মোহন বংশীর স্বানে।
কানুর চরিতে মজিনু সুরতে
দুঃখীশ্যাম দাস গানে॥ ১৬১ ॥

অরিষ্টাসুর বধ।

রাগিণী টোড়ী॥

হেদে রে ভাবুক ভাই রামনাম পিয় দিবানিশি।
যেখানে রামের নাম সেখানে বারাণসী॥ ধ্রু॥

না জানি কেমন কানু কি জানে সাধন।
তার অনুরাগে নারি ধরিতে জীবন॥
গুরু পরিজন ভয় মনে নাহি লাগে।
হেন মনে করি থাকি সে কানুর আগে॥
তাহার লাবণ্যে প্রাণ ধরিতে না পারি।
মনে করি কানুর নিছনি লৈয়া মরি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনি ত্রিভুবনবাসী।
কানুর মুরলী শুনি বৃন্দাবনে আসি॥

বনচর জলচর সবে হয় ভোলা।
এমন রসের বেণু বায় তোর বালা॥
কত পরিপাটি জানে বানাইতে বেশ।
দরশনে পুলকিত শরীর আবেশ॥
কানুর তুলনা দিতে অখিলে না দেখি।
হেন জন তোর পুত্র শুন চন্দ্রমুখী॥
অনেক কামনা তোর ছিল পূর্ব্বকালে।
সেই ফলে গোবিন্দ বিহরে তোর কোলে
বড় ভাগ্যবতী তুমি নন্দের ঘরণী।
তোমার পুণ্যের কথা কহিতে না জানি॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র রুদ্র ধেয়ানে না পায়।
পুত্রভাবে কোলে কাঁখে তুমি কর তায়॥
কানুর লাবণ্য দেখি আমরা সকল।
ধৈরজ ধরিতে নারি হৃদয় বিকল॥
এত শুনি যশোদা আপনা ভাগ্য মানি।
জগতে বাখানে ধন্য ধন্য যদুমণি॥
হেনরূপে গোপপুরে গোবিন্দ বিহরে।
সাবধানে শুন অভিমন্যুর কুমারে॥
কৃষ্ণের প্রসাদে গোপে নাহি কিছু ভয়।
ব্রজপুরে বৈসে নন্দ আনন্দ হৃদয়॥
কংসের আদেশে সে অরিষ্টাসুর নামে।
প্রবেশ হইল গিয়া গোপপুর গ্রামে॥
মহা ঘোর রূপ দৈত্য দিতির কুমার।
চরণে লাঙ্গুল পড়ে শৃঙ্গ খুরধার॥
সঘনে হুঙ্কার পূরে মহা তেজভরে।
গোকুল বেড়িয়া বুলে খুরে ক্ষিতি চিরে॥
হেন মহা দৈত্য দেখি গোপ পুরজন।
প্রাণ রক্ষা কর কানু ডাকে ঘনে ঘন॥
গোপকুল কাতর দেখিয়া ভগবান।
অসুরের সন্নিকটে হৈলা আগুয়ান॥
গোবিন্দে দেখিয়া দৈত্য আনন্দ হইয়া।
কৃষ্ণেরে মারিতে যায় শৃঙ্গ পসারিয়া॥

দৈত্যের বিক্রম দেখি বিক্রম ঠাকুর।
দুই শৃঙ্গ ধরিয়া ঠেলিয়া ফেলে দূর॥
চরণ চাপিয়া দৈত্য পড়ে মহীতলে।
পুনরপি উঠে ক্রোধে শৃঙ্গে ক্ষিতি খুলে॥
কৃষ্ণেরে মারিতে যায় হুঙ্কার পূরিয়া।
তার শৃঙ্গ গোবিন্দাই ধরিল ধাইয়া॥
ঘাড় মোড়া দিয়া তারে ফেলে আছাড়িয়া।
পরশে পড়িল বীর শক্তিহীন হৈয়া॥
নাদ মূত্র তেয়াগিয়া ত্যজিল পরাণ।
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান॥
স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
রথে চড়ি গেল দৈত্য বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ গোপ গোপীগণ।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্ব্বজন॥
এ সব কৃষ্ণের রস শুনিতে সুন্দর।
দুঃখীশ্যাম বলে নাথ মোরে পার কর॥ ১২॥

কংসের সহিত নারদের কথোপকথন।

রাগ হিল্লোল।

তোমরা সবে হরি বল রে ভাই॥ ধ্রু॥

অরিষ্ট অসুর বধ কৈল নারায়ণ।
পুষ্পবৃষ্টি করি স্বর্গে নাচে দেবগণ॥
পূতনা রাক্ষসী হৈতে অরিষ্ট অবধি।
মারিল অনেক দৈত্য কৃষ্ণ কৃপানিধি॥
ধন্য ধন্য মহিমাসাগর গোপীনাথ।
তোমা বিনে কেহ নারে খণ্ডিতে উৎপাত॥
এ সব দনুজ প্রভু করিলে সংহার।
কংসে মার মথুরা করিয়া আগুসার॥
চানুর মুষ্টিক কুবলয় আদি করি।
ধনুর্ম্মখ যজ্ঞ ভঙ্গ কর নরহরি॥

জরাসন্ধ শিশুপাল দন্তবক্র আর।
সর্ব্ব দৈত্য মারি কর অবনী উদ্ধার ॥
অনেক প্রণতি স্তাত করি দেবগণ।
গোবিন্দে বন্দিয়া কৈল মুনিরা গমন ॥
দেবতার সঙ্গে ছিল নারদ আপনি।
যত সব চরিত্র দেখিয়া মহামুনি ॥
কহিতে কংসের আগে চলিলা ত্বরিত।
মথুরা নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥
সভা করি বসিয়াছে কংস ভোজপতি।
হেনকালে আইল নারদ মহামতি ॥
উঠিয়া দাণ্ডায় কংস দেখিয়া নারদে।
ভকতি প্রণতি করি বসায় আনন্দে ॥
ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য অগুরু চন্দন।
কাকুতি করিয়া কহে মধুর বচন ॥
রাজার আদরে মুনি কহে দুঃখী হৈয়া।
তোমার মরণ ইবে আইনু দেখিয়া ॥
মহাদৈত্য অরিষ্ট মারিল কৃষ্ণ ধরি।
তা দেখিয়া নাচে দেব পুষ্পবৃষ্টি করি ॥
মর্ম্ম উপদেশ রাজা কহি যে তোমারে।
শত্রু হৈয়া যত দেব আছে তোর ঘরে ॥
ভোজবংশ বৃষ্টিবংশ আত্ম কর যারে।
তোমার মরণ তারা ভাবে নিরন্তরে ॥
বসুদেব দৈবকী করিল যেবা কর্ম্ম।
কি আর কহিব রাজা অবিশ্বাস মর্ম্ম ॥
দৈবকী সপ্তম গর্ভে জন্মিল বলাই।
তারে লৈয়া থুলে চণ্ডী রোহিণীর ঠাই
তবেত অষ্টম গর্ভে জন্মিল শ্রীহরি।
আপনি জন্মিল উদ্ধারিতে বসুন্ধরী ॥
তারে লইয়া গেল বসু নন্দের মন্দিরে।
যশোদার কন্যা দিয়া ভাণ্ডিল তোমারে
নন্দের মন্দিরে হৈল কৃষ্ণ অবতার।
তোমার মরণ হেতু জনম তাঁহার ॥
তব রিপু সেই কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন।
বুঝিয়া করহ কার্য্য শুনহ রাজন ॥
এতেক শুনিয়া কংস কাঁপে ক্রোধভরে।
যত দৈত্যগণ রাজা ডাকিল সত্বরে ॥
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করয়ে বিচার।
দুঃখীশ্যাম দাস কহে হরি নাম সার ॥ ১৬৩ ॥

কংসের কোপ ও মন্ত্রণা।

নারদের বাণী কংসাসুর শুনি
ক্রোধে থর থর কাঁপে।
যত অনুচর ডাকিয়া সত্বর
কহে রাজা বীরদাপে ॥
আমা হেন রাজা তিন পুরে তেজ
দেখিয়া দেবতাগণে।
আমারে ত্যজিয়া জন্মিল আসিয়া
ক্ষিতিতলে রিপু পণে ॥
নন্দের ভুবনে রামনারায়ণে
কেবল আমার বৈরী।
তারে আনিবার করহ বিচার
বসুদেবে আন ধরি ॥
কংসের বচনে যত দূতগণে
আনে বসু দৈবকীরে।
দোঁহারে দেখিয়ে করে খড়্গ লয়ে
চাহে কংস কাটিবারে ॥
ক্রোধিত রাজন দেখি তপোধন
রাখিল ধরিয়া করে।
পাঠায়ে অক্রূর সেই ব্রজপুর
আন রাম দামোদরে ॥
মথুরা নগরে যুঝাহ দোঁহারে
মল্ল সকলের সঙ্গে।

জয় পরাজয় কর্ম্মফলে হয়
সবে দেখিবেক রঙ্গে ॥
বিনাশিতে শিশু দৈবকী ও বসু
দেখিয়া পাইব ব্যথা।
হেতু জানি তোরে কহিনু অন্তরে
রাখহ এ সব কথা ॥
মুনির উত্তরে নৃপ কোপভরে
চাহে দৈবকীর পানে।
ঘু[illegible] লোচন গভীর বচন
বলিতে রহে বদনে ॥
আমারে ভাণ্ডিয়া কৃষ্ণেরে লইয়া
রাখিলে নন্দের ঘরে।
তেঁই সে যাদব মারে দৈত্য সব
যত গেল বারে বারে ॥
কি মারিব তোরে আনিয়া তাহারে
মারিব তোমার দৃষ্টে।
এই দোঁহাকারে রাখ কারাগারে
প্রাণ ত্যজে যেন কষ্টে ॥
এতেক বলিয়া দোঁহারে লইয়া
বন্দী কৈল কারাগারে।
তবে কংসাসুর মুষ্টিক চানুর
ডাকে যুক্তি করিবারে ॥
ব্যোমকেশী আর মল্ল শল্ল তার
সহিত সামন্ত যত।
সবাকারে আনি কহে নৃপমণি
বিপক্ষ বিনাশ তত্ত্ব ॥
কহি সভাতলে নারদের বোলে
মরমে লাগিল ব্যথা।
কহে দুঃখীশ্যাম অতি অনুপম
ত্রিভুবনে হরিকথা ॥ ১৬৪ ॥

কংসের ধনুর্যজ্ঞের উদ্যোগ ও কেশী অসুর বধ।

রাগিণী সিন্ধুড়া।

বড় দুঃখ উঠে মনে।
ভজিতে না পানু রাঙ্গা দুখানি চরণে ॥ ধ্রু ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন।
যে কথা কহিয়া গেল ব্রহ্মার নন্দন ॥
তবে হেনমতে কংস সর্ব্বজন লৈয়া।
কহে সবাকার আগে বিষাদিত হৈয়া ॥
শুন বন্ধুজন মোর কর উপকার।
মন্ত্রণা করহ যে বিপক্ষ বধিবার ॥
বাড়য়ে বালকরূপে নন্দের মন্দিরে।
যত দৈত্য যায় তারে গোবিন্দ সংহারে ॥
জিনিতে নারিল কেহ রামনারায়ণে।
ব্যোমকেশী দোঁহে তুমি যাহ বৃন্দাবনে ॥
যদি বধিবারে পার নন্দের কুমার।
তবেত তোমার যশ ঘুষিব সংসার ॥
এত বলি দুইজনে দিলেন বিদায়।
মথুরা আনিতে কৃষ্ণ করহ উপায় ॥
বসিতে করহ রঙ্গ সভা নিরমাণে।
মহামল্লগণেরে রাখহ স্থানে স্থানে ॥
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞঘর করহ সত্বর।
যজ্ঞদ্বারে রাখ কুবলয় করিবর ॥
নিমন্ত্রণ কর যত নরপতিগণে।
সভায় বসিয়া যেন দেখে সর্ব্বজনে ॥
হেনমতে কংস রাজা লাগে যজ্ঞকার্য্যে।
নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল রাজ্যে রাজ্যে ॥
অক্রূরে ডাকিয়া পাশে কহে কংসাসুর।
রথ লয়ে আপনে চলহ ব্রজপুর ॥
নন্দ গোপ আদি করি রামনারায়ণে।
রথে বসাইয়া আন[illegible]র বিদ্যমানে ॥

অবশ্য আনিবে তারে যতন করিয়া।
বচনে না আইলে সে আনিবে ধরিয়া॥
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ যাত্রা উৎসব আমার।
ক্ষীর ছানা নবনী আনহ শত ভার॥
রামকৃষ্ণ আন যদি আমার গোচরে।
তবে তোমা ভূষিব বসন অলঙ্কারে॥
এত শুনি অক্রূর কংসের ফরমাণ।
আপনা প্রশংসা করে অনেক বাখান॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে।
কেশীদৈত্য গেল তথা গোকুল নগরে॥
পরম প্রচণ্ড রূপ তুরঙ্গ আকার।
গোকুলে বেড়য়ে বুলে ছাড়ি হুহুঙ্কার॥
শ্বেতবর্ণ রক্ত আঁখি অল্প অল্প চায়।
নাসাপুট শব্দ করে ঝড় বহে তায়॥
খুরে ক্ষিতি বিদারে বিক্রমে বলবান।
শিরে শিখী শোভা করে উভ দুই কাণ॥
পুচ্ছসাট পাকসাট দেই বারেঁবার।
অশ্বের আকৃতি দৈত্য দিতির কুমার॥
হেন মহাদৈত্য দেখি নন্দ আদি গোপে।
নয়ন মেলিয়া চাহে থরথর কাঁপে॥
রাম কানু বলি নন্দ ডাকে ঘনেঘন।
ত্বরিতে ধাইল কৃষ্ণ দেখি বৈলক্ষণ॥
দৈত্যের সম্মুখে গিয়া দাণ্ডাইল হরি।
দেখি কোপে ধায় দৈত্য সিংহনাদ করি॥
মুখ মেলি আসে দৈত্য চড় মারে হরি।
চক্রাকার ঘুরে দৈত্য পড়ে বসুন্ধরী॥
মোহ গিয়া ক্ষণান্তরে পাইল চেতন।
উঠিয়া বিক্রম করে সিংহের গর্জ্জন॥
মুখ মেলি আসে দৈত্য গিলিবার মনে।
ভুজ ভরি দিল কৃষ্ণ তাহার বদনে॥
মহাতেজ অগ্নি যেন কুলিশ প্রমাণ।
অন্তরে জানিয়া দৈত্য ত্যজিল পরাণ॥
জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে।
পুষ্পবৃষ্টি করি স্বর্গে নাচে দেবগণে॥
অদোষদরশী কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর।
রথে চড়ি বৈকুণ্ঠে চলিলা কেশীসুর॥
এমন দয়াল প্রভু কে হইবে আর।
সৃজন পালন কৃষ্ণ পাষণ্ড সংহার॥
দৈত্য বধ দেখিয়া উষত দেবগণ।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্ব্বজন॥
হেনরূপে নন্দগৃহে কৃষ্ণ অবতার।
সাবধানে শুন অভিমন্যুর কুমার॥
তবে ব্যোম অসুরে যেরূপে কৈলা নাশ।
গোবিন্দমঙ্গল গায় দুঃখীশ্যাম দাস॥ ১৬৫॥

ব্যোমাসুরের বালকরূপ ধারণ।

রাগ কৌশিক।

তবে আর এক দিনে রামকৃষ্ণ শিশু সনে
সাজিল সুরভি রাখিবারে।
কি কব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভা
ফটাঝটা সাজনি সুসারে॥
যাঁর পদ লাগি হর ভাবে তেন দিগম্বর
বেদ বিধি অন্ত নাহি পায়।
শিঙ্গা বীণা বেণু রঙ্গে ব্রজের বালক সঙ্গে
হেন প্রভু গোধন চরায়॥
শ্রীদাম সুদাম দাম জয় প্রভু বসুদাম
গোপাল বালক সব সঙ্গে।
কেহ দেয় করতালি কেহ ডাকে ভালি ভালি
কেহ ক্রীড়া করে কত রঙ্গে॥
সুখদ কোমল তৃণে চরয়ে সুরভিগণে
শিশুগণে কহে শ্যামরায়।
গিরিমূলে আজি কেলি লুকাইব কুঞ্জ গলি
খুজিয়া আনিব কেহ কায়॥

কৃষ্ণের কৌতুক লীলা ব্রজশিশু সঙ্গে খেলা
তাঁর মায়া কে জানিতে পারে।
ব্যোম মনে যুক্তি করি ব্রজশিশু রূপ ধরি
শ্যাম সঙ্গে মেলে খেলিবারে॥
লুকাইয়া যেই যায় অসুর লইয়া তায়
রাখে গিরিগুহার ভিতরে।
দুয়ারে পাথর দিয়া পুনরপি মিলে গিয়া
কৃষ্ণসঙ্গে কেলি করিবারে॥
হেন রূপে বারে বারে লয়ে ব্রজবালকেরে
লুকাইল দৈত্য মহাবলী।
সঙ্গের বালক নাই রামকৃষ্ণ দুই ভাই
দেখিয়া বলেন বনমালী॥
চাহিয়া সে ব্রজবালে গিয়া গিরিবরমূলে
মিলিলা সে রাম নারায়ণ।
বুঝিয়া দোঁহার গতি ব্যোমাসুর দুষ্টমতি
নিজ মূর্ত্তি ধরিল তখন॥
দৈত্যের উদ্যম দেখি হাসিয়া অম্বুজআঁখি
চলিলা অসুর বিদ্যমানে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখনন্দন রস গানে॥ ১৬৬॥

ব্যোমাসুর বধ।

রাগ—শ্রী।

অসুর দেখিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
ধর ধর বলিয়া ডাকয়ে ঘনেঘন॥
ব্রজশিশু লুকাইয়া আছে গিরিবরে।
আজি তোমায় নিশ্চয় পাঠাব যমপুরে॥
এত শুনি ব্যোম অতি ক্রোধিত হইয়া।
কৃষ্ণের উপরে মারে শূল পসারিয়া॥
শূল পসারিল দৈত্য কৃষ্ণের উপরে।
সুদর্শনচক্রে কৃষ্ণ ত্রিশূল সংহারে॥
শূল ক্ষয় গেল দৈত্য মনে ভয় পায়্যা।
রণে ভঙ্গ দিয়া দৈত্য যায় পলাইয়া॥
করী কল্পে যেন হরি দেখিয়া নিকটে।
ধায়্যা গিয়া গোবিন্দ ধরিল তার জটে॥
জটে ধরি ঘুরাইয়া আছাড়ে শিখরে।
মুখে রক্ত উঠিয়া সে ব্যোমাসুর মরে॥
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান।
বৈকুণ্ঠ চলিলা দৈত্য চাপিয়া বিমান॥
জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে।
পুষ্পবৃষ্টি করি স্বর্গে নাচে দেবগণে॥
গোবিন্দে প্রণাম করি বলে দেবগণে।
যুগে যুগে তব যশঃ রহিল ঘোষণে॥
এই সব অসুর নিধন করিবারে।
দেবের দুর্ল্লভ মূর্ত্তি নর কলেবরে॥
জয় জয় পরম কারণ জনার্দ্দন।
জয় জয় যদুকুলবিঘ্নবিনাশন॥
অনেক প্রণতি স্তুতি পুষ্পবৃষ্টি করি।
আনন্দে দেবতাগণ গেল নিজ পুরী॥
তবে রাম গোবিন্দ যে গিরিগর্ত্তে গিয়া।
বরজ বালক আনে শিলা খসাইয়া॥
অন্ধকার ভিতর আছিল শিশুগণ।
কৃষ্ণে কহে তোমা হৈতে রহিল জীবন॥
তোমার গুণের কথা কি আর কহিব।
তিলে তোমা না দেখিলে ঝুরিয়া মরিব॥
এত বলি দিল শিশু শিঙ্গা বেণু স্বানে।
নানারঙ্গে নাচে কেহ কেহ গাত গানে॥
হেন রূপে শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করি।
দিবস হইল শেষ দেখিয়া মুরারি॥
ধেনু নাম ধরি কৃষ্ণ দিল বেণু স্বান।
ধ্বনি শুনি সুরভি হইল আগুয়ান॥
সুরভি সকল দিল আগে চালাইয়া।
শিশুসঙ্গে যায় রঙ্গে ধামালি করিয়া॥

নাচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুরে।
নর নারী আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি করে॥
নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিশুগণ।
ভোজন করিয়া গেল নন্দের সদন॥
আজি ব্যোমাসুর সে আমার সবাকারে।
ক্রীড়াছলে চুরি করি রাখিল শিখরে॥
অসুর বধিল কৃষ্ণ গিরি গোহে গিয়া।
আমা সবা উদ্ধারিল শিলা খসাইয়া॥
তোমার কানুর গুণে রহিল পরাণ।
ধন্য ধন্য কানু তোর চতুর সুজন॥
কানুর গুণের কথা কহিতে কি পারি।
দেখিলে যুড়াই কৃষ্ণে না দেখিলে মরি॥
এতেক শুনিয়া নন্দ যশোদা রোহিণী।
অন্তরে গোবিন্দ চিন্তে দেব চিন্তামণি॥
শুকদেব বলে রাজা শুনহ বচন।
সদাই আনন্দপুরী গোকুল ভুবন॥
আনন্দে বৈসয়ে লোক গোকুলভুবনে।
গোবিন্দপ্রসাদে ভয় ভ্রান্তি নাহি মনে॥
ওথা মধুপুরে কংস অক্রূরে ডাকিয়া।
কহেন চলহ ব্রজপুরে রথ লৈয়া॥
পত্র লিখি দিল রাজা অক্রূরের হাতে।
নন্দ গোপ আনিবে গোবিন্দ রাম সাথে॥
ক্ষীর ছেনা দুগ্ধ দধি শত ভার লয়্যা।
ধনুর্ম্ময়যজ্ঞ যাত্রা দেখিবে আসিয়া।
এত বলি অক্রূরেরে দিলেন বিদায়।
রাজ আজ্ঞা লয়ে অক্রূর শীঘ্র রথে যায়॥
আপন প্রশংসা তবে করেন অক্রূর।
কিবা ক্ষণে আজ্ঞা মোরে দিল কংসাসুর॥
অক্রূর বাখানে তবে আপনা চরিত।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দের গীত॥১৬৭॥

অক্রূরাগমন প্রসঙ্গ—

অক্রূরের বৃন্দাবন যাত্রা

গুর্জ্জরী রাগেণ গীয়তে।

কংসের আদেশ পেয়া অক্রূর আনন্দ হৈয়া
গোপপুরে করিল গমন।
নিশি শেষ উষাকালে রথ চালাইয়া চলে
পথে দেখে অপূর্ব্ব লক্ষণ॥
মথুরা নগরে যত বিপ্র বৈসে শত শত
সেবে সে গোবিন্দপদাম্বুজে।
বেদ পাঠ স্তুতি করি মুখে বলে হরি হরি
যার যেবা অভিলাষ ভজে॥
কেহ শঙ্খনাদ পূরে মঙ্গল আচার করে
দেখিয়া অক্রূর হরষিত।
দক্ষিণে ব্রাহ্মণ করি বামে কুম্ভসহ নারী
পুষ্পমালা পতাকা নির্ম্মিত॥
আদিত্য উদিত পথে নগর বাহির হৈতে
দেখে বামে যায় শৃগালিনী॥
সকল লক্ষণ দেখি অক্রূর অনেক সুখী
প্রশংসয়ে আপনা আপনি॥
কি মোর চরিত্র ভেল ভোজপতি আজ্ঞা দি
আনিবারে রাম নারায়ণ।
পূর্ব্বের কামনা ছিল সে আসি প্রত্যক্ষ হৈল
আজি ধন্য জীবন নয়ন॥
ত্রিভুবনে নাহি হেন শূদ্র বেদ পাঠ যেন
আশ্চর্য্য কথন লোক মাঝে।
ভেল মোর সুমঙ্গল দক্ষিণ দৈবের বল
গোকুলে দেখিব ব্রজরাজে॥
কেহ বা কাতর হৈয়া আইল তারে করি দয়া
দিল দান অন্ন বস্ত্র ধন।
সে ক্ষণ হইতে বিধি কেবল রসের নিধি
দেখিব সে গোবিন্দ চরণ॥

আজু সিদ্ধি সর্ব্ব কর্ম্ম ধন্য সে হইল জন্ম
পবিত্র শীতল হবে আঁখি।
অবনীতে অনুপম রামকৃষ্ণ গুণধাম
সাক্ষাৎ দোঁহার রূপ দেখি॥
চলিয়া যাইতে পথে পদচিহ্ন অবনীতে
দেখি তনু লোটাইব তায়।
অক্রূর আনন্দ মনে গোবিন্দচরণ ধ্যানে
দুঃখীশ্যাম দাস রস গায়॥ ১৬৮॥

অক্রূরের কৃষ্ণসমাগম চিন্তা।

রাগ শ্রী।

অক্রূর বাখানে তবে আপনার তরে।
বাসনা সফল আজি দেখিব কৃষ্ণেরে॥
অখিল শরণদাতা যেই নারায়ণ।
সেই কি না জানে যত যার যে ভাবন॥
কংস অনুচর বলি না করিবে মনে।
সম্বন্ধে সে খুড়া বটি দেবকীনন্দনে॥
সাক্ষাতে সে রূপ দেখি করিব প্রণতি।
মনের মানস সিদ্ধ হব ফলশ্রুতি॥
নম্র শিরে দণ্ডবৎ করিব দোঁহারে।
কোলে করি নারায়ণ তুলিবে আমারে॥
অনুগ্রহ করি হরি কমললোচন।
মোর মাথে করপদ্ম দিবে নারায়ণ॥
যে করে শীতল ছায়া আশ্রয় সবার।
জগৎ গরল জীব তথি হয় পার॥
ত্রিবিক্রম রূপ দেব বিদ্যার সাগর।
যেই করে দান দিল বলি নৃপবর॥
ত্রিপাদ মূরতি দেখি সর্ব্ব সমর্পিল।
রাজা পায় গতি করি রসাতল গেল॥
গোপীগণ সঙ্গে রঙ্গে রস বৃন্দাবনে।
যে কর গোপীর হৃদে করিয়া রোপণে॥
কুঙ্কুমের দাগ করি কুচের উপর।
প্রিয়া ভাবে নিরীক্ষণ করে নিরন্তর।
যেই করে গোবর্দ্ধন ধরিল লীলায়।
পরাভব পাইয়া পলায় দেবরায়॥
সে কর মস্তকে মোর পরশন মাত্রে।
জনম সফল হবে যুড়াইব গাত্রে॥
দেখিব দোঁহার রূপ নয়ন ভরিয়া।
হেলায় যাইব ভবসাগর তরিয়া॥
পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিব দণ্ডবত।
প্রেমাতুর হৈয়া স্তুতি করিব সতত॥
তুষ্ট হয়ে দোঁহে আলিঙ্গন দিবে মোরে।
মোর ভুজ আরোপিয়া স্কন্ধের উপরে॥
আমা প্রতি অনেক করিয়া সমাদর।
দুই হাতে ধরি মোরে নিবে নিজ ঘর॥
স্নান দান করাইবে অতিথি লক্ষণ।
নিজ করে অন্ন পরশিবে নারায়ণে॥
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি দিবে বলরাম।
ভোজন করাবে তবে নবঘন শ্যাম॥
কর্পূর তাম্বূল কৃষ্ণ দিবে মোর করে।
অগুরু চন্দন মালা দিবে হলধরে॥
আদর গৌরব করি বসি মোর পাশে।
মাতা পিতা বারতা পুছিবে অভিলাষে॥
পথের বারতা বৃষ্ণি ভোজবংশ আদি।
আমার গমন জিজ্ঞাসিবে গুণনিধি॥
মনের মানস যত করিব গোচর।
অন্তর্যামী সেই কৃষ্ণ গুণের সাগর॥
এতেক ভাবিয়া রথ চালাইয়া চলে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে॥ ১৬৯॥

অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণানুধ্যান।

লয়ে রাজফরমাণ অক্রূর গোকুলে যান
আনিবারে রামনারায়ণ।

দিব্য রথে আগুসরি আপন প্রশংসা করি
প্রেমভরে ঝরয়ে নয়ন ॥
আজ বড় শুভ দিন ফলিল তপের চিহ্ন
অন্ন জল দিল মহা দান।
সেই ফল হৈতে মোরে আদেশিল কংসাসুরে
দেখিব সে প্রভু ভগবান ॥
পূর্ব্বে কৈনু বড় পুণ্য জীবন জনম ধন্য
ধন্য ধন্য এই কলেবর।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে ধ্যানে না দেখয়ে তাঁরে
আনিবারে আমি অনুচর ॥
শীতল সে শ্যামপদ জগৎগরলচ্ছেদ
বাণী পদ্মা সেবয়ে যতনে।
অর্চ্চনা করিয়া যায় প্রজাপতি নাহি পায়
সদাশিব পঞ্চমুখ গানে ॥
দেব সিদ্ধ মুনিগণে যাঁহারে না পায় ধ্যানে
সে পহু গোপালবালা সঙ্গে।
তারে গোপী অনুরাগে কুচেতে কুঙ্কুম দাগে
লয়ে খেলে রসের তরঙ্গে ॥
হেন হরি শিশু সনে ধেনু রাখে বৃন্দাবনে
গোষ্ঠ মধ্যে দেখিব কৃষ্ণেরে।
পদচিহ্ন অবনীতে নিরখি লুটিব তাতে
তরে যাব এভব সংসারে ॥
সে হরি জগতগুরু নাম বাঞ্ছাকল্পতরু
সেই জানে যার যেবা মন।
তাঁরে কিবা অবিদিত অনন্ত অচ্যুত নিত্য
অন্তর্যামী সেই নারায়ণ ॥
সে হরি চরণাম্বুজে ভক্তিভাবে যেবা ভজে
তারে দেই চরণে শরণ।
এই বড় অভিলাষ কৃষ্ণের দাসের দাস
হব আমি জনমে জনম ॥
এত মনে বিচারিয়া চলে রথ চালাইয়া
কৃষ্ণপদ ভাবিয়া অক্রূর।
শ্রীগুরুচরণ মনে দুঃখীশ্যাম দাস ভণে
গোবিন্দমঙ্গল সুমধুর ॥ ১৭০ ॥

অক্রূরের বৃন্দাবন প্রবেশ ও কৃষ্ণান্বেষণ।

রাগিণী করুণা।

কোথা গেলে পাব শ্যাম জীবন আমার ॥ ধ্রু।

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত।
শুনিতে সুন্দর কথা কর্ণেতে অমৃত ॥
এ কথা যেবা শুনে শ্রদ্ধা ভক্তিরসে।
ইহলোকে তরিয়া বৈকুণ্ঠপুরে বৈসে ॥
রথ চালাইয়া তবে চলিল অক্রূর।
নদী পার হৈয়া গেল বৃন্দাবন পুর ॥
কৃষ্ণরসে গদ গদ আনন্দ হৃদয়।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল মধ্যাহ্ন সময় ॥
আপনা আপনি মনে করয়ে বিচার।
কোন স্থানে দেখিব সে নন্দের কুমার ॥
রথ চালাইয়া যায় যমুনা পুলিনে।
চঞ্চল করিয়া আঁখি চাহে চারি পানে ॥
চাহিয়া বেড়ায় বনে নন্দের নন্দন।
দেখিতে না পায় বনে গোপাল গোধনে ॥
গোষ্ঠেতে না পেয়ে ভেট চলিলা বাথানে।
জিজ্ঞাসা করয়ে তবে ব্রজ শিশুগণে ॥
ব্রজ শিশু বলে চল এই পথ যাই।
বাথানে দোহেন ধেনু কানাই বলাই ॥
এত শুনি অক্রূর চলিল আনন্দিতে ॥
দেখিল গোবিন্দপদ চিহ্ন অবনীতে ॥
একে সে যমুনা তট মনোহর স্থল।
তথি প্রভু পদচিহ্ন করে ঝলমল ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্বুজ চিহ্ন পাতি পাতি।
শঙ্খবর কুম্ভচক্র ধনু আছে তথি ॥

গোষ্পদ ত্রিকোণ যব উর্দ্ধ রেখা তায়।
রথ ত্যজি ভক্তিভাবে ধরণী লোটায়॥
পদচিহ্ন নিরখি করয়ে দণ্ডবত।
প্রেমে পুলকিত তনু আকুল সতত॥
পদরেণু বিভূষিত সর্ব্ব কলেবর।
নয়নে বরিষে প্রেম যেন জলধর॥
প্রেমাতুর হৈয়া রথে করে আরোহণ।
কত দূরে দেখে গিয়া সুরভি দোহন॥
বাথানে অক্রূর দেখে যত শিশুগণ।
একই বন্ধানে দেখে সবার বরণ॥
কিশোর মুরতি সব দেখিতে সুন্দর।
গলে গুঞ্জমালা সব চূড়া মনোহর॥
বাছুরী ছান্দিয়া ধেনু দোহে সবে মেলি।
নাম ধরে ডাকে ধেনু ধবলী শ্যামলী॥
যেন সিন্ধু কলরব তরঙ্গ লহরী।
গোধন দোহন শব্দ শুনিতে মাধুরী॥
সমান বয়স বেশ দেখি সবাকারে।
সেখানে গোবিন্দ রাম চিনিতে না পারে॥
ভবেত অক্রূর ভাবে গোবিন্দচরণ।
জানিয়া ভকতি ভাব প্রভু নারায়ণ॥
তবে কৃষ্ণ অক্রূরেরে হইলা সদয়।
যুগল সোদর নীল ধবল অব্যয়॥
দোঁহে দেখি দণ্ডবৎ করেন অক্রূর।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় সংগীত মধুর॥ ১৭॥

অক্রূরের রামকৃষ্ণ দর্শন।

রাগ বরাড়ি

গোধন দোহন রাম নারায়ণ
করে গো কণ্টক পাশ।
রোহিণীনন্দন রূপ অতুলন
পরিধান নীলবাস॥
নীল পাগ মাথে নানা ফুল হাতে
কপালে কস্তূরী সাজে।
সুরঙ্গিম আঁখি মধুপানে সুখী
মুখ দেখি শশী লাজে॥
ইন্দু কুন্দ সিত বরণ নিন্দিত
গলে দোলে হার মণি।
বলে বলবন্ত পুরুষ অনন্ত
শিরে শোভে সাত ফণী॥
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল
যেন পরচণ্ড রবি।
হরি জিনি কটি বেশ পরিপাটী
কাম মোহে হেরি ছবি॥
বলয়া অঙ্গদ ভুজে বাজুবন্ধ
গো-রজ ভূষিত অঙ্গে।
গো রস রাখিয়া বাছুরী ছান্দিয়া
ধেনু দোহে কত রঙ্গে॥
বলাইর বাম পাশে ঘনশ্যাম
সুরভি দোহন করে।
দেখিতে সুন্দর তনু মনোহর
মোহে কত ফুলশরে॥
চিকণিয়া চূড়া তাহে গুঞ্জ বেড়া
বরিহা চন্দ্রিকা উড়ে।
অলকা তিলক অধিক ঝলক
রস চুয়াইয়া পড়ে॥
ভুরু সুভঙ্গিম নয়ন রঙ্গিম
নাটুয়া খঞ্জন কিবা।
নাসাপর মতি নিন্দি দিনপতি
শ্রবণে কুণ্ডল শোভা॥
শরতের চান্দ জিনিয়া সুছান্দ
বদনমণ্ডল রাশি।
বান্ধুলী অধরে বিজুরী সঞ্চারে
মনোহর মৃদুহাসি॥

নব জলধর জিনিয়া সুন্দর
কিশোর মূরতি শ্যাম।
অঙ্গদ-কঙ্কণ নানা আভরণ
অঙ্গে অঙ্গে অনুপম॥
নীল কলেবরে গোধূলী ধূসরে
পরাগ কি ইন্দীবরে।
রামরম্ভা উরু কিঙ্কিণী সুচারু
পিঙ্গল বসন পরে॥
বঙ্কিম নূপুর বাজয়ে মধুর
সোণার খড়ম পায়।
হাম্বা রব দিয়া বাছুরী ছান্দিয়া
ধেনু দোহে শ্যামরায়॥
নীল ধবল মূরতি যুগল
দেখি অপরূপ অতি।
মনের মানস পূরিল সরস
অক্রূর আনন্দ মতি॥
রথ তেয়াগিয়া ক্ষিতি লোটাইয়া
পড়ে সে দোঁহার পায়।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
শ্রীমুখনন্দন গায়॥ ১৭২॥

অক্রূরের অভ্যর্থনা।

রাগিণী শোহিনী।

রাঙ্গা পায় কি আর বলিব আমি।
কিসের অভাব তার যার বন্ধু তুমি॥ ধ্রু॥

সাক্ষাতে অক্রূর দেখে রাম দামোদর।
নীল গিরিবর কিবা রজত ভূধর॥
যত ব্রজশিশু মেলি গো দোহন করে।
সবা মধ্যে শোভা করে রাম দামোদরে॥
দোঁহার লাবণ্য রূপ তনু মনোহর।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু উমড়ে অন্তর॥
রথ হৈতে নামি পড়ে প্রেমাতুর হৈয়া।
গোবিন্দচরণে পড়ে অঞ্জলি পূরিয়া॥
অবনী লোটায়ে পড়ি দণ্ডবৎ করে।
কোলে করি নারায়ণ তুলিল অক্রূরে॥
আলিঙ্গন দিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মান্য কুটুম্ব হেন কর কি কারণ॥
পুনরপি অক্রূর পড়য়ে পদতলে।
শ্রাবণের জলধারা ভাসে প্রেমজলে॥
বামপাশ চাপি ভূমে পড়য়ে নির্ভরে।
রামের চরণতলে দণ্ডবৎ করে॥
অনন্ত পুরুষ দেব সদয় হৃদয়।
কোলে করি অক্রূরেরে তুলিল দয়াময়॥
অক্রূর অবশ তনু দুইপদ ধরি।
ওষ্ঠ কম্পে ঘনরবে ডাকে হরি হরি॥
পুনঃ পুনঃ পদ ধরি করয়ে প্রণতি।
আজ সে নিস্তার পাইনু দেখি লক্ষ্মীপতি।
আপনা না জানে ভাবে হইয়া বিভোর।
দেখিয়া ভকত ভাব যুগল কিশোর॥
কোলে করি অক্রূরে তুলিল বনমালী।
সুশীতল জলে রাম বদন পাখালি॥
মুখানি মুছিল শ্রীঅঙ্গের গামছায়।
আপনি গোবিন্দ ব্যজে বসনের বায়॥
সুস্থ করি অক্রূরেরে রাম বনমালী।
দুই ভুজ দুই স্কন্ধে দুই ভাই তুলি॥
দোঁহে মেলি কোলে করি অক্রূরের তরে
পদব্রজে চলি গেল নন্দের মন্দিরে॥
নন্দকে কহিল কৃষ্ণ মধুর বচনে।
পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে নন্দ আইল আপনে॥
অতিথি আচার করি নন্দ ব্রজরাজ।
পাটশালে বসাইল সিংহাসন মাঝ॥
বিবিধ কুসুম মাল্য সুগন্ধি চন্দন।
কুঙ্কুম কস্তূরী অঙ্গে করিলা লেপন॥

ভোজন সামগ্রী কর বলে শ্যামরায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ১৭৩॥

কৃষ্ণকৃত অক্রূরের সেবা।

রাগ মল্লার।

প্রতিপদ॥ ধ্রুয়া॥

আনিয়া অক্রূরে আদর করি।
উল্লাসিত মন রাম মুরারি॥
ধূপ দীপ মাল্যে আদর করি।
ভৃঙ্গারে ভরিয়া সুগন্ধি বারি॥
আসন উপরে বসায়ে তারে।
তবে বনমালী চলিলা ঘরে॥
ওদন লইয়া অগ্রজ করে।
আপনি পরশি অন্ন অক্রূরে॥
ঘৃত লয়ে দিল রোহিণীসুতে।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন কমলানাথে॥
বারে বারে পরশি অক্রূর প্রতি।
খণ্ড ক্ষীর দিল রেবতীপতি॥
ঘৃত সুললিত মিষ্টক নানা।
নারিকেল জল মিঠাই ছানা॥
দুগ্ধ দধি পূর্ণ ভোজন দিয়া।
আচমন সারি অক্রূরে নিয়া॥
আসন উপরে বসায়ে তায়।
তাম্বূল যোগায় গোবিন্দ রায়॥
পালঙ্ক উপরে বসায়ে তারে।
ভক্ত পদযুগ আরোপি উরে॥
চরণ চাপেন কমল করে।
আপনি মাধব সুধীর ধীরে॥
সুস্নিগ্ধ করিয়া অক্রূর তনু।
তবে করযোড় করিয়া কানু॥
কুশল বারতা পুছিতে আছে।
দুঃখীশ্যাম কহে অক্রূর নাচে॥ ১৭৪॥

কৃষ্ণের নিকট অক্রূরের সংবাদ দান।

রাগ ধানশী।

কৃষ্ণের আদর দেখি অক্রূর অনেক সুখী
অন্তরে উল্লাস অতিশয়।
যে কিছু করিয়া মনে আইনু গোবিন্দ স্থানে
সে রূপে পূজিল দয়াময়॥
পাইয়া প্রভুর প্রীত অক্রূর সে আনন্দিত
করযোড়ে কহে বিদ্যমান।
নন্দে করি বিষ্ণুমায়া অক্রূরে করিয়া দয়া
বারতা জিজ্ঞাসে ভগবান॥
কহে প্রভু চক্রপাণি অক্রূর শুনহ বাণী
মান্য কুটুম্ব তুমি হও।
মথুরা নগরে তথা আছে মোর মাতা পিতা
তাহার কুশল কথা কও॥
উগ্রসেন আদি করি ভোজবংশ অধিকারী
কহ না কুশল সমাচার।
কৃষ্ণের বচন শুনি করিয়া যুগলপাণি
অক্রূর করয়ে পরিহার॥
কি কহিব বিদ্যমান শুন প্রভু ভগবান
কংস আছে জীয়ন্তে ভূতলে।
ধরণী কম্পিত ভরে দেবাসুর নর ডরে
সে থাকিতে কি আর কুশলে॥
শুন শুন পদ্মআঁখি বসুদেব দৈবকী
বড়ই বিপদ দোঁহাকার।
পশুঘাতকের স্থানে যেন বন্দী পশুগণে
তেন ঘোর সঙ্কট তাহার॥
অরিষ্টাদি দৈত্য বধ শুনি নৃপ হইয়া ক্রো[ধ]
বসুদেবে কাটিবারে নিল।
হেনকালে দৈবগতি নারদ আসি উপনীত
কংস করে ধরিয়া রাখিল॥

বন্ধকষ্টে শীর্ণ গাত্র তোমাকে দেখিতে মাত্র
প্রাণ রাখিয়াছে দুই জন।
উগ্রগ্রসেন নরপতি একান্ত তোমাতে মতি
না জানি প্রভু নারায়ণ ॥
হের দেখ বিদ্যমান কংস দিছে ফরমাণ
আমাকে করিয়া অনুচর।
ধনুর্ম্মর যজ্ঞ তার যাবে তুমি দেখিবার
রথ পাঠাইল নৃপবর ॥
বসিবারে রঙ্গ সভা করিছে ভুবনলোভা
মণি মুক্তা মুকুর খঞ্জিত।
নরপতিগণে আর বসিবার তরে তার
হেন শতমঞ্চ সুনির্ম্মিত ॥
সিংহদ্বার সন্নিকট ধনুগৃহে রত্নঘট
উপরে পতাকা মনোহর।
মহা মহা মল্লগণে রাখিয়াছে স্থানে স্থানে
দ্বারে কুবলয় করিবর ॥
রঙ্গ সভাতলে তার চাহুর মুষ্টিক আর
অষ্ট মল্ল তাহার সংহতি।
তোমা দোঁহে তার মধ্য প্রকাশিবে মল্ল যুদ্ধ
রঙ্গ দেখিবেক নরপতি ॥
করি এই নিবেদন শুন প্রভু নারায়ণ
কহ মোরে কিবা আজ্ঞা হয়।
তোমা বিনে বসুদেবে পরিত্রাণ নাহি পাবে
এই কথা কহিল নিশ্চয় ॥
জনক জননী দুঃখী শুনি প্রভু অশ্রুমুখ
দুই ভাই রাম নারায়ণ।
ক্রন্দন সম্বরি দূরে মনেতে প্রতিজ্ঞা করে
কল্পতরু কমললোচন ॥
প্রবেশিয়া মধুপুর বিনাশিব কংসাসুর
বাপ মায় করিব উদ্ধার।
ধনুর্যজ্ঞ ভঙ্গ করি মল্ল কুবলায় মারি
উগ্রসেনে দিব রাজ্যভার ॥

এত বলি চক্রপাণি নন্দকে ডাকিয়া আনে
অক্রূর নিকটে ততক্ষণ।
অক্রূর নন্দেরে কয় পত্র পড় মহাশয়
কংস রাজা দিয়াছে লিখন ॥
দুগ্ধ দধি শত ভার রাম নারায়ণ আর
শীঘ্র লয়ে চল মধুপুরে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখনন্দন গায় সারে ॥ ১৭৫ ॥

নন্দকে কংসের নিমন্ত্রণ পত্র দান

রাগ ভাটিয়ারি।

এমন কে বা জানে গো
এমন কে বা জানে।
পিরীতি ছাড়িবে প্রিয়া
না জানি স্বপনে ॥ ধ্রু ॥

নন্দকে অক্রূর দিল রাজার লিখন।
রাজপত্র কৈল নন্দ মস্তকে বন্দন ॥
পত্র পাঠ করি নন্দ জানিল কারণ।
অক্রূর বলয়ে নন্দ শুনহ বচন ॥
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে ভোজ অধিপতি।
দেখিবারে আইল সকল নরপতি ॥
গ্রামে গ্রামে বৈসয়ে যতেক প্রজাগণ।
যজ্ঞ দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে বস্ত্র অলঙ্কারে।
রত্ন আভরণ দিয়া পূজিবে রাজারে ॥
তুষ্ট হৈয়া নরপতি করিবে সম্মান।
প্রজাগণে দিবে বস্ত্র নানা রত্ন দান ॥
রামকানু দেখিবারে হইয়াছে মন।
তবে মোরে পাঠাইল করিয়া যতন ॥
নন্দ যশোমতি সঙ্গে রাম নারায়ণ।
শত ভার গোরস লইয়া গোপগণ ॥

শকটে পুরিয়া দ্রব্য চল শীঘ্রগতি।
বিলম্ব হইলে ক্রোধ করিবে নৃপতি ॥
এত শুনি উল্লাসিত নন্দের অন্তরে।
মথুরা চলিব বলি ডাকিল গোপেরে ॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা সাজ শতভার।
রজনী থাকিতে সবে কর আগুসার ॥
অক্রূর আইল রথে লইতে কৃষ্ণেরে।
পড়িল চকার শব্দ গোকুলনগরে ॥
তবে সব গোপগণ নিজ গৃহে গিয়া।
মথুরা প্রভাতে যাব ভার সাজাইয়া ॥
কৃষ্ণ যাবে মথুরা শুনিল ব্রজনারী।
ভূমি ধরি বসি কান্দে হাহাকার করি ॥
যেই কৃষ্ণ আমা সবা প্রাণের দোসরা।
তা বিনে কেমনে প্রাণ ধরিব আমরা ॥
কাল হৈয়া আইল কংসের অনুচর।
রথে করি নিবে কৃষ্ণ মথুরা নগর ॥
কৃষ্ণে না দেখিলে প্রাণ ধরিব কেমনে।
গোপীরে নিঠুর বিধি হৈল এত দিনে ॥
হিয়ার পুতলি কৃষ্ণ নয়নের তারা।
তিলে না দেখিলে যেন কত যুগ হারা ॥
আকুল হইয়া কান্দে গোপিকা সকল।
দুঃখী শ্যামদাস গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ ১৭৬ ॥

কৃষ্ণের বিচ্ছেদনিমিত্ত গোপিকাগণের বিলাপ।

রাগিণী করুণা।

কৃষ্ণ যাবে মধুপুরী শুনিয়া ব্রজের নারী
মোহমতি অকুল সাগরে।
সাত পাঁচ একত্রলি শ্যামগুণে শোকাকুলী
অশ্রুমুখ বিরস অন্তরে ॥
শুন ওগো প্রাণসই তোমারে স্বরূপ কই
অক্রূর আইল রথ লৈয়া।
রাম কৃষ্ণ রথে করি লৈয়া যাবে মধুপুরী
আমা সবা অনাথ করিয়া ॥
ওহে নিদারুণ বিধি কানু হেন গুণনিধি
ঘটাইয়া আমা সবাকারে।
যেন চক্ষু দান দিয়া নিল পুনঃ উপাড়িয়া
অন্ধ দগ্ধ করিয়া গোপীরে ॥
এ বা কি বড়াই তোর প্রাণ কাড়ি নিল মোর
গুণনিধি চিকণ কালিয়া।
তিলে না দেখিলে যারে পরাণ আকুল করে
তারে তুমি লইলে হরিয়া ॥
ধেনু লৈয়া শিশুসনে রাম কানু যায় বনে
পথ নিরখিয়া সবে থাকি।
শিশু সঙ্গে রাম কানু গৃহে আইসে লৈয়া ধেনু
প্রাণ পাই চাঁদমুখ দেখি ॥
কহ সখি কি করিব চল সবে মেলি যাব
শ্যাম বন্ধু লৈয়া পলাইয়া।
কংস কি করিতে পারে রহু কানু গোপপুরে
দৈত্য কাঁপে যার ভয় পাইয়া ॥
নন্দে বিধি বাম ভেল রাজ লেখা করে নিল
না বুঝিয়া অসুরের মায়া।
যশোদা না জানে ইহা কানুরে কংসেরে দিয়া
কেমনে সে বান্ধিবেক হিয়া ॥
চল সবে যাই তথা অক্রূর আছয়ে যথা
রথ ভাঙ্গি খেদাড়িব তায়।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখনন্দন রস গায় ॥ ১৭৭ ॥

অক্রূরের নিকট গোকুলবাসিনী-গণের অনুযোগ।

রাগ বরাড়ি।

আজু বড় দুঃখ উঠে মনে।
ভজিতে না পাইনু রাঙ্গা দুখানি চরণে ॥ ধ্রু॥
গোকুলের যত গোপী একত্র হইয়া।
বিচ্ছেদ বিরস তনু বন্ধুর লাগিয়া ॥
যেই কানু না দেখিলে প্রাণ নাহি রয়।
কেমন করিয়া তারে পাসরণ হয় ॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ সংহতি ক্রীড়া করি।
তিলেক বিচ্ছেদে যেন হারাই মুরারি ॥
তিলেক হারায়ে কত করি যে রোদন।
চাহিয়া বেড়াই কত কাননে কানন ॥
যুগ শত বহি গেল নিমেষ গোচরে।
আপনার পরাভব মানিল অন্তরে ॥
তথ গুণনিধি কানু যবে দিল দেখা।
গোবিন্দ দর্শন মাত্র সবে পাই রক্ষা ॥
হেন জন অক্রূর লইয়া যাবে রথে।
মথুরার নাগরী দেখিবে প্রাণনাথে ॥
রসবতো বৈদগধি মথুরার নারী।
তাহার মানস পূর্ণ করিবে মুরারি ॥
দরশনে মোহিবেক মথুরা বনিতা।
তাহে সে গোবিন্দ রাম রতিরসে জিতা ॥
কমল কাননে যেন ভ্রমর উল্লাসে।
বরবধূ গোবিন্দ রমিব রঙ্গ রসে ॥
আমা সবাকারে বিধি করিল নৈরাশ।
মথুরা নগরে শ্যাম চন্দ্র পরকাশ ॥
অনেক বিলাপ করে যত ব্রজনারী।
কান্দিয়া কহেন অক্রূরের বরাবরি ॥
অক্রূর তোমার নাম সংসার ভিতর।
ক্রূর কথা কহিয়া কংসের অনুচর ॥
মথুরা লইতে চাহ নন্দের নন্দন।
কানু বিনা জীব নাহি ব্রজবধূগণ ॥
আমা সবাকারে তুমি দেহ প্রাণদান।
গোকুল নগরেতে রাখহ রাম কান ॥
কানুর পিরীতে বশ আমরা সকল।
ধৈরজ ধরিতে নারি পরাণ বিকল ॥
তুমি সে আপনি যাহ মথুরা নগরে।
কৃষ্ণ না আইল বলি কহ কংসাসুরে ॥
এত শুনি কংস রাজা যদি কোপ করে।
তবেত আমরা না রহিব গোপপুরে ॥
বনবাস করিব লইয়া প্রাণনাথে।
তবুত কৃষ্ণেরে নাহি দিব কংস হাতে ॥
এত শুনি অক্রূর কহেন ক্রোধভরে।
তর্জ্জন করিয়া কিছু নন্দের গোচরে ॥
শুন নন্দ জান ভাল কংসের গরিমা।
ইঙ্গিতে মজিবে তোর গোপপুর সীমা ॥
যদি মহারাজা কংস মনে কোপ করে।
রহিতে নারিবে কেহ কানন ভিতরে ॥
কংসের প্রতাপ বাণী কহে নন্দ ঘোষে।
দুঃখী শ্যামদাস মজে গোবিন্দের রসে ॥১৭৮॥

নন্দের মথুরা গমনার্থ অক্রূরের দার্ঢ্য।

অক্রূর বলেন বাণী শুন ব্রজশিরোমণি
কহি তোমার বরাবরি।
এ তিন ভুবনে রাজা কংসাসুর মহাতেজা
মথুরা নগরে দণ্ডধারী ॥
দেবে যাঁর নামে ডরে হেন রাজা মধুপুরে
ধনুর্ম্মখ যজ্ঞ আরম্ভিল।
নানা দ্রব্য উপহার নিমন্ত্রণ দিয়া আর
নরপতিগণে আনাইল ॥

যত প্রজা যত দেশে সবাকে ডাকিয়া পাশে
দান দিবে বস্ত্র আভরণ।
সেনাপতি নৃপগণে পূজা করি নানা ধনে
গন্ধ মাল্য কর্পূর চন্দন॥
তোমারে দিলেন লেখা,না গেলে নাহিক রক্ষা
ত্বরিতে সাজহ ব্রজবর।
আমার বচন ধর শীঘ্র শত ভার কর
সর্পিস্ নবনী শর ক্ষীর॥
যদি বা না যাবে তুমি নিশ্চয় কহিনু আমি
রাম কানু সঙ্গে লয়ে যাই।
গৌরব আপন হাতে সূর্য্যোদয় না হইতে
বেগে চল রাজপথ বাই॥
ভোজপতি বরাবরে গেলে রাম দামোদরে
দিবে রাজা বস্ত্র অলঙ্কার।
তোমার গোবিন্দ রাম সর্ব্বগুণে অনুপম
মনে সন্ধ না কর বিচার॥
নন্দ এত কথা শুনি রাজ আজ্ঞা মনে গণি
নিজ পুরে কৈল আগুসার।
না হইতে নিশি শেষ শীঘ্র কর সমাবেশ
গোপগণ কৈল অঙ্গীকার॥
রামকৃষ্ণ সঙ্গে লয়ে যশোদার পাশে গিয়ে
কহিল সকল বিবরণ।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
বিরচিল শ্রীমুখনন্দন॥ ১৭৯॥

কৃষ্ণের জন্য যশোদার বিলাপ

রাগিণী করুণা।

কানুরে করিয়া কোলে কান্দে নন্দরাণী।
হেদেরে দারুণ বিধি কি কর না জানি॥
ওই ভয় মনেতে আছিল নিরন্তর।
যবধি আসে যায় কংস অনুচর॥
তিলেক যাদুর মুখ না দেখিলে মরি।
কেমনে পাঠাব কৃষ্ণ কংস বরাবরি॥
পিঞ্জরের শুক যাদু নয়নের তারা।
কোলে করি থাকি হেন মনে বাসি হারা॥
কানু না দেখিলে প্রাণ কেমনে ধরিব।
স্মঙরি স্মঙরি গুণ ঝুরিয়া মরিব।
পুতনা রাক্ষসী আদি অনেক অসুর।
তা সবা মারিয়া কানু ভয় কৈল দূর॥
কালি দলি করিল অমৃতময় জল।
যে পুত্র ধরিয়া করে পিবই অনল॥
সে পুত্র লইয়া যাবে কংস অনুচর।
আজি শূন্য গৃহ মোর গোকুলনগর॥
অনেক কামনা করি হর আরাধিনু।
পুণ্যফলে কানু হেন পুত্র কোলে পাইনু॥
বলাই বিক্রমে সিংহ সর্ব্বগুণে ধীরে।
চাপড়ে সংহার কৈল প্রলম্ব অসুরে॥
শুনিয়া দারুণ কংস মন অহঙ্কারে।
ধরিতে নারিল দোঁহে নানা পরকারে॥
এবে অক্রূরের হাতে রথ পাঠাইয়া।
না জানি কি করে পুত্রে মধুপুরে নিয়া॥
যেই ভয় মনেতে আছিল অনুক্ষণ।
সে ভয় আনিয়া বিধি করিল ঘটন॥
তিলেক যে চাঁদমুখ না দেখিলে মরি।
কেমনে পাঠাব তাঁরে কংস বরাবরি॥
শুন কানু তোরে উপদেশ বলি আমি।
তিলেক বলাইয়ের সঙ্গ না ছাড়িহ তুমি॥
পরদেশ মথুরা থাকিবে সাবধানে।
ত্বরিতে আসিবে কংসে দিয়া দরশনে॥
দেখিবে মথুরাপুরী বিচিত্র চিত্রিত।
নানা ধাতু মনোহর অপূর্ব্ব নির্ম্মিত॥
রোহিণী সুন্দরী কান্দে রাম লৈয়া কোলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে॥

প্রাণভয়ে পুত্র লয়ে লুকাইয়া ছিনু।
এবে ডালি সাজাইয়া কংস হাতে দিনু॥
হেদেরে কঠিন প্রাণ আছ কি কারণে।
কেমনে ধরিব প্রাণ পুত্রের বিহনে॥
অনেক বিলাপ করে ব্রজবধূগণ।
দুঃখীশ্যাম কহে ভজ গোবিন্দচরণ॥ ১৮০॥

অক্রূরের নিকট যশোদার অনুযোগ

রাগিণী পঠমঞ্জরী।

আকুল পরাণী যশোদা রোহিণী
কান্দে পুত্র করি কোলে।
লজ্জা পরিহরি তবে নন্দ নারী
অক্রূরে কিছু যে বলে॥
শুনহ রাজন মোহে মুগ্ধ মন
নন্দ যশোমতি রাণী।
অক্রূর নিকটে কহে করপুটে
অশ্রুমুখে মৃদুবাণী॥
বলেন উত্তর শুন অনুচর
নিবেদন করি আমি।
দেহ প্রাণদান রাখ রাম কান
মধুপুরে যাহ তুমি॥
অন্ধের যে নড়ি অধনের কড়ি
যে পুত্র প্রাণের প্রাণ।
কেমন করিয়া ধরিব এ হিয়া
কংস করে দিয়া দান॥
তিলে না দেখিলে মরি শোকানলে
যে পুত্র চক্ষুর তারা।
কোলে করি থাকি হেন মনে লখি
পাছে নিধি হই হারা॥
এই রাম কান গোকুলের প্রাণ
আন্ধার ঘরের মণি।
করিয়া কামনা পাইনু কালসোণা
বিধি কি করে না জানি॥
করিয়া করুণা রাখহ বাসনা
ঘোষণা সংসার মাঝে।
নিজ ধর্ম্ম দেখ বিবোধ বিবেক
পরিহর ব্রজরাজে॥
শুনিয়া অক্রূর কুপিত প্রচুর
বচন বলয়ে নন্দে।
থাক স্থির হৈয়া মোর সঙ্গে দিয়া
বলরাম শ্যামচাঁদে॥
বিধি করে যাহা কে খণ্ডিবে তাহা
অবোধ আহীরী জাতি।
আপন কুশল করহ কেবল
রাজকার্য্যে দেহ মতি॥
বিলম্ব না সয় নিশি শেষ হয়
সাজাহ গোরস ভার।
নিশা কর্ম্ম সারি লৈয়া রাম হরি
রথে কর আগুসার॥
শুনি দৃঢ় বোল চিত্ত উত্তরোল
গোকুলে বসতি যত।
দুঃখীশ্যাম গায় কিবা ভয় তায়
কংস বধ লাগি এত॥ ১৮১॥

কৃষ্ণ বলরামের মথুরা গমনোদ্যোগ।

রাগিণী করুণা।

কেবা লয়ে যায় কানু জীবন আমার গো॥ ধ্রু॥

শুনিয়া বচন দৃঢ় সারথির মুখে।
শেল বাজি গেল নন্দ যশোদার বুকে॥
নিশ্চয় জানিল কৃষ্ণ যাবে মধুপুরী।
পড়িল চকার শব্দ গোকুল নগরী॥
সর্ব্বমুখে শুনি কৃষ্ণ করিবে গমন।
গোবিন্দ বিচ্ছেদে কান্দে গোপাঙ্গনাগণ॥

পাপিষ্ঠ অসুর কংস পাঠাইল চর।
রথে করি লয়ে যায় মথুরা নগর॥
ধনুর্মখ যজ্ঞ নাম প্রচার করিয়া।
আপনা সাক্ষাতে শিশু নিবেক ধরিয়া॥
আনাইয়া আছে রাজা মহা মল্লগণে।
তার সবা সঙ্গে যুঝাইবে রাম কানে॥
কুবলয় করিবর রাখিয়াছে দ্বারে।
চিরিয়া মারিবে দন্তে রামদামোদরে॥
এমন প্রকারে হরি যাইবে মথুরা।
এত দিনে অনাথিনী হইলাম আমরা॥
ব্যাকুল হইয়া কান্দে গোয়ালার মেয়ে।
কেমনে ধরিব প্রাণ কানু না দেখিয়ে॥
এমন প্রকারে গোপী কান্দিয়া কান্দিয়া।
নগরে নগরে ভ্রমে ব্যাকুল হইয়া॥
কেহ মারে করাঘাত মস্তক উপরে।
কেহ ভূমি ধরে ক্ষণে শোকের সাগরে॥
কেহ কম্পে অধরা মূর্চ্ছিতা হৈয়া পড়ে।
ফুকরিয়া কান্দে কেহ ক্ষিতিতলে পড়ে॥
অনেক বিলাপ করি কান্দে গোপীগণ।
কান্দিয়া করিল গোপী নিশি জাগরণ॥
অক্রূর বলেন নিশি হৈল অবসান।
নিত্যকর্ম্ম সারি ওহে সাজ রামকান॥
বিলম্ব হইলে রাজা ক্রোধী হবে মোরে।
শকট সাজাহ দুগ্ধ দধি শত ভারে॥
শীঘ্র সাজ নন্দঘোষ যশোমতি সঙ্গে।
মল্লযুদ্ধ দেখিবে মথুরাপুরী রঙ্গে॥
আহীর ডাকিয়া নন্দ কৈল অঙ্গীকার।
শীঘ্র চল গোরস লইয়া শত ভার॥
রাজভেট দ্রব্য লহ শকট ভরিয়া।
পুরমুখে চল ত্বরিত করিয়া॥
পাইয়া নন্দের আজ্ঞা যত গোপগণ।
শকট সকল ভার করিলা সাজন॥
রজনী রহিতে বেগে নিত্য কর্ম্ম সারি।
সর ক্ষীর দধি ছানা দুগ্ধ ভার ভরি॥
গোয়ালা সকল ভার শকট সাজাইয়া।
উপনীত হইল নন্দের আগে গিয়া॥
তবেত অক্রূর বলে শুন রামহরি।
তোমরা দুভাই সাজ রত্ন বাস পরি॥
তবে রাম গোবিন্দ সারিয়া নিজ কাজ।
বেশ বানাইতে গেল আগারের মাঝ॥
অভ্যন্তরে বেশ ভূষা করে রাম কানু।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে রাঙ্গাপদরেণু॥ ১৮২॥

কৃষ্ণ বলরামের মথুরা যাত্রা।

অরুণ উদয়কালে রামকৃষ্ণ কুতূহলে
অবিলম্বে নিত্য কর্ম্ম সারি।
অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া বাছিয়া বসন লৈয়া
পিয়ল ধবল ধড়া পরি॥
চারু চিকণীয়া চূড়া গুঞ্জ মণি হার বেড়া
বিবিধ কুসুম গাভা তায়।
শ্যাম প্রেম অনুরাগে রাম বান্ধে নীল পাগে
ঝঙ্কার আমোদে অলি ধায়॥
অলকা প্রেমের ভাঁতি তিলক বিচিত্র তথি
ভ্রূ ভঙ্গ জিনিয়া কামধনু।
রাঙ্গা আঁখি মনোহর বরিষে মদন শর
যুবতী ধরিতে নারে তনু॥
না লাগে মুকুতা ছবি ওষ্ঠ নিন্দে উষা-রবি
বিমল বদন ঝোলকলা॥
কুণ্ডলে কেয়ূর হার শ্রীবৎস কৌস্তভ ভার
ভুজদণ্ডে রত্ন তাড়বালা॥
সাজনি কাছনি করি করতলে বেণু ধরি
তবে রাম সুন্দর গোপাল।
সুদাম শ্রীদাম সাজ স্তোক কৃষ্ণ বসুদাম
ডাকি রত সঙ্গের ছাওয়াল॥

গোপগণে ডাকি আনি নন্দঘোষ বলে বাণী
শকট সাজাহ সবে বেগে।
ক্ষীর ছানা ননী আর দুগ্ধ দধি শত ভার
তোমরা সকলে চল আগে॥
অক্রূর ডাকয়ে ঘন আইস রাম নারায়ণ
শুভযাত্রা করিলা মাধব।
সহ সে অগ্রজ সাথে গোবিন্দ বিজয় রথে
পুষ্প বর্ষে কৌতুকে বাসব॥
অক্রূর বলেন তবে লইয়া গোয়ালা সবে
আগে চল নন্দ মহাশয়।
করিয়া যোজিত বাজী রথের অগ্রেতে সাজি
পবন গমনে চারি হয়॥
ছাড়িল নন্দের দ্বার ত্বরিত গমনে যার
অক্রূর চালায় রথ খান।
এত দেখি ব্রজনারী গৃহকর্ম্ম পরিহরি
অতিশয় কাতর পরাণ॥
লজ্জা পরিহরি দূরে কেহ গিয়ে রথ ধরে
কেহ বলে কোথা যাহ কানু।
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম দাস ভাষে
ব্রজবালা আকুল যে তনু॥

কৃষ্ণের মথুরাযাত্রা দর্শনে গোপীগণের খেদ।

রাগিণী করুণা।

কে লয়ে যায় মোর প্রাণধন কানু।
কেমনে ধরিব প্রাণ দরশন বিনু॥ ধ্রু॥

রথে কানু লয়ে যায় কে।
গোপীর বধের ভাগী সে॥
বৈরী হৈয়া আইল অক্রূর।
আজি শূন্য হৈল গোপপুর॥
স্মঙরি সে গুণরাশি রাশি।
কানু লাগি হব বনবাসী॥
কৃষ্ণ লাগি ভ্রমি দেশ দেশ।
কোথা পাব কানুর উদ্দেশ।
দুঃখীশ্যাম বলে শুন রাই।
কংস বধি আসিবে কানাই॥ ১৮৪॥

গোপীগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের রথ ধারণ।

অক্রূর সহিত রথে কানাই বলাই।
ব্যাকুলা ব্রজের বালা রথ পাছে ধাই॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কেহ কানু বলি ডাকে।
রহ কানু বলি কেহ রথ ধরি থাকে॥
কেহ বলে কোথা যাহ ত্যজিয়া গোপিনী।
ফুকারিয়া কান্দে কেহ শিরে কর হানি॥
কেহ বলে প্রাণপতি গোপপুরে রহ।
পাপিষ্ঠ কংসের বোলে কি লাগিয়া যাহ॥
হিংসা করি লয়ে যায় মারিবার তরে
অনাথ করিয়া কেন যাহ গোপিকারে॥
রাখিতে নারিব প্রাণ তোমা না দেখিয়া।
দাসী করি প্রভু কেন যাহ তেয়াগিয়া॥
রথচাকা ধরি গোপী রহিল পড়িয়া।
কে চালাবে চালাও রথ গোপীরে বধিয়া॥
সঙ্গে করি লয়ে চল আমা নারীগণে।
বঞ্চিত না কর প্রভু রাখহ শরণে॥
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানি।
তুমি পতি তুমি গতি তুমি শিরোমণি॥
অনেক কামনাফলে তোমারে পাইনু।
তোমার লাগিয়া জাতি কুল মজাইনু॥
তোমার লাগিয়া গুরু গঞ্জে নিরবধি।
তুমি কি না জান তাহা শ্যাম গুণনিধি॥
এই নিবেদন করি গোপপুরে থাক।
মিনতি করিয়ে হে বারেক বোল রাখ॥

দেখিয়া গোপীর দুঃখ কমললোচন।
প্রবোধ করিয়া কহে সরস বচন ॥
শুন গোপীগণ চিন্তা না করিহ মনে।
মধুপুরী যাব আমি নৃপ সম্ভাষণে ॥
রথ পাঠাইল রাজা করিয়া আদরে।
রথে চড়ি যাব আমি কংস বরাবরে ॥
মধুপুরী দেখিয়া তুষিয়া নরপতি।
চারি দিনে আসিয়া হইব উপনীতি ॥
মনে দুঃখ না করিহ শুন গোপীগণ।
আমা প্রতি হৃদয়ে চিন্তহ অনুক্ষণ ॥
আমার চরণে মন দৃঢ় করি লও।
অবশ্য পাইবে আমা কহিনু নিশ্চয় ॥
হেনকালে অক্রূর চালায় রথখান।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ১৮৫ ॥

কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনের অঙ্গীকার।

রাগ কল্যাণ।

লৈয়া রাম গোপীনাথ অক্রূর চালায় রথ
দেখিয়া কাতর গোপীগণ ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে
রথ ধরি কহে কোন জন।
কেহ কহে ওহে কান কেন দেহ সমাধান
এবা কি বড়াই কর হরি।
হায় অভাগিনীগণে মুরছিয়া যাহ কেনে
নিদারুণ রসিক মুরারি ॥
তুয়া দরশন বিনু কেমনে ধরিব তনু
কি করিব বলহ উপায়।
তিলে না দেখিলে যারে পরাণ কেমন করে
কেমনে সে পাসরিব তায় ॥
নিশ্চয় জানিহ হরি হইলে বধের ভারী
তব গুণে ত্যজিব পরাণ।
ওহে নাথ কর দয়া সঙ্গে করি চল লৈয়া
কহিনু তোমার বিদ্যমান ॥
শুনিয়া অক্রূর ক্রোধে রথ বাহে অতি বেগে
দেখিয়া বিকল ব্রজনারী।
বিষম নিশ্বাস ছাড়ি কান্দিয়া অবনী পড়ি
মূর্চ্ছিত সে ভাবিয়া মুরারি ॥
দেখিয়া গোপীর দুঃখ বিষাদে বিদরে বুক
তাহারে প্রবোধ করিবারে।
হিত উপদেশ বাণী শ্রীদামে ডাকিয়া আনি
বলে কও গিয়া গোপিকারে ॥
কহ গিয়া গোপীগণে মধুপুরী চারি দিনে
দেখিয়া আসিব গোপপুরে।
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে শ্রীদাম ত্বরিত হয়ে
কহিল গোপীর বরাবরে ॥
শুন গোপীগণ বলি আজ্ঞা দিল বনমালী
মনে দুঃখ না কর বিচার।
গিয়া কৃষ্ণ মধুপুরী নৃপ দরশন করি
গোকুলে আসিবে পুনর্ব্বার ॥
নিরখিয়া থাক পথ চারিদিনে গোপীনাথ
আসিবে কহিল সত্য বাণী।
শুনি শ্রীদামের বোল চিত্তে গোপী উতরোল
পরিবোধ না মানে পরাণী ॥
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রবণে অমিয়া সুখরাশি।
দুঃখীশ্যাম বিরচিত আকুল গোপীর চিত
অক্রূর চালায় রথে বসি ॥ ১৮৬ ॥

গোকুলবাসিনীগণের কৃষ্ণদর্শন শেষ

রাগিণী তুড়ি ॥

শুক নারদে মহিমা গায়।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ধ্রু ॥

শুকদেব বলে রাজা শুন সাবধানে।
সাদরে শুনিলে যাবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
এ বড় দুর্লভ কথা অতুল মহিমা।
সমাধি সাধিয়া যাঁরে নাহি পায় ব্রহ্মা ॥
শিব শুক নারদ তম্বুরু হনুমান।
বলি ব্যাস অম্বরীষ যাঁরে করে ধ্যান ॥
ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণ গতি সবাকার।
নামে জিনে যম দারুণ সংসার ॥
কষ্টতপে গোপীনী পাইল প্রাণনাথে।
হেন জনে অক্রূর লইয়া যায় রথে ॥
চালাইয়া দিল রথ ত্বরিত গমনে।
হাহাকার করি কান্দে গোপাঙ্গনাগণে ॥
কৃষ্ণ গেলা বলি কেহ মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে।
রথধ্বজ দেখিবারে কেহ বৃক্ষে চড়ে ॥
দেখিতে দেখিতে রথ চলে খরতর।
গোবিন্দ বিচ্ছেদে গোপী পরম কাতর ॥
প্রাচীরে মন্দিরে কেহ অট্টালিকা চড়ি।
নিরখিয়া দেখে রথ যায় দড়বড়ি ॥
দৃষ্টিপথে রথধ্বজ ছিল যতক্ষণ।
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় চাহে গোপীগণ ॥
অবোল অচেত অঙ্গ অন্তর বিকল।
কৃষ্ণ সঙ্গে গেল ব্রজবৈভব সকল ॥
যখন সে রথধ্বজ অদৃশ্য হইল।
নিরাশ হইয়া গোপী গৃহে বাহুড়িল ॥
পরম কাতর গোপী গোবিন্দের গুণে।
কেমনে ধরিব প্রাণ সে কানু বিহনে ॥
সদা সুখে শ্যাম সঙ্গে আছিনু যখন।
দুঃখের সাগরে হৈল গোপীর মরণ ॥
অনেক বিলাপ করি কান্দে গোপীগণ।
সদাই স্মঙরে গোপী গোবিন্দচরণ ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন।
অক্রূর চালায় রথ ত্বরিত গমন ॥
পবন গমনে রথ দিল চালাইয়া।
অক্রূর সারথি মনে উল্লাসিত হৈয়া ॥
স্বর্গে থাকি কুসুম বরিষে পুরন্দর।
গোবিন্দবিজয় রথে মথুরা নগর ॥
উত্তরিল গিয়া দোঁহে যমুনার কূলে।
অক্রূর কহেন তবে কৃষ্ণ পদতলে ॥
যদি আজ্ঞা কর মোরে প্রভু ব্রহ্মরাশি।
মকর কুমারী নীরে স্নান করি আসি ॥
রথ মধ্যে তরুতলে থাক রাম কান।
শীঘ্রগতি আসিহ বলিল ভগবান ॥
অক্রূর মজিল গিয়া যমুনার জলে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১৯৭

যমুনা জলে অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

রাগিণী ধানশ্রী।

গোবিন্দের আজ্ঞা পাইয়া অক্রূর আনন্দ হৈয়া
নাম্বে গিয়া যমুনার নীরে।
নিজ মন অনুরাগে যমুনার মধ্যভাগে
দেখে সে গোবিন্দ হলধরে ॥
জলে দেখি রাম কান অক্রূর চঞ্চল প্রাণ
বলে বিধি কি করে না জানি।
রথ রাখি তরুতলে আমি যে নামিনু জলে
দেখিনু গোবিন্দ হলপাণি ॥
হেন মোর মনে লয় জানিয়া কংসের ভয়
রথেতে বসিয়া মায়াছলে।
তরুতলে রথ রাখি পলাইব পদ্ম আঁখি
জলমধ্যে প্রবেশে গোপালে ॥

কেমন করিয়া আর যাব রাজদরবার
কি বলিব নৃপতির স্থানে।
শির তুলি সচকিতে তরুতলে দেখে রথে
বসিয়াছে রাম নারায়ণে॥
মনে করে অনুমান কি দেখিনু বিদ্যমান
স্বপন সমান লাগে মোরে।
কি মায়া করিল হরি গোবিন্দ মাধব স্মরি
সঙ্কল্প বিহীন স্নান করে॥
পুনরপি স্নানকালে দেখে সে যমুনা জলে
সুবর্ণ মন্দির মনোহর।
কনক কলস চূড়ে নেতের পাতাকা উড়ে
দ্বার চারি বিচিত্র চত্বর॥
রত্ন ধাতু নানা জাতি মণি মরকত তথি
ঝারক হীরক গজমতি
মুরক মুকুর কত লাগিয়াছে শত শত
মণ্ডপ সহিত নানা ভাতি॥
সে মণ্ডপ মধ্যস্থলে ললিত নলিনীদলে
দেখে সে মাণিক্য সিংহাসন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্ল্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ॥ ১৮৮॥

অক্রূর কর্ত্তৃক জলমধ্যগত কৃষ্ণবলরামের রূপ নিরীক্ষণ।

রাগিণী সিন্ধুড়া।

ওহে নাথ এমন মহিমানিধি কে॥ ধ্রু॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন।
অক্রূর দেখয়ে জলে মন্দিরমোহন॥
বিচিত্র চিত্রিত মণিমণ্ডপের মাঝে।
অরুণ অম্বুজপত্র সিংহাসন সাজে॥
তথি মধ্যে অনন্ত মূর্ত্তি জগন্নাথ।
অক্রূর অনেক ভাগ্যে দেখয়ে সাক্ষাত॥
কৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে দেখে বলরাম।
অনন্ত পুরুষ রূপে মোহে কত কাম॥
মস্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্ত করে।
সহস্রেক ফণা ছত্র শোভে তদুপরে॥
অলক তিলক চারু শোভে ভুরুভঙ্গ।
মধুর সে মত্ত অলি নয়ন সুরঙ্গ॥
মকর কুণ্ডল গণ্ডে খণ্ডে রমো ঘোর।
বদন বিমল চাঁদ জিনিয়া উজোর॥
গলে গজমতি হার দোলে মনোহর।
ইন্দু কুন্দ অসিত জিনিয়া কলেবর॥
নীলাম্বর পরিধান কটিতে কিঙ্কিণী।
রঙ্গিম গুলাল গাভা গলেতে সাজনি॥
অঙ্গদ বলয় ভুজে দেখিতে সুন্দর।
চরণে বঙ্কিমরাজ বাজয়ে মন্থর॥
শিব গিরিবর জিনি দেব সঙ্কর্ষণ।
তার বামে দেখে কৃষ্ণ রূপের মোহন॥
গোবিন্দ শরীর জিনি অপূর্ব্ব বন্ধান।
মৃণাল অধিক ভুজদণ্ড চারিখান॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম কর মাঝে সাজে।
কনক মুকুট শিরে অধিক বিরাজে॥
কস্তূরী তিলক ভালে অলকা শোভিত।
শ্রবণে কুণ্ডল দেখি তপন লজ্জিত॥
সুরঙ্গ নয়ন কোণে তেড়চা চাহনি।
গজমতি নাসাগ্রেতে বিনোদ সাজনি॥
বদন মণ্ডল জ্যোতি নিন্দে নিশাপতি।
অধরে মধুর হাসি মোহনিয়া ভাতি॥
কম্বু কণ্ঠে শোভে মণি মুকুতার হার।
আজানুলম্বিত গলে পারিজাত মাল॥
স্বর্ণপত্র সবিন্যস্ত শ্রীঅঙ্গে বিরাজে।
শ্রীবৎস কৌস্তভ চিহ্ন বক্ষস্থলে সাজে॥
অতসী কুসুম জিনি শোভে কলেবর।
করি অরি জিনি মাজা অতি মনোহর

পীতাম্বর পরিধান মেখলা কিঙ্কিণী।
স্থূনাভি গভীর উরু রামরম্ভা জিনি॥
কনক নূপুর সাজে রাতুল চরণে।
মানসে বসিয়া শশী সেবে নখ কোণে॥
তুলনা কি দিব রাঙ্গা চরণারবিন্দে।
ভকত ভ্রমর সুখে পিয়ে মকরন্দে॥
অচিন্ত্য চরণযুগে যোগীর ধেয়ান।
তপস্থলে অক্রূর দেখিল বিদ্যমান॥
পারিষদগণ দেখে প্রভুর সংহতি।
দক্ষিণে সুন্দরী লক্ষ্মী বামে সরস্বতী॥
সম্মুখে করিছে স্তুতি বিনতানন্দন।
চারিদিকে করে স্তুতি সুর মুনিগণ॥
পঞ্চভূতগণ দেখে ব্রহ্মার সংহতি।
মহৎ পুরুষ রূপ গুণবান্ নিতি॥
অষ্টবসু দিকপতি মণিমাদিগণ।
পঞ্চ মুখে নাচে গায় দেব পঞ্চানন॥
বীণা ধরি গায় গীত নারদ তম্বুর।
অপসরা কিন্নরী তান তান্দব মধুর॥
সনকাদি মুনিগণ তথা ধ্যান করে।
চতুর্বর্গ বিরাজিত প্রভুর গোচরে॥
কে কহিতে পারে সেই গোবিন্দের মায়া।
অক্রূরে দর্শন দিল সদয় হইয়া॥
এমন প্রভুর রূপ দেখিয়া সাক্ষাতে।
স্তুতি করে অক্রূর যুড়িয়া দুটি হাতে॥
হেন প্রভু রূপ গুণ ধ্যান করে মনে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে॥ ১৮৯॥

অক্রূর কৃত কৃষ্ণের দশাবতারাদি মহিমা বর্ণন।

রাগিণী করুণা।

জলে দেখি রামকানু অক্রূর অবশ তনু
কর যুড়ি করয়ে স্তবন।
জয় জয় নারায়ণ ভক্তজনপরায়ণ
কৃপা করি দিলেন দর্শন॥
অনাদিনিধনদাতা বিশ্বরূপ জগৎ কর্ত্তা
প্রকৃতি পুরুষ পুরাতন।
সত্ত্ব রজ তম আর ত্রিগুণ ভূষিত যার
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ॥
অচিন্ত্য অনন্ত রূপী সর্ব্বঘটে আছে ব্যাপী
হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি ভগবান।
ধ্যান ধরি প্রজাপতি না জানয়ে তব ভক্তি
প্রকৃতি পালন গুণবান্॥
মহৎ চেতনা আর ত্রিদশম অহঙ্কার
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিকার কারণ॥
বেদপতি যজ্ঞ গুরু ভকত কল্পতরু
দীনদাতা দুরিত নাশন॥
তুমি ত্রিদশের সার জনলাগি অবতার
তুমি তপ জপ মুখ্যজ্ঞান।
তুমি মৎস্য রূপ ধরি জলে শঙ্খাসুর মারি
বেদ বিধি কৈলে পরিত্রাণ॥
তবে কূর্ম্মরূপে আর বহিলে অবনীভার
বরারূপে মেদিনী উদ্ধারি।
প্রহ্লাদ বচনে হরি নরসিংহ রূপ ধরি
হিরণ্য কশিপু ক্ষয়কারী।
বামন মূরতি ধরি গঙ্গা আনি বসুন্ধরী
বলি ছলি রাখিলে পাতালে।
ভৃগুপতি রূপ ধরি পৃথিবী নিক্ষত্র করি
রাজধর্ম্ম প্রকাশ ভূতলে॥
অবতরি রঘুকুলে সিন্ধু বান্ধি সুকৌশলে
সীতাছলে রাবণ সংহারি।
বলরাম রূপ ধরি লাঙ্গলে অবনী চিরি
তথি জন্ম মকরকুমারী॥
তবে বুদ্ধরূপে আর জগজন মোহিবার
কল্কিরূপে ম্লেচ্ছের বিনাশ।

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
বিরচিল দুঃখীশ্যাম দাস ॥ ১৯০ ॥

অক্রুর কৃত কৃষ্ণের বিভূতি তত্ত্ব বর্ণন ও স্তব।

রাগিণী গৌরী।

হামারেকো রাখ দয়াল হরি ॥ ধ্রু ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত সঙ্গীত মধুর।
জলেতে মজিয়া স্তুতি করয়ে অক্রূর ॥
দুই কর যুড়ি বলে গদ গদ মনে।
কৃষ্ণপদে করে স্তুতি মহাতত্ত্ব জ্ঞানে ॥
তোমার মহিমা কৃষ্ণ কি কহিতে পারি
ত্রিজগত তোমাতে জগতে তুমি হরি ॥
তুমি বিশ্ব মূরতি অনন্ত রূপধর।
আদ্যের দেবতা তুমি নাম বিশ্বম্ভর ॥
এ তিন ভুবন বৈসে তোমার শরীরে।
অতুল তোমার নাম অখিল উপরে ॥
এ চারি বিগ্রহ তুমি বেদের ভিতর।
কৃষ্ণ রাম কাম অনিরুদ্ধ অবতার ॥
সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত তুমি ত্রিগুণ ধারণ।
প্রকৃতির পর তুমি জীবের জীবন ॥
তোমার মূর্দ্ধা সে প্রভু সুমেরু শিখর।
কেশভার তোমার গগনে জলধর ॥
তোমার নাসিকা দেশে প্রকাশে পবন
সৃষ্টি স্থিতি বেদ চারি যাহাতে জনম ॥
চন্দ্রার্ক জিনিয়া তব প্রচণ্ড কিরণ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত তব বার তিথিগণ ॥
তব ভুজদণ্ড হরি দশদিকপাল।
বদন চন্দ্রিমা বাণী অমিয়া রসাল ॥
তোমার বপুরলোম তরু লতাগণ।
ঔষধি তোমার নাম কাল নিবারণ ॥
তোমা দয়ামোদ গিরি মলয়জ নাম।
তব অস্থি ধাতু মণি জ্যোতি অনুপম ॥
তোমার উদরে বৈসে বাড়ব অনল।
তব তনু ছায়ামায়া ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥
সরিৎ সারদা শিবা নদ নদীগণ।
নখরেখ কুলিশ আয়ুধ সুদর্শন ॥
গগন অম্বর ক্ষিতি পাতাল অবধি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডধারী তুমি কৃপানিধি ॥
তোমার মহিমা কৃষ্ণ কে জানিতে পারে।
বিবিধ বিধানে বিধি জপয় যাহারে ॥
যথা বিধি বৃষ্টি হয় প্রবেশে সাগরে।
তেন সর্ব্ব দেব সেবে আশ্রয়ি তোমারে ॥
মুঞি মূঢ় তব নাম না জপিব আনে।
সুধা ত্যজি ধায় মন মৃগতৃষ্ণা পানে ॥
এ মোর মনের বাঞ্ছা আছয়ে হৃদয়ে।
ও পদপঙ্কজে মোরে রাখ দয়াময়ে ॥
কি মোর কামনা কত ছিল পূর্ব্বকালে।
দেখিনু দয়াল হরি যমুনার জলে ॥
দণ্ডবৎ শত শত বিবিধ বিধানে।
নিজ রূপ অক্রূর দেখয় বিদ্যমানে ॥
জলে হইতে গোবিন্দ হইল অন্তর্ধান।
কৃপাময় নিজ রূপে কূলে অধিষ্ঠান ॥
তবে ত অক্রূর জল হৈতে উঠি কূলে।
দণ্ডবৎ স্তুতি করে গোবিন্দ গোপালে ॥
হাসিয়া দয়াল হরি অক্রূরেরে বলে।
বিলম্ব এতেক কেন কি দেখিলে সলিলে ॥
অক্রূর বলয় কিবা জিজ্ঞাস আমারে।
জলমধ্যে কৃপানিধি দেখিনু তোমারে ॥
তুমি কি না জান প্রভু মনের আকুতি।
শীঘ্রগতি বাহ রথ বলে লক্ষ্মীপতি ॥
উল্লাসিত অক্রূর কৃষ্ণের দয়া হৈতে।
রথ চালাইয়া দিল মথুরার পথে ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত পরম সাদরে।
অক্রূর স্তবনে হর্ষ শ্রীহরি অন্তরে॥
যমুনা হইল পার রামকানু রথে।
দুঃখীশ্যামের মন রহু সে রথের সাথে॥১৯১॥

রামকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ।

রাগিণী করুণা।

জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শিব নাচে গায় দুর্গা দেয় করতালি॥ধ্রু॥

অক্রূর সারথি রথে মধ্যে রাম কান।
যমুনা হইয়া পার চলে রথখান॥
পবন গমনে রথ দিল চালাইয়া।
মথুরা নিকটে রথ উত্তরিল গিয়া॥
এমন সময় দিন হৈল অবশেষ।
রামকৃষ্ণ আসি মধুবন পরবেশ॥
গড়দ্বার সন্নিকট মধুবন নাম।
মিষ্টফল দিব্য জল স্থল অনুপম॥
সুখদ সুগন্ধ কুঞ্জ দেখিতে সুন্দর।
শুক পিক নাদ পূরে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
দেখিয়া কৌতুক বাড়ে গোবিন্দের মনে।
রজনী বঞ্চিব আজি এই মধুবনে॥
তবে কৃষ্ণ অক্রূরের বলয়ে বচন।
রথ লয়ে যাহ তুমি রাজার সদন॥
কংসে কহ গিয়া কৃষ্ণ আইল মথুরা।
আজি মধুবনে বাসা করিলেন তারা॥
গোরস গোয়ালা আদি নন্দ যশোমতি।
পিছে আছে তারা আসি হবে উপনীতি॥
আজিকার রজনী বঞ্চিব মধুবনে।
প্রভাতে করিব কালি নৃপ সম্ভাষণে॥
ইহা শুনি অক্রূর যুগল যোড় করে।
প্রণতি করিয়া কহে গোবিন্দ গোচরে॥
যদি কৃপা কর কৃষ্ণ করি নিবেদন।
আমার মন্দিরে আজি করহ গমন॥
আশ্রয় পবিত্র হবে পিতৃলোক সুখী।
জনম সফল মোর শুন পদ্মআঁখি॥
এত সব কথা শুনি প্রভু পীতবাস।
অক্রূরে কহেন কৃষ্ণ করিয়া আশ্বাস॥
শুনহ অক্রূর কহি স্বরূপ বচন।
আগে আমি করিব নৃপতি সম্ভাষণ॥
কংসে তোষ করিব মনের অভিলাষে।
মাতা পিতা দরশন করিব হরিষে॥
তবে ত তোমার গৃহে করিব গমন।
সংহতি করিয়া নিব ভাই সঙ্কর্ষণ॥
অন্যথা না কর মনে কহিনু নিশ্চয়।
অক্রূর বলেন প্রভু যেবা আজ্ঞা হয়॥
এত বলি অক্রূরেরে দিলেন বিদায়।
অক্রূর প্রণতি করে রাম শ্যাম পায়॥
রথে চড়ি অক্রূর চলিল কংস স্থানে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গানে॥ ১৯২

পথিমধ্যে গোপগণের মধুবনে অবস্থিতি।

রাগিণী ধানশ্রী।

মধুবনে রাখি হরি রথ আরোহণ করি
অক্রূর আনন্দ হৈয়া মনে।
রথ রাখি সিংহদ্বারে চলি গেলা অভ্যন্তরে
জানাইল ভোজপতি স্থানে॥
রাজনীতি ব্যবহারে কহেন যুগল করে
ভোজপতি কর অবধান।
তব আজ্ঞা জানাইয়া রথমধ্যে বসাইয়া
মথুরা আনিনু রাম কান॥

নন্দ যশোমতি আদি শত ভার দুগ্ধ দধি
শকট সংহতি গোপগণে।
সঙ্কেত সবার মনে স্থিতি করি মধুবনে
একত্র হইব সর্ব্বজনে॥
আজ্ঞা দিল বনমালী নৃপতি ভেটিব কালি
আজি বাসা নিলা মধুবনে।
এতেক বচন শুনি হরষিত নৃপমণি
অক্রূরে দিলেন আলিঙ্গনে॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধমাল্য উপহার
ক্ষেম করি দিল পঞ্চগ্রাম।
কংসেরে বিদায় করি রথমধ্যে আগুসরি
অক্রূর চলিল নিজ ধাম॥
হেথা কৃষ্ণ মধুবনে নন্দ আদি গোপগণে
একত্র হইলা সবে আসি।
সুভা করি বিদ্যমানে আজি বাসা মধুবনে
হাসিয়া কহেন ব্রহ্মরাশি॥
মধুবন রম্য স্থল সুগন্ধি শীতল জল
কর সবে রন্ধন ভোজন।
কালি উষাকালে গিয়া উপহার দ্রব্য নিয়া
কংসেরে করিব দরশন॥
এত শুনি কৃষ্ণমুখে গোয়ালা সকল সুখে
উত্তরিলা মনোরম্য স্থানে।
রাজভেট দ্রব্য যত একত্র রাখিয়া তত
মন দিল রন্ধন ভোজনে॥
তবে কহে শ্যাম ধাম শুন ভাই বলরাম
শ্রীদামাদি যত শিশুগণ।
কংসের মথুরাপুরী আছয়ে মণ্ডলী করি
চল আসি করিয়া দর্শন॥
এত শুনি সঙ্কর্ষণ সঙ্গে সব শিশুগণ
দেখিতে চলিল মধুপুর।
রাধাকৃষ্ণপদরসে, শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
গোবিন্দমঙ্গল সুমধুর॥ ১৯৩॥

রামকৃষ্ণ ও ব্রজবালকগণের মথুরা নগরী দর্শন॥

মথুরা দেখিতে যাব বলে রামকান।
তার সঙ্গে সাজি রঙ্গে সব শিশুগণ॥
তবেত যশোদা দেবী যুগল নন্দনে।
সর ক্ষীর ওদন ভুঞ্জায় রামকানে॥
সঙ্গের বালক সব করিল ভোজন।
মথুরা দেখিতে সবে করিলা সাজন॥
চিকণ কালীয়া অঙ্গ ত্রিভঙ্গিম ভাতি।
ফটাঝটা পরিপাটী চূড়া রম্য অতি॥
অঙ্গদ বলয় করে মোহন মুরলী।
পীতাম্বর রুচির গভীর নাভিস্থলী॥
নানা বেশে ব্রজশিশু সাজনি করিয়া।
প্রবেশে মথুরাপুরে বেণু বাজাইয়া॥
যাইতে প্রথমে দেখে গড়দ্বার খান।
নানা ধাতু বিরচিত বিচিত্র বন্ধান॥
দেখিতে মথুরাপুরী অতি মনোহর।
দ্বারখান পরিসর বিচিত্র চত্বর॥
দুই পাশে রম্য বন নানা তরুগণ।
কোকিল কাহালকুল ডাকে ঘনেঘন॥
নানা তরু নানা ফুল নানা ফল ফলে।
কুরঙ্গ মাতঙ্গ পশু চরে পালে পালে॥
বরাহ মহিষ মেষ নানা জন্তুগণ।
কৃষ্ণের মুরতি দেখি তুলিল বদন॥
বন ত্যজি গোবিন্দ নগরে পরবেশে।
শিশু সনে প্রবেশিল মধুপুর দেশে॥
কৃষ্ণ আইল মথুরা সকল মুখে শুনি।
দেখিতে আইল সব পুরুষ কামিনী॥
একে সে মথুরা কংস করিছে মণ্ডন।
তাহাতে করয়ে শোভা কৃষ্ণ দরশন॥
প্রতি গৃহ উপরে কলস কুম্ভ সাজে।
পতাকা শোভিত আম্রপল্লব বিরাজে॥

আরোপিল গুবাক নারিকেল দ্বারে দ্বারে।
সকল প্রাঙ্গণে রম্ভাতরু থরে থরে॥
বিচিত্র বসন সব চান্দোয়া শোভন।
প্রবাল মুকুতা ঝারা খঞ্জিত দর্পণ॥
নগরিয়া শিশু যত দেখিয়া কৃষ্ণের।
রূপ দেখি রহিল সে না যায় মন্দিরে॥
ব্রজশিশু গায় গীত কেহ পূরে বেণু।
তার মধ্যে নবরঙ্গে নাচে রাম কানু॥
যেই দিকে চাহে কানু মদনমোহন।
দেখিয়া লাবণ্য রূপ মোহে সর্ব্বজন॥
অভ্যন্তরে রহে যত কুলবধূগণ।
শুনিল মথুরা এলো রাম নারায়ণ॥
অহর্নিশি যার গুণ শুনিতাম শ্রবণে।
হেন কৃষ্ণ আইল চল দেখিব নয়নে॥
অবশ হইয়া সবে দেখিবারে যায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ১৯৪॥

মথুরাবাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন।

রাগিণী ধানশ্রী।

মথুরানগরে হরি দেখিবারে নর নারী
আগ্রচিত্ত হৈয়া সবে ধায়।
শ্যাম দরশন আসে অন্তরে অবশ রসে
আউদড় কেশে কেহ যায়॥
যতেক কুলের নারী কুলকর্ম্ম পরিহরি
উনমত্ত কৃষ্ণ দেখিবারে।
ভোজন সঙ্কুলি কেহ হস্ত না পাখালি সেহ
এলোকেশা ধাইল নগরে॥
যে ছিল রন্ধন স্থানে রামকৃষ্ণ নাম শুনে
দেখিবারে চলে ত্বরাতরি।
তৈল আমলকী মাখি নদীকূলে শুনি সখী
চলে সবে স্নান পরিহরি॥
এমন কহিব কত মধুপুর নারী যত
নগরে দেখিতে যায় হরি।
সাত পাঁচ সখী মেলি দেখিবারে বনমালী
চলে তারা ধৈরজ না ধরি॥
আপন অঙ্গের ছায়া না দেখি যে সব জায়া
পতিব্রতা যাহারে বাখানি।
নানা অলঙ্কার পরি নগরে চলিল নারী
দেখিতে মুকুন্দ হলপাণি॥
কুলের কামিনীগণে ভয় লজ্জা নাহি মানে
নগরেতে নিরখিল হরি।
অন্ধজন বন্ধু করে ধরিয়া চলিলা ধীরে
দিব্যজ্ঞানে দেখিতে মুরারি॥
নগরের দুই পাশে দেখে লোক রঙ্গরসে
চলি যায় সুন্দর গোপাল।
অগ্রজ বলাই সঙ্গে চলে কৃষ্ণ নানা রঙ্গে
করতালি দেয় ব্রজবাল॥
সবে ধন্য ধন্য করে এই দুই সহোদরে
ধন্য কক্ষে ধরিল জননী।
দেখিয়া ও চাঁদমুখ পাইনু সকল সুখ
তার পুণ্য কহিতে না জানি॥
দারুণ কংসের ডরে গোপপুরে নন্দ ঘরে
লুকাইয়া ছিল দুই জন।
বাড়িল বিক্রমে হরি অঘা বকা আদি করি
লীলায় মারিল দৈত্যগণে॥
রোহিণীনন্দন রাম রূপে মোহে কত কাম
শশিমুখ তুষার বরণ।
ধেনুকা নিধন করি চাপড়ে প্রলম্ব মারি
মধু রসে বঙ্কিম নয়ন॥
ধন্য যে ব্রজের বাসী দেখে দোহা রূপরাশি
সকল জীবন তা সবার।
কংস কূট করি তাতে আনিল অক্রূর হাতে
মল্ল সঙ্গে শিশু যুঝাবার॥

আমা সবা পুণ্য ফলে দক্ষিণ দৈবের বলে
দ্বারে বসি দেখিরাম কান।
শুন রাজা পরীক্ষিত মধুপুর আনন্দিত
শ্রীমুখনন্দন রস গান ॥ ১৯৫ ॥

রজক বধ।

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন।
শিশু সঙ্গে মথুরা বিহরে নারায়ণ॥
দুই পাশে উকি দিয়া চাহে নরনারী।
নাচি নাচি যায় কৃষ্ণ রূপের মাধুরী॥
কেহ পূরে শিঙ্গা বেণু কেহ গীত গায়।
কুলের কামিনী সব উকি দিয়া চায়॥
থুরানগরে আনন্দের ওর নাই।
দেখিতে সকল লোক দিছে ধাওয়া ধাই॥
নবরঙ্গ রসে কৃষ্ণ শিশুর সংহতি।
হেনকালে রজক হইল উপনীতি॥
কংশের বেশের বাস কাচে সেই ভালে।
পাখালিয়া আনে নিত্য যমুনার জলে॥
আগে বাজে জয়শঙ্খ পাছে বাজে ঢোল।
বস্ত্র লৈয়া যায় সে করিয়া কোলাহল॥
তারে দেখি রাম কৃষ্ণ হৈল আগুয়ান।
শিশু সঙ্গে রজকে বেড়িল রামকান॥
হাসিয়া দয়াল হরি কহেন তাহারে।
কে তুমি কি লৈয়া যাহ কহ না আমারে॥
রজক বলেন আমি রাজার কিঙ্কর।
বস্ত্র দিতে লৈয়া যাই কংসবরাবর॥
রাজার সেবক আমি বৃত্ত ভুমি পাই।
রাজবস্ত্র নিত্য নিত্য কাচিয়া যোগাই॥
তোমারা কি লাগি মোরে আগুলিলে পথে।
আপন গৌরব রাখ আপনার হাতে॥
কৃষ্ণ বলে রজক শুনহ মোর বাণী।
আমা দোঁহাকারে দেহ বস্ত্র দুইখানি॥
আমা দোঁহাকারে তুমি নিরখিয়া চাহ।
ইহার উচিত নীল পীতধরা দেহ॥
আমা দোঁহে রাম কানু রাজার ভাগিনা।
আমা লাগি ধনুপূজা যজ্ঞ আরাধনা॥
সহজে রজক জাতি অল্প বুদ্ধিধারী।
লখিতে নারিল সেই কৃষ্ণের চাতুরী॥
ক্রোধ হৈয়া রজক বলিল কুবচন।
বনচর সহজে তোমরা গোপগণ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লঘু গুরু না কর বিচার।
গোপ গোপীগণে যেন কৈলে অব্যাভার॥
গোঠে থাক ধেনু রাখ শঠ কথা কহ।
হেন গর্ব্ব করহ রাজার বস্ত্র চাহ।
গোকুলে না যাবে পুনঃ হেন কর চিত্তে।
গজদন্তে মর কিবা চানুরের হাতে॥
এত শুনি কোপে কৃষ্ণ কম্পিত শরীর।
চাপড় প্রহারে ছিণ্ডে রজকের শির॥
রজক ত্যজিল প্রাণ কর পরশনে।
বিমানে চাপিয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
রজকের সঙ্গী প্রাণ লৈয়া পলাইল।
হাসিয়া বলাই বাস পেড়া যে খুলিল॥
নীল পীত ধড়া নিল রাম নারায়ণ।
নানা বস্ত্র পরে যত ব্রজ শিশুগণ॥
হেনকালে ছিল যত কংস বেশকারী।
করযোড়ে কহে সে কৃষ্ণের বরাবরি॥
অবগতি কর প্রভু মোরে যদি দয়া।
আজ্ঞা হৈলে দেই দোঁহে বস্ত্র পরাইয়া॥
বেশকারি বিনয়ে গোবিন্দ অবধান।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গান॥ ১৯৬।

কংসের লুঠিত বস্ত্রে রামকৃষ্ণের বেশ

রাগ সারেঙ্গ

মথুরানগরে হরি রজক নিধন করি
বসন লুটিল শিশুগণ।
ছিল কংস বেশকারি রামকৃষ্ণ বরাবরি
বলে দোঁহে পরাব বসন ॥
কৃষ্ণের ভঙ্গিম কটি পরাইল পীত ধটি
নীল ধুতি রোহিনীনন্দন।
করি কত পরিপাটী দোঁহারে পরায় ধুতি
অঙ্গে দিল সুগন্ধি চন্দন ॥
কৃষ্ণের তেড়চা চূড়া বিবিধ কুসুম বেড়া
কস্তুরী তিলক দিল ভালে।
রামের মস্তক নীল পাগড়ি বান্ধিয়া দিল
দোলয়ে কুণ্ডল শ্রুতিমূলে ॥
সুবেশ করিয়া দোঁহে প্রণতি করিয়া রহে
তারে কৃষ্ণ দিল আশীর্ব্বাদ।
চিরকাল সুখে থাক বহু পুত্র নাতি দেখ
অন্তে পাবে মোর পদ্মপাদ ॥
রাঙ্গা লাঠি ধরে রাম মোহন মুরলী শ্যাম
শিঙ্গা বেণু পূরে শিশুগণ।
নানা রঙ্গে বনমালী নাচি নাচি যায় চলি
দেখে যত মধুপুরগণ ॥
লোক করে অনুমান জলদবরণ কান
রোহিণী নন্দন এই রাম।
ইন্দু কুন্দ সিত তনু ভ্রূভঙ্গ কুসুম ধনু
রাঙ্গা আঁখি রূপে মোহে কাম ॥
পাপিষ্ঠ কংসের ডরে এত দিন নন্দ ঘরে
রহিয়া বাড়িল গুপ্তবেশে।
প্রলম্বাদি দৈত্যগণে হেলায় বধিল প্রাণে
ঐ দুই জন্ম বিষ্ণু অংশে ॥
লোকে ইহা বিচারয় রামকৃষ্ণ চলি যায়
উপনীত সুধর্ম্মার দ্বারে।
দুঃখীশ্যাম সুবচন ধন্য মধুপুরজন
সুধর্ম্মা বসিয়া পায় ঘরে ॥ ১৯৭ ॥

মালাকারের পূজা গ্রহণ।

রাগিণী ভাটিয়ারি।

আজু বড় শুভ দিন রে।
আমার যাদব এলো ঘরে ॥ ধ্রু ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা।
শিশু সঙ্গে সুধর্ম্মা মন্দিরে কৃষ্ণ গেলা ॥
গোবিন্দ দেখিয়া সে সুধর্ম্মা হরষিত।
পাদপদ্ম তলে প'ড় বনিতা সহিত ॥
প্রভু পদ পাখালিল সুবাসিত জলে।
কুন্তলে চরণ মুছি গদ গদ বলে ॥
পাদোদক পান কৈল পরম সাদরে।
স্বকুটুম্ব সহিত শুচিল ঘরদ্বারে ॥
বিচিত্র মন্দির মধ্যে আনন্দিত মনে।
সিংহাসনে বসাইল রাম নারায়ণে ॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা আমোদনে।
মঙ্গল আরতি করি হরি সঙ্কর্ষণে ॥
শিশু সঙ্গে পূজা কৈল বিবিধ বিধানে।
নানা উপহার দ্রব্য থুইল বিদ্যমানে ॥
নানা রূপে মাল্য পরাইল রাম কানে।
সুরঙ্গ সুন্দর গাভা দিল শিশুগণে ॥
সুগন্ধ তাম্বূল গুয়া কর্পূর মিশালে।
সুধর্ম্মা যোগায় লৈয়া কৃষ্ণ পদতলে ॥
বিনয় করিয়া বলে প্রভু পদতলে।
দণ্ডবৎ স্তুতি করি ভাসে প্রেমজলে ॥
কি মোর তপের ফল কামনা আছিল।
আপনি আসিয়া কৃষ্ণ অনুগ্রহ কৈল ॥
যে পদ ধেয়ানে বসি ভাবে যোগিগণ।
সে পদ দেখিনু মোর সার্থক জীবন ॥

এই নিবেদন মোর শুন চক্রধর।
তোমার চরণে মন রহু নিরন্তর॥
যত যোনি মধ্যে জন্ম হয় মহীতলে।
সে দেহে রহিবে ভক্তি তব পদতলে॥
তুমি হরি জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন।
আপন সেবক করি রাখ নারায়ণ॥
ভোজনে গমনে আর শয়ন স্বপনে।
তব পদাম্বুজে ভক্তি রহু রাত্রি দিনে॥
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সার।
মোর কথা শুনহ সুধর্ম্মা মালাকর॥
জানিলাম তোমার মন আমাতে কেবল।
অন্তকালে পাবে মোর চরণকমল॥
ইহলোকে সুখে থাক পাবে ফল অতি।
বংশ বৃদ্ধি হবেক অনেক পুত্র নাতি॥
জন্মে জন্মে সুখী হবে মোর আশীর্ব্বাদে।
লোকে মান্য করিবে বঞ্চিবে অপ্রমাদে॥
দেউলমণ্ডপ তীর্থ যাত্রা দেবস্থলে।
সবে সুখী হবে তুমি পুষ্প যোগাইলে॥
সুধর্ম্মারে অনুগ্রহ করি রাম কানে।
চলিল মথুরাপুরী সে সব সন্ধানে॥
শিশুগণ গীত গায় নাচে ব্রহ্মরাশি।
সুখে রঙ্গ দেখে যত মধুপুরবাসী॥
নগরে নাগর যায় দেখে যেই জন।
নয়ন মিলিতে নারে না চলে চরণ॥
নানা রঙ্গে শিশু সঙ্গে নাচে শ্যামরায়।
হেনকালে কুব্জী সুগন্ধ লৈয়া যায়॥
কুব্জী দেখিয়া রসে কহে যদুরায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ১৯৮॥

কুব্জাকে স্বরূপ দান।

রাগিণী ধানশ্রী।

শুন পরীক্ষিত রায় কুবুজা চলিয়া যায়
যোগানে সে ভোজপতি স্থানে।
গন্ধ ডালি বাম কাঁখে চলি যায় তিন বাঁকে
পথে সে দেখিল রাম কানে॥
সহজে না হয় উজ পিঠে তার তিন কুজ
হস্ত পদ বিকৃতি বন্ধান।
দাণ্ডাইতে নাহি পারে বাড়ি ধরি চলে ধীরে
তারে দেখি হাসে ভগবান্॥
কুব্জার বন্ধান দেখি হাসিয়া অম্বুজ আঁখি
বারতা জিজ্ঞাসে নারায়ণ।
গন্ধ লয়ে যাহ কোথা কহ মোর সে বারতা
পৃষ্ঠে তোর কুজ কি কারণ॥
কার নারী কিবা জাতি কহ দেখি আমা প্রতি
দেহ কিছু অগুরু চন্দন।
কৃষ্ণের বচন শুনি করিয়া যুগল পাণি
কুবুজা করয়ে নিবেদন॥
শুন হে দয়াল হরি চরণে গোচর করি
জন্ম মোর গন্ধকারী কুলে।
দেখি অসুন্দর শোভা কেহ না করিল বিভা
বিপরীত করম বিফলে॥
ভোজপতি কংসরায় সুগন্ধ যোগায় তায়
ক্ষেম করি দিছে তিন গ্রাম।
অনেক বৈভব মোর চরণে গোচর তোর
জন্ম হৈতে কুব্জা মোর নাম॥
এ গন্ধ চন্দন রঙ্গে লেপিব তোমার অঙ্গে
হেন সাধ আছে মোর মনে।
কংস কি করিবে মোরে আশয় বলিল তোরে
তুমি সে আমার প্রাণধন॥
বলিয়া সরস বাণী অগুরু চন্দন আনি
দোঁহা অঙ্গে করিলা লেপন।

তবে প্রভু চক্রপাণি কুব্জার অন্তর জানি
অনুগ্রহ করিল তখন ॥
হাসিয়া দয়াল হরি গ্রীবা ও চাবুক ধরি
পৃষ্ঠ পরে দিয়া পদ্মপাদ।
সন্ধানে টানিলা অতি কুব্জা হৈল রূপবতী
গোবিন্দে বাড়িল তার সাধ ॥
উর্ব্বশী ঘৃতাচী রম্ভা জিনিয়া কুব্জার শোভা
লজ্জা ত্যাজ ধরে কৃষ্ণ করে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম দাস গায় সারে ॥ ১৯৯ ॥

কৃষ্ণের প্রতি কুব্জার প্রেম।

রাগিণী শোহিনী।

বড় রে দয়ালনিধি হরি ॥ ধ্রু ॥

অপূর্ব্ব গোবিন্দলীলা শুন নরপতি।
কুব্জারে করিল কৃষ্ণ নবীন যুবতী ॥
কুব্জার রূপের কি বলিতে পারি শোভা।
নয়ন সন্ধানে কত মনমথ লোভা ॥
অঙ্গে নানা আভরণ পরে নীল বাস।
কমল বদন চারু মন্দ মৃদু হাস ॥
তিরশ সন্ধান করি ধরি কৃষ্ণ করে।
মিনতি করিয়া কহে কৃষ্ণ বরাবরে ॥
তুমি প্রভু বিদগধ সুন্দর সুজন।
দাসী করি কিনি মোরে দেহ প্রাণদান ॥
কি জানি কি কৈলে তুমি আমার পরাণে।
এ মন মজিল মোর ও রাঙ্গা চরণে ॥
দিব্য গৃহ আছে মোর নানা উপহার।
তিলেক বিশ্রাম কর করি পরিহার ॥
এত শুনি জগৎমোহন বনমালী।
মুচকি হাসিয়া বাণী কুবুজারে বলি ॥
কৃষ্ণ বলে শুন কুব্জা স্বরূপ বচন।
আজি তুমি মন্দিরে করহ আগমন ॥
আজি আমি নাহি যাব তোমার ভবনে।
নির্ব্বন্ধ বচন বলি শুন সাবধানে ॥
আমারে আনিল রাজা রথ পাঠাইয়া।
তুষিব রাজারে আগে দরশন দিয়া ॥
তবে তব গৃহে আমি করিব গমন।
সংহতি আছয়ে দেখ ভাই সঙ্কর্ষণ ॥
কুবুজা বলয়ে কৃষ্ণ কর অবধান।
তোমার বিরহে মোর আকুল পরাণ ॥
তোমাতে নূতন প্রেম বাড়িল আমার।
বারেক বিনয় রাখ করি পরিহার ॥
কৃষ্ণ বলেন শুন কুব্জা স্বরূপ বচন।
তোর গৃহে যাব না করিব অন্য মন ॥
চিত্তেতে প্রবোধ করি চলহ মন্দিরে।
কুব্জা বলে অনুগ্রহ হইল আমারে ॥
কুব্জারে বিদায় দিয়া প্রভু বনমালী।
সে সব সংহতি মথুরার মধ্যে চলি ॥
কুবুজার রূপ দেখি বিস্ময় মানিল।
এই কৃষ্ণ বলি সবে অন্তরে জানিল ॥
সব লোক ধায় সে গোবিন্দ দেখিবারে।
মহা কোলাহল হৈল মথুরানগরে ॥
গৃহে বাস দেখে কেহ বৃক্ষের উপরে।
নাচি নাচি যায় রঙ্গে রাম দামোদরে ॥
ধনুর্গৃহ নিকটে মিলিল ভগবান।
ধনুর্গৃহ দেখি অতি অপূর্ব্ব বন্ধান ॥
স্ফটিকা হাটক নানা স্তম্ভ সারি সারি।
সুবর্ণ কমল শোভা মন্দির উপরি ॥
নেতের পতাকা তথি রেখিতে সুঠাম।
নানা ধাতু বিরাজিত দ্বার চারিখান ॥
গৃহ মধ্যে শোভা করে ধনুকের জ্যোতি।
নানা রত্ন ঝারা নাম্বিয়াছে গজমতি ॥

ধনুক দেখিতে কৃষ্ণ গেল দ্বার পাশে।
রক্ষক আবরে দ্বার দুঃখীশ্যাম ভাষে॥

রামকৃষ্ণের ধনুর্গৃহে প্রবেশ

রাগ সারঙ্গ।

পুরাণ বচন শুনহ রাজন
রাম গোবিন্দের লীলা।
এক চিত্ত মনে যেবা শুনে ভণে
তরে ভববন্ধ জ্বালা॥
রাম কৃষ্ণ রঙ্গে, ব্রজ শিশু সঙ্গে
গেলা ধনু দেখিবারে।
কংসের প্রহরী আছিল দুয়ারী
দ্বার নাহি ছাড়ে তারে॥
কহে দামোদরে শুন অনুচরে
রাজার ভাগিনা আমি।
কহি সারোদ্ধার ছাড়হ দুয়ার
ঘরের সেবক তুমি॥
মোর লাগি রাজা করে ধনুপূজা
আদি যজ্ঞ আরাধনে।
অক্রূরের হাতে পাঠাইয়া রথে
আনিল বড় যতনে॥
কোপে অনুচর বলিছে উত্তর
জানিলাম তব ঠাট।
রাজ আজ্ঞা বিনে কাহার পরাণে
খুলিতে পারে কপাট॥
এ নহে গোকুল করিবে কি বল
অবোধ আহীর জাতি।
তোমা দোঁহাকারে মারিবার তরে
আনাইল নরপতি॥
প্রাণ দিবে কেন শুনহ বচন
বাহুড়িয়া যাহ ঘর।
এত শুনি কোপে অতি বীর দাপে
আগে আসি হলধর॥
কর পদাঘাতে রাম গোপীনাথে
বধিল রক্ষকগণে।
মারি বহু শাট ভাঙ্গিল কপাট
পুষ্প বর্ষে দেবগণে॥
ব্রজশিশুগণ আনন্দ বদন
শিঙ্গা বেণু স্বান পূরে।
হরষিত মনে রাম নারায়ণে
প্রবেশে ধনুক ঘরে॥
ভুবন পাবন এ সব কথন
শ্রবণে দুরিত নাশে।
গোবিন্দ-মঙ্গল কারুণ্য কেবল
শ্রীমুখনন্দন ভাষে॥ ২০১ ॥

ধনুর্ভঙ্গ।

ললিত প্রবন্ধ।

ধনুর্গৃহে প্রবেশি বিনোদ বনমালী।
অতি রস রঙ্গে বলরাম সঙ্গে
ব্রজ শিশুগণে মেলি॥
প্রবল বল শ্যাম ধনুক করি বাম
দিল গুণ ধরি ভুজ দণ্ডে।
শতেক বল যায় টাঙ্কার দিল তায়
ধনু ভাঙ্গি কৈল দুই খণ্ডে॥
ধনুকের শব্দে ত্রিভুবন স্তব্ধে
কম্পিত দশদিক প্রাণে।
কংশের সভাতল করয়ে টলমল
ভয়ে কম্পিত ভোজমণি॥
শুনি শবদ রাজন চমকিত জীবন
শ্রবণে লাগিল তালা।
থরথর ভূধর কংস কলেবর
শুনি মুনি মন হয় ভোলা।

সাগর উথলিল পর্ব্বত টলমল
ধ্বনি শুনি পুরজনা কাঁপে।
কংসের বল যত ধাইল শত শত
কেহ কারে আয়ুধ ঝাপে॥
দেখি দনুজদল মাধব বীরবল
ভগ্ন ধনুক দুঁহু ধরি।
কার পদ তুণ্ডে কার বপু মুণ্ডে
সংগ্রামে রিপুগণ মারি॥
যজ্ঞ ভগ্ন করি বলে রিপুগণ মারি
বাহির হরি হলপাণি।
হেরি হরষ মন যত মধুপুরজন
দনুজ পরাভব মানি॥
তবে বল মাধব সঙ্গে শিশু সব
চলি গেলা মধুবন পাশে॥
শুনি সব ভারতি কম্পে ভোজপতি
দুঃখীশ্যাম রস ভাষে॥ ২০২॥

কংসের অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন।

রাগ হিল্লোল।

কে জানে রামের নাম
বেদে দিতে নারে সীমা॥ ধ্রু॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন।
শিশু সঙ্গে রামকৃষ্ণ গেল মধুবন॥
দেখিয়া যশোদা দেবী যুগল নন্দনে।
সর ক্ষীর ওদন ভুঞ্জয়ে রাম কানে॥
আচমন সারি ভোগ তাম্বূল কর্পূরে।
দুভাই শুইল দিব্য পালঙ্ক উপরে॥
ওথা কংশ শুনিয়া কৃষ্ণের ঢঙ্গ বাণী।
বিষাদে বিস্ময় অতি মনে ভয় মানি॥
পাত্র মন্ত্রী লয়ে রাজা করয়ে বিচার।
কাল হৈয়া [illegible] কুমার॥
মথুরা প্রবেশ হৈল দোঁহে রামকানে।
বস্ত্র লুটি সংহারিল রজকের প্রাণে॥
কুব্জীর পাশে নিল অগুরু চন্দন।
তাহারে করিল কৃষ্ণ রমণী রতন॥
কি সাধন না জানি জানয়ে রামকানু।
কেমনে ভাঙ্গিল মোর শত বল ধনু॥
যজ্ঞ নাশ কৈল মোর মারি অনুচর।
কি বুদ্ধি করিব কহ কাঁপে কলেবর॥
রজনী প্রভাতে কালি রামনারায়ণে।
মল্লযুদ্ধে মারিলে সন্তোষ মোর মনে॥
হেন রূপে গেল রাজা শয়ন মন্দিরে।
সভয়ে বসিলা দিব্য পালঙ্ক উপরে॥
সুবর্ণের কাথে দেখ্ নিজ অঙ্গ ছাই।
নিরখি বিস্ময় মতি স্কন্ধে মুণ্ড নাই॥
মুকুর ধরিয়া দেখি বদন মণ্ডল।
মস্তক না দেখি প্রাণ বড়ই বিকল॥
হেন রূপে ভোজপতি করিলা শয়ন।
নিদ্রায় দেখয়ে রাজা বিরূপ স্বপন॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ মাতঙ্গ কৃষ্ণ সার।
বৃক্ষের উপরে উঠি চরে পালেপাল॥
ডাকিনী যোগিনী দেখে পিচাশিনীগণ।
মৃত শব কোলে করে রুধির ভক্ষণ॥
শিয়রে দেখয়ে দেবী বদন করাল।
রাঙ্গা বস্ত্র রাঙ্গা গাভা গলে মুণ্ডমাল॥
আয়ুধ ধরিয়া কেহ দক্ষিণেতে ধায়।
মৃত কোলে করি কেহ কান্দে উভরায়॥
কাংস পাত্রে মদমাংস লৈয়া ব্রহ্মচারী।
হেন অমঙ্গল স্বপ্ন দেখে দণ্ডধারী॥
নিদ্রা নাহি হয় তার চকিত পরাণ।
হেন রূপে নিশি শেষে হইল বিহান॥
গৃহের বাহির হৈল ভোজ নৃপমণি।
প্রাচীরে উলূক দেখে শকুনি গৃধিনী॥

ধনু ভ্রময় চিল মাথার উপরে।
ল কুকুর কান্দে নগরে নগরে॥
দেখি অন্তরে অসুখ ভোজপতি।
সারি সভা করি বৈসে ত্বরাম্বিতি॥
মিত্র পুরোহিত যত বন্ধুজন।
আনি বলে রাজা সরস বচন॥
র্ণর মঞ্চ শত সাজাহ সত্বর।
া মধ্যে বসিয়া দেখিবে নৃপবর॥
কয়া আনহ যত নরপতিগণে।
মধ্যে বসিয়া দেখিবে সর্ব্বজনে॥
যে নির্ম্মাণ কৈল নানা ধাতু দিয়া।
া বসিল রঙ্গ সভা সাজাইয়া॥
ানি আজ্ঞা দিল ত্বরিত বিদায়ে।
ত সকলে হেথা আনহ ত্বরায়ে॥
কে চলিল কংসের অনুচর।
রে যত বৈসে যথা নৃপবর॥
াগয়া জানাইল নরপতিগণে।
না নৃপতি সব কংস নিমন্ত্রণে॥
সে নৃপতি যত কংস অনুবলে।
শ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে॥ ২০৩॥

কংসের রঙ্গ সভায় দর্শক রাজাগণের আগমন।

ললিত প্রবন্ধ।

দূত গিয়া জানাইল নরপতিগণে।
নিজ আসন চলে সব রাজন
কংসের পিরীতিগণে॥
রঙ্গ আরোহণে মধুপুর ভবনে
আইলা রাজা জরাসন্ধ।
সমঘোষ নন্দন চলিলা [illegible]
কংসের [illegible]॥

কলিঙ্গ নৃপবর চলিলা সত্বর
রথ রথী বাহিনী সঙ্গে।
লইয়া দলবল চলিলা নৃপ নল
সেনাপতি ছত্রিশ রঙ্গে॥
ঝকি ধনু কর ধরিয়া সত্বর
ভীষ্মক আইলা রথে।
সাত্যকি দ্রোণ কর্ণ চলিলা দুর্য্যোধন
শত ভাই লইয়া সাথে॥
বলে বলবন্ত সাজিয়া ত্বরিত
মিলিলা মথুরাপুরে।
রথে রথী বাহিনী লৈয়া চলে আপনি
দ্রুপদ আদি নৃপবরে॥
কাশী রাজা সত্বর নরক নরেশ্বর
বজ্রনাভ বিরোচন বেগে।
বিদেহ নরবর বিরাট উত্তর
কীচক চলে বীরভাগে॥
বিবিধ বানর কালযবন বীর
ক্ষত্রিয় শূর রাজাগণে।
আসি মিলে মধুপুরী কংস আদর করি
পূজিয়া বসায় বরাসনে॥
তবে ভোজরাজন করয়ে নিবেদন
যত সব নৃপতির স্থানে।
রাম গোবিন্দ পদ ভবতারণ পথ
দুঃখীশ্যাম দাস রসগানে॥ ২০৪॥

রঙ্গ সভাস্থগণ সমীপে কংসের কোপহেতু কথন।

রাগ ভাটিয়ারি।

পরমাদ রাম কানাঞি।
সহজে ছাওয়াল অসুরের কাল
হেন দেখি শুনি নাই॥ ধ্রু॥

আইলা নৃপতি সব কংস নিমন্ত্রণে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সে পূজিল জনে জনে ॥
সুবর্ণের মঞ্চ মধ্যে রত্নসিংহাসন।
একে একে বসাইল নরপতিগণ ॥
রঙ্গসভা উপরে বসিলা কংসাসুর।
রঙ্গসভাতলে মল্ল মুষ্টিক চানূর ॥
বন্দীঘর হৈতে আনি বসু দৈবকীরে।
আর এক মঞ্চ মধ্যে বসায় দোঁহারে ॥
তবে নন্দ যশোদায় আনায় ত্বরিতে।
তাহারে বসান বসু দৈবকী সহিতে ॥
তবে কংস কহে কথা নরপতিগণে।
নৃপতি সকল লোক শুন সাবধানে ॥
ভগ্নীপতি বসু মোর দৈবকী ভগিনী।
অবিশ্বাস করি মোরে দুঃখ দিল আনি ॥
দৈবকী অষ্টম গর্ভে মোর মৃত্যু জানি।
নারদ কহিল তত্ত্ব পূর্ব্বনীতি বাণী ॥
তবে বন্দী কৈনু আমি বসু দৈবকীরে।
হরিজন্ম হৈল তবে মোর কারাগারে ॥
ভাণ্ডিল আমারে দোঁহে নিশ্চয় কহিল।
অনুচর দিয়া কিছু করিতে নারিল।
তারে কোলে করি বসু গেল গোপপুরে।
যশোদার কন্যা দিয়া ভাণ্ডিল আমারে ॥
সে কন্যা ধরিতে গেল হাত পিছলিয়া।
বুঝিতে না পারি কিছু দেবতার মায়া ॥
নন্দের মন্দিরে রিপু বাড়ে দিনে দিনে।
পূতনাদি দৈত্যগণে মারে জনে জনে ॥
প্রজা হৈয়া নন্দঘোষ মোরে নাহি মানে।
যজ্ঞ আরম্ভিনু আমি তাঁথির কারণে ॥
অক্রূরে পাঠায়ে রথে আনিনু দোঁহারে।
মথুরা প্রবেশমাত্র রজক সংহারে ॥
বস্ত্র লুঠ কৈল মোর ভাঙ্গিল ধনুক।
সেনা অক্ষৌহিণী মারি দিল বড় দুঃখ
তেকারণে রঙ্গসভা করিল সুসাজ।
দ্বারেতে রেখেছি কুবলয় করীরাজ ॥
চানূর মুষ্টিক কাছে রাম নারায়ণে।
যুদ্ধ করি নিপাতিব শুন সর্ব্বজনে ॥
বসুদেব নন্দঘোষ দুজনার জায়া।
পুত্রের মরণ যেন দেখে দাণ্ডাইয়া ॥
দূত আনি আদেশিল ত্বরিত গমনে।
রামকৃষ্ণ আন গিয়া সভা বিদ্যমানে ॥
ত্বরিত কংসের দূত মধুবনে যায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ২০৫ ॥

কংসের রঙ্গসভায় রামকৃষ্ণের আনয়ন।

রাগিণী মোহিনী।

চলিল কংসের দূত মধু বনে উপনীত
জানাইল রামনারায়ণে।
অনুচর রাখি হরি বেগে নিত্য কর্ম্ম সারি
স্নান দান করিলা ভোজনে ॥
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি মিষ্টান্ন অনেক বিধি
রামকৃষ্ণ করিলা ভোজন।
আচমন সারি বেগে তাম্বূল কর্পূর ভোগে
সেই রূপে যত শিশুগণ ॥
তবে রাম দামোদর পরি নীল পীতাম্বর
মল্লবেশে করিল সাজনি।
ফোটা ঝটা পরিপাটী হীরা নীলা রত্ন কাঁঠি
মুখছবি কত চন্দ্র জিনি ॥
রাঙ্গা লাঠি ধরে রাম মোহন মুরলী শ্যাম
শিঙ্গা বেণু পূরে শিশুগণ।
বিবিধ বিনোদ বেশে প্রবেশে মথুরা দেশে
আগে দূত করিল গমন ॥

রঙ্গে চলে রাম কানু ব্রজশিশু পূরে বেণু
কেহ নাচে কেহ গীত গায়।
কেহ দেয় করতালি নাচি যায় বনমালী
দুপাশে রহিয়া লোক চায়॥
কি দিব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভ
অপূর্ব্ব মূরতি দুটী ভাই।
মথুরা নগরে যত নর নারী শত শত
দেখিবারে দিছে ধাওয়াধাই॥
গৃহ অট্টালিকা বৃক্ষে প্রাচীরে উঠিয়া দেখে
রঙ্গরসে চলে রাম কানু।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত মনমথ মুরছিত
নাগরী ধরিতে নারে তনু॥
নগরের দুই পাশে বলরাম হৃষীকেশে
দেখি লোক করে অনুমান।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখনন্দন রস গান॥ ২০৬ ॥

রঙ্গসভা দ্বারে রামকৃষ্ণের আগমন।

রাগিণী টোড়ী।

রঙ্গিয়া ভঙ্গিয়া কানু সঙ্গে বলরাম।
মুখছবি নিরখি মুগধ কোটি কাম॥ ধ্রু॥

শুনিয়া কহেন রাজা শুকের বচন।
কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন॥
শুকদেব বলে রাজা শুন সাবধানে।
রঙ্গসভা দ্বারে গেল রাম নারায়ণে॥
দেখিলেন কীরবর কুবলয় দ্বারে।
অযুতেক মত্ত মাতঙ্গের বল ধরে॥
উপরে মাহুতে সে দেখিল রাম কানে
দশির করিল করী মারিবার মনে॥
দারুণ দুই দন্ত দেখি লাগে ভয়।
দখিয়া দুঃখিত লোক অন্যে অন্যে কয়॥
এই দুই শিশু কি করিল কংসরায়।
কোন অপরাধে শিশু মারিবারে চায়॥
লাবণ্য মূরতি দোঁহে কোমল অবয়।
হেন শিশু চিরিয়া ফেলিবে কুবলয়॥
কেমনে সহিবে ধর্ম্ম কংস নৃপবরে।
উচিত বচন কেহ না বলে রাজারে॥
অহিংসক বালকে বধিবে যে সংগ্রামে।
উচিত না হয় বসি এ রাজার গ্রামে॥
মাহুতে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
দ্বার ছাড়ি দেহ আমি ভেটিব রাজন॥
ক্রোধে সে মাহুত পদে ঠেকে গজদন্তে।
দন্ত পসারিয়া রহে মারিবার রন্তে॥
কৃষ্ণ বলে মাহুত জানিনু তোর রীতি।
আমারে মারিবে হেন দেখি তোর মতি॥
দ্বার ছাড় নহে পাঠাইব যমঘরে।
তোমার সংহতি কুবলয় করীবরে॥
অঙ্কুশ মারিয়া গজে করিল ইঙ্গিত।
রাম দামোদরে দন্ত মারিতে ত্বরিত॥
গজ আক্রোশিয়া আইসে দোঁহার উপরে।
অনীতি দেখিয়া লোক ধায় দেখিবারে॥
তবে গজ কর ফিরাইয়া ঘনেঘন।
গোবিন্দ উপরে ধায় আক্রোশি দশন॥
মাহুত মাতঙ্গমুণ্ডে অঙ্কুশ প্রহারে।
কহে সে ত্বরিত মার রাম দামোদরে॥
মাতঙ্গ মূরতি দেখি প্রচণ্ড বন্ধান।
কুবলয় বধিব ভাবিল ভগবান॥
শিশুগণে পিছে রাখি কমললোচন।
আগুয়ান হইলেন ভাই দুই জন॥
কটিধটি বান্ধে দৃঢ় করিয়া কাছনি।
মাহুতে ডাকিয়া বলে হরি হলপাণি॥
সামাল মাতঙ্গ তোর শুন মোর বোল।
শুনি কোপে মাহুত হইল উতরোল॥

কৃষ্ণে মারিবার তরে কুবলয় ধায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ২০৭ ॥

কুবলয় হস্তীবধ।

ললিত প্রবন্ধ।

ধাইল যে কুবলয় যারে দেখি লাগে ভয়
আগুয়ান হৈল রাম হরি।
করে ধরি করীবর হইলা সে অন্তর
মুণ্ডেতে মুটকিঘাত মারি॥
করীবর সঙ্গে নানা গতি রঙ্গে
যুঝে রাম শ্যামরায়।
দশন কুলিশ জনু হেরি নর ভয় মনু
হরিগুণে করে হায় হায়॥
তবে গজ মহাবলী ধরিবারে বনমালী
কোপে কর পসারিয়া চলে।
মায়াধর নরহরি সুকৌতুক মনে করি
লুকাইল তার পেটতলে॥
চতুর্দ্দিক খুজে গজ যোগবলে দেবরাজ
দেখে গজ সম্মুখেতে হরি।
তড়বড় ধায় করী হুঁড়ি পড়ি ভাগে হরি
ভ্রমে গজ ভূমে দন্ত মারি॥
দশন কষণ পায় উঠি গজবর চায়
আগে হরি দাণ্ডাইয়া আছে।
ধায় গজ তুলি ধব তবে বলরাম দেব
পুচ্ছ ধরি টানে রহি পাছে॥
বৎসক পুচ্ছক ধরি শিশু যেন ক্রীড়া করি
খগপতি-নাথ ধরে শুণ্ডে।
রঙ্গে রাম দামোদর ফিরাইল থরতর
পরিসর বল ভুজদণ্ডে॥
আগে পিছে [illegible] করী টান দিল রাম হরি
কুব[illegible] [illegible]প্রাণ।
ধরিয়া তাহার শুণ্ডে কোপি গজবর মুণ্ডে
মুটকি মারিল ভগবান॥
প্রাণ গেল ততক্ষণ গা[illegible]ল নারায়ণ
রঙ্গে দন্ত উপাড়িল তার।
দশনের ঘায় তার মাহুতে মারয়ে আর
অসুরে লাগিল চমৎকার॥
তবে রাম গোবিন্দাই কান্ধে দন্ত দুই ভাই
শিশুগণ পূরে শিঙ্গা বেণু।
দুঃখীশ্যাম দাস কয় হেন সাধ মনে লয়
যদি পাই রাঙ্গাপদ রেণু॥ ২০৮ ॥

রঙ্গসভাস্থজন কর্ত্তৃক কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রূপদর্শন।

রাগ সারেঙ্গ।

মথুরায় রামকানু হৈল পরবেশ।
যার মনে যেই ভায় সেইরূপে শ্যামরায়
আনন্দে দেখয়ে সর্ব্বদেশ॥ ধ্রু ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কহিনু তোমায়।
কুবলয় রাম কৃষ্ণ বধিল হেলায়॥
দশন যুগল তার উপাড়ি কৌতুকে।
কান্দে করি চলে দোঁহে রঙ্গ সভামুখে॥
কৃষ্ণের শরীর যেন দলিত অঞ্জন।
রক্ত বিন্দু বিন্দু তথি করিছে শোভন॥
বিমল চন্দ্রমা জিনি বলদেব রায়।
বিন্দু বিন্দু শোণিত শোভিত করে গায়॥
করীবর বধ দেখি যত পুরজন।
প্রশংসিয়া বলে ধন্য রাম নারায়ণ॥
অহিংস বালকদ্রোহী হয় কংসাসুর।
ধর্ম্মবলে জিনে শিশু দানব প্রচুর॥
সর্ব্বলোক ধায় কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
[illegible] হৈল মথুরা নগরে॥

কুবলয় বধ দেখি কংসে লাগে ভয়।
চানূর মুষ্টিকে রাজা আশ্বাসিয়া কয়॥
তোমা দোঁহে যদি যশ রাখ মহীতলে।
মল্লযুদ্ধে নিপাতহ কৃষ্ণ রামপালে॥
চানূর মুষ্টিক আছে কৃষ্ণ অরিপণে।
মল্লযুদ্ধ স্থানে সে মিলিল রামকানে॥
কৃষ্ণের অদ্ভুত রূপ হৈল সেই খানে।
যার যে মনের মত দেখে সর্ব্বজনে॥
মহামল্ল দেখে সে অশনি তেজধারী।
মুনিরা ভাবয় কৃষ্ণ ব্রহ্ম তুল্য করি॥
নরলোক দেখে যেন রাজরাজেশ্বর।
নারীগণ দেখে কাম জিনিয়া সুন্দর॥
গোপাঙ্গনাগণ দেখে নিজ প্রাণপতি।
নৃপ দৃষ্টে শাস্তি কর্ত্তা রাজ চক্রবর্ত্তী॥
নিজ পিতৃ তুল্য দেখে শৈশব সকল।
মৃত্যুসম দেখে ভোজপতি যে বিকল॥
বিরাটবাগীশ তুল্য দেখে বুধগণে।
তত্ত্বে পরাৎপর রূপ দেখে যোগী জনে॥
বৃষ্ণিবংশ দেখে যেন পরম দেবতা।
দুগ্ধের বালক দেখে যেন মাতা পিতা॥
যার যে মনের ভাব আশয় আছিল।
সেইরূপে কৃষ্ণ সবাকারে দেখা দিল॥
অগ্রজ সহিত কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধ স্থানে।
কংসের অন্তরে ভয় দেখি রামকানে॥
বসুদেব দৈবকী আর নন্দ যশোমতি।
অশ্রুজল ঝুরে দেখি কৃষ্ণের মুরতি॥
এ ঘোর সঙ্কটে পুত্রে না দেখি নিস্তার।
হাহা জগদীশ প্রভু করহ উদ্ধার॥
পুষিয়া পালিয়া পুত্রে কৈনু বলবান।
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিদরে পরাণ॥
চানূর মুষ্টিক যম সকলের [illegible]।
ভোজপতি আজ্ঞা দিল [illegible] বাজনা॥

কিন্নর কিন্নরী গায় নাচে বিদ্যাধরী।
গজবাজী কলরব পূরে দিগন্তরি॥
ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে মল্লযুদ্ধ স্থানে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গানে॥ ২০৯

রঙ্গ ভূমিতে রণ বাদ্য।

ঝাঁপললিত প্রবন্ধ।

নানাবিধ বাদ্য বাজে কংসের দুয়ারে।
চানূর মুষ্টিক বীর নাচে মল্ল ভরে॥ ধ্রু॥

দামামায় দিল কাঠি   তোলপাড় করে মাটী
টিণ্ডিম ডমরু ঘোর বাজে।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ   করতাল ঝন ঝন
রণজয় ঘন জয় গাজে॥
ঘন ঘন কাঠি কাড়া   কুড়ি তিন বাজে পড়া
জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
সপ্তস্বরা জন দশে   করে ধরি রঙ্গ রসে
না শুনি আপন পর বোল॥
দুন্দুভি দগড় দড়ী   যোড় দশ বাজে ঘড়ি
শুনি সব জীবগণ ত্রাসে।
পাথায়ুজ দড়মস   পূরে ধ্বনি দিক দশ
হরিগুণ গায়ক পিনাসে॥
মন্দ মধু মহুরি   ধন্ত ধ্বনি সুস্বরী
মুরলী মধুর রস গানে।
ডম্ফ মণ্ডল শর   থমক গমক ঘোর।
রবাব প্রখর পূরে তানে॥
বীণা বাঁশী পিনাকিনী   অতিরস বলে বাণী
ঘোর তোল কোশলা কোনাদ।
যোড় তিন এক মেলা   দুটি কানে লাগে তালা
ধ্বনি শুনি অতি পরমাদ॥
ডুবু ডুবু ডম্বরু   কাহল সানাই ভেরু
ঝাঁজরি মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি॥

শঙ্খের ধোঁ ধোঁ ডম্বরুর ভোঁ ভোঁ
শিঙ্গা ঘোড় বলে হরি হরি॥
দূরে রাখি নিশান কেহ যোড়ে কামান
বন্দুক এড়ে যোড়া যোড়া॥
গজবাজী কলরব পূরিল মথুরা সব
তবকি তবকের সাড়া॥
কোন বীর সুখে রাঙ্গা ধূলা মাখে
পরিধান নীল পীতধড়া।
রাহুত মাহুত ধাইল ত্বরিত
কেহ চড়ে তুরকী ঘোড়া॥
ব্যাল্লিশ বাজনা শুনি ভীত হৈলা সর্ব্ব প্রাণী
স্বর্গে সুরপতি কাঁপে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় বলরাম শ্যামরায়
মল্ল মাঝে পশে বীরদাপে॥ ২১০

মল্লযুদ্ধের উপক্রম।

রাগ সারঙ্গ।

ভালি ভালি ভালিরে রঙ্গিয়া কানাই
ভালি সে বটহ তুমি।
না জানি আপন তুমি সে সুজন
ঠাকুরে ভুলাইব আমি॥ ধ্রু॥

রঙ্গসভা মাঝে সে মিলিলা রামকান।
দোঁহে দেখি চানূর মুষ্টিক আগুয়ান।
মত্ত তেজ ভরে সে আপনা নাহি জানে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে বলরাম কানে॥
ছন্দ বন্ধ জান দোঁহে বলে মহাবলী।
আজি দোঁহা সংহতি করিব মল্ল কেলি॥
মল্লবিদ্যা বাহুবিদ্যা করিব সংগ্রাম।
তুষিব রাজার মন শুন শ্যাম রাম॥
চানূরের মুখে শুনি এতেক উত্তর।
ঈষৎ হাসিয়া কহে ত্রিদশ ঈশ্বর॥

এ সব বচন বল কোন ব্যবহারে।
উচিত না হয় যুদ্ধ তোমার আমারে॥
তোমা দোঁহে মহামল্ল [illegible]ত প্রমাণ।
শৈশব আমরা দুটী ভাই রামকান॥
সম সম যুদ্ধ করি রহে যশ ধর্ম্ম।
হীনবল সহ যুদ্ধে জিনিলে অধর্ম্ম॥
জিনিলে প্রতিষ্ঠা নাহি ভঙ্গে কুঘোষণ।
সমতায় দোষ নাহি শুনহ কারণ॥
এ সব বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে।
হাসিয়া চানূর কহে রাম দামোদরে॥
বালক বলিয়া বল এ নহে উচিত।
তোমা দোঁহাকার বল অতি অপ্রমিত॥
অযুত মাতঙ্গ মত্ত বল কুবলয়।
লীলায় বধিলে তারে এ বড় বিস্ময়॥
দন্ত উপাড়িলে তার ঈষৎ হাসিয়া।
শতবল ধনু ধরি ফেলিলে ভাঙ্গিয়া॥
চাপড় মারিয়া কৈলে রজক সংহার।
প্রথমে পূতনা মাইলে পিয়া ক্ষীরধার॥
তৃণাবর্ত্ত বকা অঘা প্রলম্ব ধেনুক।
কালিয় দমন কৈলে করিয়া কৌতুক॥
করে গিরি গোবর্দ্ধন ধরিলে হেলায়।
পরাভব পাইয়া পলাইল দেবরায়॥
ব্যোমকেশী অরিষ্ট বধিয়া বনমাঝে।
কেমনে বালক বল না বাসহ লাজে॥
আজি আমি তোমা সঙ্গে করিব সংগ্রাম।
মুষ্টিকে কহিল তবে ধর বলরাম॥
চানূর কানুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে।
দুঃখীশ্যাম ডাকে নাথ উদ্ধার আমারে॥ ২১১

চানূর মুষ্টিকের সহিত কৃষ্ণবল-রামের মল্লযুদ্ধ।

রাগ ধানশ্রী।

রঙ্গসভা বিদ্যমানে মল্লযুদ্ধ আরম্ভণে
বাহুবন্ধ চানূর গোবিন্দ।
মুষ্টিক চানূর বলী অঙ্গে মাখি রঙ্গ ধূলি
রাম সঙ্গে সংগ্রাম প্রসঙ্গ॥
ভুজে ভুজে দৃঢ় ছান্দি চরণে চরণ বান্ধি
হৃদয়ে হৃদয় পরিবন্ধ।
মস্তকে মস্তক কুটি শোণিত ঝরয়ে ফুটি
দেখিয়া লোকের মনে ধন্ধ॥
বসুদেব দৈবকী নন্দ যশোমতি দেখি
যুঝে পুত্র মহামল্ল সাথে।
নয়নে ঝরয়ে বারি ডাকে ত্রাণ কর হরি
ঘন করাঘাত মারে মাথে॥
অনীতি দেখিয়া জন কহে কথা অন্য অন্য
এ নহে উচিত ব্যবহার।
সভায় যে লোক আছে না কহে রাজার কাছে
এই মল্ল যুদ্ধ অবিচার॥
মেরু তুল্য দুই বীরে শিশু সঙ্গে যুদ্ধ করে
কেমনে সে দেখে সভাজন।
সভা মধ্যে বসিয়া যে সত্য কথা না কহে সে
কুম্ভীপাকে করিবে গমন॥
ধর্ম্মশাস্ত্রে যত কয় শুনি মনে নাহি ভয়
কেমনে সে তরিবে সংসার।
দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ অন্তরে বিদরে বুক
মাতা পিতা জীবে কি না আর॥
হেন অনুমান করি ত্যজিয়া মথুরাপুরী
বসতি করিব অন্য দেশে।
কংসের চরিত্র দেখি
কর কৃষ্ণ বিপত্তি বিনাশে
শুন পরীক্ষিত রায় বিদগধ শ্যামরায়
জানিয়া জগতে গুরু ভার।
চানূর মুষ্টিক কংস ভাবিল করিব ধ্বংস
শ্রীমুখ নন্দন কহে সার॥ ২১২॥

চানূর মুষ্টিক ও অষ্ট মল্ল বধ।

রাগ শ্রী।

চানূর কানুর সঙ্গে করে মল্ল কেলি।
মুষ্টিক সহিত বলরাম মহাবলী॥
হৃদযে হৃদয়ে পরিবন্ধ দুই জনে।
ভুজে ভুজে ছান্দা ছান্দি চরণে চরণে॥
পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে ভুমে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
শ্রম ভরে ঘর্ম্ম ঝরে দোঁহাকার গায়॥
পুনরপি উঠি দোঁহে বাহু সাট মারে।
পিছু হৈয়া পুন গিয়া দোঁহে দোঁহা ধরে॥
মল্ল যুদ্ধে দৃঢ় মুষ্টি দোঁহে দোঁহাকায়।
তনু ফুটি বহে রক্ত কোপে শ্যামরায়॥
চানূর বধিব হেন ভাবিল মুরারি।
নিঃশক্তি করিল তারে বজ্র চড় মারি॥
জটে ধরি ঘুরাইয়া মারিল আছাড়।
পড়িল চানূর বীর চূর্ণ হৈল হাড়॥
চক্ষু দিয়া প্রাণ গেল দেখিয়া কৃষ্ণেরে।
দয়া করি গোবিন্দ মুকতি দিল তারে॥
চানূর নিপাত দেখি মুষ্টিক কুপিত।
প্রকাশিল মহাযুদ্ধ রামের সহিত॥
মুষ্টিক দেখিয়া কোপে বলদেব রায়।
রণরঙ্গে ঘর্ম্মরেণু বিভূষিত কায়॥
ধরণী কম্পিত যার চরণের ভরে।
মুষ্টিকের মুণ্ডে বজ্র চাপড় প্রহারে॥
মুষ্টিকের প্রাণ গেল দেখি রাম কান।
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান॥

চানূর মুষ্টিক সঙ্গে অষ্ট মল্ল ছিল।
মল্লযুদ্ধ কূট বেগে দুহারে বেড়িল ॥
মল্ল তোষ দোঁহে মল্ল মহা বলধর।
দেখিয়া কুপিত মতি রোহিণীকুমার ॥
মুষল ঘুরায়ে রাম মারিল নির্ভরে।
দৃষ্টিমাত্র অষ্ট মল্ল পড়িল সমরে ॥
মল্লের বিনাশ দেখি কোপে কংসরায়।
বলে সভা হৈতে দূর কর দোঁহাকায় ॥
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম ভাষে।
উদ্ধারিয়া লবে হরি এ কলি-কলুষে ॥ ২১৩

মর্ম্মাহত কংসের কৃষ্ণ সম্পর্কীয় সকলের উচ্ছেদের আদেশ।

রাগিণী করুণা।

করি কুবলয়ে হত চানূর মুষ্টিক যত
মল্লকুল নিধন করিয়া।
দোঁহার প্রচণ্ড রূপে নৃপতি সকল কাঁপে
কংস কহেন রুষ্ট হৈয়া ॥
শুন শুন অনুচর সভা হৈতে দূর কর
শীঘ্রগতি রাম নারায়ণে।
বান্ধিয়া দোঁহারে লৈয়া নগর বাহিরে গিয়া
ঢাক ঢোল করিয়া বাজনে ॥
শিশু সঙ্গে নন্দলাল মার লৈয়া তৎকাল
যমুনা পুলিনে ঘোর বনে।
বসুদেব নন্দঘোষে কাটি লৈয়া তার পাশে
শূলী দেহ রাজা উগ্রসেনে ॥
যাহ কত অনুচর লুটহ নন্দের ঘর
যত গোপ বৈসে ব্রজপুরে।
গো মহিষ নর নারী ধন রত্ন রথ ভরি
বেগে আন [illegible] নগরে ॥
দেখি কংস মতিমন্দ কাঁপে বসুদেব নন্দ
ব্যাকুল যশোদা দৈবকী।
না জানি পুত্রের বল [illegible] আঁখি অশ্রুজল
ডাকে ত্রাহি কর পদ্মআঁখি ॥
কংস মুখে কটুবাণী মাতা পিতা কষ্ট জানি
রাম কৃষ্ণ কাঁপে ক্রোধ ভরে।
হুহুঙ্কার পুরে রাম লাফে উঠে ঘনশ্যাম
যথা কংস মঞ্চের উপরে ॥
কৃষ্ণ দেখি সন্নিকটে কোপে কংসাসুর উঠে
করে খড়্গ ধরিয়া রাজন।
সঞ্চান সমান বেগে মিলে সে কৃষ্ণের আগে
রিপু ভাবে করে নিরীক্ষণ ॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনে যেবা শুদ্ধচিত
পরম কৈবল্য সেই পায়।
কৃষ্ণকথা মধুরাশি পিয় মন দিবা নিশি
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ২১৪ ॥

কংসবধ।

রাগিণী করুণা।

বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ধ্রু ॥

জনক জননী দুঃখ দেখি ভগবান।
খণ্ডিতে ক্ষিতির ভার কমলনয়ন ॥
গঞ্জিতে কংসের গর্ব্ব দেব দেবেশ্বর।
কেশরী ক্রোধিত কিবা কুঞ্জর উপর ॥
দর্পযুক্ত হৈয়া মনে প্রভু ব্রজরাজ।
লাফ দিয়া উঠে কৃষ্ণ রঙ্গ সভামাঝ ॥
স্থিরদৃষ্টি রাজা সব রহিল চাহিয়া।
কংস দেখে যম যেন এলো মৃত্যু লৈয়া।
ক্রোধভরে উঠে রাজা করে খড়্গ লৈয়া।
সমদৃষ্টে কৃষ্ণ মুখচন্দ্র নিরখিয়া ॥

কৃষ্ণের লাবণ্য মুখ মোহন বন্ধান।
রিপু ভাবে অহর্নিশ করিয়া খিয়ান॥
কৃষ্ণ মুখ দেখি কর পদ নাহি চলে।
প্রাণ গেল ততক্ষণে কৃষ্ণ অঙ্গে টলে॥
কৈবল্য মুকতি তারে দিল গদাধর।
বিমানে চাপয়া গেল বৈকুণ্ঠনগর॥
মাথার মুকুট তাঁর পড়িল খসিয়া।
কেশভার লাগে গোবিন্দের পদে গিয়া॥
মঞ্চ হৈতে নামে কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধ স্থানে।
গড়াগড়ি যায় কংস কৃষ্ণের চরণে॥
দেখিয়া নৃপতি সব কোপিত বদন।
মুষল ঘুরায়ে সবে মারে সঙ্কর্ষণ॥
প্রাণ লৈয়া নৃপতি সকল দিল ভঙ্গ।
কংস বধ দেখিয়া দেবতা মনে রঙ্গ॥
পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে হর্ষ দেবগণ।
বিদ্যাধরী নৃত্য করে কিন্নরা গায়ন॥
দশদিক প্রসন্ন হইল ত্রিভুবন।
প্রসন্ন হইল যত নদ নদীগণ॥
প্রসন্ন নক্ষত্র বহে পবন শীতল।
অতি আনন্দিত ভেল অবনীমণ্ডল॥
দেখিয়া উধত যত মধুপুর জন।
সবে বলে ধন্য ধন্য দৈবকীনন্দন॥
শিশু সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণ ভকতবৎসল।
পদ হৈতে খসাইল কংসের কুন্তল॥
বসুদেব দৈবকীর খসায় বন্ধন।
কৃষ্ণ দেখি কল্পতরু কমললোচন॥
দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ বসু দৈইবকী।
দিব্যজ্ঞান জনমিল প্রেমে ঝুরে আঁখি॥
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়।
শমন সদনে পার কর শ্যামরায়॥ ২১৫॥

রামকৃষ্ণের প্রভাব দর্শনে বসু দৈবকীর হৃদয়োচ্ছ্বাস।

রাগিণী করুণা।

কৃষ্ণের বদন দেখি বসুদেব দৈইবকী
কড়যুড়ি করয়ে স্তবন।
জয় জয় নারায়ণ তুমি ব্রহ্ম সনাতন
আজু ভেল বিপদ নাশন॥
তুমি ব্রহ্ম নিরাকার জীব লাগি অবতার
ত্রিভুবন কারণ তারণ।
দেবের দেখিয়া দুঃখ জনমিলে পদ্মমুখ
অবনী করিলে উদ্ধারণ॥
সফল জনম আজ তোমা দেখি ব্রজরাজ
শীতল হইল দুটি আঁখি।
তবে প্রভু চক্রপাণি বলরামে বলে বাণী
দোঁহার ভকতি ভাব দেখি॥
দৈইবকী বসুদেব শুদ্ধভাবে করে স্তব
পুত্রভাব ছাড়িয়া আমারে।
খণ্ডিতে ক্ষিতির ভার হইলাম অবতার
বিষ্ণুমায়া জড়িত সংসারে॥
এতেক ভাবিয়া মনে নয়ন সন্ধান বাণে
মাতা পিতা মোহিত করিল।
বসু দৈবকীর প্রেমে কোলে করি কৃষ্ণ রামে
মুখে লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল॥
কান্দে হেরি পুত্রমুখ তোমার লাগিয়া দুঃখ
দুষ্ট কংস মহাকষ্ট দিল।
আজি তোমা দোঁহা দেখি প্রাণ যুড়াইল আঁখি
সকল আপদ দূর গেল॥
হেন রূপে সর্ব্বজন পরম আনন্দ মন
তবে বসু পাইল মুরারি।
হেথা নৃপ অভ্যন্তরে প্রাণ ত্যজে নরবরে
শুনিল সকল কংস নারী॥

কান্দিয়া আকুল হৈয়া রণস্থলে সেথে গিয়া
পতি লৈয়া করয়ে ক্রন্দন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ২১৬ ॥

কংসমহিষীগণের বিলাপ ও কৃষ্ণের প্রবোধ দান।

রাগিণী করুণা।

কোথা গেলে পাব শ্যাম জীবন আমার ॥ধ্রু॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণগুণ বাণী।
শ্রবণে দুরিত নাশে তরে তরঙ্গিণী॥
অভ্যন্তরে ছিল যত পুরনারীগণ।
শুনিল সংগ্রামে রাজা ত্যজিল জীবন॥
কান্দিয়া ধরণী পড়ে শিরে মারে ঘাত।
কেশাবশে গেল যথা আছে প্রাণনাথ॥
মৃত পতি কোলে করি কান্দে কংসনারী।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে ভূমে হস্ত মারি॥
কান্দিয়া ধরণী পড়ে মহাশোকভরে।
অঙ্গের বসন তিতে নয়নের জলে॥
আজি শূন্য গৃহ মোর মথুরানগর।
অনাথিনী করি কোথা গেলে নৃপবর॥
রথ রথী গজ বাজী আদি রাজ্যখণ্ড।
তোমার বিহনে সব হৈল লণ্ডভণ্ড॥
মাথার মুকুট কারে দিলে দণ্ডছাতা।
কোথা গেল বরাসন বৈভব বনিতা॥
আপনার ভাল মন্দ না জান আপনি।
অতি দুষ্টমতি হৈয়া ত্যজিলে পরাণী॥
ইন্দ্রতুল্য ভোগ করি না পুরিল সাধ।
হস্তী হৈয়া করিলে কেশরী সঙ্গে বাদ॥
সবার ঠাকুর কৃষ্ণ নাম ব্রহ্মরাশি।
হেন জনা সঙ্গে বাদ কর দিবানিশি॥
সংসার রক্ষক কৃষ্ণ চক্র লয়ে করে।
শান্ত সাধু প্রতিপালে দুর্জ্জন সংহারে॥
হেন কৃষ্ণ সঙ্গে তুমি অরিভাব করি।
ইঙ্গিতে ত্যজিলে প্রাণ ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি॥
কান্দয়ে কামিনীগণ কাতর হইয়া।
দেখিয়া কৃষ্ণের মনে উপজিল দয়া॥
অখিল ভুবন বন্দি যাঁর মায়াবশে।
করুণ বদনে গেলা কংসনারী পাশে॥
সান্ত্বাইতে রমণী বদনে দিলা জল।
শীতল গামছা ধরি ভকতবৎসল॥
সবাকার বদন মুছিয়া নরহরি।
হিত উপদেশ বলে পরিবোধ করি॥
শুন মাতুলানি আমি রাজার ভাগিনা।
মোর লাগি বাপ মায় দিলেক যন্ত্রণা॥
দৈব দোষে জন্ম মোর হৈল বন্দী ঘরে।
প্রাণ লৈয়া পলাইনু মাতুলের ডরে॥
তথা সে পূতনা বিষস্তন পিয়াইল।
ধর্ম্ম মোরে রক্ষা কৈল পূতনা মরিল॥
গরু চরাইয়া পেট পুষি নন্দ ঘরে।
নানা রূপে দৈত্য পাঠাইল মারিবারে॥
অনেক সঙ্কটে বাঁচিলাম পুণ্যফলে।
অক্রূর পাঠায়ে রথে আনিল কৌশলে॥
কুবলয় আদি করি মহামল্ল সনে।
আমা দোঁহা যুঝাইল মারিবার মনে॥
আমি তাহে রক্ষা পাইনু সে সব মরিল।
তবেত কংসের মনে দয়া না জন্মিল॥
কোটালে কহিল লয়ে আমারে কাটিতে।
নন্দ বসুদেব উগ্রসেনের সহিতে॥
তবে আমি কোপ শান্তাইতে কংস রায়।
মঞ্চে উঠিলাম ধরিবারে তাঁর পায়॥
খড়্গ লয়ে মারিবারে ধরে আসি চুলে।
পলাইতে দোঁহে পড়িলাম মহীতলে॥

মোর সঙ্গে কোপ চিত্ত জীতে না ছাড়িল।
আমি প্রাণে বাঁচিলাম মাতুল মরিল ॥
এ সব জগত যত জড়িত মায়ায়।
যশ-অযশ থাকে লোকে জীব আইসে যায় ॥
তোমা সবাকারে বলি উপদেশ বাণী।
[illegible]

উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক।

রাগিণী করুণা।

কহে নারায়ণ করুণা বচন
শুনহ কংসের নারী।
ত্যজি অভিরোষ মন কর তোষ
কহি তোমা বরাবরি ॥
এ তিন জগত মায়ায় মোহিত
দেবাসুর নরমণি ॥
সংসারসাগরে গতায়াত করে
দেহ রহে যায় প্রাণী ॥
ভাল মন্দ লোকে যশ-অযশ থাকে
এ সব বিষ্ণুর মায়া।
জলের বিম্বক চঞ্চল অধিক
স্বপন সমান কায়া ॥
পরিহর মোহ জগজন স্নেহ
কেহ নহে আপনার।
এতেক বলিয়া করে চীর লৈয়া
মুখ মুছি সবাকার ॥
মধুর বচন বলি নারায়ণ
প্রবোধিল কংসনারী।
মায়াময় হরি অভ্যন্তর পুরী
পাঠাইল ত্বরা করি ॥
উগ্রসেনে হরি তবে রাজা করি

স্নান আচরিয়া সর্ব্বজন লৈয়া
জানাইল গদাধরে ॥
তবে নন্দলাল সঙ্গে কামপাল
বরাসনে গিয়া বসি।
অনুগ্রহ মনে রাজা উগ্রসেনে
আনাইল ব্রহ্মরাশি ॥
অপূর্ব্ব বসন রাজ আভরণ
অধিবাস করি তার।
রাজ পুরোহিত অশ্ব গজ রথ
ছাতা নবদণ্ড আর ॥
ভাণ্ডার সঁপিল রাজ্যখণ্ড দিল
অধিকার উগ্রসেনে।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
দুঃখীশ্যাম দাস গানে ॥ ২১৮

নন্দবিদায়।

রাগ ভাটিয়ারি।

আমার জীবনধন হরি ॥ ধ্রু ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা।
তবে নন্দ নিকটে গোবিন্দ রাম গেলা ॥
মধুরুচি মোহন বচন বনমালী।
আশ্বাস করিয়া নন্দ যশোদারে বলি ॥
শুন মাতা পিতা চল গোকুল ভুবনে।
তোমার লাগিয়া তৃণ না খায় গোধনে ॥
আমা সবাকার হেথা বিলম্ব দেখিয়া।
গোপ গোপীগণ আছে পথ নেহালিয়া।
তত্ত্ব বোলে প্রবোধ করিহ তা সবারে।
রাজা হৈয়া পাল প্রজা গোকুলনগরে ॥
আমারে ভাবিহ মনে না ছাড়িহ দয়া।
পালিহ গোধন বৎস যতন করিয়া ॥

দিন কত বিহার করিয়া মধুপুরে।
তবে পুনরপি যাব গোকুলনগরে॥
শ্রীদাম সুদাম দাম নন্দ যশোদারে।
মোহন বচনে বোধ করিল সবারে॥
তবে নন্দ শকট সাজায়ে শত ভার।
গোকুলনগর মুখে কৈল আগুসার॥
কহিল কৃষ্ণের আজ্ঞা গোপ গোপীগণে।
দিন চারি অন্তরে আসিবে রামকানে॥
আনন্দে বৈসেন নন্দ গোকুল ভুবনে।
কৃষ্ণের লাবণ্য নিশি দিন পড়ে মনে॥
নন্দকে বিদায় দিয়া শ্রীমধুসূদন।
উগ্রসেনে চক্রপাণি বলেন বচন॥
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ যত বন্ধুগণ।
কংসভয়ে স্থান ত্যজি গেছে সর্ব্বজন॥
লোকে পত্র লিখি পাঠাইল দেশে দেশে।
যত্ন করি সবাকারে আনাইল বাসে॥
যাঁর যেবা জল স্থল বৃত্তি ভোগ আদি॥
সবাকারে দিল হরি দয়ার অবধি।
সর্ব্বমুখে শুনি কৃষ্ণ মথুরার রাজা।
দেখিতে আইল তাঁরে সকল পরজা॥
শুকদেব বলে রাজা কহিনু তোমারে।
তপফলে বসুদেব পাইল কৃষ্ণেরে॥
ভাগ্যবতী দৈবকী পাইল নারায়ণে।
নানাবিধ উপহার করিয়া যতনে॥
হেনরূপে মথুরানগরে নরহরি।
সভামধ্যে বৈসে কৃষ্ণ রাম সঙ্গে করি॥
পরম পণ্ডিত যত মধুপুর জন।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত শ্লোক আদি অধ্যয়ন॥
বৈসয়ে পণ্ডিতবর্গ সভার ভিতর।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা বিস্তর॥
পণ্ডিতমণ্ডলী মাঝে শোভে নাহি মূর্খ।
দেখি শুনি রাম কৃষ্ণ মনে ভাবে দুঃখ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা হইল আকাশে।
সভা ভাঙ্গি গৃহে গেলা রাম হৃষীকেশে॥
মাতা পিতা আগে কৃষ্ণ কহে দুঃখী হৈয়া।
দুঃখীশ্যাম কহে প্রভু মোরে কর দয়া॥২১১॥

রামকৃষ্ণের অবন্তীনগরে গমন।

রাগ বারাড়ি।

জনক জননী আগে রাম কৃষ্ণ অনুরাগে
বিরস বদনে বলে বাণী।
আজু বসি সভাস্থানে মধুমতী বিদ্যমানে
পাজে মোর ব্যাকুল পরাণী॥
ব্রজপুরে নন্দঘরে ধেনু রাখি বনান্তরে
গোঁয়াইনু এ বার বৎসর।
বিদ্যা না পড়িনু তথা পণ্ডিতসমাজে এথা
না পারিনু বলিতে উত্তর॥
অবিদ্যাজীবন যেই অকারণে তার দিহি
নিষ্ফল জনম মহীতলে।
পণ্ডিতজনের মাঝে মূর্খ কভু নাহি সাজে
বক যেন মরালমণ্ডলে॥
বনের মালতী যেন অকারণে বড়ে তেন
মূর্খের জীবনে কিবা কাজ।
আমি সে মথুরামণি বিদ্যারস নাহি জানি
পাছে লোক মাঝে পাই লাজ॥
মধুপুরজন যত বিদ্যারত সুপণ্ডিত
মোরে বিদ্যা পরম সন্দেশ॥
কহিল স্বরূপ কথা শুন শুন পিতা মাতা
পড়িবারে যাব দূরদেশ॥
তবে কহে বসুদেব সুপণ্ডিত আনি দিব
ঘরে বসি কর অধ্যয়ন।
দেখিয়া ও চাঁদমুখ পাই মনে মহাসুখ
শুন রাম [illegible]॥

পিতার বচনে পুন বলে হরি সঙ্কর্ষণ
বিদ্যাসিদ্ধি না হয় মন্দিরে।
আমি সে রাজ্যের রাজা দেখিতে আইসে প্রজা
চলহ গহন নিরন্তরে॥
এতেক বলিয়া হরি পিতা মাতা বোধ করি
মেলানি মাগিল দুইজনে।
তবে বসু দৈবকী শুভযাত্রা কৈল দেখি
বিদায় দিলেন রামকানে॥
তবে রাম গোবিন্দাই চলি গেলা দুটী ভাই
উপনীত অবন্তীনগরে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখনন্দন গায় সারে॥ ২২০॥

কৃষ্ণ-বলরামের বিদ্যা অধ্যয়ন।

রাগ করুণা।

শুন নৃপবর অবন্তীনগর
রামনারায়ণ গেলা।
মন্দির নিগমে মুনিবর স্থানে
দেখি দিব্য পাঠশালা॥
তপোধন সুখে অনেক বালকে
অধ্যয়ন সাবধানে।
সর্ব্বগুণযুত কর্ম্ম করে নীত
জগতে যশ বাখানে॥
দেখি সুখ মনে মুনির চরণে
প্রণমিল রাম হরি।
আসন ত্যজিয়া আশীষ করিয়া
দোঁহাকারে কোলে করি॥
অপরূপ হয় কি কারণে কয়
কিবা সে দোঁহার নাম।
কহে মুনিবরে পড়িবার তরে
[illegible]॥

মুনি ভাগ্য মানি সহিত ব্রাহ্মণী
পুত্রস্নেহ অতিরেকে।
অন্নজল দিয়া যতন করিয়া
দোঁহারে পড়ান সুখে॥
পরে রাম হরি করে খড়ি ধরি
অক্ষর করিলেন জ্ঞান।
সংস্কার সাধি মহা বল বুদ্ধি
ব্যাকরণ করি বাখান॥
নাটক নাটিকা স্মৃতি শ্রুতি টীকা
ভাগবত পুরাণাদি।
নিগম ধেয়ানে যোগী নাহি জানে
সে পন্থ বিদ্যা-অবধি॥
দশকর্ম্ম পুথি পড়িল শ্রীপতি
ভারত বাখান করি।
যত কাব্য সব শিখিল মাধব
গুরু তরাসিত হেরি॥
দীপিকার তন্ত্র শেষগুণ মন্ত্র
গজবিদ্যা অঙ্গভার।
অবনীর মাঝে যত বিদ্যা আছে
অবিদিত নাহি আর॥
চোষট্টিদিবসে রাম হৃষীকেশে
চৌষট্টি কলা শিখিল।
পূর্ণ অধ্যয়ন জানি দুইজন
গুরুর নিকটে গেল॥
তবে রাম কান গুরু বিদ্যমান
প্রণতি করিয়া কহে।
মাগহ দক্ষিণা দিয়া দুইজনা
যাইব নিজ নিলয়ে॥
যেই ইচ্ছা মনে মাগ মোর স্থানে
নিশ্চয় তোমারে দিব।
বিলম্ব না সয় শুন মহাশয়
বেগে মধুপুরে যাব॥

দোঁহার উত্তর ভাবে দ্বিজবর
এ দোঁহে মানব নয়।
বলে যে মাগিব তাহা আমি দিব
এই দেব দয়াময়॥
দোঁহার উত্তর শুনি দ্বিজবর
চলিল ব্রাহ্মণী পাশে।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
শ্রীমুখনন্দন ভাষে॥ ২২১॥

শঙ্খাসুর বধ।

রাগিণী টোড়ী।

আমার জীবন যাদুমণি॥ ধ্রু॥

হরি বলরাম যবে মাগিল মেলানি।
মায়া মোহে কান্দি দ্বিজবর বলে বাণী॥
তিলেক বিশ্রাম কর শুন দুই জনা।
ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসিয়া মাগিব দক্ষিণা॥
এত বলি দ্বিজবর চলিলা মন্দিরে।
কহিল সকল কথা ব্রাহ্মণী গোচরে॥
হেথা এসো প্রাণপ্রিয়ে বলি হে তোমারে।
মেলানি মাগিল মোরে রাম দামোদরে॥
দক্ষিণা মাগিব যাহা তাহা দিতে চাহে।
শুনিয়া ব্রাহ্মণী কান্দে বালকের মোহে॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোঁহে কান্দিয়া কান্দিয়া।
রামকৃষ্ণ সন্নিকটে দাণ্ডাইল গিয়া॥
দক্ষিণা মাগিব কিবা শুন রাম কান।
পুত্রের শোকেতে মোর বিদরে পরাণ॥
এক মাত্র পুত্র ছিল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
সুবুদ্ধি সুবিদ্যাবন্ত গুণের সাগর॥
হেন পুত্র হারাইলাম তপস্যার কালে।
ডুবিয়া মরিল [illegible] সমুদ্রের জলে॥
নিফল জীবন অপুত্রক ক্ষিতিমাঝে।
যে পুত্র মরিল তাহা মাগি কোন্ কাজে॥
না কান্দহ বিপ্রনারী বলে রাম কানে।
সেই পুত্র দিব আমি তোমা বিদ্যমানে॥
যে মারিল পুত্র তব বধিব সে জনে।
যম জিনি দিব আনি তোমার নন্দনে॥
এত বলি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী প্রবোধিয়া।
সমুদ্রের কূলে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া॥
মহাক্রোধী হৈয়া কৃষ্ণ যুড়িল সন্ধান।
তরাসে বরুণ আইল কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
বরুণ প্রাণের ভয়ে থরথর কাঁপে।
প্রণতি করিয়া কহে গোবিন্দ সমীপে॥
আমি নাহি মারি প্রভু ঋষির কুমারে।
যে মারিল তার বার্ত্তা শুন চক্রধরে॥
শঙ্খাসুর সুত পঞ্চজন্য নাম ধরে।
ঋষিপুত্র গিলিয়াছে সমুদ্র ভিতরে॥
বার্ত্তা পেয়ে রাম কৃষ্ণ নাম্বিল সাগরে।
চাহিয়া বুলেন পঞ্চজন্য শঙ্খাসুরে॥
জল লক্ষ যোজন গম্ভীর রত্নাকর।
দেখিতে না পাই কোথা আছে শঙ্খাসুর॥
চাহিয়া বুলেন জলে রাম নারায়ণ।
দোঁহা দেখি উঠে শঙ্খা করিয়া গর্জ্জন॥
শঙ্খা দেখি কোপে কৃষ্ণ ধরেন ধাইয়া।
পিছলি পড়িছে গায় গেল পিছলিয়া॥
গহন গভীর জলে প্রাণ লয়ে ভাগে।
খেদাড়িয়া যায় কৃষ্ণ তার লগে লগে॥
বিক্রমে কেশরী কৃষ্ণ ধরিল তাহারে।
শক্তিহীন কৈল তারে গদার প্রহারে॥
প্রাণত্যাগ কালে শঙ্খা বলিল বচন।
যমের জাঁতায় আছে গুরুর নন্দন॥
ভগবান।
বৈকুণ্ঠ চলিল শঙ্খা [illegible] বিমান॥

তার নাভিশঙ্খ কৃষ্ণ নিল নিজ করে।
শঙ্খ বধ করি কৃষ্ণ গেল যমপুরে ॥
কৃষ্ণে দেখি পাপিলোক যায় মুক্ত হৈয়া।
দুঃখীশ্যাম ডাকে নাথ মোরে কর দয়া ॥২২২॥

যমপুরী হইতে মুনিপুত্রের উদ্ধার।

রাগিণী পটমঞ্জরী।

শঙ্খাসুর বধি জলে রামকৃষ্ণ কুতূহলে
চলি গেল সঞ্জীবনী পুরী।
কৃষ্ণে দেখি প্রেতপতি দণ্ডবৎ করে স্তুতি
বসাইল সিংহাসনোপরি ॥
দেখে সে যমের পুরী পাপীকে প্রহার করি
ফেলাইল পুরীষের কুণ্ডে।
বড় বড় কীট খায় চক্ষু মেলি যদি যায়
দুত সে মুদ্গর মারে মুণ্ডে ॥
গলেতে বড়সী দিয়া কারে গাছে বাঁচে লৈয়া
কার মুণ্ডে দিয়াছে পাষাণ।
তাম্র নারী তপ্ত করি কার কোলে দেয় ধরি
ক্ষুরে মাংস কাটে খান খান ॥
যমের যাতনা যত বলিবারে পারি কত
উচ্চরবে ডাকে পাপিগণ।
দেখিয়া দয়াল হরি বলে সবে যাহ তরি
পুষ্পরথে বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
শুন মহানৃপমণি দয়া করি চক্রপাণি
পাপিজনে পাঠান বিমানে।
পরম আনন্দ সবে নৃত্য গীত কলরবে
গেলা সবে বৈকুণ্ঠের স্থানে ॥
পাপিলোক স্বর্গে যায় দেখিয়া দুঃখিত তায়
চিত্রগুপ্ত [illegible] খড়ি।
এবড় প্রমাদ ভেল পাপী সব স্বর্গে গেল
অকারণে কিবা লিখি পড়ি ॥
কেশব কহিল যম কেন কর মতিভ্রম
ত্যজহ মনের অভিমান।
স্বরূপ কহিনু তোরে নয়নে দেখিলে মোরে
পাতকী পাইবে পরিত্রাণ ॥
মোর নাম ধরে যেবা বৈষ্ণব করয়ে সেবা
দূত না পাঠাবে তার দ্বার।
কলি মধ্যে পাপিগণ হইবেক অচেতন
সুখেতে করিহ অধিকার ॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা দিল যবে শুনিয়া শমন তবে
কহে প্রভু কেন আগমন।
গোবিন্দ বলিল বাণী কোথা আছে দেহ আনি
মোর আগে মুনির নন্দন ॥
আজ্ঞা পেয়ে প্রেতপতি যাঁতা হৈতে শীঘ্রগতি
দিল আনি দ্বিজের কুমার।
গুরুপুত্র লয়ে হরি রথে আরোহণ করি
চলি গেল অবন্তীবাজার ॥
তবে প্রভু ভগবান গিয়া গুরু বিদ্যমান
পুত্র দিল ব্রাহ্মণীর কোলে।
ভরসা গোবিন্দ পায দুঃখীশ্যাম দাস গায়
কৃষ্ণরস গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২২৩ ॥

গুরুদক্ষিণা দানপূর্ব্বক রাম কৃষ্ণের মথুরা প্রত্যাগমন।

রাগ সারেঙ্গ।

বন্ধু নারায়ণ সুখদাতা ॥ ধ্রু ॥

হেনমতে রামকৃষ্ণ অবন্তীনগরে।
পুত্র লয়ে সমর্পিল ব্রাহ্মণী গোচরে ॥
পুত্র পেয়ে উল্লসিত ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
পুত্রোৎসবে কৈল দান নানা রত্নধন ॥

জানাজানি হৈল লোক এসব কথনে।
যম জিনি আনি দিল গুরুর নন্দনে ॥
ধন্য ধন্য রামকৃষ্ণ ঘোষে সর্ব্বজনে।
তবে মুনি আশীষ করিল রামকানে ॥
নানা রত্ন আভরণে বিচিত্র বসনে।
কর্পূর তাম্বুল মাল্য সুগন্ধি চন্দনে ॥
মুনি কহে শুন বাণী রাম দামোদর।
দক্ষিণা পাইলাম আমি দোঁহে যাহ ঘর ॥
পড়িলে যে সব বিদ্যা হবে লক্ষগুণে।
কীর্ত্তিমন্ত হবে যশঃ ঘুষিবে ভুবনে ॥
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ দোঁহে দণ্ডবৎ করি।
তবে রাম গোবিন্দ চলিলা মধুপুরী ॥
যাইতে হইল পথে দিন অবশেষ।
রামকৃষ্ণ সায়াহ্নে মথুরা পরবেশ ॥
বাপ মায় প্রণাম করিল দুইজন।
দেখিয়া দৈবকী বসু আনন্দ বদন ॥
দৈবকী রন্ধন কৈল অতি শুদ্ধচিত্তে।
ভোজনে বসিল বসু রামকৃষ্ণ সাথে ॥
আচমন করি ভোগ তাম্বুল কর্পূরে।
দুই ভাই শুতিলেন পালঙ্ক উপরে ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে।
হেন রূপে গোবিন্দ বিহরে মধুপুরে ॥
কুবজী করিছে আশা কৃষ্ণ ভজিবারে।
তার ভাব গদাধর জানিল অন্তরে ॥
উদ্ধব সংহতি করি কমললোচন।
কৌতুকে চলিল কৃষ্ণ কুবজা ভবন ॥
কৃষ্ণ আগমন আশে কুব্জার উল্লাস।
নানাবিধ মত করি সাজাইল বাস ॥
বিচিত্র চিত্রিত ঘর অতি মনোহর।
চন্দনের ছড়া ঝাঁটি সুবাস সুন্দর ॥
উপরে পতাকা চেঁটে কনকের যারা।
খচিত মুকুন্দ মণি [illegible] ঝারা ॥

নানা রত্ন বস্ত্র মধ্যে পালঙ্ক নেহালি।
আসে পাশে রাখিয়াছে চিত্রিত পুত্তলি ?
নানা উপহার আনি সুগন্ধি চন্দন।
ভৃঙ্গারে ভরিয়া জল অমৃত তুলন ॥
দ্বারে বসি আছে কৃষ্ণ দরশন আশে।
দুঃখীশ্যাম কহে প্রভু গেল তার বাসে ॥২২৪॥

শ্রীকৃষ্ণের কুব্জার সহিত বিলাস।

রাগ ধানশ্রী।

শুন রাজা পরীক্ষিত কুব্জী গৃহে উপনীত
উদ্ধব করিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ দেখি সন্নিকটে অঞ্জলি করিয়া উঠে
প্রেমভরে পুলকিত অঙ্গে ॥
কুব্জীর অস্থির মতি দণ্ডবৎ করি স্তুতি
বসাইল রত্ন সিংহাসনে।
আনি সুশীতল বারি পাদ প্রক্ষালন করি
পাদোদক খাইল শুদ্ধমনে ॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া কস্তূরী চন্দন চুয়া
ধূপ দীপ গন্ধ আমোদনে।
নানা উপহার আনি কটাক্ষ সন্ধান হানি
দাণ্ডাইল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥
অঙ্গ ভঙ্গ হাস্যোল্লাস নাগরী নাগর পাশ
বাহু পসারিল দামোদর।
আলিঙ্গন দিয়া সুখে চুম্বন করিয়া মুখে
বসাইল পালঙ্ক উপর ॥
রতিরসে সুপণ্ডিত রভসে সরস চিত্ত
যেন অলি কমল কুসুমে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে ধিয়ানে না পায় তাঁরে
কুব্জী সঙ্গে রসসমাগমে ॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিত [illegible] বদনে বিলাসে হাস
উথলিল [illegible]

কুব্জী বড় ভাগ্যবান দয়া করি ভগবান
বলিলেন মাগি লহ বর॥
কুব্জী বলে শুন হরি চরণে গোচর করি
পরিতোষ না হইল মন।
ভজিতে লালসা তোরে দিন চারি মোর ঘরে
কৌতুকে বঞ্চিবে নারায়ণ॥
ভক্তিমতী অভিলাষে আরতি পিরীতি রসে
রহে কৃষ্ণ চতুর্থ দিবস।
রাধাকৃষ্ণ পদ রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
গোবিন্দমঙ্গল মধুরস॥ ২২৫॥

কৃষ্ণের অক্রূরগৃহে গমন।

রাগিণী টোড়ী।

কে জানে রামের নাম।
বেদে দিতে নারে সীমা॥ ধ্রু॥

মুনি বলে শুন রাজা কুব্জী গৃহে হরি।
রঙ্গরস কৌতুকে রহিলা দিন চারি॥
কুব্জীর অভাগ্যকথা শুন নৃপবর।
কামে মত্ত হৈয়া না মাগিল অন্য বর॥
অখিল শরণদাতা দয়া কৈল তারে।
প্রেমভক্তি না মাগিয়া মাগে কাম বরে॥
সহজে সামান্য বুদ্ধি গোবিন্দের মায়া।
ঐকান্তী বিহনে নাহি পায় পদছায়া॥
পরম দুর্ল্লভ সেই গোবিন্দ ভজন।
যেখার মনের মত দেন নারায়ণ॥
কুব্জীর মানস পূর্ণ করি দামোদর।
উদ্ধব সংহতি গেল অক্রূরের ঘর॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি অক্রূর বিভোর।
কে কহিতে পারে তার আনন্দের ওর॥
প্রেমভরে পুলকিত পদ প্রদ অঙ্গ।
কৃষ্ণ দরশনে কত প্রেমের তরঙ্গ॥

দণ্ডবৎ করে ভূমি অবনত শিরে।
অশ্রুজল ঝরে আঁখি কম্পিত অধরে॥
সিংহাসনে বসাইল শ্রীমধুসূদনে।
সুশীতল জল আনি পাখালি চরণে॥
পাদোদক পান করি সবর্গ সহিতে।
মঙ্গল আবতি কৈল দেব জগন্নাথে॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে।
ষড়ঙ্গে করিল পূজা ত্রিদশ ঈশ্বরে॥
পূজিল উদ্ধব তবে বিবিধ বিধানে।
নানা আভরণ দিল বিচিত্র বসনে॥
উদ্ধব বিস্ময় অক্রূরের ভাব দেখি।
বসিল অবনীতলে আসন উপেক্ষি॥
তবেত অক্রূর কর যুগল করিয়া।
হরিপদে স্তব করে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
কৃপা কর জগদীশ করি নিবেদন।
জন্মে জন্মে পাই যেন ও রাঙ্গা চরণ॥
এই মোর নিবেদন শুন দয়াময়।
কর্ম্ম অনুসারে যথা তথা জন্ম হয়॥
সে দেহে যেমন ভক্তি রহে তব পদে।
সেবক করিয়া রাখ নিজ পরসাদে॥
অক্রূরের ভাব দেখি কমল নয়ন।
হাতে ধরি তুলি তারে দিল আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ বলে অক্রূর শুনহ মোর বাণী।
গৌরব কুটুম্ব তুমি হেন কর্ম্ম কেনি॥
অক্রূর বলয়ে হরি না করিও মায়া।
শীতল হইতে চাই দেহ পদছায়া॥
অভয় শরণদাতা তুমি কৃপাসিন্ধু।
কেবল করুণাময় পতিতের বন্ধু॥
সংসারসাগরে পড়ি মায়ায় মোহিত।
সর্ব্ব রসে রসী তব ভজনে বঞ্চিত॥
কি কহিতে পারি প্রভু তোমার মহিমা।
চরণে শরণ দিয়া কিনিলে হে আমা॥

শ্রীকৃষ্ণ সদয় দেখি অক্রূরের ভক্তি।
ইহলোকে সুখে থাক অন্তে পাবে মুক্তি॥
অক্রূরেরে অনুগ্রহ করি নরহরি।
উদ্ধব সংহতি কৃষ্ণ গেলা নিজ পুরী॥
শুন পরীক্ষিত রাজা পুরাণ বচন।
ওথা গোপী গোবিন্দেরে চিন্তে অনুক্ষণ॥
গোপীর একান্ত ভাব অন্তরে জানিয়া।
উদ্ধবে কহেন কৃষ্ণ আশ্বাস করিয়া॥
চল তুমি প্রবোধ করিতে গোপীগণে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে॥ ২২৬॥

উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন।

রাগ কল্যাণ।

গোপীর একান্ত ভাব জানি প্রভু পদ্মনাভ
উদ্ধবে ডাকিয়া কহে হরি।
তুমি মোর নিজ জন চল দ্রুত বৃন্দাবন
প্রবোধ করিতে ব্রজনারী॥
যত সব গোপনারী কুলকর্ম্ম পরিহরি
শরণ লইল মোর পায়।
আমা বিনে চিত্তে আর অন্য নাই তা সবার
অহর্নিশ আমারে ধেয়ায়॥
মথুরাগমন দিনে না কহিয়া গোপীগণে
অক্রূর সংহতি আসি রথে।
তাহা দেখি ব্রজজায়া গুরুভয় উপেক্ষিয়া
আমা প্রতি আগুলিল পথে॥
কহিল সে গোপীগণে মধুপুরী চারি দিনে
দেখিয়া আসিব গোপপুরে।
পথ নিরখিয়া যেন আছয়ে গোপিনীগণ
সেকারণে পাঠাই তোমারে॥
আমার কহিও বাণী হিত উপদেশ জানি
[illegible] করিহ অঙ্গীকার।

এতেক বলিয়া হরি উদ্ধবেরে দয়া করি
বলে চল রথের উপরে॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পাইয়া উদ্ধব আনন্দ হৈয়া
বিদায় মাগিল পদতলে।
কৃষ্ণ অনুচর মতে গোপপুরে প্রবেশিতে
বৃন্দাবনমুখে বেগে চলে॥
আরোহণ করি রথে চলিল হরষ চিত্তে
যমুনা হইল পথে পার।
দিবা শেষে উত্তরিয়া ব্রজপুরে প্রবেশিয়া
নন্দালয়ে কৈল আগুসার॥
উদ্ধব গমন শুনি আগে আইল ব্রজমণি
পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে ততক্ষণ॥
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন॥ ২২৭॥

উদ্ধবের সহিত নন্দ যশোদার কথা।

রাগ কেদার।
দেখ গোরাচাদের বাজার॥ ধ্রু॥

শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা।
দিবা শেষে উদ্ধব গোকুলপুরে গেলা॥
সে দিনে গোয়ালাকুলে আনন্দ উৎসব।
হেনকালে নন্দালয়ে প্রবেশে উদ্ধব॥
রথ রাখি সিংহদ্বারে পদব্রজে যায়।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া নন্দ আইল তথায়॥
ষড়ঙ্গে করিল পূজা উদ্ধবের তরে।
দিব্য গৃহে বসাইল পালঙ্ক উপরে॥
আদর করিয়া দিল মধুর ভোজন।
কর্পূর তাম্বূল মালা সুগন্ধি চন্দন॥
নন্দ বলে [illegible] কহিবে সুবচন।
কৃষ্ণনাম কহিতে [illegible]॥

কান্দিয়া যশোদা নন্দ কহেন উদ্ধবে।
নিরবধি পোড়ে মন না দেখি যাদবে॥
তিলেক যে চান্দ মুখ না দেখিলে মরি।
আমা সবাকারে মনে না করিল হরি॥
তার গুণ গণিতে ঝুরয়ে দুটী আঁখি।
সে কানু বিহনে সব অন্ধকার দেখি॥
যতেক প্রবোধি চিত্তে বোধ নাহি মানে।
অহর্নিশ দেখি কৃষ্ণ নয়নে নয়নে॥
গোধন লইয়া যায় গোপশিশু সাথে।
কতক্ষণে আসিবে চাহিয়া থাকি পথে॥
দেখিয়া সে চান্দ মুখ প্রাণ পাই তবে।
কেমন করিয়া মনে প্রবোধিব এবে॥
লীলা খেলা ক্রীড়া কর্ম্ম তার রূপ গুণে।
ভাবিতে গণিতে তনু বিন্ধিলেক ঘুণে॥
অনেক পুণ্যের ফলে নিধি পাইনু কোলে।
হারানু হাতের নিধি পাপ কর্ম্ম ফলে॥
শুনহ উদ্ধব এই অনুরাগে মরি।
আমা সবাকারে মনে না করিল হরি॥
নয়নের তারা কিবা পরাণ পুতলি।
বিস্মরিতে নারি তিলে রাম বনমালী॥
এই কথা মনে বড় আছিল সন্দেশ।
মথুরায় গিয়া পুনঃ না কৈল উদ্দেশ॥
কহিতে কহিতে কান্দে নন্দ যশোদায়।
বায়স পালিল কিবা কোকিলের ছায়॥
উড়িয়া চলিল পক্ষী পড়ি রয় বাসা।
সেই রূপে গেল কৃষ্ণ করিয়া নিরাশা॥
অনেক বিলাপ করে যশোমতি নন্দ।
কাতর দেখিয়া উদ্ধবেরে লাগে ধন্দ॥
করযোড় করিয়া উদ্ধব বলে বাণী।
তোমা সবা প্রবোধে পাঠাল চক্রপাণি॥
উদ্ধব প্রবোধ করি নন্দ যশোদারে।
দুঃখীশ্যাম কহে [illegible] মোরে॥

নন্দ যশোদার প্রতি উদ্ধবের উপদেশ।

রাগিণী করুণা।

নন্দ যশোদার পাশে গোবিন্দের ইতিহাসে
উদ্ধব যুগল করে কয়।
তোমা সবাকার তরে পাঠাইয়া দিল মোরে
সেই কৃষ্ণ দীন দয়াময়॥
শুন যশোমতি নন্দ সেই বাম শ্যাম চন্দ্র
অখিল জীবের সুখদাতা।
প্রকৃতি পুরুষ পর নিগমেব অগোচর
ত্রিগুণ ধারণ মাতা পিতা॥
সেই ত্রিদশের সার জীব লাগি অবতার
অনন্ত অগ্রজ বলরাম।
পুত্র স্নেহ ছাড়ি তারে ভক্তিভাবে নিরন্তরে
বদনে বলিবে তাঁর নাম॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি ধ্যান করি নিরবধি
যে পদ দেখিতে নাহি পায়।
সে প্রভু মনুষ্য রূপে উদ্ধারিতে ভবকূপে
নন্দসুত জগতে বলায়॥
অনন্ত চরিত্র তাঁর অনন্ত মহিমা যার
অন্ত না পাইল কোন জন।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম প্রণতপালন শ্যাম
খলকুল করে সংহারণ॥
শয়নে ভোজনে পথে সদাই চিন্তিবে চিত্তে
তিলেক বিস্মর পাছে তাঁরে।
তোমা সবাকার ভাব জানি প্রভু পদ্মনাভ
প্রবোধিতে পাঠায় আমারে॥
গোবিন্দের আজ্ঞা এই তোমারে [illegible] কই
ভাবিলে পাইবে নারায়ণ।
উদ্ধব সে তত্ত্বজ্ঞানী হিত উপদেশ জানি
প্রবোধ করিল [illegible]

উদ্ধব যশোদা নন্দ কৃষ্ণকথা প্রেমানন্দ
রজনী হইল অবসান।
কোকিল কাহল পূরে তরুডালে নাদ করে
নিদ্রা ত্যজে গোপিনী গোওয়াল॥
আলস্য ত্যজিয়া নারী মঙ্গল আচার করি
মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিল।
গৃহ ব্যবহার সারি ছান্দনী মন্থনী ধরি
বেগে দধি মন্থন করিল॥
মন্থন সারিয়া বেগে ব্রজবালা অনুরাগে
সাত পাঁচ মেলি এক সঙ্গে।
রত্ন আভরণ পরি কাঁখেতে কলসী করি
হাস্য পরিহাস রসরঙ্গে॥
যমুনার জলে যায় কেহ কেহ গীত গায়
করতালি দেয় কোন জন।
নন্দ দ্বারে দেখি রথ আলো করিয়াছে পথ
রত্নমণি উজোর কিরণ॥
দেখি রথ মনোহারী বেড়ে গোপী সারি সারি
কৃষ্ণ অনুচর মনে জানি।
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম দাস ভাষে
তার হরি ঘোর তরঙ্গিণী॥ ২২৯॥

উদ্ধবের নিকট গোপীগণের খেদ।

রাগ নিম কেদার।

কানু গুণে ঝুরয়ে পরাণ।
শ্যামবন্ধু বিনে মনে নাহি জানি আন॥ ধ্রু॥

শুন রাজা কৃষ্ণকথা পরম দুর্লভ।
নন্দ যশোদার প্রতি প্রবোধে উদ্ধব॥
কৃষ্ণকথা অনুরাগে পোহাইল রাতি।
নিত্যকর্ম [illegible] সারিয়া শীঘ্রগতি॥
বস্ত্র রত্ন পরি রথে কৈল আরোহণ।
হেনকালে পথে রথে বেড়ে গোপীগণ॥
উদ্ধব কৃষ্ণের চর জানি অনুমানে।
প্রেমাতুর হৈয়া ভাবে ঝুরয়ে নয়নে॥
হাহা কৃষ্ণ বলি কান্দে রথখান বেড়ি।
করযোড় করি উদ্ধবের পায় পড়ি॥
গোপীগণে দেখিয়া উদ্ধব নামে তলে।
দণ্ডবৎ করে তারে গোপিনী সকলে॥
তোমরা সকল গোপী কৃষ্ণ পরায়ণী।
দণ্ডবৎ কেন মোরে করিলে গোপিনী॥
কৃষ্ণ সঙ্গে প্রেমরঙ্গে করিলে সেবন।
তোমা সবাকারে কৃষ্ণ ভাবে অনুক্ষণ॥
তোমা সবা লাগি হরি পাঠাইল মোরে।
শুনিয়া কাতর গোপী কহে উদ্ধবেরে॥
পুলকিত তনু কেহ কম্পিত অধরে।
অনুরাগ ভরে কেহ কহে উদ্ধবেরে॥
অক্রূরে পাঠায় রথে পাপ কংসাসুর।
কপট করিয়া কৃষ্ণে নিল মধুপুর॥
প্রাণ তেয়াগিল কংস কৃষ্ণ দরশনে।
আমা সবাকারে মনে পড়ে এত দিনে॥
শুন হে উদ্ধব কৃষ্ণ এত মায়া জানে।
চারি দিনে আসিব বলিল বিদ্যমানে॥
পুনরপি না আইল বিস্মরিয়া আমা।
কি ভাগ্যে উদ্ধব কৃষ্ণ পাঠাইল তোমা॥
কহিতে কহিতে গোপী কান্দিয়া বিকল।
টল টল মুকুতা নয়নে বহে জল॥
কি কহিব উদ্ধব কানুর প্রেম ফান্দ।
মনোমোহনীয়া রূপ ধরে শ্যামচান্দ॥
সহজে আমরা সব গোয়ালার মেয়ে।
ভুজিল গোবিন্দ তথা বর বধূ পেয়ে॥
নানা রস বৈদগধী সে ধনী সকল।
তাহে নটবর শ্যাম [illegible]॥

তথা নানা রঙ্গে বন্ধু ভুলিল পিরীতে।
বঞ্চিত আমরা না পাইনু প্রাণনাথে॥
সে রসে রসিয়া শ্যাম রসবতী নারী।
কি গুণে আমরা পাব মুকুন্দমুরারি॥
কহিতে কহিতে গোপী কান্দিয়া বিকল।
শ্যামসঙ্গে গেল ব্রজ বৈভব সকল॥
কি কহিব উদ্ধব কহিতে ফাটে বুক।
যার লাগি গুরুজনে হইল বিমুখ॥
প্রেমাতুর হৈয়া সবে কহেন উদ্ধবে।
দুঃখীশ্যাম কহে গোপী কৃষ্ণপ্রেম পাবে॥২৩০

কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের অনুযোগ ও উদ্ধবের উপদেশ।

রাগ কেদার।

অনুরাগে ব্রজনারী উদ্ধবের করে ধরি।
বসাইল রত্ন সিংহাসনে।
মঙ্গল আরতি করি বসিয়াত সারি সারি
কহে কথা কৃষ্ণ স্মঙরণে॥
কৃষ্ণগুণ উনমাদে প্রেমাতুর গদগদে
হৃদি মধ্যে বাড়িল তরঙ্গ।
কেহ মৌন হৈয়া রহে কেহ উদ্ধবেরে কহে
বহে অশ্রু পুলকিত অঙ্গ॥
উদ্ধব শুনহ কথা শ্যামগুণে মর্ম্মব্যথা
কহিতে বিদরে বুক প্রাণ।
কৃষ্ণের এমনি মায়া আমরা না জানি তাহা
ছলমতি গোপিনী গোয়াল॥
চতুর-সুজন হরি জানে নানা রঙ্গ করি
ভঙ্গে ভুলাইল গোপিকারে।
পথিক জনের রীতি শ্রম ত্যজি শীঘ্রগতি
ত্যজিয়া চলিয়া নিজপুরে॥
কহিও কানুর পাশে দাসীকে নিবিনি-দোষে
তেয়াগিলে কি ধর্ম্ম তাহার।
দেখিয়া সুজন অতি শরণ লইনু তথি
দৈব দিল দুঃখের পসার॥
ভাবিতে রসিক রায় দিবস রজনী যায়
তাহে গুরু পুরী প্রিয়জন।
একে সে মরম দুঃখ তাহা দেখি গঞ্জে লোক
জীয়ন্তে থাকিতে সে মরণ॥
সে পহু আনন্দ রসে মধুপুর বধূ পাশে
বৈদগধী সে নব যৌবনী।
আমরা ব্রজের নারী কিবা রূপ গুণ ধরি
তেজিঞা বিস্মরিল যদুমণি॥
উদ্ধব কহেন শুন ভাগ্যবতী গোপীগণ
কেন মনে কর অভিরোষ।
সে প্রভু দয়াল বড় ভাবিলে পাইবে দৃঢ়
অনুরাগ ভরে দেহ দোষ॥
শুন সর্ব্ব ঠাকুরাণী আজ্ঞা দিল চক্রপাণি
প্রবোধিতে তোমা সবাকারে।
আমার বচনে মনে ভাব তাঁরে রাত্রিদিনে
তবে সে পাইবে গদাধরে॥
তোমরা পূর্ব্বের কালে অখণ্ড শ্রীফল দলে
কাম্য করি পূজিলে শঙ্করে।
হর দিল বরদান প্রেমে পাইলে ভগবান
দাসীরূপে ভজিলে কৃষ্ণেরে॥
তোমা সবাকার গুণ ভাবে কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ
যাঁরে যোগী ধেয়ানে না পায়।
অনেক যতন করি মোরে পাঠাইল হরি
প্রবোধিতে তোমা সবাকায়॥
উদ্ধব গোপীর লগে কৃষ্ণকথা অনুরাগে
বিনোদিনী আইল তথায়।
উদ্ধবে দেখিয়া হাসি গোপীর সমাজে বসি
দুঃখীশ্যাম দাস রস [illegible]

রাধিকা উদ্ধব সংবাদ।

রাগ বরাড়ি।

জনমুখে ধ্বনি শুনি বিনোদিনী
আইল উদ্ধব পাশে।
চর দরশনে প্রেম বাড়ে মনে
রসের তরঙ্গে ভাসে॥
বিনোদিনী দেখি আসন উপেখি
উদ্ধব প্রণতি করে।
রহে যোড় করে বসিবার তরে
রাধিকা বলিল তারে॥
কহ হে উদ্ধব কুশলে মাধব
আছেন অগ্রজ সঙ্গে।
আমার করমে কি বিধি ভরমে
নিখিল শোকতরঙ্গে॥
সুখময় শ্যাম মধুপুর ধাম
পাইল আনন্দ নিধি।
মনোমোহনীয়া শ্যাম চিকণীয়া
তাহে নানা বৈদগধী॥
কুবুজী তুলন ভাগ্যবতী হেন
না দেখি নাগরী মাঝে।
মনের হরিষে কোলে করে রসে
পাশে পায় ব্রজরাজে॥
রসিক সুজন সেই ভগবান
তুলনা কি দিব তারে।
কি ভাগ্য না জানি প্রভু শিরোমণি
পাঠাই দিল তোমারে॥
কহিতে কথন বিদরয়ে মন
বান্ধিতে না পারি হিয়া।
শ্যাম সঙ্গে যবে বঞ্চিলাম তবে
না জানি এত বলিয়া॥
শুনি এত সব কহেন উদ্ধব
[illegible] সুগল পাণি।
ত্যজহ বিষাদ প্রভুর প্রসাদ
শুন রাধা ঠাকুরাণী॥
তিলে তিলে শ্যাম মুখে রাধা নাম
সদাই স্মঙরে তোমা।
গোবিন্দ মঙ্গল কারুণ্য কেবল
সুরচিল দুঃখীশ্যামা॥ ২৩২॥

রাধিকার খেদোক্তি।

রাগ বসন্ত।

কি লাগিয়া মোরে মনে করিবে কানাই।
আর কি বা বৃন্দাবনে বিনোদিনী রাই॥
নয়ন নিমিখে কত যুগ বহি যায়।
অবিচ্ছেদ পিরীতি এমন দুঃখ তায়॥
তার লাগি জাতি কুলে দিয়া জলাঞ্জলি।
তবে প্রভু বিস্মরণ রাধা চন্দ্রাবলী॥
কহিও উদ্ধব সে বন্ধুর রাঙ্গা পায়।
দুঃখীশ্যাম কহে গোপী পাবে শ্যামরায়॥
অনুরাগ ভরে রাধা বিনোদিনী কয়।
মর্ম্ম দুঃখ শুনহ উদ্ধব মহাশয়॥
তুমি যে কহিলে কানু সদা স্মরে মোরে।
সে সব চাতুরী জানিলাম দৃষ্টান্তরে॥
আসিব বলিয়া গেলা সত্য এ বচন।
পুনরপি বন্ধুয়া না আইল বৃন্দাবন॥
তার নব অনুরাগ আগুনের ঘর।
কহিতে তোমারে যত দগধে অন্তর॥
এক দিন যাই আমি যমুনার জলে।
দেখিল নাগর কানু কদম্বের তলে॥
মোরে দেখি রহে পথে বাহু পসারিয়া।
আলিঙ্গন দিতে আসে ঈষৎ হাসিয়া॥
তার রস লাবণ্য দেখিয়া ত্রিভঙ্গিয়া।
হাতে হাতে [illegible]॥

মোর লাগি রহে কানু পথে দেখিবারে।
না খায় সে অন্ন পানী না দেখি আমারে॥
তার লাগি তেয়াগিনু কুল ভয় লাজ।
ভাবে বশ হইয়া ভজিনু ব্রজরাজ॥
রাধার বল্লভ কৃষ্ণ ঘোষে জগজ্জনে।
আমার জীবন কৃষ্ণ কেবা নাহি জানে॥
তোমারে কহিব সে কৃষ্ণের রস লীলা।
দুঃখীশ্যাম কহে কৃষ্ণ ভবজলে ভেলা॥২৩৩॥

উদ্ধব-চৌঁতিশা।

রাগ পাহাড়িয়া।

করুণ কাকুতি বাণী কহে রাধা বিনোদিনী
কৃষ্ণদূত কর অবধান।
কহিও কানুর পাশে কামিনী কপালদোষে
কোপ কৈল কমলনয়ন॥
কত না কহিতে পারি ক্রীড়া যত কৈল হরি
কল্পতরু কালিন্দীর কূলে।
কি মোর ভাগ্যের ফলে কেশব মথুরা চলে
কুবুজী কিশোর সঙ্গে খেলে॥ (১)
খগপতি নাথ হরি খল দানী রূপ ধরি
খায় ক্ষীর কাড়িয়া নবনী।
খিয়া দিয়া যমুনায় খেলে রঙ্গে যদুরায়
ক্ষীণ তরি ভরিয়া তরুণী॥
খণ্ড কংস অনুচরে খণ্ড খণ্ড করি তারে
ক্ষীর পানে মারিল পূতনা।
খেলে যত শিশু সঙ্গে খায় অগ্নি করি রঙ্গে
ক্ষিতিতলে রহিল ঘোষণা॥(২)
উদ্ধব হে!
গজি মোর [illegible] গিরি গোবর্দ্ধন ধরে
[illegible] রাখিল গোয়াল।

গোকুলের গোপী যত গৃহ পতি ছাড়ি ভব
গতি কৈনু সেই নন্দলাল॥
গোবিন্দের বড় মায়া গাছু তাজে হেলা দিয়া
গলা চাপি তৃণাবর্ত্ত মারি।
অভাগ্য গোপিনীগণে গেলা তেজি অব নে
গণিতে গণিতে গুণ ঝুরি॥(৩)
ঘর বড় পরমাদ ঘটে নাহি মনসাধ
ঘুষিতে কৃষ্ণের নাম মুখে।
ঘুচাই সঙ্কট যদি ঘরে পাপ সে ননদী
ঘোর দেখি শাশুড়ী সম্মুখে॥
ঘনশ্যাম নাহি দেখি ঘুণে জর জর সখী
ঘৃত গেলে ঘোল কোন্ গুণে।
ঘটাইয়া রসনিধি ঘুচাইয়া দিল বিধি
ঘরশূন্য শ্যামচাঁদ বিনে॥(৪)
উঠে চিত্তে অনুক্ষণ আর নহে অন্যমন
আমা সবাকার বন্ধু শ্যাম।
তার পায় আশা করি উত্তম পুরুষ হরি
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
উষত আছিল মন অনুক্ষণ দরশন
এত দূর হবে কেবা জানে।
অক্রূর আসিয়া রথে লয়ে গেল প্রাণনাথে
অন্ধকার গোকুল ভুবনে॥(৫)
চিক্কণ কালিয়া শ্যাম চিতচোর তার নাম
চাহিতে চেতন হরে কানু।
চরণে বঙ্কিম রাজে চলনি গজিয়া গজে
চন্দন চর্চ্চিত শ্যামতনু॥
চাঁচর চিকুর ভ.থ চূড়াটী চিকণ ভাতি
চঞ্চল বরিহা তার মাঝে।
চিন্তামণি নাম হরি চরিত্র লক্ষিতে নারি
চাঁদমুখে সুধা বংশী বাজে॥(৬)
শ্রীপতি কদম্বতলে ছাওয়াল সঙ্গেতে খেলে
ছুঁয়া ছুঁয়া আলিঙ্গন

ছলিয়া ব্রজের নারী মধুপুরে বৈসে হরি
ছার প্রাণ থুব কার তরে॥
শ্রবণে শুনিতাম যদি ছাড়ি যাবে গুণনিধি
ছন্দ করি রাখিতাম মুরারি।
ছল ছল অনুক্ষণ ছাড়িব সাগরে প্রাণ
ছায়া যদি না দিল শ্রীহরি॥ (৭)
যমুনার জলকেলি যতেক যুবতী মেলি
জগতমোহন শ্যাম রাজে।
যার যেই ইচ্ছা যায় জলকেলি করে তায়
যৌবন চুম্বন কেহ যাচে॥
জগদীশ পদ আশে জলের ঈশ্বর বাসে
যত্নে রাখি নন্দ গোপ জনে।
জানিয়া তাহার মতি জলে মজি যদুপতি
জনকের করে ধরি আনে॥ (৮)
ঝাঁপ দিল যমুনায় ঝাঁপিল ভুজঙ্গ তায়
ঝাঁকারিয়া উঠে ফণিশিরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ে যত ঝাঁকারে মস্তক তত
ঝটিত কালিনী স্তব করে॥
ঝঞ্ঝাট গোকুল পুরী ঝুরি মরে ব্রজনারী
ঝাট আইস বলে বলরাম।
ঝাড়িয়া কালির মান কুলেতে উঠিয়া কান
কমল ঘুরায় অনুপম॥ (৯)
এক দিন কুম্ভ কাঁকে একা যাই যমুনাকে
আমাকে দেখিল নারায়ণ।
ঈষৎ হাসিয়া হরি আইসে মোর বরাবরি
ইচ্ছি দিনু এ রূপ যৌবন॥
এ দুঃখ কহিতে ঠাঞি এমন ব্যথিত নাই
এপাট পড়সী প্রাণে বৈরী।
ইঙ্গিতে অবলা মারি এড়িয়া গেলেন হরি
একাকিনী কান্দিয়া সে মরি॥ (১০)
টলবল [illegible] টানেন কমলাপতি
চরণে [illegible] পান তারে।

টলবল করে ক্ষিতি টলি পড়ে দৈত্যপতি
টঙ্কার অখিল লোকে লাগে॥
টান বড় হৃষীকেশে টীটকারী দিয়া হাসে
রসিয়া রসায় বড় রঙ্গে।
টনক পড়িল শিরে টোটাই যশোদা ফিরে
পুত্র দেখি বাড়ল তরঙ্গে॥ (১১)
ঠাকুর কালিয়া কানু কদম্বে হেলায় তনু
ঠমক সুঠাম কত জানে।
ঠারি যারে চাহে হরি ঠেকি রহে সেই নারী
ঠাঞি নাঞি শ্যামপদ বিনে॥
ঠক বক বধি জলে ঠক বৎস অবহেলে
ঠেকাঠেকি তারে বধ করি।
ঠাকুরালি তাল বনে ধেনুকা বধিল রণে
দুটি ভাই মুকুন্দ মুরারি॥ (১২)
ডাগর প্রলম্বাসুরে ডাকি ডাকি করে চূরে
ডাকাবুকা সেই শ্যামরায়।
ডাক দিয়া গোপিকায় ডাকাইয়া কংসরায়
ডরে মৈল দেখি দোঁহাকায়॥
ডাকি যদি প্রাণনাথে ডাকিনী ননদী সাথে
ডুবিয়া মরিতে যায় সাধ।
ডরে ডরাইয়া মৈনু জর জর ভেল তনু
জানাব কি মোর অপরাধ॥ (১৩)
ঢল ঢল শ্যাম তনু সুগড় নাগর-কানু
ঢলি রঙ্গরসে কুঞ্জবনে।
বেড়ি গোপী মহাবাহ ঢুলায়ে চামর কেহ
কেলি কলা অকথ্য কথনে॥
ঢাকাইয়া মহাবিষে বিধির লিখন বশে
প্রাণনাথ গেলেন ছাড়িয়া।
ঢামালি চরিত্র তার বিচারিতে অনিবার
বিদরিয়া যায় মোর হিয়া॥ (১৪)
অচ্যুত অঙ্গের আভা উপমা নাহিক শোভা
অতুল অখিল লোকমাঝে।

এমন জনের সঙ্গে আজন্ম গোঙাব রঙ্গে
আন চিন্তিতে হৈল আন কাজে ॥
আমি একে অভাগিনী আর তাহে অনাথিনী
অপরাধী অনেক জনমে।
আশা কৈল যার তরে বিধাতা না দিল মোরে
আত্মঘাতী হইব সঙ্গমে ॥(১৫)
তপনতনয়া তীরে ত্রিভঙ্গ মুরতি ধরে
তিরশ্চ চাহিয়া হরে প্রাণ।
তেয়াগিয়া গৃহ পতি তার পদে দিয়া মতি
ত্বরিতে যৌবন দিনু দান ॥
তা বিনে না জানি আন তার গুণে পুড়ে প্রাণ
তবু প্রভু গেল তেয়াগিয়া ॥
তার বিনু কার নহি তোমাকে বিনয় কহি
পদাম্বুজে জানাইবে গিয়া ॥(১৬)
থাকি আমি গৃহে বসি স্থির নহে তার বাঁশী
স্থান স্থিতি না বুঝিয়া ডাকে।
থরহর করে তনু স্থির নহে ভেট বিনু
উপহাস করে যত লোকে ॥
স্থিতি কৈনু যাঁর পায় যদি সে ছাড়িয়া যায়
থুব প্রাণ আর কার লাগি।
থাল দণ্ড করি হাথে থাকিব সন্ন্যাসী পথে
শ্যাম নামে হইব বৈরাগী ॥(১৭)
দয়াল ঠাকুর হরি দধি মাগে কর ধরি
দেখে ব্রজপুর নরনারী।
দিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন দেই মুখে চুম্বন
দিল জাতি কুল ডালি করি ॥
দিনে দিনে বাড়ে দুঃখ না দেখিয়া চাঁদমুখ
দগদগি অন্তরে আমার।
দেবকীনন্দন হরি দাসীরূপে সেবা করি
দেখা দিতে কি দোষ তাঁহার ॥(১৮)
ধেনু সাথে বনে বনে ধায় ব্রজশিশু সনে
মধু বনে কৌতুকে খেলান।
ধরিয়া অরিষ্ট মারে ব্যোমকেশী অঘাসুরে
ধরণী পাইল পরিত্রাণ ॥
ধন্য ধন্য তাঁরে বলি ধূর্ত্ত বড় বনমালী
ধরে বেশ ভুবনমোহন।
ধৈইরজ কুল শীল ধর্ম্ম কর্ম্ম যত ছিল
রাঙ্গা পায় কৈনু সমর্পণ ॥(১৯)
নিঠুর নন্দের পো নাহি তাঁর মায়া মো
নিল বস্ত্র রতন হরিয়া।
লাজে নারীগণ মরে না দেখি অম্বর তারে
নানা গদ্য করে নীপে গিয়া ॥
নির্লজ্জ দেখিয়া হরি নিল বস্ত্র চুরি করি
নিকুঞ্জে করিল প্রেম দান।
নৃত্য গীত কলরবে নিরন্তর মহোৎসবে
নানা সুখ সঙ্গে ভগবান ॥(২০)
প্রিয়া পরালয়ে গিয়া পাসরিল প্রেম লেহা
পেয়ে তথা পরম পদ্মিনী।
পরিহাস রঙ্গ রসে প্রভু বঞ্চে তার পাশে
পাইল তারা পরম সুমণি ॥
পূর্ব্বে খণ্ড ব্রত কৈল প্রভু পদ না সেবিল
পাব কোথা সেই গোবিন্দাই।
পাপিনী গোপিনী যত প্রাণ পুড়ে অবিরত
প্রভু বিনে কেহ জানে নাঞি ॥(২১)
ফুটিল কুসুম যত ফুলে অলি উনমত্ত
ফাল্গুন বসন্ত ঋতু বায়।
ফুলের দোলায় দোলে ফাগু খেলে পদতলে
ফুল শর যুড়ে শ্যামরায় ॥
স্ফূর্ত্তি নাহি বিনু হরি ফাকর গণিয়া মরি
ফুকরিয়া কান্দি শোকাকুলে।
ফলিল করম গুণি ফাটে নাহি ক্ষিতি কেনি
প্রবেশিয়া যাইব পাতালে ॥(২২)
বানাই বিবিধ বেশ বৃন্দাবনে পরবেশ
বিহার বিনহ বঁধু [illegible]

বিম্বাধরে মন্দ হাসি বংশী বর্ষে সুধারাশি
বিধু নিন্দি বিমল বদনে ॥
বিদগধ দামোদর বনমালা রেণুধর
বাহু পসারিয়া প্রেম মাগে।
বিধি বাম ভেল মোরে বন্ধু সে রহিল দূরে
বিনয় বলিহ তার আগে ॥(২৩)
ভজিতে আছিল সাধ ভেল তাহে পরমাদ
ভগবান গেলেন ভাণ্ডিয়া।
ভুলিলাম কর্ম্মদোষে ভাল ফল পাব কিসে
ভাব বুঝি ভরম ভাঙ্গিয়া ॥
ভাগ্যবতী দৈইবকী ভুঞ্জে সুখ পুত্র দেখি
ভাগ্যহীন যশোদা গোপিনী ॥
ভাব ভক্তি পরকার ভজন না পাই তাঁর
ভয়ে ভয়াকুল ভেল প্রাণী। ॥(২৪)
মাধব মহিমা নিধি মহাসুখ নিরবধি
মরকত জিনি শ্যামতনু।
মণিমণ্ডপের মাঝে মণিময় রত্ন সাজে
মধ্যে সিংহাসনে রাধা কানু ॥
মণ্ডলী মণ্ডল অতি মধুর মঙ্গল গীতি
মৃদঙ্গ মুরজ সখী ধরে।
মন্দ মন্দ সমীরণ মুকুলিত তরুগণ
মত্ত ময়ূরী নৃত্য করে ॥ (২৫)
যোজনেক যুড়ি বৃক্ষ যার তলে লক্ষ লক্ষ
যোগেন্দ্রাদি মুনির ধ্যায়ান।
যোগমায়া সৃজি হরি তথা রাসক্রীড়া করি
জানে নাহি যোগেন্দ্র বয়ান ॥
জ্যোৎস্নায় যেমন জ্যোতি যমুনা বেষ্টিত তথি
যোগপৃষ্ঠে স্থল চিন্তামণি।
জিত্যানন্দ পদদ্বন্দ্ব যত্নে সেবে গোপীবৃন্দ
জলদ জড়িত সৌদামিনী ॥ (২৬)
রঙ্গিম [illegible] শ্যাম রাঙ্গা আঁখি অনুপম
রঙ্গিম [illegible] কটি [illegible]।

রসনা কিঙ্কিণী সাজে রতন মঞ্জীর রাজে
রাঙ্গা পায় ঝুনুঝুনু বাজে ॥
রমণীরতন রঙ্গে রাস রস শ্যাম সঙ্গে
রসময় তরু লতাগণ।
রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গ হেলি রহে প্রভু বনমালী
রঙ্গিয়া নাগর নারায়ণ ॥ (২৭)
লক্ষ লক্ষ সুরদ্রুম নীল পীত সুকুসুম
ললিত ধবল চারুডালে।
লাম্বে ঝারা থরেথর মণিরত্ন মনোহর
নানা চিত্র মুকুতা প্রবালে ॥
নীলময় শ্যাম বন্ধু কেবল করুণাসিন্ধু
লাবণ্য মুরতি নটবেশ।
ললিতাদি সখী নানা লগ্নজিতা সুলক্ষণা
প্রাণনাথে সেবয়ে বিশেষ ॥ (২৮)
বৃন্দাবতী হরিপ্রিয়া বিশাখা শ্যামলা প্রিয়া
বল্লভী সুলভী সুনাগরী।
বিপুল পুলক অঙ্গে বাহু বাহু ধরি রঙ্গে
অঙ্গনা অঙ্গনা মধ্যে হরি ॥
বাঢ়ল বহুত রঙ্গ বহে কত প্রেম গঙ্গ
বরিষে অমিয়া নবঘনে।
বুঝিতে না পারি মায়া বন্ধু বড় বিনোদিয়া
বেশ শেষ বিজুরি কিরণে ॥ (২৯)
শ্রীকৃষ্ণ গুণের সিন্ধু শ্রীমুখে মলিন ইন্দু
শ্রবণে মকরবর দোলে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ হার শ্রীবৎস লাঞ্ছন যাঁর
সেবয়ে সুরভি রতিপালে ॥
সুখময় ঘনশ্যাম সর্ব্বগুণে অনুপাম
ষোল কলা পূর্ণ সেই হরি।
সত্যভামা আদি যত সুনাগরী শত শত
শ্যাম সঙ্গে শোভে সারি সারি ॥ (৩০)
সমান বয়স বেশ সমান [illegible]
সমান [illegible]।

সেঁউতি মল্লিকা কুন্দ শিরীষ চম্পক গন্ধ
সুবাসিত পারিজাত মালা ॥
সন্তান সুকল্পতরু সুগন্ধ মেরুয়া চারু
সরোদ্যানে সুনির্ম্মিত অতি।
সলিল জিনিয়ামৃত শতদল সুবাসিত
ষট্পদ পীযূষ লুব্ধ মতি ॥ (৩১)
সারীশুক ডাকে ডালে সুস্বর কোকিল কুলে
সদাই সুখদ বৃন্দাবন।
সে সব কৌতুক খেলা সমাধান দিয়া গেলা
স্মঙরিতে শোক সর্ব্বক্ষণ ॥
সে হরি সবার প্রাণ সখা সেই ভগবান
সারথি নাহিক শ্যাম বিনে।
স্রোতের সিউলী যেন সঘনে চঞ্চল মন
সমাধি লাগিল রাতি দিনে ॥ (৩২)
হাম হীনমতি নারী হরি গেল পরিহরি
হইল সকল রস ভঙ্গ।
হিয়া মোর নহে স্থির অহর্নিশ মেলে চির
হানে বাণ দারুণ অনঙ্গ ॥
হরিকে কহিও তুমি হতাশ হইনু আমি
হিমে যেন কমলের নাশ।
হেন গতি গোপিকার দেখা দিবে একবার
হয় তবে রজনী প্রকাশ ॥ (৩৩)
ক্ষণেক না দেখি মুখ অনুক্ষণ বাড়ে দুঃখ
কি করিব এ পাপ পরাণে।
খেদমাত্র আছে সার স্মরিতে নাম তাঁহার
ক্ষমা দিব এ ঘর করণে ॥
লক্ষ্মীদেবী যে গোবিন্দে বক্ষে রাখি পদদ্বন্দ্বে
তবু তার না পাওল অন্ত।
কীটমতি গোপীগণ পাব কোথা নারায়ণ
সেই হরি মায়ায় অনন্ত ॥ (৩৪)
উদ্ধব জোড়িয়া পাণি করজোড়ে কহে বাণী
চিত্ত স্থির কর অনুদিন।
তোমা সবা প্রেমগুণ সদা স্মরে নারায়ণ
দুঃখীশ্যাম দাস সুবচন ॥ ২৩৪ ॥

উদ্ধব কর্ত্তৃক কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম কথন।

রাগ কৌশিক।

শুনিয়া এসব কহেন উদ্ধব
দূর কর অভিমান।
তোমা সবাকারে বোধ করিবারে
পাঠাইয়া দিল কান ॥
সেই বিশ্বম্ভর আত্ম কিবা পর
নাহিক তাঁহার মান।
ত্রিজগতে যত করিল বসত
সর্ব্বভূতে মতি জান ॥
শুন মোর বাণী সর্ব্ব ঠাকুরাণী
অধিক বলিব কিবা।
পরম হরিষে প্রভু পেয়ে পাশে
করিলে অনেক সেবা ॥
তাঁর আজ্ঞা এই সাদরে সদাই
অন্তরে আকুতি করি।
হৃদে অভিরাম রূপ গুণ নাম
বলিবে মদন ভরি ॥
নিতি সে নূতন প্রেম পুনঃ পুনঃ
পরম আনন্দ মনে।
ধ্যান ধরি লয় কহিনু নিশ্চয়
প্রবেশিলা নারায়ণে ॥
তোমা সবাকারে পাসরিতে নারে
পুরুষবর মুরারি।
আমি কি কহিব ধন্য গোপী সব
ধন্য ধন্য ব্রজনারী ॥

উদ্ধবের বোলে গোপিকা সকলে
ভাসিল প্রেমের জলে।
লোহ পুছি করে অরুণ অধরে
পুনরপি কিছু বলে ॥
আনন্দিত মনে যেবা শুনে ভণে
উদ্ধব গোপী সম্বাদ।
দুঃখীশ্যাম বাণী সুখে সেই প্রাণী
প্রবেশিবে পদ্মপাদ ॥ ২৩৫ ॥

উদ্ধব বারমাসি।

ভাদ্র মাসে হরি জন্ম ভারাবতারণে।
ভববিরিঞ্চির ভাব করিতে পালনে ॥
ভাগ্যবন্ত নন্দগৃহে দেখি শ্যামরায়।
ভাব কৈনু ভজিব কৃষ্ণের রাঙ্গা পায় ॥
উদ্ধব! ভরম ভাঙ্গিল।
ভকতবৎসল হরি মথুরায় রহিল ॥ ১ ॥

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা এই তিন পুরে।
আমরা আরোপি ঘট যমুনার তীরে ॥
অখণ্ড শ্রীফলদল অগুরু চন্দনে।
অনেক আরতি কৈনু গৌরী ত্রিলোচনে ॥
উদ্ধব! অনেক ভাগ্যের ফলে।
অম্বর হরিয়া আজ্ঞা দিলা গোপীকুলে ॥ ২ ॥

কার্ত্তিকেতে কল্পতরু মূলে চিন্তামণি।
কুঞ্জক্রীড়া কৌতুক কহিতে নাহি জানি ॥
কত রঙ্গ জানে কৃষ্ণ কিশোর শরীর।
কষ্ট দিলে যেন দহে কমল শিশির ॥
উদ্ধব হে! কহ কি করি উপায়।
কমললোচন কৃষ্ণ কৃপা করে যায় ॥ ৩ ॥

মার্গেতে গহন বনে প্রিয়ার বিচ্ছেদে।
আকুল হইয়া বুলি শোক গদ গদে ॥
আপনি আপনা গুণে প্রিয়া দিলা দেখা।
অনঙ্গ সাগরে হে আমরা পানু রক্ষা ॥
উদ্ধব! আর কি গোকুলে।
আশা পূর্ণ করি কিবা দেখিব গোপালে ॥ ৪ ॥

পৌষে প্রবল শীত পবন প্রবলে।
পাতিয়া পঙ্কজপত্র শুতি মহীতলে ॥
প্রভুর পিরীতি প্রেম মনে মনে গণি।
প্রতিবোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদিনী ॥
উদ্ধব! প্রিয়া গুণনিধি।
পাইনু পরশমণি বিড়ম্বিল বিধি ॥ ৫ ॥

মাঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণিমন্দিরে।
মহারঙ্গে রমিব মানস নিরন্তরে ॥
মাধবী মল্লিকা লতা কুঞ্জের ভিতরে।
মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে ॥
উদ্ধব! মরি হে ঝুরিয়া।
মনে করি মরিব মাধব স্মঙরিয়া ॥ ৬ ॥

ফাল্গুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে।
ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে ॥
ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়।
ফাগু মারে গোপিনী মঙ্গল গীত গায় ॥
উদ্ধব! ফাটিয়া যায় হিয়া।
ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্যাম স্মঙরিয়া ॥ ৭ ॥

চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু।
সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বন্ধু ॥
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ ব্যথায়।
চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায় ॥
উদ্ধব! চিত্ত ছল ছল করে।
চঞ্চল চড়ই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে ॥ ৮ ॥

বৈশাখে বিধের বাণে মলয়ের বায়।
বিরহী বিকল করে কোকিলের রায় ॥

বাসা ভাঙ্গি বন্নকী করিব তোরে দূর।
বন্ধুরে আনিয়া দেহ গিয়া মধুপুর॥
উদ্ধব হে! বিস্মরণ নয়।
বুকেতে বিষের শেল বাহির না হয়॥ ৯॥

জৈষ্ঠেতে যমুনা জলে যাদব সংহতি।
জলকেলি করে রঙ্গে যতেক যুবতী॥
জল ফেলি মারে গোপী গোপালের গায়।
যৌবন চুম্বন ধন যাচে যদুরায়॥
উদ্ধব! যত দুঃখ উঠে মনে।
জীয়ন্ত থাকিতে মরা গোবিন্দ বিহনে॥ ১০॥

আষাঢ়ে আঙ্গিনা রসে আছিনু শুতিয়া।
আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়া॥
আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া হাত।
উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ॥
উদ্ধব! অনেক যন্ত্রণা।
অধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা॥ ১১॥

শ্রাবণে সরস রস বরষা বিপুলে।
সরসিজ বিকশিত ষট্‌পদ হিল্লোলে॥
সুখ বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে।
স্মঙরি স্মঙরি কান্দি এভব তরঙ্গে॥
দুঃখীশ্যাম দাস গায়।
চিত্ত দৃঢ়াইলে গোপী পাবে শ্যামরায়॥ ১২॥ ২৩৬

উদ্ধব বিদায়।

রাগিণী ধানশ্রী।

অনুরাগে ব্রজনারী আদর কাকুতি করি
মাসাবধি রাখি উদ্ধবেরে।
যে বা লীলা যেই স্থানে সঙ্গে লৈয়া বনে বনে
দেখাইল কৃষ্ণ অনুচরে॥

এই বৃন্দাবন কুঞ্জ নানা রঙ্গ রস পুঞ্জ
সর্ব্বশূন্য শ্যামচাঁদ বিনে।
কহিতে অকথ্য হয় অনুরাগে তনু দয়
জানাইও রাতুল চরণে॥
গোপী উদ্ধবের যত কৃষ্ণকথা সুধামৃত
অধিক আমোদ দিনে দিনে।
তবে সে উদ্ধব ভাবে কহেন গোপিকা সবে
উপদেশ মধুর বচনে॥
শুন কহি সবাকারে সেই কৃষ্ণ নিরন্তরে
দৃঢ়ভক্তি ভাবিয়া যতনে।
মনের মানস রঙ্গে প্রবেশিবে কৃষ্ণ অঙ্গে
অনুরাগ না করিহ মনে॥
অনেক প্রকার করি রাধা আদি ব্রজ নারী
প্রবোধ করিয়া সবাকারে।
কহেন যুগল করে আজ্ঞা দেহ মোর তরে
যাব আমি মথুরা নগরে॥
এত শুনি গোপীগণ নানা বস্ত্র আভরণ
পুষ্প মাল্য কর্পূর তাম্বূল।
বিদায় করিতে চরে ভাসিল প্রেমের নীরে
কৃষ্ণরসে পরম আকুল॥
নিবেদিয়ে তৃণদন্তে জানাইও প্রাণনাথে
গোপীগণে দিবে পদছায়া।
অনেক বিনতি যেবা মনে আছে তার সেবা
স্মরণে রাখিও ব্রজজায়া॥
উদ্ধব অঞ্জলি করি প্রবোধিয়া ব্রজনারী
মেলানি মাগিল সবাকারে।
পরম আনন্দ চিত্তে আরোহণ করি রথে
চলিল চিন্তিয়া গদাধরে॥
পথে নদী হৈয়া পার রথে কৈল আগুসার
উপনীত মথুরানগরে।
গোবিন্দ নিকটে গিয়া দণ্ডবৎ হৈয়া
বিনতি করয়ে দামোদরে॥

উদ্ধবে জিজ্ঞাসা করি কহেন দয়াল হরি
কহ কহ গোপের কুশল।
দুঃখীশ্যাম শিশুমতি ভাষা ছন্দে করি পুঁথি
গীত কৈল গোবিন্দমঙ্গল॥ ২৩৭॥

উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের গোকুল-সংবাদ শ্রবণ।

রাগ বেলওল।

উদ্ধবে দেখিয়া আশ্বাস করিয়া
কহেন কমল আঁখি॥
নন্দ আদি করি যত ব্রজনারী
কহ কি আইলে দেখি॥
যোড় কর করি প্রভু বরাবরি
উদ্ধব বলেন বাণী।
ব্রজপুরে যত দেখিলাম কত
কহিব কিবা না জানি॥
তুমি কি না জান যেবা যার মন
তোমাতে সবার মতি।
নন্দ যশোদার আকুতি অপার
ঝুরয়ে দিবস রাতি॥
গোপীগণ মনে করুণা সঘনে
বিনোদিনী সে আকুলী।
দরশন বিনু জর জর তনু
শুন প্রভু বনমালী॥
চর মুখে শুনি ভাবে অনুমানি
মনে পড়ে বৃন্দাবনে।
তবে যদুপতি উদ্ধবের প্রতি
প্রেমে দিল আলিঙ্গনে॥
অনেক [illegible] মধুপুর দেশে
[illegible] নারায়ণ।
আনন্দ সকল মথুরামণ্ডল
সুখে দেখে প্রজাগণে॥
শুন পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত
তবে যে করিল হরি।
দুঃখীশ্যাম ভণে নারায়ণে
যদি যাবে ভব তরি॥ ২৩৮॥

জরাসন্ধের সহিত রামকৃষ্ণের যুদ্ধ।

রাগিণী টোড়ী।

শুক নারদে মহিমা গায়।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায়॥ ধ্রু॥

পরম আনন্দ রসে শুন পরীক্ষিত।
তবে মধুপুরে কৈল যতেক চরিত॥
কংসনারী আদি যত ছিল মধুপুরে।
স্বামীর বিচ্ছেদে গেল পিতার মন্দিরে॥
জরাসন্ধ মহারাজা মগধ ঈশ্বর।
কান্দিয়া কহিল গিয়া পিতৃবরাবর॥
বসুদেব-সুত কৃষ্ণ কৈল হেন গতি।
কংস আদি করি মাইল যত সেনাপতি॥
উগ্রসেনে রাজা করি ভুঞ্জে নানা সুখ।
তোমা বিদ্যমানে তনয়ার এত দুঃখ॥
কহিতে কহিতে কন্যা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
মারিব কংসের রিপু কহিল কন্যারে॥
আজ্ঞা দিল জরাসন্ধ সাজিতে বাহিনী।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ তেইশ অক্ষৌহিণী॥
কালযবনেরে রাজা পাঠাইল চর।
ত্বরিতে সাজিয়া আইসে মথুরানগর॥
তুমি আমি ইঙ্গিতে বধিব নারায়ণে।
তবে রাজ্য বিভোগ করিব সুখ মনে॥
এত বলি সাজে জরাসন্ধ নরপতি।
মধুপুর আসিয়া বেড়িল শীঘ্রগতি॥

অশ্ব গজ কলরব দুন্দুভি ঘোষণ।
দেখিয়া কুপিল যত মধুপুরগণ॥
হাসিল গোবিন্দ শুনি জরার গমন।
দুই ভাই প্রবেশিল করিবারে রণ॥
দারুক সাজিয়া রথ আনে বিদ্যমানে।
রথে চড়ি সংগ্রামে প্রবেশে রামকানে॥
কৃষ্ণ দেখি জরা করে বাণ বরিষণ।
রাম ধরে মুষল গোবিন্দ সুদর্শন॥
শঙ্খধ্বনি করি হরি প্রবেশিল রণে।
দুই ভাই কাটে সেনা নানা তীক্ষ্ণ বাণে॥
উগ্রসেন ধায় রণে সর্ব্বদল লৈয়া।
দুই দলে যুদ্ধ করে মহাক্রুদ্ধ হৈয়া॥
রথী রথী যুদ্ধ করে ধানুকী ধানুকী।
দণ্ডকার দণ্ডকার যুঝে ক্রোধমুখী॥
আগুয়ান হৈয়া যুঝে রাম নারায়ণ।
জরার উপরে করে বাণ বরিষণ॥
গদা চক্র ধরি রাম কৃষ্ণ করে রণ।
খণ্ড খণ্ড হৈয়া পড়ে যত সেনাগণ॥
প্রাণ তেয়াগিয়া পড়ে সৈন্য যে সকল।
শোণিতে বহিছে নদী ধরণী উজল॥
সৈন্য সামন্ত সব রণে গেল কাট।
উঠিয়া কবন্ধ কত তথা করে নাট॥
রথধ্বজ গজ বাজী যত সেনাপতি।
ক্ষণেক অন্তরে পড়ে লোটাইয়া ক্ষিতি॥
সংগ্রামে প্রখর কৃষ্ণ মহা যুদ্ধ জিনি।
তিন প্রহরে নিপাতিল তেইশ অক্ষৌহিণী॥
রণে ভঙ্গ দিয়া জরা যায় পলাইয়া।
যদুবল ধায় পাছে টীটকারি দিয়া॥
প্রাণ লয়ে জরাসন্ধ যায় নিজ দেশ।
রণ জিনি রাম কৃষ্ণ কৌতুক বিশেষ॥
হেনমতে সাজে জরা অষ্টাদশ বার।
মথুরা প্রবেশে রাম সৈন্য কে সংহার॥
রণ জিনি রঙ্গে কৃষ্ণ ত্রৈলোক্য ঠাকুর।
পরাভব পেয়ে জরা গেল নিজপুর॥
পুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ পরম হরিষে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভাষে॥ ২৩৯॥

দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ।

রাগিণী করুণা।

জরাসন্ধ রণে জিনি উগ্রসেনে ডাকি আনি
বিচারে বসিল রাম হরি।
নিবেশি মথুরা স্থানে বেড়য়ে অসুরগণে
বঞ্চিব সংগ্রাম কত করি॥
আজি হৈতে জরাসন্ধ লইয়া অসুর বৃন্দ
সাজিল সে অষ্টাদশ বার।
ইথে নাহি সুখ লেশ ত্যজিয়া মথুরা দেশ
অন্যত্র করিব আগুসার॥
সাগরে যাচ্ঞা করি করিয়া দ্বারকাপুরী
বসতি করিব সেই স্থানে।
দ্বারকা ভুবনে রৈয়া অর্জ্জুন সংহতি লৈয়া
প্রকারে বধিব দৈত্যগণে॥
এতেক বলিয়া হরি রথে আরোহণ করি
গেল কৃষ্ণ রত্নাকরকূলে।
কৃষ্ণ আগমন দেখি জলধি পরম সুখী
পূজা কৈল গোবিন্দ গোপালে॥
কৃষ্ণ কৈল জলরাজ স্থল দেহ সিন্ধুমাঝ
বসাইব দ্বারকানগর।
সিন্ধু বলে আমি কিবা করিব চরণসেবা
শুন প্রভু ত্রিদশ ঈশ্বর॥
বিশ্বকর্ম্মে ডাকি আনি আজ্ঞা দিল চক্রপাণি
নির্ম্মাইতে দ্বারকা নগর।
বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যমান উঠিল সে দ্বীপ খান
চৌরাশী যোজন [illegible]॥

গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়া বিশ্বকর্ম্মা হৃষ্ট হৈয়া
পুরী নির্ম্মাইতে দিল মন।
পঞ্চার্দ্ধ করিয়া স্থান আরম্ভিল গড়খান
আড়ে দীর্ঘে ছত্রিশ যোজন॥
গড়ের সে চারি দ্বার মধ্যে নির্ম্মাইল তার
প্রাচীর মন্দির মনোহর।
গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
সাজাইল দ্বারকানগর॥ ২৪০॥

কৃষ্ণের দ্বারকায় বসতি।

বিশ্বকর্ম্মা গড়ে পুরী দেখিতে সুন্দর।
প্রভুর রহিতে কৈল যোড়া বাস ঘর॥
আসে পাশে নির্ম্মাইল প্রকার প্রবন্ধ।
দ্বার পীড়া পরিপাটি অপূর্ব্ব বৃহন্দ॥
কৃষ্ণের মন্দির কৈল অতি সুশোভিত।
গৃহোপরি রত্ন কুম্ভ পতাকা নির্ম্মিত॥
প্রতি প্রতি সাজাইল নানা রম্য স্থান।
দিব্য স্থল রম্য জল করিল নির্ম্মাণ॥
বসু দৈবকীর গৃহ কৈল সুশোভিত।
উগ্রসেনে বাড়ী ঘর করিল নির্ম্মিত॥
অক্রূর উদ্ধব আদি যত যদুবল।
ক্রমে ক্রমে সাজাইল সবাকার স্থল॥
গো মহিষ গৃহ কৈল হস্তী ঘোড়া শাল।
সুরঙ্গ মণ্ডপ কৈল বসিতে গোপাল॥
নগর চত্বর কৈল বসিতে সুঠান।
জন প্রজা গৃহ হেতু করিলা নির্ম্মাণ॥
দেখিতে বিচিত্র পুরী হৈল পরিসর।
গোলক দোসর কিবা বৈকুণ্ঠ নগর॥
দেখিয়া কৌতুক বড় গোবিন্দের মন।
বিশ্বকর্ম্মে আ[illegible] দিল আলিঙ্গন॥

তবে আজ্ঞা দিল কৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনে।
মথুরা-বৈভব আন দ্বারকা ভুবনে॥
আজ্ঞা দিল উগ্রসেন ডাকিয়া কিঙ্করে।
রথে ভরি সর্ব্ব দ্রব্য আন দ্বারকারে॥
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ কৃষ্ণভক্ত জন।
সর্ব্বারম্ভে চলিল সে দ্বারকা ভুবন॥
বিষ্ণুপ্রিয় লোক যত সবে চলে সাথে।
শকট পূরিয়া দ্রব্য কেহ লয় রথে॥
ধন রত্ন যত সব ছিল মধুপুরে।
চালাইয়া দিল সব দ্বারকানগরে॥
আনন্দেতে বৈসে কৃষ্ণ দ্বারকা ভুবনে।
অপ্সরী করয়ে নৃত্য কিন্নরী গায়নে॥
কালযবন সাজি আইল হেন কালে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে॥ ২৪১॥

কালযবনের আক্রমণ।

রাগিণী সিন্ধুড়া।

ওহে নাথ এমন মহিমা নিধি কে॥ ধ্রু॥

কহেন রাজার আগে ব্যাসের নন্দন।
পরম কারণ কথা শুনহ রাজন॥
দ্বারকা নগরে বৈসে দেব নারায়ণ।
দেখিতে সুন্দর কোটি মদনমোহন॥
শ্রীবৎস কৌস্তভ মণি পিয়ল বসন।
চরণে নূপুর বাজে গজেন্দ্রগমন॥
হেনকালে সাজি আসে কালযবন।
দেখিলা কৃষ্ণের রূপ ভরিয়া নয়ন॥
কিশোর মূরতি কৃষ্ণ কমললোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অতি সুশোভন॥
মকর আকৃতি রত্ন কুণ্ডল শ্রবণে।
ইন্দীবর নিন্দি আঁখি অঞ্জন রঞ্জনে॥

কনক মুকুট শিরে অতি মনোহর
অলক তিলক ভুরু মোহে ফুলশর॥
বদনমণ্ডল চন্দ্র জিনিয়া সুন্দর।
ভুবনমোহন হাসি বান্ধুলি অধর॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি হৃদয়ে বিরাজে।
সুনাভি গভীর কটি পীত ধটি সাজে॥
তুলনা কি দিব কৃষ্ণ রূপের মাধুরী।
চরণে নূপুর বাজে অতি মনোহারী॥
কৃষ্ণরূপ দেখিয়া যবন ভাবে মনে।
নারদ বলিল পূর্ব্বে যে সব লক্ষণে॥
শ্রীকৃষ্ণ সে বটে এই বসুর নন্দন।
চতুর্ভুজ বনমালা শ্রীবৎসভূষণ॥
ইহার সংহতি আজি আমার সংগ্রাম।
হারি জিনি তবে সে রহিবে যশ নাম॥
এতেক ভাবিয়া মনে সে কালযবন।
আগু হৈয়া বলে যুদ্ধ দেহ নারায়ণ॥
যবন সহিত কৃষ্ণ সংবাদ না করি।
জল ত্যজি বন মুখে পলাইল হরি॥
যবন বলিল কৃষ্ণ কেমন করিল।
সংগ্রাম না দিয়া মোরে ভয়ে পলাইল॥
ধাইয়া ধরিব কৃষ্ণে বধিব পরাণে।
কতদূর যাবেক আমার বিদ্যমানে॥
এত বলি ধায় সে গোবিন্দ ধরিবারে।
দুঃখীশ্যাম ডাকে নাথ পার কর মোরে॥২৪২॥

কালযবনের নিধন।

রাগিণী ধানশ্রী।

কালযবনের মতি বুঝিয়া ভুবনপতি
বনমুখে ধায় নারায়ণ।
পশ্চাতে যবন ধায় হাতাহাতি লাগে গায়
ঠেকাঠেকি চরণে চরণ॥
হেন রূপে তারে লৈয়া প্রবেশ করিল গিয়া
মহাঘোর গহন কানন।
বন এড়ি গিরিবরে গেল গুহা অন্ধকারে
পাছে ধায় সে কালযবন॥
গোহে গিয়া ত্বরাত্বরি অন্তর হইল হরি
পুরুষ এক করিছে শয়ন।
যবন বলয় হরি শুয়ে আছে মায়া করি
প্রাণ ভয় না করে এখন॥
শুনিনু পণ্ডিত স্থানে চিয়াইতে নিদ্রা জনে
পাপ হয় শাস্ত্রনিবন্ধন।
বধিব সে শত্রু জনে পাপ নাহি কোন স্থানে
ক্রোধ হৈয়া প্রহারে চরণ॥
চরণ বাজিতে বুকে শিহরী উঠিয়া দেখে
দৃষ্টি-অগ্নি প্রজ্বল আছিল।
গোবিন্দের মায়া হেতু যেন মহাধূমকেতু
যবনেরে ভস্মরাশি কৈল॥
এ সব বচন শুনি পরীক্ষিত নৃপমণি
জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে।
গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাবে
তার হরি দারুণ শমনে॥ ২৪৩॥

মুচুকুন্দ উপাখ্যান।

রাগ ভাটিয়ারি।

হরিকথা বড়ই মধুর।
শুনিলে শ্রবণসুখ পাপ যায় দূর॥ ধ্রু

রাজা বলে মুনিবর বিস্ময় হইল।
গিরিগুহা ভিতরে নিদ্রায় কেবা ছিল॥
কোন বংশে জন্ম কোথা কাহার নন্দন।
তাঁহার লোচনে অগ্নি কেমন কারণ॥
কোপদৃষ্টে চাহিতে যবন ভস্ম হৈল।
কহ কহ মুনি মোরে সন্দেহ [illegible]॥

শুনিয়া হাসিয়া শুক কহেন রাজারে।
সূর্য্যবংশে মান্ধাতা নৃপতির কুমারে॥
মুচুকুন্দ নামে রাজা মহাপরচণ্ড।
ভুজবলে ভোগ করে সর্ব্ব ক্ষিতি খণ্ড॥
হেন কালে তারকাদি অসুরের ডরে।
স্বর্গভ্রষ্ট হৈয়া দেব ভ্রমেন সংসারে॥
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
রাজারে লইয়া গেল করিবারে রণ॥
দেব-উপকারে রাজা অসুর সংহতি।
ষষ্ঠীশত বর্ষ যুদ্ধ কৈল নরপতি॥
অসুর সংহার করি সংগ্রাম জিনিল।
পরম আনন্দে দেবে স্বর্গভোগ দিল॥
বর মাগ দেবগণ কহেন রাজারে।
অনেক দিবস রাজা যুঝিলে সমরে॥
তোর বংশে পুত্র পৌত্র যতেক জন্মিবে।
চিরকাল রাজ্য ভুঞ্জি বৈকুণ্ঠে যাইবে॥
বর মাগ নরপতি বলে দেবগণ।
এত শুনি মুচুকুন্দ বলেন বচন॥
রাজ্যভোগ বিপুল করিতে নাহি মন।
মহা নিদ্রা আসিয়া করিল আকর্ষণ॥
মহা নিদ্রা হইবে কহিল তোমার ঠাঞি।
দিব্য স্থল করি দেহ নিশ্চিন্তে নিন্দাই॥
এত শুনি দেবগণ হরষিত মনে।
রাজা লৈয়া প্রবেশিল গিরিগুহা স্থানে॥
দিব্য স্থল সাজাইল অপূর্ব্ব আসন।
পালঙ্ক নেহালি আদি বিচিত্র বসন॥
বিচিত্র আসনে শুয়াইল নৃপবর।
আপুনি যাচিয়া ইন্দ্র দিল অগ্নি বর॥
শুন শুন নরপতি সুখে নিদ্রা যাও।
অনেক দিনের নিদ্রা-আলস এড়াও॥
হেন ঘোর নিদ্রা চিয়াইবে যেই জন।
তোর দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম হবে ততক্ষণ॥
এত বলি স্বর্গপথে গেল দেবগণ।
এ সব বৃত্তান্ত মনে জানে নারায়ণ॥
পালঙ্ক উপরে নিদ্রা লভিল রাজন।
তাহা রাখি গেল সবে স্বর্গের ভবন॥
এই সব বৃত্তান্ত জানেন নারায়ণে।
হেনমতে ভস্ম কৈল সে কালযবনে।
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন।
অচিন্ত্য গোবিন্দলীলা জানে কোন জন॥
তবে মুচুকুন্দ উঠি চতুর্দ্দিকে চায়।
কেবা ভস্ম হৈল কিছু না জানিল রায়॥
কৃষ্ণের শরীর জ্যোতি আমোদ অপার।
উজ্জ্বল করিছে গিরি গুহা অন্ধকার॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী।
সাক্ষাতে দেখিল কৃষ্ণ রূপের মাধুরী॥
করযোড় করিয়া জিজ্ঞাসে পদতলে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে॥ ২৪৪॥

মুচুকুন্দের কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি।

রাগ বরাড়ি।

কৃষ্ণের শরীর আভা তুলনা নাহিক শোভা
চারু চতুর্ভুজ সুপ্রকাশ।
অপাঙ্গ অনঙ্গ ফাঁদে ভুবনমোহন ছাঁদে
শ্রীবৎস লাঞ্ছন পীতবাস॥
সাক্ষাতে গোবিন্দ দেখি নিমিখ না চলে আঁখি
স্থির চিত্তে চাহে নরনাথ।
ভাবে ভক্তি উপজিল অন্তরে উন্মত্ত ভেল
প্রেমভরে হয় অশ্রুপাত॥
পুলকিত কলেবর যুগল করিয়া কর
জিজ্ঞাসয় বিনয় বচনে।
দেখিয়া বদন তোর না চলে নয়ন মোর
পরিচয় দেহ কৃপা মনে॥

মুচুকুন্দে করি দয়া কহে কৃষ্ণ আশ্বাসিয়া
মোর জন্ম কর্ম্ম কিছু নাই।
ভবভয় বিমোচনে জন্ম দৈত্য নিবারণে
নিগমে মহিমা জানে নাই॥
আমার নামের ভেদ না জানে যে ভব-বেদ
সমাধি সাধনে যোগী ধ্যায়।
দেবাসুর নর বিধি তত্ত্বজ্ঞানে নিরবধি
ভাবিয়া দেখিতে নাহি পায়॥
কেবল একান্ত মনে থাকে মোর নাম গুণে
সদয় হৃদয়ে হরে দিন।
পিরীতি প্রেমের ভোরে পাসরিত নারি তারে
নাম মোর ভকত অধীন॥
পূর্ব্বকালে দেবতার করিয়াছ উপকার
রাজ্যভোগে না করিলে মন।
সে সকল পুণ্যফলে সম দৃষ্টি কুতূহলে
পাইলে তুমি আমার দর্শন॥
এবে মোর আজ্ঞা লৈয়া বদরিকাশ্রমে গিয়া
তপ কর মুকতি পসার।
বিপ্ররূপে এক জন্মে প্রকাশিয়া নাম কর্ম্মে
প্রবেশিবে শরীরে আমার॥
কৃষ্ণমুখে এত শুনি আপনারে ধন্য মানি
স্তুতি করে দৃঢ় ভক্তিমনে।
ফলিল পূর্ব্বের পুণ্য আজি মোর জন্ম ধন্য
তব পদ দেখিয়ে নয়নে॥
এই মোর নিবেদন শুন প্রভু নারায়ণ
অন্য সুখে নাহি প্রয়োজন।
তব প্রেম ভক্তি বিনে মর্ত্ত্যে জন্ম অকারণে
তব ভক্তি মাগি অনুক্ষণ॥
আপনার অনুগ্রহে রাখ রাজা পদছায়ে
এই মোর মনে আকিঞ্চন।
জানিয়া রাজার মন আজ্ঞা দিল নারায়ণ
জন্মান্তরে পাইবে চরণ॥

কৃষ্ণমুখে এত শুনি মুচুকুন্দ আনন্দ মানি
নৃপমণি মাগিল বিদায়।
প্রভুর আশ্বাস পেয়ে বদরিকাশ্রমে গিয়ে
কর্ম্মতনু ত্যজে তপস্যায়॥
যবন নিধন করি মুচুকুন্দ মোচন হরি
তবে গেল দ্বারকাভুবন।
রেবতীর বিভা এবে শুন রাজা ভক্তিভাবে
সুরচিল শ্রীমুখ নন্দন॥ ২৪৫॥

রেবতীর নিমিত্ত বর অন্বেষণ।

রাগ ভাটিয়ারি।

জয় রাধাকৃষ্ণ নাম বল॥ ধ্রু॥

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
এক মন হৈয়া শুন কৃষ্ণের চরিত॥
চন্দ্রবংশে সুবিখ্যাত রেবত নৃপতি।
রেবত নগরে রাজা করেন বসতি॥
রূপে অনুপমা কন্যা হৈল তাঁর ঘরে।
রেবতী রাখিল নাম আনন্দ অন্তরে॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা অতি রূপবতী।
হেন কন্যা কারে দিব ভাবে নরপতি॥
পুছিব ব্রহ্মাকে গিয়া কন্যা দিব কারে।
তনয়া সহিত রাজা গেল ব্রহ্মপুরে॥
দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া নৃপমণি।
আজ্ঞা কর কারে কন্যা দিব পদ্মযোনি॥
ব্রহ্মা বলে মুহূর্ত্তেক থাক নৃপবর।
সন্ধ্যা করি আসি তবে কহিব উত্তর॥
এত বলি গেল ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিবারে।
মুহূর্ত্তেক মাত্রে রাজা আছে ব্রহ্মপুরে॥
ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত যাটি সহস্র বৎসর।
ব্রহ্মপুরে থাকিয়া না জানে নৃপবর॥
হেথায় রাজার বংশে অনেক পুরুষে।
চিরকাল রাজ্য ভুঞ্জি গেল স্বর্গবাসে॥

সন্ধ্যা করি তবে বিধি আইল ফিরে।
করযোড় করি রাজা রহে বরাবরে॥
নৃপতি দেখিয়া তবে হাসে পদ্মযোনি।
এত দিন আমা লাগি আছ নৃপমণি॥
তব বংশে পুত্র পৌত্র জন্মিল অপার।
বৈকুণ্ঠ চলিল করি চির অধিকার॥
মর্ত্ত্যে যুগ বহি গেল কহি যে তোমায়।
তোমার কন্যার বর করিমু উপায়॥
ভারাবতারণে কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন।
তাহার অগ্রজ ভাই দেব সঙ্কর্ষণ॥
তারে কন্যা দান কর শুনহ নৃপতি।
দ্বারকানগরে তুমি চল শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণ অবতার প্রভু ব্রহ্মাণ্ডের সার।
অনেক সুকৃতি যশ রহিবে তোমার॥
শুনিয়া ব্রহ্মারে রাজা দণ্ডবৎ করি।
তনয়া সংহতি গেল দ্বারকানগরী॥
উত্তরিল গিয়া রাজা কৃষ্ণের ভবনে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে॥ ২৪৬॥

বলরামের বিবাহ।

রাগ মল্লার।

বিরিঞ্চির বচনে নৃপতি ভক্তিমনে
সঙ্গে লৈয়া তনয়ারে।
ত্যজিয়া ব্রহ্মপুর চলিলা সত্বর
গেল দ্বারকানগরে॥
রেবত আগমন জানিয়া নারায়ণ
আপনে হৈল আগুয়ান।
অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন নরনাথ
দেখিয়া প্রভু ভগবান॥
নৃপতি প্রতি হরি প্রেম আলিঙ্গন করি
লয়ে গেল অভ্যন্তরে।
মধুর ভোজন কুসুম চন্দন
ভূষণে ভূষি রাজারে॥
তবে সে নৃপবর করিয়া যোড়কর
কহেন কৃষ্ণ বিদ্যমান।
দৈব নির্ব্বন্ধনে রেবতী সঙ্কর্ষণে
বিবাহ দেহ ভগবান॥
রাজার বাক্য শুনি অগ্রজে ডাকি আনি
কহেন সকল বিবরণ।
দৈবকী বসুদেবে কহিয়া বন্ধু সবে
বিভার করি আয়োজন॥
হরষ নারায়ণ ডাকিয়া মুনিগণ
করিল স্বয়ম্বর স্থান।
কন্যার অধিবাস করেন মুনি ব্যাস
যে কিছু বেদের বিধান॥
রেবতী সঙ্কর্ষণ একই দুইজন
মিলিলা অতি শুভক্ষণে।
কন্যার কান্ধে হল দিলেন কামপাল
কুসুমহার পালটনে॥
আছিল যত মুনি করিল বেদধ্বনি
জয় জয় দিল নারীগণ।
মৃদঙ্গ পড়া বাঁশী সানাই বাজে কাঁসি
দগড় দুন্দুভি ঘোষণ॥
তবে সে কন্যা বর চলিলা বাসঘর
বঞ্চিলা এ মধু যামিনী।
আনন্দময় রীত দ্বারকা পুর যত
দেখয়ে পুরুষ কামিনী॥
রেবত নৃপতিরে কহেন রে
কি আজ্ঞা হয় মোর তরে।
সৈন্য বাজী গজ দিলেন রথধ্বজ
চলিলা রৈবত নগরে॥
শুনহ পরীক্ষিত চরিত্র ভাগবত
দ্বারকানগরে মুরারি।

রুক্মিণী স্বয়ম্বর শুনহ নৃপবর
হেলে তরিবে ভববারি॥
বিদর্ভ নাম দেশে ভীষ্মক নৃপ বৈসে
ভাবেন কন্যার কারণে।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
দুঃখীশ্যাম দাস গানে॥ ২৪৭॥

রুক্মিণী হরণ প্রসঙ্গ।

রাগ কামোদ।

বিদর্ভ নামেতে দেশে ভীষ্মক নৃপতি বৈসে
কুলে শীলে পূজ্য নরেশ্বর।
রুক্মী নামে পুত্র তার রুক্মিণী তনয়া আর
রূপে গুণে লক্ষ্মীর সোসর॥
প্রথম-যৌবনা কন্যা এ তিন ভুবনে ধন্যা
দেখিয়া ভাবেন নৃপমণি।
আমার কন্যার বর যোগ্য দেব দামোদর
দৈবেতে ঘটায় যদি আনি॥
চিত্তে এত অনুমানি রুক্মীরে ডাকিয়া আনি
রুক্মিণীর বিভার কারণে।
স্বয়ম্বর স্থান কর পাঠাইয়া অনুচর
আনহ সকল রাজগণে॥
স্বয়ম্বর স্থান কৈল নারিকেল আরোপিল
গুবাক কদলী থরে থরে।
রত্নকুম্ভ প্রতি গৃহে নেতের পতাকা শোহে
বাদ্যোদ্যম উৎসব নগরে॥
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি আইল যত নৃপমণি
জরাসন্ধ আদি শিশুপাল।
সবাকারে পূজা কৈল অন্ন পানী নিযোজিল
বসিতে স্বয়ম্বর পাটশাল॥
তবে সে ভীষ্মক রায় নরপতি সবাকার
করিয়া অনেক সমাদর।
কস্তুরী চন্দন চুয়া কর্পূর তাম্বূল গুয়া
জিজ্ঞাসিল সবার গোচর॥
চিত্তের মানস আছে কহি যে সবার কাছে
যদি আজ্ঞা কর কৃপা মনে।
রুক্মিণীরে দান দিতে চাহি দেব জগন্নাথে
স্থিতি যার দ্বারকা ভুবনে॥
ভীষ্মক রাজার বোলে কোপে জরাসন্ধ জ্বলে
কহে সে নিন্দিয়া গদাধরে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখনন্দন গায় স্মরে॥ ২৪৮॥

রুক্মিণীর যোগ্য বর বিচার।

রাগিণী করুণা।

বড় দুঃখ উঠে মনে।
ভজিতে না পাইনু রাঙ্গা দুখানি চরণে॥ ধ্রু॥

ভীষ্মক রাজার বোলে কাঁপে জরাসন্ধ।
অহঙ্কার করি কহে নিন্দিয়া গোবিন্দ॥
রুক্মিণীর বর ভাল বাছিলে আপনি।
কিবা জাতি সেই কৃষ্ণ স্থিতি নাহি জানি॥
ক্ষত্র বীর্য্য বলি বনে পালিল গোপাল।
বনচর হইয়া বেড়ায় সর্ব্বকাল॥
পথে দান সাধে কান নৌকায় কাণ্ডার।
কামবশ হৈয়া বহে গোপিনীর ভার॥
নীচবৃত্তি আচারে বসতি সিন্ধুকূলে।
আমরা না রব হেথা তারে কন্যা দিলে॥
নানা মায়া ধরে যেন বাজিয়ার ভাতি।
পাছে চুরি করে আসি রুক্মিণী যুবতী॥
ইহা বলি জরাসন্ধ মৌনভাবে রহে।
কোপে রুক্মী রুষিয়া বাপের আগে কহে॥
রুক্মিণীর বর যে বাছিলে মহাশয়।
রুক্মিণীর যোগ্য কৃষ্ণ কোন মতে নয়॥

বন্ধুহীন সেই কৃষ্ণ যদুর নন্দন।
গৌরব না করে তারে ক্ষত্র রাজগণ॥
হেন জনে কন্যা দিতে চাহ কি কারণে।
রুক্মিণীর বর যোগ্য আছে এই স্থানে॥
কুলে শীলে মহামুখ্য দমঘোষ রাজা।
সকল নৃপতিগণ করে তার পূজা॥
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ তনয় তাহার।
শিশুপালে দেহ কন্যা ঘুষিবে সংসার॥
সভা মধ্যে রুক্মী এত বলিল বচন।
ধন্য ধন্য তাহারে বাখানে সর্ব্বজন॥
রুক্মী বাক্য ভীষ্মক করিতে নারে আন।
কহিল রুক্মিণী শিশুপালে দিব দান॥
সভা মধ্যে বৈল রাজা নির্ণয় বচন।
প্রভাতে করিব কালি কন্যা সমর্পণ॥
জানাজানি সর্ব্বমুখে এই শব্দ শুনি।
বিষাদে বিস্ময় মতি কান্দয়ে রুক্মিণী॥
শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া দেবী ছাড়িল নিশ্বাস।
হাহা জগদীশ মোরে করিলে নিরাশ॥
তোমার চরণে মোর আছে অভিলাষ।
বাল্যকাল হৈতে মনে করিয়াছি আশ॥
শিশুপাল মোরে বিভা করিবে যখন।
আত্মঘাতী হব প্রাণে কিবা প্রয়োজন॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে কান্দিয়া বিকল।
সখীগণ মেলি তার মুখে দেয় জল॥
আশ্বাস করিয়া সখী কহেন কন্যারে।
কৃষ্ণ বিনা তোরে বিভা কে করিতে পারে॥
ব্রাহ্মণ পাঠায়ে দেহ দ্বারকানগরে॥
শীঘ্রগতি আনিতে গোবিন্দ হলধরে॥
তোমা লয়ে যাবে কৃষ্ণ রথে বসাইয়া।
লক্ষ নৃপসঙ্গে জরা রহিবে চাহিয়া॥
কৃষ্ণ করে [illegible] [illegible]নাশন।
ব[illegible] তুল্য নহে [illegible] রাজগণ॥

সখীর বচনে দেবী মনে অনুমানি।
কুলপুরোহিত বৃদ্ধে ডাক দিয়া আনি॥
শুন দ্বিজবর মোরে দেহ প্রাণদান।
দ্বারাবতী গিয়া আন প্রভু ভগবান॥
অন্তর্যামী সেই হরি জানেন সকল।
মোরে হরি লবে কৃষ্ণ ভকতবৎসল॥
বিভা পূর্ব্বদিনে যাব গৌরী পূজিবারে।
পথে হৈতে গদাধর হরিবে আমারে॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে দিলেন বিদায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ২৪৯॥

রুক্মিণীর ব্রাহ্মণ-দূত সংবাদ।

রাগ সারেঙ্গ।

কাতর রুক্মিণী দেখি দ্বিজমণি
গমন ত্বরিত করি।
দ্বারকা ভুবনে গিয়া সে নয়নে
দর্শন করিল হরি॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া আগু বাড়াইয়া
গিয়া প্রভু ভগবান।
ষড়ঙ্গে পূজিয়া অন্ন পানী দিয়া
করিল অনেক মান॥
তবে নারায়ণ মায়ার মোহন
করিল যুগল পাণি।
কোন প্রয়োজনে দ্বারকা ভুবনে
আগমন দ্বিজমণি॥
কহে দ্বিজবর শুন, দামোদর
আমা পাঠাইল রুক্মিণী।
দুষ্ট রুক্মী বোলে রাজা শিশুপালে
সম্বন্ধ করিল আনি॥
ভীষ্মক নৃপতি দিল অনুমতি
কালি রুক্মিণীর বিভা

ইহা দেখি শুনি ঝুরয়ে রুক্মিণী
জীয়ে কি না জীয়ে কিবা ॥
কি বলিব আমি তুমি অন্তর্যামী
রাখহ রুক্মিণী মান।
শুনি দ্বিজমুখে হাসিলা কৌতুকে
প্রতিজ্ঞা পূরণ কান ॥
বিদর্ভ নগরী যাব রথোপরি
রুক্মিণী আনিব হরি।
এতেক ভাবিয়া দারুকে ডাকিয়া
রথ সুমণ্ডন করি ॥
তবে চক্রপাণি বলরামে আনি
কহিল সব চরিত।
শ্রীগুরুচরণে দুঃখীশ্যাম ভণে
গোবিন্দমঙ্গল গীত ॥ ২৫০ ॥

বিদর্ভ নগরে কৃষ্ণের আগমন।

প্রতিপদ ধূয়া।

দ্বিজবর বচনে শুনি ভগবানে,
দারুক সাজায়ে রথ আনে বিদ্যমান ॥ধ্রু॥

বলরাম সাজিল আপনি দিব্য রথে।
আনন্দেতে বৈসে কৃষ্ণ দ্বিজ লৈয়া সাথে ॥
সারথি সন্ধানে রথ দিল চালাইয়া।
বিদর্ভনগরে রথ উত্তরিল গিয়া ॥
শুন-দ্বিজ কহ গিয়া রুক্মিণী গোচরে।
রাম কৃষ্ণ আইল রথে বিদর্ভনগরে ॥
তোমা হরি নিবে কৃষ্ণ সভা বিদ্যমানে।
বিভা করিবেন লৈয়া দ্বারকা ভুবনে ॥
আজ্ঞা পাইয়া বিপ্র বেগে করিলা গমন।
কহিল কৃষ্ণের কথা রুক্মিণী সদন ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা ভীষ্মকনন্দিনী।
নানা রত্ন বস্ত্র দিল ব্রাহ্মণেরে আনি ॥
বিষাদ বিচ্ছেদ গেল হরিষ অন্তরে।
সখীগণ সঙ্গে দেবী সুবেশ যে করে ॥
তবে রাম কৃষ্ণ গেল বিদর্ভনগরে।
উপনিত হৈল রথ রাজার দুয়ারে ॥
সভা মধ্যে গেলা যবে ভাই দুই জন।
দেখিয়া বিরস মতি দুষ্ট রাজগণ ॥
কুশ করে করিয়া ভীষ্মক নৃপমণি।
বেদীতে বলয়ে বাক্য সঙ্গে লৈয়া মুনি ॥
কৃষ্ণে দেখি কহে রাজা নরপতিগণে।
নিমন্ত্রণ বিনে কৃষ্ণ আইল আপনে ॥
ভাল হৈল আইল যদি সভা বিদ্যমানে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৃষ্ণে বসাও আসনে ॥
ভীষ্মকবচনে রুষ্ট দুষ্ট রাজগণ।
কেমনে আইল কৃষ্ণ বিনা নিমন্ত্রণ ॥
দণ্ড ছত্রধারী নহে নৃপতিকুমার।
কেমনে বসিবে সঙ্গে আমা সবাকার ॥
দেখিল আদর না করিল কোন জন।
মরমে পরম দুঃখী হৈল নারায়ণ ॥
অভিমানে জ্বলে কৃষ্ণ কমললোচন।
পদনখরেখা ভূমে দেন ঘনে ঘন ॥
মনে মনে গরুড়েরে করিলা স্মরণ।
কুশদ্বীপে ছিল বীর বিনতানন্দন ॥
গোবিন্দস্মরণ মনে জানি খগপতি।
পবন গমনে বীর চলে শীঘ্রগতি ॥
পাকশাটে উথড়িল পর্ব্বত সকল।
দুঃখীশ্যাম দাস গান গোবিন্দমঙ্গল ॥ ২৫১ ॥

গরুড়াগমন।

ললিত প্রবন্ধ।

গোবিন্দ বিমান মনে জানিয়া স্মরণ।
পাখে সমীরণ পক্ষাশ পূরে গুণ.
খগপতি ক্রোধিত মন ॥

পাকসাটে পর্ব্বত উড়ি পড়ে কত শত
তরুবর উখড়িয়া পড়ে।
নাসা খর শ্বাসে সিন্ধুনীর উচ্ছ্বাসে
তরঙ্গ তর তর বাড়ে॥
প্রচণ্ড খগবর পরশই অম্বর
গগণে উড়িয়া চড়ে।
বিদর্ভনগরে প্রবেশিতে সমীরে
ঘর তরু হুড় হুড় পড়ে॥
ধূলি উড়ি আন্ধার না দেখি ঘর দ্বার
উড়ি গেল মণ্ডপ ছায়া।
খাট পাট সহিতে উলটে ভূমিতে
দৈত্যগণ পড়ে মোহ গিয়া॥
ধরণীতলে পড়ি রাজগণ গড়ি গড়ি
ভয়ে আঁখি মেলিতে নারে।
প্রলয়ের কালে যেন মেঘমালে
দুর্জ্জয় ঝড় বহে জোরে॥
ছিল যে অসুর মুনি বেদ পুথি ধরি পানি
পলাইল ইঙ্গিত জানি।
পন্নগাশন পুনঃ গর্জ্জয়ে ঘনে ঘন
কম্পয়ে ত্রিজগত প্রাণী॥
প্রভু পদগোচরে পুলকিত শরীরে
রহে খগ করি পুটপাণি।
হেরিয়ে সব রূপ কৃতকৌশিক নৃপ
নিবেদয়ে গদ গদ বাণী॥
বিনতি শুনহ হরি চল অরবিন্দ পুরী
মানস রাখহ মোর।
গোবিন্দ পদ গীত দুঃখীশ্যাম সুরচিত
শ্যাম শরণ হরি তোর॥ ২৫২॥

কৌশিক-গৃহে কৃষ্ণের অভিষেক।

রাগিণী টোড়ী।

শুক নারদে মহিমা গায়।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায়॥ ধ্রু॥

সভা মধ্যে আছিল যে কৌশিক রাজন।
চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা বিষ্ণু পরায়ণ॥
দণ্ডবৎ প্রণতি করিল নরেশ্বর।
কৃষ্ণের চরণে কহে করি যোড় কর॥
চিত্তের মানস মোর রাখহ মুরারি।
পদরজ দিয়া শুদ্ধ কর মোর পুরী॥
বুঝিয়া রাজার মন দেব নারায়ণ।
বলিল তোমার গৃহে করিব গমন॥
গোবিন্দ গরুড়ে কৃতকৌশিক রথে।
নিজ দল লৈয়া চলে রামকৃষ্ণ সাথে॥
উপনীত হৈল গিয়া অরবিন্দ দেশে।
অভ্যন্তরে লৈয়া গেল রাম হৃষীকেশে॥
বিচিত্র আসন মধ্যে কৃষ্ণে বসাইল।
সুশীতল জল আনি পদ পাখালিল॥
পাদোদক পান কৈল আনন্দ বিহ্বলে।
স্বকুটুম্ব সহিত পড়িল পদতলে॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প মঙ্গল আরতি।
অভিষেক করিতে আইলা প্রজাপতি॥
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
দণ্ড ছত্র দিতে আইল যত তপোধন॥
আপনি বসিল বিধি বেদের বিধানে।
পঞ্চ তীর্থ জল আনি পরম যতনে!
অভিষেক কৈল কৃষ্ণে স্বর্গগঙ্গানীরে।
ইন্দ্র আদি ছত্র ধরে গোবিন্দের শিরে॥
বেদ পাঠ করে বিধি মুনিগণ লৈয়া।
পবন চামর ঢুলায় কৃষ্ণমুখ চাইয়া॥
কিন্নর কিন্নরী গায় নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে অমর স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টি করি॥

কৃতহকৌশিক রাজা কৃষ্ণে কৈল পূজা।
স্বকুটুম্ব সমর্পিল ধন জন প্রজা॥
রাজরাজেশ্বর হৈল আপনি শ্রীহরি।
স্বর্গে গেল সুরপতি কৃষ্ণে রাজা করি॥
এত শুনি পরীক্ষিত বিস্ময় হইয়া।
শুকদেবে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া॥
বৈকুণ্ঠাধিপতি কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সার।
কি নিমিত্ত দণ্ডছত্র না হক তাহার॥
কংস ধ্বংস করি রাজা কৈল উগ্রসেনে।
আপনি না হৈল রাজা কিসের কারণে॥
দুষ্ট জরাসন্ধ জিনে অষ্টাদশ বার।
কালযবনেরে কৃষ্ণ করিলা সংহার॥
তবে ছত্রধারী রাজা না হইলা কেনে।
অরবিন্দ দেশে ছত্র নিল কি কারণে॥
ইহার সন্দেহ মোরে কহিবে আপনে।
শুনিয়া হাসিয়া মুনি কহেন রাজনে॥
যযাতি নামেতে রাজা ছিল চন্দ্রবংশে।
পরম ধার্ম্মিক রাজা গোবিন্দের অংশে॥
দেবযানী বিভা কৈল দৈবের ঘটনে।
বৃদ্ধাবস্থা হেতু শাপ দিল পুত্রগণে॥
তোমাকে বলিব সে সকল বিবরণ।
যদুবংশে ছত্র নাহি তথির কারণ॥
মন দিয়া শুন রাজা পুরাণ বচন।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম বিরচন॥২৫৩॥

কচ-শুক্র বৃত্তান্ত।

রাগ পাহাড়ি।

সত্যযুগ অবশেষে ত্রেতা আসি পরবেশে
দেবাসুর সংগ্রাম সতত।
নিত্য নিত্য যুদ্ধ করে দেবতা সকল মরে
চিরজীবী হয় দৈত্য যত॥
রণে পরাভব পেয়ে যত দেবগণ গিয়ে
জীবেরে মাগেন উপদেশ।
দেবগুরু বলে বাণী মন্ত্র মৃতসঞ্জীবনী
হেতু জীয়ে অসুর বিশেষ॥
মোর পুত্র কচ নামে গিয়া দৈত্যগুরু স্থানে
যদি মন্ত্র করয়ে গ্রহণ।
কহিল সবার ঠাঞি মৃতসঞ্জীবনী পাই
তবে রক্ষা পাবে দেবগণ॥
এতেক মন্ত্রণা করি কচে ডাকি বরাবরি
পাঠাইল দৈত্যগুরু স্থানে।
দৈত্যগুরু কচে দেখি অন্তরে অনেক সুখী
অধ্যয়ন করান যতনে॥
অনুজন নিয়োজনে রাখিল কচের স্থানে
দেবযানী নামে নিজ কন্যা।
বিশারদ সর্ব্ব তন্ত্রে নানা জ্ঞান গুণ মন্ত্রে
অকুমারী রূপে অতি ধন্যা॥
নিতি নিতি পাঠশালে দৈত্যসুত সঙ্গ মেলে
কচ তথি করে অধ্যয়ন।
দৈত্যেরকুমার মেলি কচে দেখি কোপেজ্বলি
যুক্তি কৈল করি সংহারণ॥
এতেক ভাবিয়া মনে দৈত্যশিশু এক দিনে
ছাত্র শালে করি অধ্যয়ন।
কচ সঙ্গে ক্রীড়া ছলে [illegible]
লয়ে গেল মারিবার মন॥
এ সব সম্বাদ নিতে ভক্তিভাবে শ্রুতি পথে
শুন জীব নিস্তার কারণ।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
বিরচিল শ্রীমুখনন্দন॥ ২৫৪॥

শুক্রের সঞ্জীবনী মন্ত্র বিবরণ।

রাগ বরাড়ি।

জীব দেখ দেখ ভবন ভরিয়া।
গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা॥ ধ্রু॥

হেন মতে দৈত্যসুত কচ সঙ্গে লৈয়া।
স্বর্গগঙ্গাতীরে সবে উত্তরিল গিয়া॥
গন্ধর্ব্ব মারুণী করি কচেরে মারিয়া।
সুরধুনি পঙ্ক মধ্যে রাখিল পুতিয়া॥
স্নান দান আচরিয়া সবে গেল ঘর।
দৈত্যগুরু চাহে ওথা জীবের কুমার॥
শুন দেবযানী কচ গেলা কোথাকারে।
দেবযানী বলে গেল স্নান করিবারে॥
দৈত্যের কুমার সঙ্গে যাইতে দেখিল।
দৈত্যগুরু বলে কচ কেন না আইল॥
ছাওয়ালে জিজ্ঞাসা করি তত্ত্ব না পাইল।
ধেয়ানে জানিল শিশু কচেরে মারিল॥
নদীকূলে গিয়া কচ নামে মন্ত্র জপে।
উঠিয়া আইল কচ গুরুর সমীপে॥
সঙ্গে করি দিল ল'য় দেবযানী স্থানে।
ভোজন করায়ে বলে কর অধ্যয়নে॥
হেনমতে জীবপুত্র পড়ে ছাত্রশালে।
কচে দেখি দৈত্যের কুমার ক্রোধেজ্বলে॥
আর এক দিন সবে বিচারিয়া মনে।
স্নান ছলে কচে লয়ে গেল ঘোর বনে॥
ক্রীড়া ছলে কচেরে মারিল সবে মেলি।
শরীর দহিল তার কাষ্ঠ অগ্নি জ্বালি॥
শরীর পুড়িল না পুড়িল নাভিদেশ।
দেখিয়া কুমারগণ ভাবিল বিশেষ॥
ইহা ফেলাইলে [illegible] হইতে জীয়াব।
গঙ্গাজল বলি [illegible] তাহা খাওয়াইব॥

সে নাভি বাটিয়া তারা গঙ্গোদক করি।
ভৃঙ্গারে ভরিয়া দিল শুক্র বরাবরি॥
জলপান কৈল শুক্র মুনি মহাশয়।
কচ কোথা গেল দেবযানী প্রতি কয়॥
ছাওয়ালের সঙ্গে গেল দেবযানী কয়।
কচেরে না দেখি শুক্র বিস্মিত হৃদয়॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভাবিয়া যোগবলে।
কচের উদ্দেশ না পাইল কোন স্থলে॥
অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ কচের কারণে।
কি বোল বলিব আমি বৃহস্পতি স্থানে॥
কচ লয়ে শিশুগণ করিল কি গতি।
ব্রহ্মযোগ ধেয়ানে বসিল ভৃগুসুত॥
কচ প্রতি ভাবিয়া বলয়ে যোগবলে।
বলে মোরে খাওয়াইল গঙ্গাজল ছলে॥
কচেরে জীয়াব বলি চিন্তিল হৃদয়।
তবে দেবযানীরে ডাকিয়া তথা কয়॥
গঙ্গা জলে বাটি কচে খাওয়াইল মোরে।
এ বড় বিষম কথা বলিল তোমারে॥
মন্ত্রবলে জঠোরেতে জীয়াব শরীর।
কুক্ষি চিরি কচে তুমি করহ বাহির॥
তবে এই মন্ত্র পড়ি জীয়াবে আমারে।
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দিলেন কন্যারে॥
মন্ত্রবলে নির্ম্মাইব কচের মূরত।
তবে দেবযানীরে বলিল ভৃগুসুত॥
কক্ষ চিরি কচে কন্যা বাহির করিল।
সেই মন্ত্র জপি কন্যা বাপে জীয়াইল॥
কন্যারে বলিল শুক্র কচের লাগিয়া।
বিদায় করহ মৃতসঞ্জীবনী দিয়া॥
তবে দেবযানী কচে দিল মন্ত্র দান।
মন্ত্র দিয়া সত্য কৈল কচ বিদ্যমান॥
মোরে বিভা কর তুমি শুনহ বচন।
শুনিয়া দুঃখিত কচ করে নিবেদন॥

একে গুরু কন্যা তাহে মন্ত্র দিলে দান।
বিভা যোগ্য নহ তুমি জননী সমান॥
এত শুনি দেবযানী দুঃখিত অন্তরে।
দিলেন সম্পাত মন্ত্র না স্ফুরিবে তোরে॥
মন্ত্র হত হৈয়া কচ গেল নিজ ঘর।
দেবযানী দেখি কোপে দৈত্যের কুমার॥
বলে মন্ত্র দিয়া কচে দিল পাঠাইয়া।
কূপ মধ্যে ফেলিলেক গুরুর তনয়া॥
কূপমধ্যে পড়িয়া রহিল দেবযানী।
হেন কালে যযাতি নামেতে নৃপমণি॥
নিত্যকর্ম্ম করে রাজা অশ্ব আরোহণে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে॥ ২৫৫॥

যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ।

রাগিণী ধানশ্রী।

উৎপত্তি সোমবংশে কেবল কৃষ্ণের অংশে
যযাতি নামেতে নৃপমণি।
মহা রাজ চক্রবর্ত্তি ভুজ বলে ভুঞ্জে পৃথ্বী
যার যশ জগতে বাখানি॥
আরোহণ পক্ষরাজে স্নান পঞ্চ তীর্থ মাঝে
নিত্য কর্ম্ম করে মহাবল।
তবে গিয়া স্বর্গ পুরে ত্রিদেব দর্শন করে
গৃহে আসি পায় অন্ন জল॥
পুরাণ বিহিত মত শুন রাজা পরীক্ষিত
পঞ্চ তীর্থে করি স্নান দান॥
ত্বরিত তুরঙ্গ পরে যায় রাজা স্বর্গপুরে
দেবযানী দেখে বিদ্যমান॥
যযাতির নাম ধরি ডাকে উচ্চরব করি
কূপ মধ্যে পড়িয়া সুন্দরী।
দেখিয়া কাকুতি তার কৈল বেগে প্রতিকার
কুমারীর কর করে ধরি॥
তবে দেবযানী বলে কর কেন পরশিলে
বিভা কর আমি অকুমারী।
কর পরশিলে যবে স্বামীত্ব হইলে তবে
চলহ আমারে সঙ্গে করি॥
যযাতি বলেন বাণী হট ছাড় দেবযানী
তুমি মোর গুরুর তনয়া।
দেবযানী বলে ভাল পিতার সাক্ষাতে চল
তিঁহ যে বলিবে বিচারিয়া।
হেনমতে দুই জনে গিয়া দৈত্যগুরু স্থানে
বৃত্তান্ত বলিল দেবযানী।
যযাতিরে ভৃগুপতি বলে তুমি হৈলে পতি
পরশিয়া অকুমারী পাণী॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ বাণী যযাতি সে দেবযা
বিভা করি চলিল মন্দিরে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন গায় সারে॥ ২৫৬॥

যদুবংশের শাপ বিবরণ ও রুক্মিণীর চণ্ডিকা পূজা।

রাগিণী টোড়ী।

কে জানে রামের মহিমা।
বেদে দিতে নারে সীমা॥ ধ্রু॥

এমন প্রকারে সে যযাতি নৃপমণি।
বিভা করি সংহতি লইল দেবযানী॥
নিজ গৃহে গিয়া রাজা দিল দরশন।
কুরু পুরু যদু নামে পুত্র তিনজন॥
একে একে ডাকিয়া বলিল নৃপমণি।
দৈবের বিপাকে বিভা কৈনু দেবযানী॥
সহজে যে জর জর অথর্ব্ব বয়স।
কাম ভোগে কামিনী না পায় পরিতোষ॥

আমাকে যৌবন দিয়া জরাবস্থা নিবে।
চির দিনান্তরে নিজ যৌবন সে পাবে॥
পিতার বচন যদু লঙ্ঘন করিল।
মনোদুঃখে যযাতি যদুরে শাপ দিল॥
তোমার বংশেতে জন্ম হবে যত জন।
রাজা হৈলে বুক ফাটি তাহার মরণ॥
কনিষ্ঠ নন্দন পিতৃ আজ্ঞা শিরে কৈল।
বাপেরে যৌবন দিয়া অথর্ব্ব হইল॥
তবে সে যযাতি রাজা দেবযানী সঙ্গে।
দিন কত বিহার করিল রতিরঙ্গে॥
পুরুকে যৌবন দিয়া রাজ্যপদ দিল।
হরিপদে তপ করি বৈকুণ্ঠে চলিল॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কহিল তোমারে।
যদুবংশে ছত্র নাহি এইত প্রকারে॥
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন।
তবে যেন মতে কৈল রুক্মিণী হরণ॥
হেথা সে বিদর্ভ দেশে ভীষ্মকরাজন।
রাজগণে স্নানদান করান ভোজন॥
স্বয়ম্বর স্থান রাজা কৈল সুশোভিত।
বিভা কার্য্যে বসিল লইয়া পুরোহিত॥
সভা করি বসিল যতেক রাজগণ।
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন॥
তবেত কৌশিক রাজা অরবিন্দ দেশে।
ছত্রদণ্ড দিল কৃষ্ণে পরম হরিষে॥
রামকৃষ্ণ সঙ্গে রাজা সর্ব্বদল বলে।
বিভাকার্য্যে বিদর্ভনগরে শীঘ্র চলে॥
উপনীত হৈল হরি বিদর্ভনগরে।
স্বয়ম্বর স্থানে কৃষ্ণ গেল রথোপরে॥
সভামধ্যে বসিয়াছে যত রাজগণ।
কৃষ্ণ দেখি অধোমুখে রহে সর্ব্বজন॥
রামকৃষ্ণ আইল রথে শুনিল রুক্মিণী।
চণ্ডিকা পূজিতে যায় ভীষ্মকনন্দিনী॥
নানা উপহার দ্রব্য নৈবেদ্য লইয়া।
চণ্ডিকা মন্দিরে দেবী উত্তরিলা গিয়া॥
দেবী-অভিষেক করি পূজিল রুক্মিণী।
কৃষ্ণপতি পাবে বর দিল নারায়ণী॥
বর পেয়ে রথে চড়ি যায় স্বয়ম্বরে।
হেনকালে গোবিন্দ দেখিল রুক্মিণীরে॥
রুক্মিণী হরিব হেন ভাবিল মুরারি।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণ মাধুরী॥ ২৫৭॥

রুক্মিণী হরণ।

রাগ বেলওল।

ভীষ্মকনন্দিনী রথে নিরখি অখিলনাথে
রথ চালাইল ভগবান।
গমন ত্বরিত করি রুক্মিণীর করে ধরি
রথে তুলে কমলনয়ন॥
জরাসন্ধ আদি যত নরপতি শত শত
দাণ্ডাইয়া দেখে সর্ব্বজন।
রুক্মিণী লইয়া বলে যেন হরি করী পালে
বেগে চলে কমললোচন॥
সবে করে হায় হায় রুক্মিণী লইয়া যায়
চোরা কৃষ্ণ সবার গোচরে।
জরাসন্ধ বলে বাণী কার বলে কৃষ্ণে জিনি
আমি জানি গিয়া মধুপুরে॥
তিন বিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ বার আনি
প্রাণ লয়ে গেনু পলাইয়া।
এখন দুভাই রথে অস্ত্র ধরিয়াছে হাতে
কে যুঝিবে এ মুখে রহিয়া॥
এত সব দেখি শুনি ধনুঃশর ধরি পাণি
লাজে রুক্মী হয় আগুয়ান।
সর্ব্ব দল সঙ্গে লৈয়া কৃষ্ণেরে বেড়িল গিয়া
বলে যুদ্ধ দেহ ভগবান॥

বিপত্তি দেখিয়া কোপে রামকৃষ্ণ বীরদাপে
বাহুড়িয়া রহিল সমরে।
রুক্মিণী রুক্মীরে দেখি সভয় করুণ মুখী
দেখি কৃষ্ণ চতুর্ভুজ ধরে॥
দুই করে রুক্মিণীরে চাপিয়া ধরিল করে
দুই করে ধরে ধনুর্ব্বাণ।
তবে সে রেবতীপতি হৈয়া বড় ক্রোধমতি
মুষল ধরিয়া আগুয়ান॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনে যেবা শুদ্ধচিত
পরম কৈবল্য পদ পায়।
কৃষ্ণকথা মধুরাশি পিয় মন দিবা নিশি
শ্রীমুখ নন্দন রস গায়॥ ২৫৮॥

রুক্মীর সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ

রুক্মিণী রুক্মীরে দেখি ভয়ে কম্পমান।
তা দেখিয়া চতুর্ভুজ হৈল ভগবান॥
দ্বিভুজে রুক্মিণী তবে ধরি নারায়ণ।
দুই করে অস্ত্র ধরি করে মহারণ॥
তবে রুক্মী ধনুক ধরিয়া কোপমনে।
চোখ চোখ শর বাছি বিন্ধে নারায়ণে॥
ধনুক ধরিয়া কোপে দেব গদাধর।
রাজার নন্দনে বিন্ধি করিল জর্জ্জর॥
মুষল ধরিয়া বলদেব করে রণ।
খণ্ড খণ্ড হৈয়া পড়ে যত সেনাগণ॥
তবেত গোবিন্দ করে ধরি চক্রবাণ।
রুক্মীর সৈন্যেরে কাটি করে খান খান॥
সহিতে না পারি সেনা রণে দিল ভঙ্গ।
ঘোর রণে পড়ে সেনা মাতঙ্গ তুরঙ্গ॥
আপনার সৈন্য বীর রাখিতে না পারে।
স্থির নাহি রহে সেনা প্রখর সমরে॥
রুক্মীরে দেখিয়া তবে কৃষ্ণ বলরাম।
কাটিল রথের অশ্ব হাতের ধনুখান॥
বিরথী হইয়া রুক্মী হইলা কাতর।
হাতে গলে বান্ধি রথে তুলে গদাধর॥
অশ্বপুচ্ছে বান্ধে তারে মস্তক মুণ্ডায়্যা।
তবে রাম কৃষ্ণে কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
এত বড় শাস্তি কেন দিলে বন্ধুজনে।
প্রাণে না মারিয়া মুণ্ডাইলে কেশ কেনে॥
রুক্মীরে রুক্মিণী দেখি করুণ নয়ন।
তাঁর মন বুঝি কৃষ্ণ কমলনয়ন॥
তবে হরি তাহার বন্ধন ঘুচাইল।
প্রাণ লয়ে যাহ বলি বিদায় করিল॥
লাজে অধোমুখ বীর না গেল মন্দিরে।
কৃষ্ণ অরি হৈয়া রহে ভোজকোটিপুরে॥
তবে কৃষ্ণ রণ জিনি রুক্মিণী লইয়া।
দ্বারকা নগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া॥
দেখিয়া সে আনন্দ দৈবকী ভাগ্যবতী।
যতনে করিল কৃষ্ণে মঙ্গল আরতি।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ ডাকি বন্ধুজন।
বিভা হেতু শুভক্ষণ করিল গণন॥
ভীষ্মক রাজারে কৃষ্ণ পাঠাইল চর।
নানা রত্ন লয়ে আইল বিদর্ভ ঈশ্বর॥
দ্বারকা নগরে গেলা ভীষ্মক নৃপতি।
অধিবাস দ্রব্য লয়ে ব্রাহ্মণ সংহতি॥
অনেক আদর কৈল দেব চক্রপাণি।
বিভা কার্য্যে মুনিগণে ডাক দিয়া আনি॥
স্বয়ম্বর স্থান কৈল অতি মনোহর।
বিবিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকানগর॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ সকুল।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গল॥ ২৫৯॥

রুক্মিণীর বিবাহ।

রাগ মঙ্গল।

শুনহ মহীপতি আনন্দ দ্বারাবতী
মঙ্গলধ্বনি সুপ্রকাশ।
রুক্মিণী নারায়ণে বিবাহ শুভক্ষণে
শ্রবণে বিঘ্ন হয় নাশ ॥
আনন্দ বসুদেব আনিয়া মুনি সব
করিল স্বয়ম্বর স্থান।
রত্নবেদী তাহে সুবর্ণ কুম্ভ শোহে
যে কিছু বেদের বিধান ॥
প্রাঙ্গণে আরোপিল গুবাক নারিকেল
রম্ভা তরু থরে থর।
চন্দনে আমোদিত চান্দুয়া সুশোভিত
ঝালর পরশ পাথর ॥
ভীষ্মক লয়ে বাস কন্যার অধিবাস
করিল অতি শুভক্ষণে।
মহী গন্ধ দিল স্বস্তিবাচ কৈল
প্রভু পায় আরাধনে ॥
তবে সে নারায়ণে করিল শুভক্ষণে
মঙ্গল গন্ধ অধিবাস।
মুকুট সুমণ্ডন রতন আভরণ
কিরণে জগত প্রকাশ ॥
রুক্মিণী দেব হরি শুভ মিলন করি
মাল্য করি- বদলনে।
দুন্দভি বাদ্য বাজে শঙ্খ মোহরি গাজে
পুষ্প বরষে দেবগণে ॥
মৃদঙ্গ ভেরী বাঁশী, কংসাল যন্ত্র বীণা
কিন্নর কিন্নরী গায়।
অপ্সরা নৃত্য করে গন্ধর্ব্ব তান ধরে
আনন্দের ওর নাহি তায় ॥
তবে সে দেব হরি রুক্মিণীরে বামে করি
বসিলা রত্ন বেদী মাঝে।
ভীষ্মক আনন্দিত শাস্ত্র বিহিত মত
কন্যা সমর্পিল ব্রজরাজে ॥
মণিমন্দির মাঝে কুসুম শয্যা সাজে
বঞ্চিলা এ মধু রজনী।
চন্দ্র চকোর সঙ্গে অম্বুজ অলি রঙ্গে
কৌতুক কহিতে না জানি ॥
শুনহ পরীক্ষিত আনন্দ অপ্রমিত
দ্বারকা নগর উল্লাস।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
রচিল দুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৬০ ॥

কৃষ্ণের রুক্মিণী সহবাস।

রাগ বরাড়ি।

আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া
বল রাম নারায়ণ ॥ ধ্রু ॥

হেন মতে রুক্মিণীহরণ করি বলে।
বিভা কৈল লৈয়া কৃষ্ণ দ্বারকা মণ্ডলে ॥
ভীষ্মক রাজার ভাগ্য ছিল পূর্ব্বকালে।
কন্যাদান কৈল রাজা কৃষ্ণ পদতলে ॥
নানা রত্ন নিছনি করিয়া নারায়ণে।
কিবা আজ্ঞা হয় বলি রহে বিদ্যমানে ॥
ভীষ্মকে করিল কৃষ্ণ আদর অপার।
আলিঙ্গন দিয়া বলে তুমি সে আমার ॥
ইহ লোকে সুখে থাক পাল প্রজাগণ।
অন্তকালে যাবে মোর বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
এত বলি মেলানি করিল নৃপবরে।
আনন্দে চলিল রাজা বিদর্ভনগরে ॥
তবে কৃষ্ণদেব বৈসে দ্বারকা ভুবনে।
রুক্মিণীর যৌবন বাড়য়ে দিনে দিনে ॥
পরম সুন্দরী দেবী লক্ষ্মী অবতার।
কে কহিতে পারে রূপমাধুরী তাহার ॥

সুমণিমণ্ডপ মাঝে রত্ন সিংহাসনে
কৌতুকে খেলেন প্রাণ লক্ষ্মী নারায়ণে ॥
নিতি নিতি ক্রীড়ারঙ্গে বিহরে গোবিন্দ।
দুঃখীশ্যাম মাগে রাঙ্গা চরণারবিন্দ ॥ ২৬১ ॥

কামদেবের জন্ম।

রাগ আসয়ারি।

আনন্দ দ্বারকা দেশে রুক্মিণী রভসরসে
বৈসে কৃষ্ণ কমল লোচন।
শুভক্ষণে শুভ দিনে ঋতু স্নান নিবন্ধনে
কৃষ্ণ সঙ্গে রজনী বঞ্চন ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ গতি তাহে গর্ভ হৈল স্থিতি
কামদেব জন্মিলা জঠোরে।
দিনে দিনে অতিশয় রুক্মিণীর রূপ হয়
দেখি কৃষ্ণ হরিষ অন্তরে ॥
দশ মাস দশ দিন হৈল আসি সম্পূরণ
কষ্ট ব্যথা জানায় তখন।
কেবল মাহেন্দ্র ক্ষণে প্রসবিল শুভ দিনে
পুত্র হৈল অভিন্নবদন ॥
আনন্দিত দৈবকী কৃষ্ণের কুমার দেখি
প্রসূগৃহে মঙ্গল আচরি।
জ্বালিয়া রতন বাতি নাভিচ্ছেদ করে ধাত্রী
জয় জয় দিল পুরনারী ॥
শুন রাজা হেনকালে সম্বর নৃপতি স্থলে
নারদ আসিয়া উপনীত।
দেখি দৈত্য হৃষ্ট হৈয়া পাদ্য অর্ঘ্যাসন দিয়া
যড়ঙ্গেতে করিল পূজিত ॥
রাজার আদরে মুনি কহেন মধুর বাণি
শুন দৈত্য কি কর বসিয়া।
কহি শুন বরাধরে দ্বারাবতী বারাপুরে
তব রিপু জন্মিল আসিয়া ॥
এই শিশুকালে তারে যদি পার বধিবারে
তবে তোর হইবে কুশল।
নিশ্চয় কহিনু তোরে কেবল কামের করে
সবংশেতে মরিবে সকল ॥
অসুরে কহিয়া এত চলিল ব্রহ্মার সুত
বীণা গানে নিবেশিয়া চিত্ত।
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
সম্বর হইল সচিন্তিত ॥ ২৬২ ॥

সম্বরাসুর কর্তৃক কামদেব হরণ।

রাগিণী করুণা।

কে নিল হরিয়া মোর শ্যাম গুণনিধি ॥ ধ্রু ॥

নারদের বচন শুনিয়া দৈত্যপতি।
নিশাভাগ রাত্রে সে চলিলা দ্বারাবতী ॥
পুরী মধ্যে প্রবেশিল শীঘ্রগতি হৈয়া।
বুঝিতে না পারে কেহ অসুরের মায়া ॥
প্রসূ গৃহে প্রবেশিল আপনি সম্বর।
কোলে করি লৈয়া চলে কৃষ্ণের কুমার ॥
কোলে পুত্র না দেখিয়া কান্দয়ে রুক্মিণী।
কে নিল বালক বলি কান্দে উচ্চ ধ্বনি ॥
দৈবকী রোহিণী আদি পুরনারীগণ।
ত্বরিতে মিলিল গিয়া রুক্মিণী ভুবন ॥
কান্দিয়া কহিল সে সকল নারীগণে।
কেবা লৈয়া গেল মোর কোলের নন্দনে ॥
কান্দয়ে রুক্মিণী দেবী ক্ষিতি লুটাইয়া।
শিরে ঘাত মারে দেবী মদনে হারায়্যা ॥
রাত্রিকালে ক্রন্দনের শব্দ কেন শুনি।
তথা গেল হলধর গোবিন্দ আপনি ॥
সর্ব্ব অন্তর্যামী কৃষ্ণ জানেন হৃদয়।
নারীগণে প্রবোধ করিয়া কৃষ্ণ কয় ॥
স্থিরচিত্ত হও সবে অনিত্য সংসার।
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু সবের আচার ॥

জন্ম হৈলে মরণ খণ্ডন নাহি যায়।
তত্ব বোলে প্রবোধ করিল সবাকায়॥
ওথা সে সম্বর রিপু কামদেবে লৈয়া।
সমুদ্রের জল মধ্যে দিল ফেলাইয়া॥
জলমধ্যে কামদেব পড়িলেন গিয়া।
রাঘব গিলিল তারে আহার বলিয়া॥
গোবিন্দের বীর্য্যে সেই অক্ষয় শরীর।
মৎস্যের উদর মধ্যে বাড়ে মহাবীর॥
মদন উদরে ধরি মীন ভ্রমে জলে।
ধীবরের জালে সে পড়িল রাত্রিকালে॥
মৎস্য বন্দি করিয়া ধীবর হৃষ্ট মন।
সেই মৎস্য লৈয়া দিল সম্বর সদন॥
মৎস্য দেখি রাজা বড় আনন্দিত মনে।
বলিল লইয়া দেহ রতির সদনে॥
মৎস্য দেখি রতি মনে আনন্দ অপারে।
সুপকারগণে দিল মৎস্য কাটিবারে॥
কাটিলেক সেই মৎস্য সুপকারগণ।
মৎস্যোদরে শিশু দেখি সবিস্ময় মন॥
রাজাকে কহিল গিয়া শিশু কোলে করি।
সম্বর কহিল দেহ রতি বরাবরি॥
অপুত্রক রাজা সে যে আছিল সম্বর।
পুত্রবৎ করিয়া পালিল নৃপবর॥
শুন রতি প্রাণপণে পালহ ছাওয়ালে।
মহাসুখে রতি সে মদন প্রতিপালে॥
হেন রূপে কামদেব সম্বর সদনে।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন বাড়ে দিনে দিনে॥
তবেত সম্বর রাজা আনি পুরোহিত।
অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা তারে কৈল সুশিক্ষিত॥
বার বৎসরের কাম হইল যখন।
রতি পাশে আইল নারদ তপোধন॥
মুনি দেখি রতি কৈল অনেক আদর॥
ধীরে ধীরে রতিরে কহেন মুনিবর।
বাসকা [illegible] বেলা [illegible]

দুঃখীশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী।
হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী॥ ২৬৩॥

রতি কামের মিলন।

রাগিণী কল্যাণ।

সম্বর সদনে আসি রতির নিকটে বসি
কহেন নারদ মহামুনি।
শুন রতি কহি তোরে পালন করহ যারে
এই তোর প্রভু শিরোমণি॥
পূরব কালের বাণী শুনহ কামের রাণী
হরের করিতে তপ ভঙ্গ।
লৈয়া দেবতার পান গিয়া শিব বিদ্যমান
শাপে ভস্ম হইল অনঙ্গ॥
দেখিয়া পতির গতি অনুমৃতা হবে রতি
কুণ্ড খুলি জ্বালিল আগুনি।
তোমার একান্ত জানি হইল আকাশ বাণী
শুন রতি স্থির কর প্রাণী॥
সম্বরের ঘরে গিয়া থাক চিত্ত নিবেশিয়া
দিন কত সময় বঞ্চন।
ভারাবতারণে হরি রুক্মিণীরে বিভা করি
সেই গর্ভে জন্মিবে মদন॥
তোর বড় শুভদিন ফলিল তপের চিহ্ন
নিজ কান্তে কর পরিচয়।
তবে রতি কামদেবে চাহিল সে রতি ভাবে
প্রাণনাথ বলিয়া বিনয়॥
তবে সে নারদ মুনি মদনে বলেন বাণী
রতি তোর নিজ প্রণয়িনী।
সম্বর সংহার করি রতি লৈয়া দ্বারাপুরী
শীঘ্রগতি চলহ আপনি॥
রতি মদনের সঙ্গে রহিল পরম রঙ্গে
চিরদিনে পাইয়া মিলন।

এ সকল বিবরণ সম্বরে বলিতে পুনঃ
চলিল নারদ তপোধন ॥
নারদে দেখিয়া রাজা করিল চরণ পূজা
বসাইল রত্ন সিংহাসনে।
শুন দৈত্য কহি তোরে বিপক্ষ আনিয়া ঘরে
মৃত্যু হেতু করিলে পালনে ॥
পূর্ব্বে আসি তোর স্থলে কহিলাম বাক্য ছলে
না পারিলে রিপু বধিবারে।
সেই আসি তোর ঘরে রতি লৈয়া কেলি করে
আছে মাত্র তোমা বধিবারে ॥
এত বলি গেলা মুনি সম্বর কুপিত শুনি
বলে বুদ্ধি কি করি উপায়।
সঘনে হুঙ্কার পূরে নানা অস্ত্র করে ধরে
মদনে মারিব বলি ধায় ॥
দেখে গিয়া বিদ্যমানে রতি মদনের স্থানে
বসি আছে কৌতুক মিলনে।
দুঃখীশ্যাম দাস বলে দৈত্য কোপানলে জ্বলে
তারে দেখি হাসেন মদনে ॥ ২৬৪ ॥

সম্বরাসুর বধ।

রাগ শোহিনী।

গোবিন্দগুণ গাও গাও রে শুনি ॥ ধ্রু ॥

মদন মারিব বলি ধায় সে সম্বর।
তা দেখি কহেন রতিপতি বরাবর ॥
শুন প্রাণনাথ দৈত্য নানা মায়া জানে।
ঘোর যুদ্ধ করিবে হইও সাবধানে ॥
আমি জানি যোগমায়া কহিবে তোমারে।
তবে তুমি বিনাশিবে সম্বর অসুরে ॥
এত বলি রতি কামে দিলা যোগমায়া।
এমন সময় দৈত্য মিলিল আসিয়া ॥
দৈত্য দেখি বাহির হইল রতিপতি।
ধনুকে টঙ্কার দিল হৈয়া ক্রোধ মতি ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া পূরিল সন্ধান।
সম্বরে বিন্ধয়ে বাছি চোখ চোখ বাণ ॥
তবে সে অসুর মায়া করিল সৃজন।
দশ দিক অন্ধকার করিল গগন ॥
মহা ঝড় বহে হেন প্রবল প্রলয়।
চতুর্দ্দিকে অঙ্গার হাড়ের বৃষ্টি হয় ॥
অসুরের মায়া দেখি কৃষ্ণের তনয়।
শরজাল কৈল কামদেব মহাশয় ॥
সম্বরের সেনা যত যুঝে রণস্থলে।
সকল সৈইন্য পড়ে ঘোর শরজালে ॥
তবেত সম্বর কামে এড়ে নাগপাশ।
গরুড় বাণেতে কাম তাহা কৈল নাশ ॥
নানা রূপে বাণবৃষ্টি করে দুই জন।
কেহ কাহে জিনে নাহি একই তুলন ॥
তবেত কুপিল কাম রণে শ্রম পাইয়া।
ধনুকে যুড়িল তবে বিষ্ণুচক্র লৈয়া ॥
দেখিতে উজ্জ্বল চক্র মহা খরশাণ।
সম্বরের মুণ্ড কাটি করে দুই খান ॥
নৃপতি পড়িল ভঙ্গ যত সেনাগণ।
দেখিয়া আনন্দ রতি মদনের মন ॥
ধন রত্ন ছিল যত সম্বরের পুরে।
সকল ভরিল কাম রথের উপরে ॥
তবে কামদেব রথে রতি সঙ্গে করি।
চলিল পরম সুখে দ্বারকানগরী ॥
সম্বরের সম্পদ লইয়া কুতূহলে।
উপনীত হৈল গিয়া দ্বারকামণ্ডলে ॥
অভ্যন্তরে কৃষ্ণ সঙ্গে [illegible]
স্তনযুগে ঝরে পয় বিভা বাদ্য শুনি ॥
পুত্র সঙরিয়া দেবী ছাড়িল নিশ্বাস।
গোবিন্দমঙ্গল গান দুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৬৫

রতি কামদেবের দ্বারকা প্রবেশ।

রাগিণী ধানশ্রী।

দ্বারকা ভুবনে রঙ্গে বসিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে
শুনিয়া মঙ্গল বাদ্য ধ্বনি।
পুত্রকে স্মরিয়া ভাবে স্তনযুগে পয়ঃস্রবে
বামনেত্র করয়ে স্পন্দনি॥
বিধি মোরে বাম ভেল পুত্র কে লইয়া গেল
রহিলে হইত বিভা দান।
কে যায় করিয়া বিভা কহিতে না পারে সবা
নিরখিয়া বিদরে পরাণ॥
আসি মদনের চর দ্বারাবতী অভ্যন্তর
গোবিন্দে কহয়ে নিবেদন।
সম্বর সংহার করি রতি সঙ্গে রথোপরি
আইল কাম তোমার নন্দন॥
শুনি প্রভু হরষিত রুক্মিণী সে আনন্দিত
দৈবকী রোহিণী নারীগণে।
রচিয়া মঙ্গল থালি বাড়ীর বাহির চলি
পুত্রবধূ করে ধরি আনে॥
যত কর্ম্ম কুলাচার সকল করিল তার
রুক্মিণী আনন্দ অতিশয়।
হেনরূপে দ্বারাপুরে গোবিন্দ বসতি করে
শুন অভিমন্যুর তনয়॥
তবে যে করিল হরি কহি তোমা বরাবরি
পুরাণ বিহিত ইতিহাস।
মণিহরণের বাণী ভক্তিভাবে নৃপমণি
শ্রবণে দুরিত হয় নাশ॥
কুলে শীলে সুপণ্ডিত নাম তার শত্রাজিত
কৃষ্ণ মিত্র করিয়া রাজন।
দ্বারকা নগরে বৈসে নিজ মন অভিলাষে
চিত্তে কৈল সেবিব তপন॥
স্নান শুচিমন্ত হৈয়া সমুদ্রের কূলে গিয়া
তপ করে দ্বাদশ বৎসর।
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম দাস ভাষে
তপে তুষ্ট হৈল দিবাকর॥ ২৬৬॥

মণি হরণ প্রসঙ্গ—

শত্রাজিতের স্যমন্তক মণি লাভ।

আপনা করি চরণে রাখ হে দয়াল॥ ধ্রু॥

তপ করে শত্রাজিত দ্বাদশ বৎসর।
তপে তুষ্ট হৈয়া তার বশ দিবাকর॥
সাক্ষাৎ হইয়া আসি নৃপতি গোচরে।
অবনী লোটায়ে রাজা দণ্ডবৎ করে॥
পুটাঞ্জলি হৈয়া রাজা রহে বিদ্যমানে।
স্তুতি ভক্তি করে রাজা বিনয় বিধানে॥
পূর্ণদেহ ভক্ত রাজা দেখিয়া তপন।
অতিশয় কৃপা কৈল হইয়া প্রসন্ন॥
স্যমন্তক মণি সূর্য্য দিল তার গলে।
সে মণি তুলনা নাহি এ মহীমণ্ডলে॥
মণি দিয়া অন্তর্ধান হৈল দিবাকর।
মণি গলে চলে রাজা দ্বারকা নগর॥
মহা তেজোময় মণি সূর্য্যের কিরণ।
সূর্য্য আইল হেন করি ভাবে পুরজন॥
জনরব শুনিয়া জানিল জগন্নাথে।
স্যমন্তক মণি সূর্য্য দিল শত্রাজিতে॥
মণি লৈয়া শত্রাজিত গেল নিজ ঘর।
নিত্য পূজা করে মণি সূর্য্যের সোসর॥
নিত্য অষ্ট ভার স্বর্ণ প্রসবে মণিবর।
অতি আনন্দিত ভেল দ্বারকা নগর॥
শুনিয়া মণির কথা দেব চক্রপাণি।
উদ্ধবে পাঠায়ে দিল মাগি আন মণি॥
শুনিয়া নৃপতি বলে উদ্ধবের স্থানে।
গোবিন্দ মাগিল মণি না শুনি শ্রবণে॥

ছোট ভাই প্রসেনেরে দেখিয়া সুন্দর।
তার গলে দিল স্যমন্তক মণিবর॥
মণি না পাইয়া তবে উদ্ধব চলিল।
সকল বৃত্তান্ত কৃষ্ণে গিয়া জানাইল॥
শুনিলা না দিল মণি উদ্ধবের স্থানে।
উত্তর না দিলা প্রভু রহিলা মউনে॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কহিনু তোমারে।
গলে মণি প্রসেন ভ্রময়ে বনান্তরে॥
মৃগয়া করিয়া বীর বুলে বনে বন।
আচম্বিতে সিংহের সঙ্গেতে দরশন॥
মণি দেখি মৃগেন্দ্র সে মনে মনে গণি।
পুণ্যদেহ শত্রাজিতে সূর্য্য দিল মণি॥
অপবিত্র হৈয়া মণি পরিয়াছে গলে।
চাপড়ে প্রসেনে সিংহ মারে সেই স্থলে॥
গলে মণি দিয়া সিংহ বনে প্রবেশিল।
ভায়ের মরণ শত্রাজিত বার্ত্তা পাইল॥
ভায়ের মরণে রাজা শোকাকুল হৈয়া।
বলে মণি নিল কৃষ্ণ প্রসেনে মারিয়া॥
লোকমুখে এই বার্ত্তা শুনি চক্রপাণি।
ইষ্ট-মিত্র বন্ধুগণে ডাকি দিয়া আনি॥
সর্ব্বজন লৈয়া কৃষ্ণ বসিলা বিচারে।
দুঃখীশ্যাম ডাকে নাথ পার কর মোরে॥ ২৬৭॥

বনমধ্যে কৃষ্ণের মণি অন্বেষণ।

রাগ সারঙ্গ।

জনমুখে রব শুনিলা মাধব
শত্রাজিত কটু বাণী।
ইষ্ট মিত্র গণে ডাকি উগ্রসেনে
বলরামে পাশে আনি॥
সবার গোচর কহে দামোদর
বড় অদ্ভুত কথা।
ভ্রমিতে কাননে কে মারে প্রসেনে
দরশে যাইব তথা॥
এই ভাদ্র মাসে চতুর্থ দিবসে
দেখি চন্দ্র হরিতালি।
তথির কারণে কুযশ ঘোষণে
লোকে দোষে বনমালী॥
এত বলি হরি সবা সঙ্গে করি
চলিলা গহন বনে।
দেখিল নেহারি প্রসেন সংহারি
সিংহপদ সেই স্থানে॥
সিংহপদ বাই সবে চলি যাই
উপনীত কত দূরে।
দেখিল নয়নে সিংহে বধি প্রাণে
ঋক্ষপদ ক্ষিতিপরে॥
পদ চারি গিয়া সুলঙ্গে নামিয়া
গেলা রসাতলপুরী।
তবে সবা সঙ্গে বেড়িয়া সুলঙ্গে
বিচারে বসিলা হরি॥
শুন সভাজন মণির কারণ
যাব রসাতলপুরে।
তোমরা এখানে এয়োদশ দিনে
রহিও আমার তরে॥
ইথে না আইলে জানিহ পাতালে
নিশ্চয় মরিল হরি।
দ্বারাবতী গিয়া শ্রাদ্ধ দান দিয়া
পালিহ তনয় নারী॥
মাতা পিতা স্থানে জানাবে চরণে
প্রণতি-স্তুতি আমার।
সবাকারে এত করি পরিমিত
সুলঙ্গেতে আগুসার॥
সুলঙ্গের পথে গিয়া গোপীনাথে
উপনীত রসাতলে।

শ্রীগুরুচরণে দুঃখীশ্যাম ভণে
গীত গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৬৮ ॥

পাতালে ভল্লুকের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ।

রাগিণী ধানশ্রী।

সুলঙ্গ গমনে হরি গিয়া রসাতলপুরী
উপনীত রাজার ভবনে।
চঞ্চল করিয়া আঁখি চৌদিকে চাহিয়া দেখি
মণির উদ্দেশে সেই স্থানে ॥
ঋক্ষপুত্র ধাত্রীকোলে কান্দে সে প্রবোধে বোলে
হের দেখ স্যমন্তক মণি।
স্যমন্তক নাম শুনি শিশু গলে হৈতে মণি
কাড়ি লৈয়া চলে চক্রপাণি ॥
আস্তে ব্যস্ত হৈয়া নারী ঋক্ষরাজ বরাবরি
কহে মণি চোর লয়ে যায়।
শুনিয়া ভল্লুক কোপে হুহুঙ্কার পূরি লাফে
কৃষ্ণের পশ্চাৎ বেগে ধায় ॥
মরণে না ডর তোর আসিয়া মন্দিরে মোর
লয়ে মণি যাসি কোথাকারে।
নাম মোর জাম্ববান পাঠাইব যমস্থান
হাসি কৃষ্ণ বাহুড়ে সমরে ॥
ভল্লুক সংহতি হরি হাতাহাতি যুদ্ধ করি
কেহ কারে জিনিতে না পারে।
প্রবল সংগ্রাম তায় তিন নব দিন যায়
গড়াগড়ি অবনী উপরে ॥
হেথাত সুলঙ্গ স্থানে রাম আদি উগ্রসেনে
দেখি না আইল দামোদর।
কান্দে সবে কৃষ্ণগুণে গিয়া সে দ্বারকা স্থানে
জানাইল সবার গোচর ॥
কান্দে বসু দৈবকী রুক্মিণী সে চন্দ্রমুখী
বলে বিধি কি কৈলে ঘটন।
পাপমতি শত্রাজিতে দোষ দিল জগন্নাথে
তেঞি প্রভু বিপাকে মরণ ॥
প্রদ্যুম্ন করিয়া কোলে কান্দে দেবী শোকানলে
কবরী বসন গড়ি যায়।
স্মরিয়া গোকুলচান্দে দৈবকী রোহিণী কান্দে
পুরীজন করে হায় হায় ॥
উগ্রসেন নরপতি সান্ত্বায় সবার প্রতি
বলে ক্রিয়া কর স্নান দান ॥
ক্ষৌর কর্ম্ম করি তার শ্রাদ্ধ পিণ্ড দেহ আর
যে উচিত বেদের বিধান ॥
শুনিয়া সন্তোষ সব শাস্ত্রমত কামদেব
পিণ্ড দিল আনি পুরোহিত।
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে
পিণ্ড পেয়ে গোবিন্দ তৃপিত ॥ ২৬৯ ॥

ঋক্ষযুদ্ধে কৃষ্ণের জয় লাভ।

রাগিণী করুণা।

শাস্ত্র অনুসারে কামদেব পরে
পিণ্ড দিল নারায়ণে।
রুক্মিণী সুন্দরী গোবিন্দ স্মঙরি
দেখিল শুভ লক্ষণে ॥
বাম নেত্র ভুরু কর বাম উরু
সঘন স্পন্দন করে।
সুপ্রসন্ন মন জানিল তখন
কুশল কৃষ্ণ শরীরে ॥
দৈবকী গোচরে নিবেদন করে
শুন শুন ঠাকুরাণী।
মোর প্রভু সুখে আছেন কৌতুকে
হেন মনে অনুমানি ॥

বাম অঙ্গ মোর উষত অন্তর
সিন্দুর উজ্জ্বল অতি।
দৈবকী সে তবে ঘট স্থাপি ভাবে
পূজে দেবী ভগবতী ॥
অনেক প্রকারে পূজিল চণ্ডীরে
নানারূপে স্তুতি করে।
শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত
ওথা রসাতল পুরে।
কামদেব যবে পিণ্ড দিল তবে
বল বাড়ে কৃষ্ণ অঙ্গে।
ভল্লুকে পাড়িয়া বক্ষেতে বসিয়া
রামরূপ ধরে রঙ্গে ॥
তবে জাম্ববান দেখি ব্রিদ্যমান
কমললোচন হরি।
করয়ে স্তবন সেবকেরে কেন
হেন রূপে মায়া করি ॥
রাম অবতারে বধিলে বালিরে
সুগ্রীবে করিলে মিতা।
আমি জাম্ববান সঙ্গে হনুমান
উদ্ধারিলাম তব সীতা ॥
বান্ধি সেতুবন্ধ বধি দশস্কন্ধ
বিভীষণে রাজ্য দিয়া।
অযোধ্যানগরী রঘুবংশধারী
নৃপতি হইলে গিয়া ॥
ভল্লুক বিনয় শুনি দয়াময়
দাণ্ডাইল বক্ষ ছাড়ি।
ঋক্ষরাজ তবে প্রণমিল ভাবে
পাদপদ্ম তলে পড়ি ॥
প্রভু পদ ধরি লৈয়া নিজ পুরী
করাইল স্নান দান।
ভাবিল অন্তরে দেহ দামোদরে
জাম্ববতী দিব দান ॥
স্বয়ম্বর স্থান করিল নির্ম্মাণ
বিভাযোগ্য দ্রব্য আনি।
কহে দুঃখীশ্যাম বল অবিরাম
মুখে কৃষ্ণগুণ বাণী ॥ ২৭০ ॥

কৃষ্ণের জাম্বতী বিবাহ।

রাগিণী মোহিনী।

বড়রে দয়ার নিধি হরি ॥ ধ্রু ॥

পরম আনন্দমতি ভল্লুক রাজন।
স্বয়ম্বর স্থান কৈল অতি সুশোভন ॥
নারিকেল গুবাক রোপিল থরেথর।
দ্বারে দ্বারে রোপিল কদলী তরুবর ॥
চন্দনের ছড়া ঝাঁটি গন্ধে আমোদিত।
রতন তোরণ ঝারা মন্দর গঞ্জিত ॥
বান্ধিল বিচিত্র বেদী নানা ধাতু দিয়া।
স্বর্ণকুম্ভ আম্র ডাল রচিত করিয়া ॥
কুলপুরোহিত ডাকি আনি মুনিগণে।
অধিবাস কন্যার করিল ততক্ষণে ॥
মহী গন্ধ শিলা ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প ফলে।
কৃষ্ণে অধিবাস কৈল অতি কুতূহলে ॥
জাম্ববতী গোবিন্দ মিলিল শুভযোগে।
পুষ্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র দেব আদি নাগে ॥
রত্নবেদী মধ্যে কন্যা বর বসাইয়া।
ঋক্ষরাজা কন্যা দিল কৃষ্ণে সমর্পিয়া ॥
যৌতুক করিয়া দিল স্যমন্তক মণি।
নানা রত্ন বস্ত্র দিল গোবিন্দেরে আনি ॥
তবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল জাম্ববানে।
দিব্য রথে বসাইল দেব নারায়ণে ॥
নানা বাদ্য কোলাহল করিয়া প্রচুর।
আগু বাড়াইয়া রথে গেল কৃষ্ণ

পুনঃ পুনঃ প্রণতি করয়ে নারায়ণে।
তবে কৃষ্ণ আলিঙ্গন দিল জাম্ববানে ॥
মেলানি মাগিয়া গেল রসাতল পুরে।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ দ্বারকানগরে ॥
নগর নিকটে কৃষ্ণ কৈল শঙ্খধ্বনি।
ধাইল সকল লোক জয়শঙ্খ শুনি ॥
উগ্রসেন রাম আদি শ্রীবসু দৈবকী।
রুক্মিণী আনন্দ অতি প্রভুমুখ দেখি ॥
তবেত দৈবকী দেবী আনন্দিত অতি।
রচিয়া মঙ্গল থালি জ্বালে রত্ন বাতি ॥
মঙ্গল আচার করি দেব দামোদরে।
করে ধরি পুত্রবধূ নিল নিজ ঘরে ॥
নানা বিধ বাদ্য বাজে দ্বারকা নগরে।
ভাট বিপ্রে বসুদেব নানা দান করে ॥
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্ব্বজন।
শত্রাজিতে নিন্দে শুনি মণির হরণ ॥
তবেত শ্রীকৃষ্ণ দেব উদ্ধবের হাতে।
স্যমন্তক মণি পাঠাইল শত্রাজিতে ॥
মণি পেয়ে হৈল রাজা লজ্জিত কেবল।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ ২৭১ ॥

শত্রাজিতের কৃষ্ণ পরিতোষণ।

রাগ বরাড়ি।

তবে শত্রাজিত পরম লজ্জিত
পেয়ে স্যমন্তক মণি।
অনেক ধিক্কার করে আপনার
মনে মহা দুঃখ গণি ॥
আপনার দোষে দৈবের যে বশে
রোষ দিনু নারায়ণে।
গোবিন্দের বৈরী হৈনু দেহ ধরি
যাঁরে দেখিবারে নানা যজ্ঞ করে
কায় ক্লেশ তপ করি।
আমি মূঢ় পণে বঞ্চিত সে ধনে
বৈনু মণিচোর হরি ॥
এ পাপ জীবনে গোবিন্দচরণে
আত্ম নিবেদন করি।
কন্যা রত্ন লৈয়া রাঙ্গা পায় দিয়া
ভজিব ভাবে মুরারি ॥
এত ভাবি মনে রাজা এক দিনে
ব্রাহ্মণে লইয়া সাথে।
কৃষ্ণপাশে গিয়া প্রণতি করিয়া
দাণ্ডাইল যোড় হাতে ॥
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করয়ে প্রণতি
পড়িয়া পৃথিবীতলে।
প্রভুপদ ধরি দণ্ডবৎ করি
করুণ বচনে বলে ॥
অহোবদরশী তুমি ব্রহ্মরাশি
অপরাধ কর ক্ষমা।
মনের আনন্দে তব পদদ্বন্দ্বে
সমর্পিব সত্যভামা ॥
রাজার অন্তর জানি গদাধর
ভাবে আলিঙ্গন দিল।
তবে শত্রাজিতে কন্যা সমর্পিতে
কৃষ্ণ অনুমতি কৈল ॥
তবে শত্রাজিত আনে পুরোহিত
কৃষ্ণে দিতে কন্যাদান।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
শ্রীমুখ নন্দন গান ॥ ২৭২ ॥

সত্যভামার বিবাহ।

রাগ বরাড়ি।

রাধাকৃষ্ণ বলি বল রে ভাই পরম আনন্দ হৈয়া
কেমনে তরিবে এ ভব সাগরে
ভজ সাধু সঙ্গে রৈয়া ॥ ধ্রু ॥

হেনমতে শত্রাজিত কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়া।
মন্দিরে চলিল রাজা আনন্দিত হৈয়া ॥
নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল বন্ধুজনে।
সত্যভামা বিভা দিব দেব নারায়ণে ॥
স্বয়ম্বর স্থান কৈল অতি সুশোভন।
প্রাঙ্গণে কদলী তরু করিল রোপণ ॥
রত্নবেদী মাঝে ঘট করিল স্থাপন।
বিভাকার্য্যে ডাকিয়া আনিল মুনিগণ ॥
নানা দ্রব্য উপহার করিলা বিস্তর।
বিবিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকা নগর ॥
শুভযোগে করিল কন্যার অধিবাস।
নানাবিধ বাদ্য বাজে পরম উল্লাস ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা নিল নিজ ঘরে।
ভূষিত করিল নানা রত্ন অলঙ্কারে ॥
শুভযোগে বরণ করিয়া নারায়ণে।
কন্যাদান কৈল রাজা গোবিন্দচরণে ॥
যৌতুক করিয়া দিল স্যমন্তক মণি।
নানা রত্ন কৃষ্ণপদে করিয়া নিছনি ॥
তবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল শত্রাজিতে।
মন্দিরে চলিল প্রভু সত্যভামা সাথে ॥
দেখিয়া আনন্দ দেবী দৈবকী সুন্দরী।
অভ্যন্তরে নিল পুত্রবধূ করে ধরি ॥
মঙ্গল আচার কৈল বিবিধ বিধানে।
কুসুম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে ॥
দ্বারকা নগরে সুখে বিবিধ মঙ্গল।
বসুদেব দৈবকী যে আনন্দ কেবল ॥

হেনরূপে কৃষ্ণ অবতার দ্বারকায়।
ইচ্ছাসুখে দেখে লোক রাম শ্যামরায় ॥
শুক বলে শুন রাজা কৃষ্ণগুণবাণী।
শত্রাজিত নৃপে কৃষ্ণ ডাক দিয়া আনি ॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত চিত্তে কর আশ।
পয়ার প্রবন্ধে গায় দুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৭৩ ॥

শত্রাজিত হস্তে মণি স্থাপন।

রাগ কৌশিক।

তবে দেব চক্রপাণি শত্রাজিতে ডাকি আনি
কহে কৃষ্ণ সরস বচন।
পুণ্যদেহ তোমা জানি স্যমন্তক মহামণি
কৃপা করি দিলেন তপন ॥
হেন মহামণিবর ধরিবারে সমসর
তোমা বিনে না দেখি সংসারে।
আমার বচন শুন স্যমন্তক মণি পুনঃ
লৈয়া চল আপন মন্দিরে ॥
যত্ন করি মণিবরে দিল শত্রাজিত করে
সুখে কৃষ্ণ কমললোচন।
গোবিন্দে প্রণাম করি মণিরত্ন লৈয়া পুরী
নরপতি করিলা গমন ॥
হেন রূপে মণি লৈয়া পরম পবিত্র হৈয়া
নিত্য পূজা করে শত্রাজিত।
মণিবর পুণ্যময় রোগ শোক পাপক্ষয়
দ্বারকায় সদা আনন্দিত ॥
শুন নৃপ কহি তোরে এক দিন অভ্যন্তরে
রুক্মিণী সহিত নারায়ণ।
ভোজন করিয়া সুখে কর্পূর তাম্বূল মুখে
কৌতুকেতে করিলা শয়ন ॥
ভীষ্মকনন্দিনী তবে পাদপদ্ম লয়ে ভাবে
হৃদে রাখি চাপে [illegible]

আনন্দে বঞ্চিলা নিশি সুপ্রভাতে দূত আসি
জানাইল গোবিন্দগোচরে॥
পাঠাইল কুরুরাজ চলিবে হস্তিনা মাঝ
শুন প্রভু কমললোচন।
অনুচর মুখে শুনি অন্তরে সকল জানি
বলে কৃষ্ণ করিব গমন॥
উগ্রসেন আদি করি যদুবল ডাকি হরি
বলে সবে থাক দ্বারাপুরে।
আমি আর সঙ্কর্ষণ রথে চড়ি দুই জন
যাব শীঘ্র হস্তিনানগরে॥
দারুকে ডাকিয়া হরি রথ সুমণ্ডন করি
রামকৃষ্ণ করিলা সাজন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
সুরচিল শ্রীমুখ নন্দন॥ ২৭৪॥

রামকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ও শতধনু কর্ত্তৃক শত্রাজিত্ বধ।

হেনমতে রথে চড়ি রাম নারায়ণ।
হস্তিনানগরে গিয়া দিল দরশন॥
কুরুপতি ভবনে হইল উপনীত।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পরম হরষিত॥
দুর্য্যোধন রাজা বসিয়াছে বরাসনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সেনাপতিগণে॥
রামকৃষ্ণ দেখি হরষিত সর্ব্বজন।
দুর্য্যোধন আদি কৈল চরণ বন্দন॥
ধৃতরাষ্ট্র কহিল বচন দুই চারি।
যার যেবা উচিত সম্ভাষা কৃষ্ণে করি॥
হেনমতে দিন কত রহিলা তথায়।
শুন পরীক্ষিত যে হইল দ্বারকায়॥
শতধনু কৃতবর্ম্মা দুইজন মিলে।
অপমান হইয়া অক্রূর পাশে বলে॥
শতধনু বলে শত্রাজিত যত কৈল।
মোরে কন্যা কহিয়া কৃষ্ণেরে দান দিল॥
ইহ অপমান প্রাণে সহনে না যায়।
স্যমন্তক মণি আনি কেমন উপায়॥
অক্রূর বলিল মণি জিতে নাহি দিব।
শতধনু বলে তারে মারি মণি নিব॥
এমন প্রকারে তিনে করিলা যুকতি।
হেনরূপে শতধনু মহাক্রোধমতি॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যখন অম্বরে।
মহাক্রোধে যায় শত্রাজিতে মারিবারে॥
পালঙ্কে শুয়েছে রাজা সংহতি রমণী।
তা দেখিয়া শতধনু পুরে সিংহধ্বনি॥
দেখিয়া মুরতি ভয় হইল অন্তর।
শত্রাজিতের গলা কাটি দিলা যমঘর॥
স্ত্রীর সঙ্গে মহাবীর বধিয়া রাজারে।
মণি লৈয়া শতধনু চলিলা মন্দিরে॥
কহিল সকল অক্রূরের বিদ্যমান।
হেন রূপে নিশি শেষ হইল বিহান॥
উঠিল ক্রন্দন শব্দ রাজার ভবনে।
সত্যভামা দেবী কান্দে পিতার কারণে॥
অনেক বিলাপ করে পিতৃলোক লৈয়া।
মণি লৈয়া মারি গেল অনাথ করিয়া॥
পরম কাতর দেবী পিতার কারণে।
রথে চড়ি যায় দেবী হস্তিনা ভবনে॥
কৃষ্ণপাশে গিয়া দেবী কহিল কান্দিয়া।
মণি নিল শতধনু বাপাকে মারিয়া॥
শোকেতে না রহে প্রাণ শুন প্রাণনাথ।
শুনি কোপে প্রতিজ্ঞা করিল জগন্নাথ॥
আজি শতধনু মারি করিব সিনান।
সতী সঙ্গে রামকৃষ্ণ করিল প্রয়াণ॥
সারথি ত্বরিত রথ দিল চালাইয়া।
দ্বারকা নিকটে রথ উত্তরিল গিয়া॥

কৃষ্ণ আগমনে শতধনু কম্পমান।
অক্রূরে মাগয়ে যুক্তি দুঃখীশ্যাম গান॥ ২৭৫

——

শতধনুর পলায়ন।

রাগিণী ধানশ্রী।

তবে শতধনু সকম্পিত তনু
দ্রোহ করি নারায়ণে।
মনের তরাসে অক্রূরের পাশে
কহিল কর রক্ষণে॥
তবে সে অক্রূর কহেন প্রচুর
শুন শুন শতধনু।
শিশুকাল হৈতে জান ভালমতে
যে করিল রামকানু।
কংস অনুচর বধিল বিস্তর
কালিয় দমন করি।
পুরুহুত মন করিলা গঞ্জন
করে গোবর্দ্ধন ধরি॥
অক্রূর বচনে শতধনু মনে
পাইল অনেক ভয়।
মণি অক্রূরেরে দিয়া ভাগে ডরে
যেখানে বান্ধিছে হয়॥
নানা অস্ত্র অঙ্গে চড়িয়া তুরঙ্গে
চলিল উত্তর দিগে।
শতধনু দেখি প্রভু পদ্ম-আঁখি
রথ চালাইল বেগে॥
নিরখি কৃষ্ণেরে পলাইল ডরে
প্রবেশে মিথিলা বনে।
অশ্ব পড়ে ছুড়ি প্রাণ গেল ছাড়ি
শতধনু ভয় মনে॥
প্রাণের বিকলে পদব্রজে চলে
থরতর মহাবলী।
দেখিয়া তাহারে চক্র ধরি করে
ভুমি উলে বনমালী॥
পদ চারি গিয়া হুঙ্কার পুরিয়া
ছাড়ে কৃষ্ণ চক্রবাণ
শত ধনু মুণ্ড করে দুই খণ্ড
দুঃখীশ্যাম দাস গান॥ ২৭৬॥

——

শতধনু বধ ও অক্রূরের পলায়ন।

রাগিণী গান্ধার।

সব সুখদাতা শ্যাম রাম।
বদনে বলহ অবিরাম॥ ধ্রু॥

পিছে কৃষ্ণ দেখি শতধনু কম্পমান।
ততক্ষণে গোবিন্দ এড়িল চক্রবাণ॥
দেখিতে উজ্জ্বল চক্র অতি পরচণ্ড।
মুকুট সহিত কাটে শতধনু মুণ্ড॥
মস্তক পড়িল তাঁর জলনিধি তটে।
তবে কৃষ্ণচন্দ্র গেল তার সন্নিকটে॥
তার অঙ্গে চাহিয়া না পাইল মণিবর।
তবে দেব নারায়ণ ভাবিল অন্তর॥
অকারণে শতধনু বধিনু পরাণে।
না জানি যে স্যমন্তক আছে কার স্থানে॥
এত মনে বিচারিয়া শ্রীমধুসূদন।
রথোপরে গেলা যথা দেব সঙ্কর্ষণ॥
বলরামে কহিলা সকল বিবরণ।
কেবা নিল স্যমন্তক আছে কার স্থান॥
মিছা কাজে নষ্ট কৈনু তাহার পরাণী।
এত শুনি কৃষ্ণে কহে দেব হলপাণি॥
শুন কৃষ্ণ স্যমন্তক আছে তোর ঘরে।
কার হাতে দিয়া মণি পলাইল ডরে॥
সন্দেহ না কর চল দ্বারকা ভবনে।
আমি যাব মিথিলা জনক নৃপস্থানে॥

সতী সঙ্গে গেল কৃষ্ণ দ্বারকা নগর।
বিদেহ মন্দিরে গেল দেব হলধর॥
বলরামে দেখিয়া নৃপতি হরষিত।
নানাবিধ মতে রামে করিল পূজিত॥
নিতি নব আদরে অনেক উপহারে।
চারিমাস বরষা রাখিল নীলাম্বরে॥
বার্ত্তা পেয়ে তথা গিয়া গান্ধারী-নন্দন।
রামের চরণ পূজা করিল রাজন॥
গদাযুদ্ধ তন্ত্র রাম শিখাইল তারে।
হেন রূপে কত দিন জনক মন্দিরে॥
শতধনু বধি কৃষ্ণ সতী সঙ্গে রথে।
দ্বারকা প্রবেশ করে দেব জগন্নাথে॥
কৃতবর্ম্মা অক্রূর মিলিয়া দুইজন।
গোবিন্দে করিলা ভয় মণির কারণ॥
মণি না পাইলা কৃষ্ণ শতধনু পাশে।
পাছে মোরে মারে বলি ভাগিল তরাসে॥
কাশীপুরে গিয়া দোঁহে প্রবেশিলা ডরে।
কাশীরাজা যত্ন করি রাখিল অক্রূরে॥
নিত্য পূজা করে সে অক্রূর মুনিবরে।
সকলেতে আনন্দিত হৈল কাশীপুরে॥
অক্রূর ত্যজিল যদি দ্বারকাভুবন।
অনেক অরিষ্ট আসি হইল ঘটন॥
ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি আর অগ্নিভয়।
ইহা দেখি বৃদ্ধলোকে অন্য অন্য কয়॥
দুঃখীশ্যাম দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী।
হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী॥ ২৭৭॥

অক্রূরের জন্ম কথা ও মণি রক্ষা

রাগ শ্রী।

দ্বারকানগরে যত বৃদ্ধ লোক মেলি।
অরিষ্ট দেখিয়া সবে করিল মণ্ডলী॥
শুন সবে এ অরিষ্ট হৈল যে কারণ।
অক্রূর নাহিক বলি এ ভয় লক্ষণ॥
শুন পূর্ব্ব বিবরণ অক্রূর যেমন।
কাশীপুরে কাশীরাজা গোবিন্দের জন॥
তার দেশে অনাবৃষ্টি কৈল দেবরাজ।
ব্রাহ্মণ আনিয়া রাজা কৈল যজ্ঞ কায॥
তবেত হইল বৃষ্টি কাশীপুর দেশে।
পরম আনন্দে রাজা প্রজাগণ বৈসে॥
তার মুখ্য মহাদেবী গর্ভবতী হয়।
দশমাস হৈল গর্ভ প্রসব না হয়॥
ধরিয়া রহিল গর্ভ বৎসরে বৎসর।
সহিতে না পারি কহে নৃপতি গোচর॥
পত্নী ক্ষীণ দেখি রাজা পুছিল গর্ভেরে।
ভূমিষ্ঠ না হও কেন কে আছ উদরে॥
গর্ভ কহে শুন তাত করি নিবেদন।
শত গাভী করি দান দেহ প্রতিদিন॥
তবেত হইব আমি তোমার পুণ্যফলে।
দ্বাদশ বৎসর গেলে জন্মিব ভূতলে॥
হেন রূপে দান নিত্য দেয় নৃপবরে।
তবে কন্যা জনমিল দ্বাদশ বৎসরে॥
সৌভাগ্য-সুন্দরী কন্যা মহাপুণ্যময়।
হেন কন্যা কারে দিব নৃপতি ভাবয়॥
যদুকুলে মঙ্গল নামেতে বরু আনি।
কন্যাদান দিল তারে কাশী নৃপমণি॥
সে কন্যার গর্ভে হৈল অক্রূরের জাত।
অক্রূর থাকিলে সুখ নহিলে উৎপাত॥
জনমুখে এত শুনি দেব চক্রধর।

বরষা অন্তর হৈল রাম আইল ঘর।
অক্রূরে ডাকিয়া আনি সবার গোচর॥
সবাকার মনে সন্ধ আছে অপ্রমিত।
মণি দেখাইয়া সবে করহ পিরীত॥
স্যমন্তক মণিবর আছিল বসনে।
অক্রূর দেখায় মণি সভা বিদ্যমানে॥
মহাতেজোময় মণি সূর্য্যের কিরণ।
দেখিয়া আনন্দ সবে প্রসন্ন বদন॥
তবে সে অক্রূরে কহে দেব চক্রপাণি।
তুমি সে রাখিতে যোগ্য স্যমন্তক মণি॥
কৃষ্ণের আজ্ঞায় সে অক্রূর মণি লৈয়া।
নিত্য পূজা করে মণি শুদ্ধমতি হৈয়া॥
পরম আনন্দ সুখ দ্বারকা ভুবনে।
মণি হরণের কথা যেবা শুনে ভণে॥
দীর্ঘজীবী সুখী পুত্র হয় পুণ্যবান।
অন্তকালে মুক্তিপদ পায় পরিত্রাণ॥
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দের গীত॥২৭৮॥

কৃষ্ণার্জ্জুনের মৃগয়া ও কালিন্দী সমাগম।

রাগ কল্যাণ।

ব্যাসের নন্দন কয় পরীক্ষিত পুণ্যময়
শুন কৃষ্ণকথা সুধাধার।
বলরাম আদি করি রহিলা দ্বারকাপুরী
হরি পরে কৈলা আগুসার॥
রথ চালাইয়া হরি ত্বরিত গমন করি
ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া উপনীত।
সুতসঙ্গে কুন্তী যথা কৃষ্ণদেব গেল তথা
দেখিয়া পাণ্ডব হরষিত॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন দণ্ডবৎ করি পুনঃ
ভোজন কর্পূর পান করিল অনেক মান
নিত্য পূজা করে শুদ্ধমতি॥
যুধিষ্ঠির বলে বাণী শুন দেব চক্রপাণি
পিতৃকর্ম্ম সন্নিকট আসি।
যদি তুমি কর মন কার্য্য হয় সম্পূরণ
দিন কত থাক ব্রহ্মরাশি॥
তবে কৃষ্ণার্জ্জুন রঙ্গে কিঙ্কর করিয়া সঙ্গে
মৃগয়া করিতে আগমন।
শ্রীকৃষ্ণ চৌদিকে রুন্ধে পার্থ নানা পশু বিন্ধে
শকটেতে বহে ভৃত্যগণ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ শুদ্ধ পিণ্ড কুরঙ্গ শশক গণ্ড
নানা পশু বিন্ধিল বিস্তর।
শ্রমভরে কৃষ্ণার্জ্জুন তৃষ্ণাযুক্ত হৈয়া পুনঃ
জলপানে চলিলা সত্বর॥
তপনতনয়া নদী নীর নিন্দি সুধা নিধি
তার তটে গেল দুইজন।
শ্রীকৃষ্ণ রহিল তীরে অর্জ্জুন ভৃঙ্গার করে
নীর আনিবারে আগমন॥
নদী মধ্যে দ্বীপ এক দেখে পার্থ পরতেক
নবীন তরুণী তপস্বিনী।
রূপের তুলনা দিতে নাহি দেখি ত্রিজগতে
সহজে বরণ কালিন্দিনী॥
দেখিয়া কন্যার তরে গেল পার্থ বরাবরে
জিজ্ঞাসিল করিয়া যতন।
কে তুমি কিসের তরে তপ কর বন ঘোরে
কার কন্যা কেমন কারণ॥
লজ্জিতা মধুরাননী কহে শুন বীরমণি
আমি যেবা দিব পরিচয়।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস কয়॥২৭৯॥

কৃষ্ণের কালিন্দী বিবাহ ও অর্জ্জুনের খাণ্ডব দাহন।

রাগিণী টোড়ী।

শুক নারদে মহিমা গায়।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ধ্রু ॥

অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া তপস্বিনী।
নিজ পরিচয় দিব শুন বীরমণি ॥
বেদান্ত বচনে স্থূল শূন্য রূপে যার।
প্রকাশ বিনাশে নিশি ঘোর অন্ধকার ॥
পুরুষ পরম্পর মহিমা গভীর।
মোর পিতা সহস্র-কিরণ তেজোধীর ॥
তাঁহার আদেশে পূজি হরি পদাম্বুজে।
কৃষ্ণ স্বামী হবে তপ করি বনমাঝে ॥
শুনিয়া সন্তোষ পার্থ জানাল গোবিন্দে।
কালিন্দী নিকটে কৃষ্ণ চলিল আনন্দে ॥
শুনহ সুন্দরী তপ কর যে কারণ।
সাক্ষাৎ হইলাম আমি তোমা বিদ্যমান ॥
কৃষ্ণ দরশনে দেবী সলজ্জ বদন।
কোলে কার রথে তুলে কমললোচন ॥
অর্জ্জুন সারথি রথে কৃষ্ণ কালিন্দিনা।
কি দিব রূপের সীমা বলিতে না জানি।
হস্তিনা প্রবেশ হরি যুধিষ্ঠির ঘরে।
বেদ বিধি বিধানে কালিন্দী বিভা করে ॥
পুরী নির্ম্মাইল এক বিশ্বকর্ম্মা আনি।
তথি মধ্যে গোবিন্দ রাখিল কালিন্দিনী ॥
হেন রূপে দিন কত পাণ্ডব মন্দিরে।
আইল অনল দেব গোবিন্দ গোচরে ॥
মরুতের যজ্ঞঘৃত খাইনু অপার।
শরীরে আসিয়া ব্যাধি জন্মিল আমার ॥
খাণ্ডব কানন যদি পুড়ে ধনঞ্জয়।
সে ধূম লাগিলে অঙ্গে রোগ নাশ হয় ॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে পার্থ অনল সংহতি।
দহিতে খাণ্ডব বন চলে শীঘ্রগতি ॥
প্রবেশ করিল গিয়া খাণ্ডব কাননে।
অগ্নিবাণ যুড়ে পার্থ ধনুকের গুণে ॥
চৌদিকে বেড়িয়া অগ্নি লাগিল বিপিনে।
ভল্লুকাদি বনজন্তু ভাগে নানা স্থানে ॥
পুড়িল খাণ্ডব বন মৌষধি সকল।
ধূম পান করি সুস্থ হইল অনল ॥
পার্থ প্রশংসিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থানে।
চলিল অর্জ্জুন বীর কৃষ্ণ দরশনে ॥
দণ্ডবৎ করে পার্থ গোবিন্দচরণে।
সুখে আলিঙ্গন কৃষ্ণ দিলেন অর্জ্জুনে ॥
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত।
শ্রীমুখ নন্দন গায় গোবিন্দের গীত ॥ ২৮০ ॥

কৃষ্ণের বিন্দাবতী বিবাহ।

রাগিণী শোহিনী।

শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত
দ্বারকা নগরে হরি।
ধাবন্তিক গ্রামে বিন্দাবতী নামে
কন্যাদানোদ্যোগ করি ॥
বিন্দারক কন্যা বিন্দাবতী ধন্যা
বিবাহ নির্ব্বন্ধ কৈল।
নরপতিগণে দিয়া নিমন্ত্রণে
নিজ দেশে আনাইল ॥
স্বয়ম্বর স্থান করিল নির্ম্মাণ
আইল নৃপতিগণে।
দূতমুখে শুনি হরি হলপাণি
আইল স্বয়ম্বর স্থানে ॥
কৃষ্ণ দরশন পাইয়া রাজন
আপনাকে ভাগ্য মানি।

শ্যাম দামোদরে অনেক আদরে
পূজা কৈল নৃপমণি ॥
আছে মোর পণ শুন নারায়ণ
লক্ষ্য বিন্ধিবে যে বীরে।
রূপে গুণে ধন্যা বিন্দাবতী কন্যা
সুখে সমর্পিব তারে ॥
এত শুনি হরি ধনুক টঙ্কারি
লক্ষ্য বিন্ধে নৃপ মাঝে।
তবে নরপতি লৈয়া বিন্দাবতী
সমর্পিল ব্রজরাজে ॥
বহু মূল্য ধন নানা আভরণ
দিল গোবিন্দের অঙ্গে।
অনেক বাজনা রথ রথী সেনা
পদাতিকগণ সঙ্গে ॥
মেলানি মাগিয়া বিন্দাবতী লৈয়া
দ্বারকা প্রবেশে হরি।
শ্রীগুরুচরণে দুঃখীশ্যাম ভণে
গোবিন্দ গীত মাধুরী ॥ ২৮১

কৃষ্ণের লগ্নজিতা বিবাহ।

রাগিণী টোড়ী।

ভালি ভালি রে ঠাকুর দেখি লইনু শরণ।
ফল ফুল ছায়া কেন করহ বঞ্চন ॥ ধ্রু ॥

তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত।
কোশল দেশেতে রাজা নাম লগ্নজিত ॥
লগ্নজিতা নামে তাঁর জনমিল কন্যা।
রূপে গুণে অনুপমা ত্রিভুবনে ধন্যা ॥
এই কন্যা কারে দিব ভাবে মনে মন।
ভাবিয়া নৃপতি এক দৃঢ় কৈল পণ ॥
সপ্ত ষণ্ড এক ক্রমে যে জন বান্ধিব।
নিশ্চয় তাহারে আমি এই কন্যা দিব ॥
স্বয়ম্বর স্থান রাজা সুনির্ম্মিত কৈল।
রাজগণে নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল ॥
স্বয়ম্বর স্থানে আসি যত রাজগণ।
ষণ্ডের বিক্রম দেখি ভাবে সর্ব্বজন ॥
মহা খরশাণ শৃঙ্গ শিখা শোভে শিরে।
ঘন হুহুঙ্কার নাদ ক্ষুরে ক্ষিতি চিরে ॥
এক বৃষ দেখিয়া কম্পিত বীরগণ ॥
একক্রমে সপ্ত ষণ্ড কে করে বন্ধন ॥
জনমুখ রব শুনি দেব নারায়ণ।
লগ্নজিত দেশে কৃষ্ণ করিল গমন ॥
দেখিয়া নৃপতি তবে আনন্দিত মনে।
শ্রীকৃষ্ণে করিল পূজা অতি শুদ্ধ পণে ॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে।
অনেক স্তবন রাজা দণ্ডবৎ করে ॥
কর যোড় করি রাজা করে নিবেদন।
শুনহ গোবিন্দ যাহা করিয়াছি পণ ॥
এক রজ্জু দিয়া সপ্ত ষণ্ড একবারে।
যে বান্ধিবে লগ্নজিতা সমর্পিব তারে ॥
শুনিয়া হাসিল কৃষ্ণ কমললোচন।
সপ্ত ষণ্ড কাছে হরি করিলা গমন ॥
দেখিয়া ষণ্ডের তেজ দেব ভগবান।
ষণ্ড বান্ধিবারে কৃষ্ণ হৈল আগুয়ান ॥
সপ্ত ষণ্ড বান্ধে কৃষ্ণ এক রজ্জু ধরি।
মায়াযোগে দেখে লোক একই মুরারি ॥
দেখে সর্ব্ব লোক সুখে রাজা লগ্নজিত।
কন্যা দান দিল কৃষ্ণে হৈয়া আনন্দিত ॥
যৌতুক দিলেন তবে নানা রত্ন ধন।
রথধ্বজ গজ বাজী অনেক বাজন ॥
রাজারে মেলানি মাগি দেব দামোদর।
লগ্নজিতা লৈয়া গেল দ্বারকা নগর ॥
দেখি আনন্দিত যত দ্বারাপুর জন।
পরম হরিষ বড় দেবকীর মন ॥

মঙ্গল আচার করি দেব দামোদরে।
করে ধরি পুত্রবধূ নিল নিজ ঘরে॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ বৈসে দ্বারকায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ২৮২॥

কৃষ্ণের সুলক্ষণা বিবাহ।

রাগিণী মুলতান।

কহে শুক মহাশয় পরীক্ষিত পুণ্যময়
শুন কৃষ্ণ কথা মধু রাশি।
কৃষ্ণে করি বন্ধু পণ নরপতি সুলক্ষণ
দ্বারকানগর মধ্যে বসি॥
নৃপতি করিল যুক্তি গোবিন্দ চরণে ভক্তি
শরণ লইতে সুবাসনা।
যদি কৃষ্ণ দয়া করে দান দিব দামোদরে
পরম সুন্দরী সুলক্ষণা॥
চিত্তে এত অনুসরি পুরোহিত সঙ্গে করি
গেলা রাজা গোবিন্দ গোচরে।
সেবা দণ্ডবৎ করি আলিঙ্গন দিল হরি
রাজারে পুজিল সমাদরে॥
রাজা বলে শুন হরি চরণে গোচর করি
মোর কন্যা নামে সুলক্ষণা।
সেই কন্যা কুতূহলে ও রাঙ্গা চরণ তলে
সুখেতে করিব সমর্পণা॥
বিবাহ করিব বলি আজ্ঞা দিল বনমালী
শুনি নৃপ চলিলা মন্দিরে।
লোক লিখা পাঠাইয়া বন্ধু জনে আনাইয়া
আরম্ভ করিল স্বয়ম্বরে॥
তবে নৃপ আনন্দিতে গৃহে আনি গোপীনাথ
কন্যার করিল অধিবাস।
কৃষ্ণে অধিবাস করি নানা অলঙ্কার ভরি
বাজে বাদ্য দুন্দুভি উল্লাস॥
দিব্য বস্ত্র আভরণে কন্যা লৈয়া কৃষ্ণ স্থানে
দুই জনে দৃষ্টি শুভক্ষণে।
বেদমন্ত্রে মুনিবরে নৃপ কন্যা দান করে
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥
সুলক্ষণা দামোদরে পুষ্পাসনে নিল ঘরে
রজনী বঞ্চিলা কুতূহলে।
সুপ্রভাতে দেব হরি বেগে স্নান দান করি
মেলানি মাগিল নৃপবরে॥
তবে নৃপ সুলক্ষণে নানা রত্ন আভরণে
নিছনি করিয়া নারায়ণে।
দিব্য রথ সাজাইয়া বর কন্যা বসাইয়া
কোলাহল করিয়া বাজনে॥
সুলক্ষণা সঙ্গে হরি রঙ্গে গেল নিজ পুরী
দেখি বসু দৈবকী আনন্দ।
রাধাকৃষ্ণ পদ আশে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
গোবিন্দমঙ্গল সুপ্রবন্ধ॥ ২৮৩॥

কৃষ্ণের সুশীলা বিবাহ।

রাগিণী দেশ।

হরি বলরাম গোবিন্দ বল হরি॥ ধ্রু॥

শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রায়।
পরম আনন্দে লোক বৈসে দ্বারকায়॥
হেন কালে আইল নারদ তপোধন।
দেখিয়া করিল কৃষ্ণ চরণ বন্দন॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প করি আরাধন।
কহ কোন কার্য্যে প্রভু কৈল আগমন॥
হাসিয়া নারদ বলে শুন দামোদর।
মোরে পাঠাইল শ্রুতকৃত নৃপবর॥
তার কন্যা সুশীলা নামেতে তব প্রিয়া।
বিবাহ করিতে চল রথ সাজাইয়া॥
সুমেরু উত্তর কুরু দেশে নরপতি।
পরম বৈষ্ণব রাজা তোমাতে ভকতি॥

ত্বরিতে সাজিতে রথে দারুকে বলিল।
শুভক্ষণ করি কৃষ্ণ সাজিয়া চলিল॥
গরুড়ে যন্ত্রিত করি করিল গমন।
উত্তর কুরুতে গিয়া দিল দরশন॥
নৃপতি শুনিল তবে গোবিন্দাগমন।
আগু বাড়াইয়া গেল যথা নারায়ণ॥
সেবা দণ্ডবৎ স্তুতি করিয়া আদর।
আনন্দে গোবিন্দে লৈয়া গেল নিজ ঘর॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প ষড়ঙ্গে পূজিয়া।
সকুটুম্বে সেবা করে ভকতি করিয়া॥
স্বয়ম্বর স্থান রাজা সুসজ্জা করিল।
নিমন্ত্রণ দিয়া বন্ধুগণে আনাইল॥
পুরোহিত মুনিগণে আনিল ডাকিয়া।
বেদী মধ্যে রত্নকুম্ভে চূত ডাল দিয়া॥
আপনি বসিল ব্যাস বেদের বিধানে।
সুশীলার অধিবাস কৈল শুভক্ষণে॥
মহী গন্ধ শিলা ধান্য পুষ্প ফল দধি।
গোবিন্দের অধিবাস কৈল যথাবিধি॥
শ্রীকৃষ্ণ সুশীলা সঙ্গে শুভ দরশন।
পুষ্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র আনন্দিত মন॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি কুতূহলে।
শ্রুতকৃত কন্যা দিল কৃষ্ণ পদতলে॥
যৌতুক করিয়া দিল নানা রত্ন ধন।
রথধ্বজ গজ বাজী অনেক কাঞ্চন॥
তবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল নৃপবরে।
দিব্য রথে বসাইল সুশীলা কৃষ্ণেরে॥
সঙ্গে পদাতিক দিল করিয়া প্রচুর।
আগু বাড়াইয়া রথে গেলা কত দূর॥
তবে কৃষ্ণ রাজারে দিলেন আলিঙ্গন।
শুন রাজা পাটে গিয়া রাজ্যে দেহ মন॥
ইহ লোকে সুখে থাক দয়া করি মোরে।
অন্তকালে যাবে মোর বৈকুণ্ঠ নগরে॥
শুনিয়া আনন্দে রাজা গেল নিজ ঘর।
গোবিন্দ গমন কৈল দ্বারকা নগর॥
দেখিয়া দৈবকী বসু আনন্দ অন্তরে।
করে ধরি পুত্র বধূ নিল নিজ ঘরে॥
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন।
হেন রূপে অষ্ট বিভা কৈল নারায়ণ॥
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত।
কহে দুঃখীশ্যাম দাস গোবিন্দের গীত॥

নরকাসুরের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ।

রাগ কেদার।

শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত
তবে যে করিল হরি।
পৃথিবীর সুত নরক যে দৈত্য
বলে জিনে তিন পুরী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব দানবাদি সর্ব্ব
ক্ষত্রিয় ভূপতিগণে।
সাজে যার পরে সেই যায় ডরে
কেহ স্থির নহে রণে॥
এমন প্রকারে জিনিয়া রাজারে
নানা জাতি কন্যা আনি।
ষোল সহস্রেক অধিক শতেক
রাখে ত সময় জানি॥
লক্ষ কন্যা যবে বিভা করি তবে
স্বর্গে হব সুরপতি।
ইন্দ্র কম্পমান গিয়া কৃষ্ণ স্থান
করিল অনেক স্তুতি॥
ইন্দ্রে আশ্বাসিয়া বিদায় করিয়া
শ্রীকৃষ্ণ সাজিল রথে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া গরুড়ে চড়িয়া
মারিতে অবনীসুতে॥

নরকনগরী প্রবেশিতে হরি
অনেক অরিষ্ট পথে।
সপ্তপুর স্থান জিনে ভগবান
চক্র সুদর্শন হাতে ॥
প্রবেশিতে পুর বিশেষ প্রচুর
প্রচণ্ড প্রবল আগি।
দেখি সেই স্থান জিনে ভগবান
করে তিন শর ত্যাগি ॥
পুরে প্রবেশিয়া হুঙ্কার পূরিয়া
রণ করে ভগবান।
ক্ষিতি সুত ডরে সাজিল সমরে
কৃষ্ণ পাশে আগুয়ান ॥
সৈন্য যে সামন্ত বাজী গজ রথ
রণে যায় কোটি কোটি।
অগ্নি দেখি যেন পতঙ্গ নিধন
কৃষ্ণ করে শরবৃষ্টি ॥
এমন প্রকারে কৃষ্ণ কর শরে
সব দল গেল নাশ।
প্রভুর প্রতাপে নরাসুর কাঁপে
কহে দুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৮৫ ॥

কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র কন্যা বিবাহ

রাগিণী শোহিনী।

বড় রে দয়ারনিধি হরি ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণের দেখিয়া তেজ কাঁপে নরাসুর।
প্রাণ লৈয়া পলাইতে চাহে নিজ পুর ॥
তা দেখি গোবিন্দ চক্র এড়িল প্রচণ্ড।
মুকুট সহিত কাটে নরকের মুণ্ড ॥
নৃপতি পড়িল ভঙ্গ দিল সব সেনা।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল সব বিবিধ বাজনা ॥
পুরী প্রবেশিয়া কৃষ্ণ নিল রত্ন ধন।
রথে করি নিল যত রাজকন্যাগণ ॥
পরম হরিষে রথ দিল চালাইয়া।
দ্বারকানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া ॥
উগ্রসেন বসুদেব রাম দৈইবকী।
আনন্দিত পুরজন কৃষ্ণমুখ দেখি ॥
তবে আজ্ঞা দিল কৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনে।
বিভা হেতু শুভলগ্ন করিয়া গণনে ॥
ব্যাস আদি মুনিগণে আনিল ডাকিয়া।
স্বয়ম্বর স্থান কৈল নানা রত্ন দিয়া ॥
তবে ব্যাস অধিবাস করি কন্যাগণে।
রত্নবেদী মধ্যে ঘট করিয়া স্থাপনে ॥
কৃষ্ণ অধিবাস করি আনি স্বয়ম্বরে।
ষোল সহস্রেক শত কন্যা একেবারে ॥
বিবাহ করিল কৃষ্ণ কমললোচন।
আনন্দে করয়ে ইন্দ্র পুষ্প বরিষণ ॥
কিন্নর কিন্নরী গায় নাচে বিদ্যাধরী।
বীণা বাঁশী বাজে কাঁসি দোহরি মোহরী ॥
বাসঘরে বিজয় বৈকুণ্ঠ অধিকারী।
প্রভুর নিকটে সব কন্যা সারি সারি ॥
নৃত্য গীত আনন্দ কৌতুক কেলি রসে।
সবাকার মানস পূরল মন তোষে ॥
হেন মতে নিত্য নিত্য কৌতুক বিহার।
দশ পুত্র এক কন্যা হৈল সবাকার ॥
হইল ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ ঘরে।
দেখিয়া আনন্দ কৃষ্ণ পুত্র পৌত্রবরে ॥
হেন রূপে রাম কৃষ্ণ বৈসে দ্বারকায়।
লীলাময় অবতার তুলনা না যায় ॥
ওথা সে নারদ মুনি ভাবিল অন্তরে।
নিশিযোগে দরশন করিব কৃষ্ণেরে ॥
দেখিব কেমন রূপে কৃষ্ণ বিহরয়।
এত যুক্তি মহামুনি ভাবিয়া হৃদয় ॥

পুরী মধ্যে প্রবেশ হইল নিশা কালে।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৮৬ ॥

নারদ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের রজনী-বিহার দর্শন।

রাগিণী মোহিনী।

তবে সে নারদ মুনি হৃদয়ে আনন্দ গণি
প্রবেশ করিল দ্বারকায়।
পুরী মধ্যে নিশাকালে একক কৌতুক ছলে
কৃষ্ণলীলা দেখিয়া বেড়ায় ॥
নিবেশিয়া করে দৃষ্টি রত্ন ময় কোটি কোটি
মধ্যে শোভে রত্নসিংহাসনে।
দ্বারে দ্বারে কল্পতরু প্রফুল্ল পল্লব চারু
ভ্রমর ঝঙ্কার মধুপানে ॥
তথি পূর্ণানন্দ হরি আহা কি বলিতে পারি
উপমা অতুল ক্ষিতি মাঝে।
উকি দিয়া দ্বারে দ্বারে নিরখি নারদ ফিরে
সর্ব্বস্থানে দেখে শ্যামরাজে ॥
নানা ক্রীড়া নানা স্থানে সেবয়ে সুন্দরীগণে
কেহ গন্ধ চন্দন চামরে।
কৃষ্ণরূপ প্রতি স্থলে সেবে কন্যা পদতলে
পান পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কারে ॥
নানা রূপ নানা ভাতি যুগল কিশোর কান্তি
অপরূপ অদ্ভুত যে লীলা।
অকথ্য কথন জানি হরিবে বিবাদ মানি
নারদ আনন্দরসে ভোলা ॥
প্রেমাতুর গদগদে স্তব করে কৃষ্ণপদে
কৃপা কর কৃপার নিধান।
আমি শিশু অল্পমতি কি জানিব তব ভক্তি
পিতা যার অন্ত নাহি পান ॥
জয় জনার্দ্দন হরি বিপদনাশনকারী
সুজন পালন গুণমণি।
কেবল করুণাসিন্ধু প্রণত জনার বন্ধু
সমাধি সাধনে ভাবে মুনি ॥
জয় ব্রহ্ম সনাতন ভক্তজনপরায়ণ
জয় কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
বিঘ্নবিনাশন করি গোপকুলে অবতরি
অনন্ত মহিমা মহামেরু ॥
জানি নারদের ভাব আজ্ঞা দিল পদ্মনাভ
মনে সন্ধ না কর বিচার।
শুনি মুনি হৃষ্ট হৈয়া প্রভুপদে প্রণমিয়া
মন্দিরে করিল আগুসার ॥
তবে কৃষ্ণ লীলা রঙ্গে রুক্মিণী সুন্দরী সঙ্গে
রৈবত শিখরে উপনীত।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন বিরচিত ॥ ২৮৭ ॥

পারিজাতহরণ প্রসঙ্গ— সত্যভামার অভিমান।

রাগ কৌষিক।

কত রঙ্গ জান হে কানাই।
তোমার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণে জীব নাই ॥ ধ্রু ॥
এক দিন শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকসুতা সঙ্গে।
বিহারে চলিল সে রৈবত গিরি শৃঙ্গে ॥
অপূর্ব্ব দর্শন নানা রঙ্গ ফুল ফল।
কিবা দিব শোভা তার অতি রম্য স্থল ॥
সদাই বসন্ত ঋতু বহে মন্দ মন্দ।
সুধার সমান নীর সৌরভ সুগন্ধ ॥
দিব্য রত্ন মন্দিরে বিরাজে লক্ষ্মীনাথ।
উদ্ধবাদি পারিষদ সেবে যার পাদ ॥

রুক্মিণীর রস রঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে।
কৌতুকে বসিল দোঁহে রত্নসিংহাসন॥
হেন কালে ইন্দ্র স্থানে আইলা নারদ।
পারিজাত মালা পেয়ে হইলা আনন্দ॥
ত্বরিতে চলিলা মুনি রইবত স্থানে।
মাল্য দিয়া দণ্ডবৎ কৈল নারায়ণে॥
পারিজাত মালা কৃষ্ণ দিল রুক্মিণীরে।
একে লক্ষ্মী আরে শোভা গোবিন্দ গোচরে॥
তা দেখি নারদ মুনি চলিলা সত্বর।
সত্যভামা কাছে গিয়া কহে মুনিবর॥
সর্ব্বলোকে সুবিখ্যাত রাজা শত্রাজিত।
চন্দ্রবংশে মুখ্য রাজা জগতে পূজিত॥
তার কন্যা তুমি সে কৃষ্ণের প্রণয়িনী।
কিবা রূপ গুণ ধরে ভীষ্মকনন্দিনী॥
পারিজাত মালা কৃষ্ণ দিল রুক্মিণীরে।
তোমাকে না কৈল মনে কি বলিব কারে॥
শুনিয়া সুন্দরী অভিমান ভরে জ্বলে।
অলঙ্কার ঘুচাইয়া ফেলিল ভূতলে॥
কাঁচলি বসন ত্যজে পরে ক্ষীণ বাস।
কান্দিয়া ধরণী পড়ে সঘনে নিঃশ্বাস॥
কবরী বসন খসি পড়ে রোষ ভরে।
রুক্মিণীর প্রতি কৃষ্ণ বলিতে বিদরে॥
সত্যভামা সুন্দরী বিষাদ হেন রূপে।
কহিতে নারদ গেল গোবিন্দ সমীপে॥
শুন প্রভু পারিজাত দিলে রুক্মিণীরে।
তাহা শুনি সত্যভামা বিরস অন্তরে॥
সঘনে নিশ্বাস যেন ভুখিল সাপিনী।
বিষাদে বিরস মতি ত্যজে অন্ন পানী॥
জীয়ে কি না জীয়ে দেবী তুয়া অভিমানে
বিমরিষণ্দূর কর গিয়া তার স্থানে॥
মুনির বচন শুনি দেব ভগবান।
রুক্মিণী সহিতে রথে করিল প্রয়াণ॥
দ্বারকানগরে কৃষ্ণ চলিলা সত্বর।
রুক্মিণী সুন্দরী গেল আপনার ঘর॥
সতীর অভিমান ভঙ্গ করিবার তরে।
পদব্রজে গোবিন্দ গমন ধীরে ধীরে॥
সতীর সমীপে গেল সখী লক্ষ্য করি।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণে মাধুরী॥ ২৮৮

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সত্যভামার অভিমান ভঞ্জন।

রাগিণী করুণা।

সত্যভামা স্থানে গেল নারায়ণে
সখী জন লক্ষ্য করি।
দেখিল ভামিনী যেন বিরাগিণী
রত্নবাস পরিহরি॥
সখী-লক্ষ্য হৈয়া বিউনি ধরিয়া
বিচেন পরমানন্দ।
প্রবেশে মন্দিরে কৃষ্ণের শরীরে
সুন্দরী পাইল গন্ধ॥
রোষে বলে বাণী শুন গো সজনি
এক বিপরীত কথা।
রুক্মিণী সুন্দরী সঙ্গেতে শ্রীহরি
কি কায আমার হেথা॥
কহে নারায়ণ মায়ার মোহন
শুন শুন সত্যভামা।
কিঙ্করেরে জানি কোপে ঠাকুরাণী
অপরাধ কর ক্ষমা॥
কিবা রোষ তার পারিজাত হার
সবে সে দিয়াছি তারে।
সুরপুরে গিয়া সে বৃক্ষ আনিয়া
স্থাপিব তোমার পুরে॥

পারিজাত ধনি দিবস রজনী
পরিবে আপন সুখে।
গোবিন্দের বাণী সত্যভামা শুনি
হাস্য উপজিল দুঃখে॥
নানা রস ভাষে সতী মন তোষে
মায়ার মোহন হরি।
বেগে স্নান দান সারি ভগবান
বিনতাসুতে হাঁকারি॥
সতী সঙ্গে করি গরুড় উপরি
চলিলা অমরপুরে।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
দুঃখীশ্যাম গায় সারে॥ ২৮৯॥

ইন্দ্রপুরী হইতে পারিজাত বৃক্ষানয়ন।

শ্রীরাগ।

সতী সঙ্গে দেব হরি বিনতানন্দনপরি
অমর নগরে উপনীত।
মধুবনে প্রবেশিয়া পারিজাত উপাড়িয়া
সঙ্গে করি চলিলা ত্বরিত॥
রক্ষক আছিল বনে হরিহয় বিদ্যমানে
জানাইল ত্বরিত গমনে।
শুন শুন শচীনাথ লয়ে বৃক্ষ পারিজাত
যায় সে মনুষ্য একজনে॥
শুনি শক্র ক্রোধভরে কুলিশ ধরিয়া করে
ধায় বেগে কৃষ্ণের পশ্চাৎ।
পারিজাত লৈয়া মোর কি লাগি পলায় চোর
হাসিয়া বাহুড়ে গোপীনাথ॥
ত্রিজগত চিন্তামণি হেন প্রভু নাহি চিনি
মারিল মুষল কোপভরে।
হেরি হরি তার বাণ করিল যে দুই খান
চক্রে ছেদি ফেলিল সমরে॥
তবে শক্র রুষ্ট হৈয়া হানিল কুলিশ লৈয়া
বিপক্ষ বিনাশ হেতু মন।
এক গুটি পাখা দিয়া দিল তাহা নিবারিয়া
ততক্ষণে বিনতানন্দন॥
তবে কৃষ্ণ কোপভরে শারঙ্গ ধরিয়া করে
ধায় কৃষ্ণ গরুড় বাহনে।
দেখি শচী পুরন্দর অন্তরে পাইয়া ডর
পলাইয়া গেল নিকেতনে॥
সংগ্রাম জিনিয়া হরি পারিজাত সঙ্গে করি
সত্যভামা গোবিন্দ গমন।
পরম আনন্দে হরি প্রবেশে দ্বারকাপুরী
গেলা তবে সতীর ভুবন॥
তবে প্রভু জগন্নাথ আরোপিল পারিজাত
লাগিল সে গোবিন্দ আজ্ঞায়।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস গায়॥ ২৯০॥

সুদামাচরিত কথন।

হরি তোর পতিতপাবন বানা॥ ধ্রু॥

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
ভুবন মঙ্গল কথা কর্ণের অমৃত॥
একান্তে যে শুনে ভণে কৃষ্ণের মঙ্গল।
সেই পায় মুক্তিপদ বৈকুণ্ঠের স্থল॥
সাবধানে শুন রাজা কহি যে তোমারে।
সুদামা নামেতে দ্বিজ রহে কাশীপুরে॥
পরম বৈষ্ণব দ্বিজ কৃষ্ণপরায়ণ।
না লয় কুদান সে না করে কুভোজন॥
রুক্মিণী নামেতে তার পতিব্রতা নারী।
বড়ই দরিদ্র দ্বিজ স্বধর্ম্ম আচরি॥

দুঃখে দুঃখে ভাবি দ্বিজ কৈল অনুমান।
শৈশব কালের মোর বন্ধু ভগবান॥
অতুল বৈভবদাতা সেই নারায়ণ।
দয়া কৈলে হবে মোর দুঃখ বিমোচন॥
ব্রাহ্মণীরে কহিল সকল বিবরণ।
কি লৈয়া দ্বারকা যাব মিত্র সম্ভাষণ॥
তা শুনি ব্রাহ্মণী কহে পুটপাণি হৈয়া।
সবে সে মন্দিরে আছে খুদ এক পোয়া॥
প্রেমযুক্ত হৈয়া খুদ বান্ধি ছিন্ন বাসে।
ভাবে ভোর হৈয়া চলে গোবিন্দ সম্ভাষে॥
ত্বরান্বিত যায় দ্বিজ দ্বারকা ভুবন।
কৃষ্ণের দুয়ারে গিয়া দিল দরশন॥
জানাইল দ্বারী গিয়া দেব দামোদরে।
সুদামা নামেতে দ্বিজ আইল দুয়ারে॥
শুনিয়া সানন্দ কৃষ্ণ কমলা সংহতি।
সুদামে আনিল করি মঙ্গল আরতি॥
অভ্যন্তরে লৈয়া বসাইল সিংহাসনে।
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা আমোদনে॥
স্নান দান করাইল মধুর ভোজন।
কর্পূর তাম্বূল মাল্য সুগন্ধি চন্দন॥
আদর গৌরব করি নিকটে বসিয়া।
সুদামে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ আশ্বাস করিয়া॥
কহ আমা তোমায় মিত্রতা কোন স্থানে।
সুদামা বলেন প্রভু করাব স্মরণে॥
মনে পাসরিলে কিবা অবন্তি নগরে।
একত্রে পড়ি যে পাঠ মুনির মন্দিরে॥
গুরুগৃহে কাষ্ঠ আনি রন্ধনের তরে।
তোমায় আমায় গেলাম দণ্ডক ভিতরে॥
কাষ্ঠ কাটি বোঝা বান্ধি আসি নিকেতনে।
হেনকালে আইল পথে ঝড় বরিষণে॥
আসিতে নারিনু দোঁহে রহিনু সে স্থানে।
বটমূলে বসি কৈনু নিশি জাগরণে॥
তবে মহাশয় গুরু গঞ্জিয়া ব্রাহ্মণী।
তল্লাস করিয়া আমা দুই জনে আনি॥
স্নানদান করাইল মধুর ভোজন।
বিদ্যা পড়াইল গুরু করিয়া যতন॥
সেই হৈতে তোমায় আমায় মৈত্রপণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি নারায়ণ॥
তোমার চরণে মোর বহু অভিলাষ।
গোবিন্দমঙ্গল গায় দুঃখীশ্যাম দাস॥ ২৯১ ॥

সুদামার সম্পদ বিধান।

রাগ বরাড়ি।

সুদামার বাণী শুনি চক্রপাণি
ভাবে দিল আলিঙ্গন।
আনিলে কি বলি লৈয়া খুদ গুলি
ত্রিগ্রাসে কৈল ভক্ষণ॥
ত্রিলোকেতে শক্য কৈবল্য মোক্ষ
দিল দয়া করি হরি।
কৃষ্ণে প্রণমিয়া মেলানি মাগিয়া
চলে দ্বিজ নিজপুরী॥
তবে চক্রপাণি বিশ্বকর্ম্মা আনি
আজ্ঞা দিল দেব হরি।
আজির ভিতর সুদামার ঘর
নির্ম্মাহ বিপুল করি॥
প্রভুর বচনে ত্বরিত গমনে
কিঙ্কর সংহতি লৈয়া।
কাশীপুর স্থানে সুদামা সদনে
পুরী নির্ম্মাইল গিয়া॥
নানা রূপ ঘর করিলা সুন্দর
বিচিত্র প্রাচীর তথি।
সপ্তপুর স্থান করিল নির্ম্মাণ
সিংহদ্বার শোভা অতি॥

অশ্বগজ-গৃহ করিল সমূহ
গো মহিষ প্রতি ধাম।
সুদামের তরে রতন মন্দিরে
মধ্যে করে সুনির্ম্মাণ॥
কিঙ্করী কিঙ্কর হেতু কৈল ঘর
স্থানে স্থানে নানাবিধি।
ধন ধান্য আর বিপুল ভাণ্ডার
রজত কাঞ্চন নিধি॥
ব্রাহ্মণীর তরে রত্ন অলঙ্কারে
পরাইল নিদ্রাছলে।
বিচিত্র বসন ভৃত্য দাসীগণ
সেবা করে পদতলে॥
নিশি মধ্যে এত করি সুনির্ম্মিত
বিশ্বকর্ম্মা গেল ঘরে।
বিহানে সুদাম আসি নিজ ধাম
গৃহ চিনিবারে নারে॥
না দেখি ব্রাহ্মণী চঞ্চল পরাণী
কি হৈল কুটীর ঘর।
কোন সেনাপতি গৃহ কৈল ইথি
ভাবে দ্বিজ সকাতর॥
আসিয়া ব্রাহ্মণী ধরি পতি-পাণি
লৈয়া গেল গৃহ বাসে।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
দুঃখীশ্যাম দাস ভাষে॥ ২৯২॥

উষাহরণ প্রসঙ্গ—উষার স্বপ্নযোগ।

রাগ সারেঙ্গ।

নরখি মন্দির প্রতি সুদামা কাতর মতি
হেন জানি আইল ব্রাহ্মণী।
ধরিয়া পতির করে লৈয়া গেল নিজ ঘরে
হাসি হাসি বলে মৃদু বাণী॥
কেবল কৃষ্ণের বর হইল সুন্দর ঘর
হৈল দেখ অমূল্য ভাণ্ডার।
বৈভব অনেক বিধি দাস দাসী রত্ন নিধি
কৃপা কৈল দৈবকীকুমার॥
সুদামা সম্পদ পেয়ে পরম আনন্দ হয়ে
গোবিন্দ ভজনে দিল মন।
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত মত
তবে যে করিল নারায়ণ॥
সুনীত নামেতে পুরী বাণ তথি অধিকারী
মহাতেজা বলির নন্দন।
ধরি সে সহস্র ভুজে সদাই শঙ্কর পূজে
তারে তুষ্ট হৈল ত্রিলোচন॥
উষা নামে কন্যা তার রূপ অতুলন যার
গুণময়ী পরম সুন্দরী।
সুশিক্ষিতা সর্ব্ব তন্ত্র উপাসনা শিবমন্ত্র
নিত্য পূজে শঙ্কর শঙ্করী॥
বাণের সে পুত্র আর কুভাণ্ডক নাম তার
তনয়া যোগিনী চিত্ররেখা।
বিশারদ চিত্রকারী উষার সে পরিবারি
ধ্যানে ধ্যায়ে দেখয় অম্বিকা॥
উষাবতী এক দিনে শয়ন স্বপন স্থানে
সুপুরুষ সঙ্গেতে মিলন।
একত্র শয়ন সঙ্গে চুম্বন রমণরঙ্গে
রস ভেল রমণীর মন॥
কৌতুকে বঞ্চিয়া নিশি উঠিয়া সুন্দরী বসি
না দেখয়ে পুরুষ সুন্দর।
বিষম নিশ্বাস ছাড়ি কান্দিয়া অবনী গড়ি
হইলেন অতি যে কাতর॥
গৃহ মধ্যে উষা একা হেনকালে চিত্ররেখা
তথায় আসিয়া উপনীত।

গোবিন্দমঙ্গল গীত শ্রবণেতে সুললিত
নন্দন সুরচিত ॥ ২৯৩ ॥

চিত্ররেখা কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ আনয়ন

রাগ বসন্ত।

স্বপনে কি পেখিনু প্রিয়া মোর সাথ।
জাগি উঠৈ কহুঁ গেয়ো প্রাণনাথ ॥
আরতি পিরীতি যাচনু কান।
দুঃখ রহিল দিয়া প্রেমদান ॥
তুহি অনুভব মরম গহি।
শ্যামসুন্দর অঙ্গ পরশ নহি ॥
কাহে ঘুমায়নু আপন খাই।
দুঃখীশ্যাম পহ মিলন রাই ॥ ধ্রু ॥

উঠিয়া বসিল উষা দেখিয়া স্বপন।
প্রাণ হরি নিলা প্রিয়া দিয়া দরশন ॥
সে জন না দেখি প্রাণ না রহে শরীরে।
আকুল বিকল উষা কান্দিয়া মন্দিরে ॥
উষার কিঙ্করী সেযে কুষ্মাণ্ডের সুতা।
আসিয়া উষার পাশে হৈল উপনীতা ॥
সুন্দরি শুনহ কেন হৈল অভিমান।
কেবা কি কহিল কেন করুণ নয়ন ॥
উষা কহে চিত্ররেখা শুন কর্ম্মবাণী।
স্বপনে পুরুষ দেখি বিদরে পরাণী ॥
রূপে গুণে অতুল সে রসিক সুঠান।
তা বিনে না জীব আমি কহিল নিদান ॥
চিত্ররেখা বলে উষা দূর কর মান।
চিত্রপটে ত্রিজগৎ দেখাব তোর স্থানে ॥
পতি চিনি তুমি তাহা নিবে যোগ ধ্যানে।
চিত্রে ত্রিভুবন লিখে উষা বিদ্যমানে ॥
অমর অপ্সর যক্ষ রক্ষ দিক্‌পালে।
সে পুরুষ সুন্দরী না দেখে কোন স্থলে ॥
তবে চিত্ররেখা মনে ভাবিয়া কারণ।
চিত্রপটে লেখে তবে দ্বারকা ভুবন ॥
কৃষ্ণ কামপাল লেখে প্রদ্যুম্ন সঙ্গতি।
তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ দিব্য মূর্ত্তি অতি ॥
তা দেখি বলেন উষা এই মোর কান্ত।
আনিয়া মিলাহ সখি তবে হই শান্ত ॥
চিত্ররেখা বলে উষা শুন মোর বাণী।
আজু নিশি তব পতি মিলাইব আনি ॥
উষা প্রবোধিয়া রামা রাখিয়া মন্দিরে।
দ্বারকা চলিলা অনিরুদ্ধে আনিবারে ॥
পুরী মধ্যে প্রবেশিল সেই নিশা কালে।
অনিরুদ্ধ মন্দিরে প্রবেশে যোগবলে ॥
পালঙ্ক শুতিয়া বীর নিদ্রা যায় সুখে।
পালঙ্কে সহিত তারে তোলে অন্তরীক্ষে।
উষার মন্দিরে গিয়া হৈল উপনীত।
অনিরুদ্ধে দেখি উষা পরম পিরীত ॥
উষা সঙ্গে অনিরুদ্ধ হইল মিলন।
অতি উল্লাসিত মতি দুজনার মন ॥
উষামুখ দেখি অনিরুদ্ধ হৈল ভোলা।
বরণ করিল উষা দিয়া বরমালা ॥
পুষ্পবিভা দুই জনে হৈল গুপ্ত পণে।
ভোজনে শয়নে দোঁহে একত্রে মিলনে ॥
উষার বয়স বেশ বাড়ে দিনে দিনে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে ॥ ২৯৪ ॥

অনিরুদ্ধের কারাবন্ধন।

রাগ মারুতি।

নিশাকালে উষা হয়ে দিব্য বেশ।
পুরুষের সঙ্গ পেয়ে।
সঙ্গের কিঙ্করী মনে ভয় করি
রাণীরে কহেন গিয়ে ॥

শুন ঠাকুরাণি উষার কাহিনী
কহিতে করিয়ে ভয়।
পুরুষের সঙ্গে রতিরস রঙ্গে
পিরীতে করি নিশ্চয়॥
তবে নৃপজায়া নিরখি তনয়া
মরমে পাইল শঙ্ক।
উষার কারণে কহিল রাজনে
কুমারী হৈল কলঙ্ক॥
শুনি নৃপ কোপে থর থর কাঁপে
লোহিত লোচন হৈয়া।
উষার মন্দিরে চলেন সত্বরে
করে নাগপাশ লৈয়া॥
উষার ভবনে নিরখি নয়নে
কামসুত অনিরুদ্ধে।
কন্যারে গর্জিয়া ত্বরিত হইয়া
নাগপাশে তারে বান্ধে॥
বন্দী দেখি পতি কান্দে উষাবতী
অনেক বিলাপ করি।
অনিরুদ্ধে লয়ে কারাগারে থুয়ে
গেল দৈত্য নিজ পুরী॥
পুরাণ বিহিত শুন পরীক্ষিত
দ্বারকা নগরে ওথা।
ব্রহ্মার নন্দন করিল গমন
কহিতে এ সব কথা॥
গোবিন্দের পাশে বসিয়া বিশেষে
কহেন নারদ মুনি।
কহে দুঃখীশ্যাম বল কৃষ্ণ রাম
তরিবারে তরঙ্গিণী॥ ২৯৫॥

বাণরাজার সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ।

রাগিণী ভাটিয়ারি।

বড় সাধ লাগে সে কানুরে দেখিতে গো॥ধ্রু॥

গিয়া সে নারদ মুনি গোবিন্দগোচরে।
অনিরুদ্ধ বন্দীকথা কহে ধীরে ধীরে॥
শুনহ শ্রীকৃষ্ণ কথা শোণিত নগরে।
অনিরুদ্ধ বন্দী হৈল বাণের মন্দিরে॥
উষা নামে কন্যা তাঁর সঙ্গে রঙ্গ রসে।
শুনি নৃপ বান্ধিয়া রাখিল নাগপাশে॥
শুনিয়া গোবিন্দ কোপে প্রাসরে আপনা।
আজ্ঞা দিল রথ রথী সাজ সর্ব্বজনা॥
উগ্রসেন রাজা সঙ্গে যদুগণ লৈয়া।
শোণিত নগরের মুখে চলিল সাজিয়া॥
বলরাম কাম সঙ্গে দেব চক্রপাণি॥
পবন গমনে চলে কৃষ্ণের বাহিনী॥
ত্বরিতে মিলিল গিয়া শোণিত নগরে।
বার্ত্তা জানাইল চর বাণ নৃপবরে॥
শুনিয়া নৃপতি বাণ কাঁপে থরে থরে।
শীঘ্রগতি গিয়া সে জানাইল শঙ্করে॥
শুন প্রভু সদাশিব মোর নিবেদন।
টানিল উষার মতি কামের নন্দন॥
তেকারণে তাহারে বান্ধিনু নাগপাশে।
শুনিয়া সাজিল কৃষ্ণ যুদ্ধ সমাবেশে॥
কুপিল শঙ্কর উষার সতীত্বের ভঙ্গে।
আপনি সাজিল হর রুদ্রগণ সঙ্গে॥
শিব সঙ্গে বাণ আদি যত সেনাপতি।
প্রবেশ হইল রণে প্রথম সংহতি॥
হরি হর দুই জনে বাজে মহারণ।
কুভাণ্ডক উগ্রসেন যুঝে দুই জন॥
কুম্ভকর্ণ কামপাল যুঝে ক্রোধমুখী।
রথী রথী যুদ্ধ করে ধানুকী ধানুকী॥

গজে গজে মহাযুদ্ধ অশ্বে অশ্বগণ।
কুম্ভকার কুম্ভকার পত্তি পত্তিগণ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুঝে বাণ রথী মহেশ্বর।
বড়ই প্রমাদ যুদ্ধ অতি ঘোরতর॥
শূল লয়ে মারে বাণ কৃষ্ণের উপরে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কৃষ্ণ ত্রিশূল সংহারে॥
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ।
হরিহর দুই জনে প্রমাদ ঘটন॥
কুম্ভাণ্ডকে উগ্রসেন করিল সংহার।
কূপকর্ণে বিনাশিল কৃষ্ণের কুমার॥
পুত্র পৌত্র নষ্ট দেখি বাণ কম্পমান।
গোবিন্দে বিন্ধয়ে যুড়ি পাঁচ শত বাণ॥
তা দেখি গোবিন্দ কোপে চক্রবাণ যুড়ে।
বাণের সহস্র ভুজ কাটিয়া সে পাড়ে॥
সবে মাত্র দুই ভুজ রহিল তাহার।
দেখিয়া কুপিত হর হৈল আগুসার॥
হরিহর দুই জনে হয় মহারণ।
দেখিয়া বিস্ময় মনে সর্ব্ব দেবগণ॥
দুঃখীশ্যাম দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী।
হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী॥ ২৯৬

হরিহরের যুদ্ধ ও তদন্তে ঊষা-অনিরুদ্ধের মিলন।

রাগিণী বেলওল।

দেখি বাণে শোকমতি কোপভরে পশুপতি
কৃষ্ণ বামদেবে হয় রণ।
ঘন পূরে হুহুঙ্কার ধনুক ধরিয়া আর
বাণ বৃষ্টি করে দুইজন॥
তবে প্রভু শূলপাণি পাশুপত অস্ত্র আনি
ধনুকেতে পূরিলা সন্ধান।
তা দেখিয়া দেব হরি হয় গ্রীব বাণ ধরি
রুদ্র অস্ত্র কৈল দুইখান॥
ব্যর্থ গেল পাশুপত কোপভরে ভূতনাথ
অগ্নিবাণ যুড়িলেক গুণে।
বরুণ বাণেতে হরি অনল নির্ব্বাণ করি
কোপে যুদ্ধ করে দুইজনে॥
কোপ ভরে পঞ্চানন হুঙ্কারিয়া রুদ্রগণ
প্রথম ডাকিনী দানাগণে।
তবে দেব চক্রপাণি নারায়ণী সেনা আনি
রুদ্র ঠাট করিল নিধনে॥
দোঁহে নানা অস্ত্র ধরে দোঁহে মহা যুদ্ধ করে
কেহ কারে জিনিতে না পারে।
শূল ধরে ত্রিপুরারী সুদর্শন ধরে হরি
দোঁহে বাণ যুড়িল সমরে॥
দেখি রণ দোঁহাকার সুর লোক চমৎকার
দশদিকে লাগিল বিস্ময়।
দেখিয়া দোঁহার রীতি আদ্যা আসি শীঘ্রগতি
দোঁহা মধ্যে দিগম্বরী হয়॥
ত্যাগ করি মহারণ হরিহর আলিঙ্গন
দূর গেল যত বিসম্বাদ।
তবে শিব আনি বাণে সমর্পিলা নারায়ণে
কৃষ্ণ তারে দিলেন প্রসাদ॥
বাণ রাজা আনন্দিতে শিবসঙ্গে জগন্নাথে
কাম আদি উগ্রসেন করি।
যত্ন করি ঘরে লৈয়া নানা উপহার দিয়া
শুদ্ধভাবে পূজে হরহরি॥
ঊষা সঙ্গে কামসুতে দিল লৈয়া জগন্নাথে
নানা রত্ন অপূর্ব্ব বসন।
বুঝিয়া বাণের মতি কৃপাময় যদুপতি
বাণ প্রতি দিল আলিঙ্গন॥
মেলানি মাগিয়া তারে চলিলা দ্বারকাপুরে
যদুবল সঙ্গে নারায়ণ।

বাণ দুই ভুজ ধরি রহিল শোণিত পুরী
হর গেল কৈলাস ভুবন ॥
গিয়া সে দ্বারকা মধ্যে উষা আর অনিরুদ্ধে
শুভ দিনে বিবাহ মঙ্গল।
আনন্দে দ্বারকাপুরে গোবিন্দ বসতি করে
প্রজাগণে কৌতুক সকল ॥
তবে যে করিল হরি প্রবেশি হস্তিনাপুরী
সেই কথা শুনপরীক্ষিত।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম দাস বিরচিত ॥ ২৯৭ ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ

রাগ ভাটিয়ারী।

সব সুখ রাধাকৃষ্ণ নাম ॥ ধ্রু ॥

দ্বারকানগরে কৃষ্ণ বৈসে আনন্দিতে।
শুক বলে পরীক্ষিত শুন এক চিতে।
স্বর্গে গেল পাণ্ডু রাজা কর্ম্ম অনুসারে।
শক্র সঙ্গে সুখে না পাইল বাসবারে ॥
সপ্ত পাছু তলে পাণ্ডু আছে দাণ্ডাইয়া।
নারদ দেখিল তাহা ইন্দ্রালয়ে গিয়া ॥
সকল কহিল পাণ্ডু নারদ সমীপে।
মুকত না হৈল মোর ব্রহ্মবধ পাপে ॥
যুধিষ্ঠির রাজা যদি রাজসূয় করে।
তবে মুক্ত হৈয়া যাই বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
এতেক সে নারদ তাহে পাণ্ডু দুঃখ জানি।
হস্তিনা নগরে শীঘ্র চলিলা আপনি ॥
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা দণ্ডবৎ কৈল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে ষড়ঙ্গে পূজিল ॥
করপুট হৈয়া রাজা করে নিবেদন।
কহ কোথাকারে মুনি কৈলে আগমন ॥
নারদ কহেন শুন যুধিষ্ঠির রাজ।
দেখিনু পাণ্ডুর বড় দুঃখ স্বর্গ মাঝ ॥
সপ্ত পাছু তলে পাণ্ডু আছে দাণ্ডাইয়া।
মোরে দেখি তোমা পাশে দিল পাঠাইয়া ॥
যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ যদি করে।
তবে মুক্ত হৈয়া যাই বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
নহিলে না হয় মুক্তি কহিনু নিশ্চয়।
পুত্র-গুণ কর দান যজ্ঞ ধর্ম্মময় ॥
যুধিষ্ঠির রাজা কয় নারদের পায়।
রাজসূয় যজ্ঞ করি কেমন উপায় ॥
নারদ বলিল তোর সখা নারায়ণ।
তাহারে আনিয়া কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
কহিয়া চলিল মুনি বীণা বাজাইয়া।
যুধিষ্ঠির করে যুক্তি পাঁচ ভাই লৈয়া ॥
রাজসূয় বিনা নহে পিতার মুকতি।
কৃষ্ণ আনিবারে ভীম চলে দ্বারাবতী ॥
ত্বরিতে চলিল বীর রথ আরোহণে।
দ্বারিকানগরে গেলা কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥
স্নান দান করাইল মধুর ভোজন।
কি নিমিত্তে এলে ভীম কহ নিরূপণ ॥
ভীম বলে অন্তর্যামী তুমি যদুপতি।
মোক্ষ না পাইল স্বর্গে পাণ্ডু নরপতি ॥
নারদ কহিল রাজসূয় করিবারে।
যুধিষ্ঠির পাঠাইল লইতে তোমারে ॥
হাসিয়া কহিল কৃষ্ণ করিব গমন।
বলরাম কাম আদি যত যদুগণ ॥
দারুক সাজায়ে রথ আনিল সত্বর।
সর্ব্বারম্ভে চলে কৃষ্ণ হস্তিনা নগর ॥
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা দণ্ডবৎ কৈল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৃষ্ণে ষড়ঙ্গে পূজিল ॥
স্নান দান করাইল মঙ্গল আরতি।
পাদোদক পান কৈল অতি শুদ্ধমতি ॥

দ্রুপদনন্দিনী শীঘ্র করিলা রন্ধন।
রামকৃষ্ণ সঙ্গে রাজা করিলা ভোজন ॥
কর্পূর তাম্বূল দিয়া কৈল যোড় কর।
প্রণতি করিয়া কহে গোবিন্দ গোচর ॥
মুক্তিপদ না পাইল পাণ্ডু নৃপবর।
নারদ কহিল রাজসূয় যজ্ঞ কর ॥
তবে পাণ্ডু পাবে মুক্তি শুনহ রাজন।
তোমাকে আনানু তেঞি করিয়া যতন ॥
রাজসূয় যজ্ঞ কর তুমি দয়াময়।
শুনিয়া হরিষ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরে কয় ॥
ব্যাস তপোধনে আন করিয়া যতন।
উপহার দ্রব্য কর যজ্ঞ আয়োজন ॥
কৃষ্ণের আজ্ঞায় হর্ষ যুধিষ্ঠির রাজা।
ব্যাস আদি মুনিরে আনিয়া কৈল পূজা ॥
ব্যাসদেব আজ্ঞা কৈল সবার গোচরে।
এক লক্ষ রাজা চাহি যজ্ঞ করিবারে ॥
এক লক্ষ মুনি চাহি করিতে বরণ।
সুবর্ণের দ্রব্য সব সোণার আসন ॥
নৃপতি সকলে আন করিয়া বরণ।
কৃষ্ণের প্রসাদে হবে যজ্ঞ সম্পূরণ ॥
চৈত্র মাসে পৌর্ণমাসী যজ্ঞ আরম্ভণে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম বিরচণে ॥ ২৯৮ ॥

জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ।

রাগিণী পটমঞ্জরী।

গোবিন্দের দয়া হৈতে যুধিষ্ঠির সানন্দিতে
কৈল রাজা যজ্ঞ আরম্ভণ।
চৈত্র মাস পৌর্ণমাসী ব্যাস সঙ্গে লক্ষ ঋষি
যত্ন করি করিলা বরণ ॥
রাজগণ নিমন্ত্রণে পাঠাইলা ভীমার্জ্জুনে
দেশে দেশে জানাইল গিয়া।
নানা দেশের রত্ন ধন আইলা যে দুই জন
চারি সহস্রেক রাজা লৈয়া ॥
দুর্য্যোধন শিশুপাল বিরাট দ্রুপদ আর
আনাইল যজ্ঞের কারণ।
যুধিষ্ঠির তবে কয় লক্ষ নৃপ যদি হয়
তবে করি সবার বরণ ॥
নারদ কহেন কথা ছিয়ানই সহস্র তথা
রাজা বন্দী জরাসন্ধ ঘরে।
ভীমার্জ্জুনসঙ্গে হরি আন গিয়া মুক্ত করি
প্রবেশিয়া ধাবন্তি নগরে ॥
ভীমার্জ্জুন সঙ্গে হরি সন্ন্যাসীর বেশ ধরি
গেলা তিঁহ ধাবন্তি নগরে।
সিংহদ্বারে অনুসরি বিপক্ষ বিনাশ করি
যুদ্ধ দান মাগিল রাজারে ॥
শুনি জরাসন্ধ হাসে রণ করিবার রোষে
বাহির হইল ততক্ষণে।
কৃষ্ণার্জ্জুন দোঁহাকারে দেখি তিরস্কার করে
ভীম সঙ্গে সংগ্রাম সদনে ॥
দেখি দোঁহে হাতাহাতি মারামারি মাথামাথি
গদায় গদায় সমসর।
দোঁহে দেয় সিংহরড়ি রণরঙ্গে দোঁহে পড়ি
গড়াগড়ি অবনী উপর ॥
দোঁহে মহাযুদ্ধ করে দোঁহে সম বল ধরে
কেহ কারে জিনিতে না পারে।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
দুঃখীশ্যাম দাস গায় সারে ॥ ২৯৯ ॥

জরাসন্ধ বধ ও যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে কৃষ্ণের বরণ।

রাগিণী টোড়ী।

শুক নারদে মহিমা গায়।
রামনাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ধ্রু ॥

বৃকোদর সঙ্গে যুদ্ধ করে জরাসন্ধ।
মল্লযুদ্ধ গদাযুদ্ধ দোঁহে বন্ধে বন্ধ ॥
দুই জনে যুঝে দোঁহে সম বল ধরে।
সমান সংগ্রাম কেহ জিনিতে না পারে ॥
দোঁহার সংগ্রাম দেখি কৃষ্ণ ভাবে মনে।
পথের ইঙ্গিত ভীম পাসরিল কেনে ॥
বেণাপত্র চিরি কৃষ্ণ কৈল দুই খান :
ইঙ্গিত বুঝিলা ভীম চতুর সুজান ॥
গদার প্রহারে তারে ভূমিতে পাড়িয়া।
দুই পদে ধরি তার ফেলিল চিরিয়া ॥
পড়িয়া মরিল জরাসন্ধ মহাকায়।
পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে নাচে দেবতায় ॥
দুই স্থানে পোড়াইল অঙ্গ দুই খান।
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান ॥
জরার সম্পদ যত লুটিয়া ভাণ্ডার।
বন্দী মুক্ত করাইল সকল রাজার ॥
রথে করি ধন রত্ন নৃপগণে লৈয়া :
হস্তিনানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া ॥
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা আনন্দ অপার।
প্রভুপদে দণ্ডবৎ করি পরিহার ॥
নৃপতি সকলে দিল পাদ্যার্ঘ্য আসন।
দিব্য স্থল অন্ন জল কৈল নিয়োজন ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা করপুট হৈয়া।
ব্যাসদেবে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া ॥
কহ উপদেশ প্রভু যজ্ঞের কারণ।
আজ্ঞা কর আগে করি কাহারে বরণ ॥
ব্যাসদেব বলে রাজা শুনহ বচন।
সভা করি বসাইহ যত রাজগণ ॥
পূর্ব্ব তপ ফলে তোর সখা নারায়ণ।
সর্ব্ব আগে কর তুমি গোবিন্দে বরণ ॥
দিব্য রত্নাঙ্গুরী আর বিচিত্র বসন।
রচিয়া পুষ্পের মাল্য সুগন্ধি চন্দন ॥
ব্যাসদেব সঙ্গে করি ধর্ম্মের নন্দন।
সভা আগে রামকৃষ্ণ করিল বরণ ॥
তা দেখিয়া মনে মনে ভাবে শিশুপাল।
মোরে না বরিয়া বরে গোধন রাখাল ॥
এই অপমান মোর প্রাণে নাহি সয়।
কোপে রাজা শিশুপাল সভা মধ্যে কয় ॥
গোবিন্দে গজ্জিয়া বলে শত শত গালি।
দুঃখীশ্যাম বলে দয়া কর বনমালী ॥ ৩০০

শিশুপাল বধ

রাগিণী গুর্জ্জরা।

দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা কোপে শিশুপাল :
গোবিন্দে গর্জ্জিয়া দেয় গালি
কহে রাজা যুধিষ্ঠিরে না বরিয়া নৃপবরে
কি গুণে বরিলা বনমালী ॥
নৃপতিনন্দন নহে ছত্রদণ্ড নাহি বহে
গোধন রাখিয়া গেল কাল :
কংস আদি রাজগণে মায়ায় মারিয়া রণে
আপনি বাড়ায় ঠাকুরাল ॥
ভার বহে গোপিকার পথে দান সাধে আর
নৌকায় কাণ্ডারী নারায়ণ।
ভোজবিদ্যা শিক্ষা করি সংগ্রাম জিনিল হরি
নহে ক্ষত্র গোপের নন্দন ॥
হেন রূপে নানা ছলে গোবিন্দেরে মন্দ বলে
দমঘোষ রাজার নন্দন।
শুনি তার কটু বাণী ক্রোধভরে চক্রপাণি
নিরীখয়ে চঞ্চল নয়ন ॥
আউ সরা যজ্ঞস্থলে তাহা কৃষ্ণ নিল করে
ঘুরাইয়া ছাড়িল প্রচণ্ড।
সুদর্শন সম হৈয়া অবিলম্বে কাটে গিয়া
শিশুপাল নৃপতির মুণ্ড ॥

বাহির হইয়া প্রাণ শূন্যপথে আগুয়ান
গেল বেগে বৈকুণ্ঠের স্থান।
তথা না দেখিয়া হরি দশ দিক গ ত করি
যজ্ঞ স্থানে দেখে ভগবান ॥
নিরখিয়া দামোদরে নানা রূপে স্তুতি করে
দণ্ডবৎ বিনয় বিধান।
দেখিয়া তাহার ভাব দয়া করি পদ্মনাভ
দিল তারে নিজ দেহে স্থান ॥
নিবারিয়া তিন জন্ম সাধিল সে নিজ কর্ম্ম
বৈকুণ্ঠেতে বিজয়নন্দন।
শুন রাজা পরীক্ষিত . যুধিষ্ঠির যজ্ঞ রীত
তবে সর্ব্ব রাজার বরণ ॥
বস্ত্র মাল্যাঙ্গুরী রত্ন করিয়া অনেক যত্ন
বরণ করিল রাজগণে।
সঙ্গে লক্ষ নৃপমণি স্বস্তিবাচ কহে মুনি
কুণ্ডে অগ্নি করে আরাধন ॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনে যেবা শুদ্ধ চিত
পরম কৈবল্য গতি পায়।
কৃষ্ণকথা মধুরাশি পিয় মনে দিবা নিশি
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ৩০১ ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ।

রাগিণী ভাটিয়ারি।
হরি মোর সব সুখদাতা ॥ ধ্রু ॥

রাজসূয় যজ্ঞ করে ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ মুনি লক্ষ রাজা করিলা বরণ ॥
সুবর্ণ আসন সব সুবর্ণের ঝারি।
সুবর্ণের ভোজ্য পাত্র সুবর্ণ অঙ্গুরী ॥
স্বর্ণ অলঙ্কার সব স্বর্ণ যজ্ঞসূত্র।
নিত্য নূতন রূপে দেই ধর্ম্মপুত্র ॥
সুবর্ণ বসন সব পবিত্র উত্তরী।
বাটাবাটী যজ্ঞপাত্র সোণার গাগরি ॥
সকল সুবর্ণময় সিপক্রুব আদি।
সকল সংগ্রহ কৈল দ্রব্য যথা বিধি ॥
ব্যাসদেব হৈল হোতা অঙ্গিরা আচার্য্য।
রাজগণে নিয়োজিল যার যেবা কার্য্য ॥
ক্ষেত্র শুদ্ধ কৈল অজ বৃষ চরাইয়া।
কুণ্ড মধ্যে অগ্নি কৈল উড়ুম্বর দিয়া ॥
সমিদাদি কাষ্ঠ আনি অগ্নির কারণ।
শুক্ল বস্ত্র আদি করি যত আয়োজন ॥
যজ্ঞকুণ্ড বেড়িয়া বসিল মুনিগণ।
বেদধ্বনি করি কৈল ব্রহ্মা আরাধন ॥
ঘৃতস্রুব ভরি ভরি কৈল বেদধ্বনি।
পরম যাজ্ঞিক হৈয়া পূজিল আগুনি ॥
রাজগণ যোগায় যজ্ঞের আয়োজন।
শূন্যপথে রহিয়া দেখিল দেবগণ ॥
কুম্ভ ভরি গো ঘৃত গুবাক ফল দিয়া।
লক্ষ মুনি বেদধ্বনি মুখে উচ্চারিয়া ॥
যজ্ঞে ঘৃত ঢালেন সকল মহামুনি।
মহাজ্যোতির্ম্ময় তেজ উঠিল আগুনি ॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ কে করিতে পারে।
যুধিষ্ঠির করে যজ্ঞ গোবিন্দের বরে ॥
যজ্ঞশেষ হৈল আসি জানি মুনিগণ।
যুধষ্ঠির দ্রৌপদীরে করিলা বরণ ॥
পূর্ণার বিহিত দ্রব্য নিল যজ্ঞস্থানে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে ॥ ৩০৩ ॥

যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দান ও দক্ষিণা।

রাগ মঙ্গল।

যজ্ঞের বিধিমত উচিত যে দ্রব্য যত
সকল সংযোগ করিয়া।

ধর্ম্মের নন্দনে আনে মুনিগণে
দ্রৌপদী সংহতি করিয়া ॥
সকল মুনি মেলি কুণ্ডে ঘৃত ঢালি
দেয় বিহিত প্রমাণে।
পূর্ণার প্রয়োজনে অজ সে যজ্ঞস্থানে
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দর্শনে ॥
সময় সুলক্ষণে জানিয়া মুনিগণে
নৃপতি আনিল নিকটে।
দাণ্ডায়ে নৃপবর দ্রৌপদীর ধরে কর
যজ্ঞে পূর্ণ দিল করপুটে ॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপথে সাক্ষাতে হাতে হাতে
যজ্ঞ সম্পূরণ কৈল।
কৃষ্ণের পদতলে সমস্তে কুতূহলে
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল ॥
সকল সুর সঙ্গে বাসবদেব রঙ্গে
কুসুম বরিষণ করে।
পাণ্ডু নরপতি পিতৃগণ সাথি
চলিল বৈকুণ্ঠপুরে ॥
ব্যাস মুনিবর কহে যুধিষ্ঠির
ব্রাহ্মণে বিহিত দক্ষিণা।
সুরভি শত শত মাতঙ্গ হয় রথ
দ্বিজকে শত ভার সোণা ॥
এরূপে প্রতিজনে তুষিল নানা ধনে
হরিষ হৈল সর্ব্ব মুনি।
আশীষ বেদধ্বনি করিয়া সব মুনি
চলিলা নৃপতি বাখানি ॥
তবে সে লক্ষ রাজা ষড়ঙ্গে কৈল পূজা
বিবিধ বসন ভূষণে।
গোবিন্দপদ রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
মেলানি হৈল রাজগণে ॥ ৩০৩ ॥

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত রাজগণের বিদায়।

রাগিণী শোহিনী-সিন্ধুড়া।

হরি হর রাম কৃষ্ণ গঙ্গা নারায়ণ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ধ্রু ॥
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল যুধিষ্ঠির রাজা।
মুনিগণে বিবিধ বিধানে কৈল পূজা ॥
রাজাগণে পূজিল অনেক রত্ন ধনে।
মেলানি মাগিয়া সবে গেল নিজ স্থানে ॥
রাজসূয় যজ্ঞ কেহ করিতে না পারে।
যুধিষ্ঠির কৈল যজ্ঞ গোবিন্দের বরে ॥
গোবিন্দচরণে রাজা দণ্ডবৎ করি।
অনেক স্তবন কৈল পদতলে পড়ি ॥
তবে কৃষ্ণ রাজারে দিলেন আলিঙ্গন।
দ্বারকা চলিনু আমি শুনহ রাজন ॥
তবে রাজা গোবিন্দে পূজিল নানাধনে।
দ্বারকা চলিল কৃষ্ণ যদুবল সনে ॥
আগু বাড়াইয়া রাজা চলিলা সংহতি।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি ॥
তবে কৃষ্ণ রাজাকে অনেক কৃপা করি।
মেলানি মাগিয়া গেল দ্বারকানগরী ॥
তবে রাজা মেলানি মাগিয়া নারায়ণে।
নিজ পুরে প্রবেশিল ভ্রাতৃগণ সনে ॥
নানা কুতূহলে কৃষ্ণ যদুবল লৈয়া।
দ্বারকানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া ॥
পরম আনন্দ যত দ্বারকা বসতি।
শুক বলে শুন পরীক্ষিত নরপতি ॥
বসুদেব দৈবকীর বড়ই আনন্দ।
যার কোলে অবতার দেব পূর্ণানন্দ ॥
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দের গীত ॥ ৩০৪

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দন্তবক্র বধ।

রাগিণী পটমঞ্জরী।

শিশুপাল বধ শুনি দন্তবক্র দুঃখ মানি
সাজিল হইয়া ক্রোধমতি।
সঙ্গে অক্ষৌহিণী দলে নানাবাদ্য কোলাহলে
দ্বারকা বেড়িল শীঘ্রগতি॥
দামামায় দিল ধ্বনি পুরীখণ্ড কাঁপে শুনি
বাহির হইল রামহরি।
রথ রথী শত শত উগ্রসেন আদি যত
যদুবল ধায় ধনু ধরি॥
পুরীর বাহির হৈয়া ধনুকে টঙ্কার দিয়া
গোবিন্দ হইল আগুয়ান।
দন্তবক্র কৃষ্ণে দেখি হৈয়া মহাক্রোধমুখী
আগে বীর যুড়িল সন্ধান॥
দুই দল দরশনে যুদ্ধ করে বীরগণে
নানা অস্ত্র ধরিয়া সমরে।
পরশু মুষল শেল পাশুপত মহাকাল
অশ্ব গজ বিবিধ প্রকারে॥
দন্তবক্র ক্রোধভরে মুষল ধরিয়া করে
ছাড়ে বেগে কৃষ্ণের উপরে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে হরি ত্রিশূল সংহার করি
দেখি দৈত্য অগ্নিবাণ ধরে॥
বরুণ বাণেতে হরি অনল নির্ব্বাণ করি
চক্র কৃষ্ণ যুড়িল শ্রীকরে॥
কাটিয়া তাহার মুণ্ড সেনা করি লণ্ডভণ্ড
কত দল পড়িল সমরে।
আর যত সেনাগণ পলাইয়া সর্ব্বজন
প্রাণ লয়ে গেল নিজ পুরী।
তবে দেব গদাধরে সেই দুই সহোদরে
বৈকুণ্ঠেতে করিল দুয়ারী॥
তিন জন্ম গোঁয়াইয়া গেল দোঁহে মুক্তি পাইয়া
শুন রাজা কহি যে তোমায়।
তবে নৃপ পরীক্ষিত হৈয়া প্রেমে পুলকিত
গদ গদ আনন্দ হিয়ায়॥
কহ কহ শুনি মুনি তুয়া মুখে সুধা বাণী
তুমি সে কৃষ্ণের অনুচর।
সদয় হৃদয় মনে কৃপা কর অকিঞ্চনে
উদ্ধারিবে এ ভবসাগর॥
শুনিয়া রাজার বাণী কহে শুক মহামুনি
ধন্য রাজা তোমার জীবন।
এসব কৃষ্ণের রস ভকত অন্তরে হর্ষ
অনুক্ষণ ভজ নারায়ণ॥
মহিমাসাগর হরি ভক্তভাবে অনুসরি
ত্রিভুবন তারণ কারণে।
যুগে যুগে নৃপপতি যোগিজন যাঁরে চিন্তি
ধন্য সেবা মজে কৃষ্ণগুণে॥
তবে কৃষ্ণ করে যাহা পরীক্ষিত শুন তাহা
হরিপদে মজাইয়া মন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
সুরচিল শ্রীমুখ নন্দন॥ ৩০৫॥

লক্ষ্মণাহরণ বিবরণ।

রাগিণী করুণা।

বড় রে দয়াময় হরি॥ ধ্রু॥

শুকদেব বলে রাজা শুনহ কারণ।
হস্তিনা নগরে বৈসে রাজা দুর্য্যোধন॥
লক্ষ্মণা নামেতে কুরু রাজার কুমারী।
রূপে গুণে অনুপম অতি মনোহারী॥
পরম সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবন জিনি!
অকুমারী সেই কন্যা শুন নৃপমণি॥
সাম্ব নামে ওথা জাম্ববতীর নন্দন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল হস্তিনাভুবন॥

গুপ্তবেশে লক্ষ্মণা সুন্দরী করে ধরি।
রথে বসাইয়া বীর চলে ত্বরাপরি ॥
লক্ষ্মণা হরণ দেখি কোপে দুর্য্যোধন।
সাম্বকে রাখিল রাজা করিয়া বন্ধন ॥
তবে সে নারদমুনি দ্বারকানগরে।
কহিল এসব কথা গোবিন্দগোচরে ॥
সাম্ব বন্দী শুনি মহা রোষে চক্রপাণি।
আজ্ঞা দিল সাজ রথ সকল বাহিনী ॥
উগ্রসেন সাজিল সকল রথ রথী।
যত বৃষ্ণিবংশ আদি যত সেনাপতি ॥
শ্রীকৃষ্ণ কুপিত দেখি রেবতীরমণ।
উপদেশ বচনে প্রবোধে নারায়ণ ॥
কি লাগি আপনি ক্রোধ কর বন্ধুজনে।
আমি সে একক যাব রথ আরোহণে ॥
পুত্রবধূ আনিব করিয়া প্রীতি পথ।
এত বলি চলে রাম চালাইয়া রথ ॥
প্রবেশ করিল গিয়া হস্তিনা ভুবন।
দুর্য্যোধন আদি যত সেনাপতি গণ ॥
বলদেব দেখি সব দণ্ডবৎ কৈল।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রামে ষড়ঙ্গে পূজিল ॥
সভামধ্যে কহে রাম শুন দুর্য্যোধন।
বন্ধু বিচ্ছেদ কর্ম্ম কর কি কারণ ॥
সাম্ব যদি না জানিয়া হরিল লক্ষ্মণা।
বন্দী কৈলে কুমারী না করি সমর্পণা ॥
এত অহঙ্কার কর এবা কি উচিত।
দুর্য্যোধন বলে সাম্ব কৈল বিপরীত ॥
এমনে কেমনে কহ করি কন্যা দান।
ইহা শুনি বলদের কোপে কম্পমান ॥
কুরুকুল বিনাশ করিব অবহেলে।
লাঙ্গলে হস্তিনা তুলি ফেলিব পাতালে ॥
ক্রোধ করি রাম ভূমে ঠেকাইল হাল।
লাঙ্গলে তুলিল ক্ষিতি ফেলিতে পাতাল ॥
টলমল হৈয়া পড়ে হস্তিনা নগর।
দুর্য্যোধন আদি সবে পরম কাতর ॥
তবে কুরুপতি সঙ্গে ব্রাহ্মণ লইয়া।
রামের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
অনেক প্রণতি করি কহে দুর্য্যোধন।
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে গোবিন্দচরণ ॥ ৩০৬ ॥

সাম্বের সহিত লক্ষ্মণার বিবাহ।

রাগ রামকেলি।

রাম দেখি কোপমতি দুর্য্যোধন নরপতি
সঙ্গে প্রিয় বন্ধুগণ লৈয়া।
দণ্ডবৎ শত শত প্রেমে তনু পুলকিত
নিবেদয়ে বিনয় করিয়া ॥
সভামধ্যে আগে গিয়া রামের বদন চেয়া
কুরুশ্রেষ্ঠ করে নিবেদন।
এত প্রাণী বধ কৈলে হইবেক কোন ফলে
শুন রাম কমললোচন ॥
পুত্রবধূ আপনার ইহা চাহ রাখিবার
তুমি সে অনন্ত গুণমণি।
দূরে পরিহর রোষ দুর্য্যোধনে ক্ষম দোষ
বন্ধুগণ রাখ হলপাণি ॥
সবিনয় শুনি রাম জানি সিদ্ধি ভেল কাম
তুষ্ট হৈল কুরুরাজ বোলে।
কৃপাময় কামপাল করে সম্বরিয়া হাল
ক্ষিতি বসাইল নিজ স্থলে ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা রামেরে করিল পূজা
নানা উপহার দ্রব্য দিয়া।
সুখে সাম্ব লক্ষ্মণারে বিভা দিয়া দোঁহাকারে
বলরামে সমর্পিল লৈয়া ॥
যৌতুক অনেক ধন নানা বস্ত্র আভরণ
অশ্ব গজ রথ রথী সেনা।

মেলানি মাগিয়া রাম আনন্দে চলিলা ধাম
সঙ্গে বাজে বিবিধ বাজনা॥
বহু রথ রথী সঙ্গে দ্বারকা প্রবেশে রঙ্গে
দেখি কৃষ্ণ কৌতুক বিশেষে।
উল্লাসিত জাম্ববতী মঙ্গল কলস পাতি
পুত্রবধূ গৃহে পরবেশে॥
আনন্দিত সর্ব্বলোক নাহি জরা মৃত্যু শোক
যথা কৃষ্ণ যদুকুলনাথ।
মহোৎসব নৃত্যগীত অহর্নিশ আনন্দিত
ভয় ভ্রান্তি নাহিক উৎপাত॥
যুধিষ্ঠির ঘরে হরি গেলেন হস্তিনা পুরী
একা রথে দৈবকীনন্দন।
রাম আদি সেনাপতি রহিলা সে দ্বারাবতী
শুন রাজা পুরাণ বচন॥
কৃষ্ণ মারে শিশুপাল সখা তার ছিল শাল্ব
দ্বারকা বেড়িল মহাসুর।
গোবিন্দ মঙ্গল রসে দুঃখীশ্যাম দাস ভাষে
কৃষ্ণকথা বড়ই মধুর॥ ৩০৭

শাল্বের সহিত রামকৃষ্ণের যুদ্ধ

শিশুপাল দন্তবক্র বধিল মুরারি।
তার মিত্র শাল্ব রাজা মনে ক্রোধ করি॥
তিন অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে রথরথী।
নিশি শেষে দ্বারকা বেড়িল শীঘ্রগতি॥
অশ্ব গজ কলরব দুন্দুভি ঘোষণ।
বিপক্ষ দেখিয়া কাঁপে যত প্রজাগণ॥
বলভদ্র শুনিল শাল্বের আগমন।
সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হৈল সঙ্গে সেনাগণ॥
সর্ব্বারম্ভে প্রবেশিল করিবারে রণ।
দুই দল মিশামিশি অস্ত্র বরিষণ॥
নানা অস্ত্র ধরি যুদ্ধ করে সেনাগণ।
রথী রথী যুদ্ধ হয় না যায় কথন॥
তবে শাল্ব নরপতি দেখি সঙ্কর্ষণে।
মহা যুদ্ধ করে দোঁহে অতি ক্রোধমনে॥
উগ্রসেন কাম আদি যত বীরগণ।
অশ্ব গজে আরোহিয়া করে মহারণ॥
হেথা কৃষ্ণ হস্তিনাতে যুধিষ্ঠির স্থানে।
মেলানি মাগিয়া চলে দ্বারকা ভুবনে॥
পুরী প্রবেশিতে শুনে শব্দ মহামার।
কেবা যুদ্ধ করে আসি মন্দিরে আমার॥
ভাই বলরাম আছে দ্বারকানগরে।
আসিয়াছে কোন বীর মরিবার তরে॥
এত বিচারিয়া গেল পুরী সন্নিধানে
জানিল লাগিছে যুদ্ধ শাল্ব রাজা সনে॥
তবে কৃষ্ণ গেল যথা শাল্ব দৈত্যপতি।
কৃষ্ণ দেখি যুদ্ধ করে হৈয়া ক্রোধমতি॥
শূল লৈয়া মারে দৈত্য কৃষ্ণের উপরে।
সুদর্শনচক্রে বীর ত্রিশূল সংহারে॥
তবে কৃষ্ণ অসুরে বিন্ধিল নানা বাণে।
অসুর আসুরী মায়া করিলা সৃজনে॥
মায়াতে বসুর মুণ্ড আনিল কাটিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের রথে মুণ্ড দিল ফেলাইয়া॥
দেখিয়া পিতার মুণ্ড কৃষ্ণ কৃপাময়।
অশ্রু বহে আঁখি ধন্দে ভাবিল হৃদয়॥
ভাই বলরাম আছে পুরীর রক্ষণে।
তবেত অসুর পিতা কাটিল কেমনে॥
এত বলি মনে ভাবে দেব ভগবান।
মায়াযুদ্ধ করে দৈত্য জানিল নিদান॥
আজি শাল্ব রাজারে পাঠাব যমালয়।
এত বলি যুঝে কৃষ্ণ দুঃখীশ্যাম কয়॥ ৩০৮॥

শাল্ব বধ।

রাগ কামোদ।

তবে দেব যদুপতি পরম ক্রোধিত মতি
দেখিয়া শাল্বের মহারণ।
শঙ্খ ধ্বনি করি রঙ্গে নিজ বল লয়ে সঙ্গে
নানা অস্ত্র করে বরিষণ॥
পরশু মুদ্গর শেল হয় গ্রীব মহাকাল
সূচীমুখ বলীমুখ আর।
পাশুপত কাল দণ্ড খট্বাঙ্গ মেদিনী খণ্ড
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ কর্ণিকার॥
ধরিয়া ধনুক বাণ কোপে কৃষ্ণ কম্পমান
সর্ব্ব সেনা করিল সংহার।
খণ্ড খণ্ড রথ রথী পড়ে যত সেনাপতি
শোণিতে বহিছে নদী ধার॥
দেখিয়া সৈন্যের নাশ শাল্ব রাজা মনে ত্রাস
ধায় রাজা মুষল ধরিয়া।
দেখিয়া দৈত্যের গতি বিষ্ণুচক্র যদুপতি
ধনুকেতে যুড়িলেক লৈয়া॥
কাটা গেল মুণ্ড তার গড়াগড়ি স্কন্ধ আর
দেখি মোক্ষ দিল নারায়ণ।
পড়িয়া কৃষ্ণের করে আনন্দে বৈকুণ্ঠ পুরে
শাল্ব রাজা করিল গমন॥
শুন রাজা পরীক্ষিত সুরলোকে হরষিত
পুষ্পবৃষ্টি করে পুরন্দর।
ভারাবতারণে হরি উদ্ধারিতে বসুন্ধরী
দয়ানিধি দেব দামোদর॥
শেষ ছিল যত সেনা পলাইল সর্ব্বজনা
প্রাণ লৈয়া গেল নিজ দেশ।
রথ জিনি দেব হরি যদুবল সঙ্গে করি
নিজ পুরে করিল প্রবেশ॥
দ্বারকা বসতি যত নর নারী শত শত
ধন্য ধন্য করে সর্ব্বজন।
দৈবকী শ্রীবসুদেব তার সুখ কি কহিব
যাঁর পুত্র দেব নারায়ণ॥
এ সব কৃষ্ণের লীলা সংসার সাগর ভেলা
জপিলে জনম নাহি পায়।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস গায়॥ ৩০৯॥

দ্বিবিদ বানর বধ।

আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া
রাম নারায়ণ বল॥ ধ্রু॥

শুক বলে শুন পরীক্ষিত নৃপবর।
শাল্ব রাজার মিত্র সে যে দ্বিবিদ বানর॥
মিত্ররিপু সাধিতে প্রবেশে দ্বারাপুরে।
নগর বেড়িয়া ফিরে নানা তেজ ধরে॥
সুগ্রীবের পাত্র বীর মহাযুদ্ধ জানে।
চক্রাকার হৈয়া ফিরে দ্বারকা ভুবনে॥
গাছ পাথর করে ধরি করে মহা বল।
বাহির হইতে নারে রমণী সকল॥
নারীগণ সলিলে যাইতে খেদ করে।
গাগরী ভাঙ্গয়ে সে বসন হাতে চিরে॥
কৃষ্ণ পাশে গিয়া জানাইল প্রজাগণ।
দ্বিবিদ বানর জানি রামনারায়ণ।
নিজ বল সঙ্গে করি রামনারায়ণ॥
বাহির হইল তবে ভাই দুইজন॥
কৃষ্ণ দেখি কপিরাজ মহাক্রোধ ভরে।
শিলা বৃক্ষ লয়ে বীর মহাযুদ্ধ করে॥
তবেত গোবিন্দ দেখি দ্বিবিদ বানরে।
সংগ্রামে প্রবর্ত্ত ভেল মহা ক্রোধ ভরে॥
ক্ষণে ক্ষণে স্থল ক্ষণে শূন্য পরে।
গাছ পাথর শিলা লৈয়া মহাযুদ্ধ করে॥
বানর বিক্রম দেখি দেব চক্রপাণি।
বধিব বানরে হেন ভাবিল আপনি॥

গাছ পাথর কাটিলেন অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।
চক্র করে ধরি কৃষ্ণ প্রবেশিল রণে॥
করে চক্র ফিরাইয়া ছাড়িল প্রচণ্ড।
অবিলম্বে কাটে গিয়া বানরের মুণ্ড॥
পড়িল বাণর রাজ শ্রীকৃষ্ণের রণে।
বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
বানর বিনাশ করি দেব চক্রপাণী।
দ্বারকা প্রবেশে কৃষ্ণ দিয়া শঙ্খধ্বনি॥
দেখিয়া আনন্দ বড় দ্বারকা বসতি।
ধন্য ধন্য রামকৃষ্ণ যদুকুলপতি॥
আনন্দে বৈসয় কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
অহর্নিশ নৃত্য গীত প্রতি ঘরে ঘরে॥
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব নাচে বিদ্যাধরী।
বিবিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকা নগরী॥
বসু দৈবকীর মনে বড়ই আনন্দ।
যার কোলে অবতার দেব পূর্ণানন্দ॥
দুঃখীশ্যাম দাস কহে অন্য নাহি মতি।
শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে রহুক ভকতি॥ ৩১০॥

বিজয়ের উদ্ধার।

রাগ কল্যাণ।

শুক বলে পরীক্ষিত শুন হৈয়া এক চিত
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সুধা বাণী।
চন্দ্রবংশে মহাতেজা জনমিল মৃগ রাজা
যাঁর যশ জগতে বাখানি॥
রাজা বড় পুণ্যবান নিত্য নিত্য দেয় দান
শত গাভী বৎসক সহিত।
স্বর্ণ শৃঙ্গ খুর বান্ধা কপালে সোণার চান্দা
লেজে রত্ন চামর খচিত॥
হেনরূপে দিনপ্রতি [illegible] দেন নরপতি
শুন রাজা দৈবের যে গতি।
ব্রাহ্মণ লইয়া যায় ধেনু একগুটি তায়
রাজগোষ্ঠে আসি উপনীতি॥
আর দিন নৃপবরে শত গাভী দান করে
সেই ধেনু সে পালে আছিল।
বিপ্র লৈয়া যায় বেগে পূর্ব্ব দ্বিজ দেখে রেগে
গাভী হেতু কোন্দল লাগিল॥
তবে দোঁহে ত্বরাত্বরি রাজার গোচর করি
প্রবোধিতে নারিল রাজনে।
অন্তকালে যম স্থানে সেই পাপ নিবন্ধনে
কৃকলাস হৈল তেকারণে॥
পাপে স্থূল বপু ধরি জঙ্গমেতে অবতরি
পিপাসে করিতে জল পান।
নাম্বিয়া সে কূপ মাঝে বন্দী হৈল মহারাজে
কর্ম্ম দোষ না যায় ছাড়ান॥
এথা রাম কৃষ্ণ রঙ্গে যদুবল লৈয়া সঙ্গে
মৃগয়া করিয়া বুলে বনে।
ভ্রমিতে নির্জ্জল বনে কূপ দেখি জলপানে
করেন অদ্ভুত দরশনে॥
ত্রাস যুক্ত হৈয়া মনে জানাইল নারায়ণে
কূপে দৃষ্টি দিল দয়াময়।
গোবিন্দের দয়া হৈতে চড়িয়া বিমান রথে
বৈকুণ্ঠেতে চলিল বিজয়॥
নৃপতি উদ্ধার করি যদুকুল সঙ্গে হরি
প্রবেশিল দ্বারকানগরে।
আনন্দিতে নর নারী বিবিধ মঙ্গল করি
পূর্ণ কুম্ভ স্থাপিয়া দুয়ারে॥
কৃষ্ণ দেখি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ
কিন্নর কিন্নরী গায় গীত।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন সুরচিত॥ ৩১১॥

যদুবংশীয়গণের তীর্থ যাত্রা

শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে
হেনরূপে থাকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে ॥
কামদেব আদি করি বসু যে দৈবকী।
আনন্দবদনে কৃষ্ণ যদুকুল ডাকি ॥
পুণ্য তীর্থ চল গিয়া করিব সিনান*।
বিপ্রগণে মন তুষে দিব মহাদান ॥
† অষ্ট রমণীর সঙ্গে পুত্রবধূগণ।
দারুক সাজায়ে রথ আনে ততক্ষণ ॥
কৃষ্ণ কামপাল রথে করিল সাজন।
নানা অস্ত্র ধরি ধায় পদাতিকগণ ॥
যদুকুল সংহতি চলিল দেবরাজ।
উগ্রসেন রাজা রহে দ্বারাবতী মাঝ ॥
পরম আনন্দে গেল মহা তীর্থস্থানে।
পুণ্য তীর্থ দেখিল সকল মুনিগণে ॥
অঙ্গিরা অগস্ত্য ঔর্ব্বস মহামুনি।
দেবল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ॥
গৌতম দুর্ব্বাসা গর্গ পুলস্ত্য তাণ্ডব।
চমস লোমশ দক্ষ ভৃগু আদি সব ॥
শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া মুনি আনন্দ অপার।
মুনিগণে গোবিন্দ করিল নমস্কার ॥
পুণ্যতীর্থে কৈল কৃষ্ণ সিনান তর্পণে।
মুনিগণে তুষিল অনেক রত্ন ধনে ॥
তবে কৃষ্ণ করিল গোকোটি রত্ন দান।
তবে যদুবল সঙ্গে কৈল জলপান ॥
তীর্থ যাত্রা-স্থানে দেখা হৈল নন্দ সনে।
যশোদা রোহিণী আদি গোপ গোপীগণে ॥
নন্দ দেখি বসুদেব কৈলা আলিঙ্গন।
রাম কৃষ্ণ কৈল নন্দের চরণ বন্দন ॥
যশোদা আনন্দ মতি কৃষ্ণ দরশনে।
উল্লাসিত হৈল যত গোপ গোপীগণে ॥
বসুদেব বলে নন্দ তুমি প্রাণসখা।
তোমা হৈতে হৈল মোর বংশের যে রক্ষা ॥
নানা বস্ত্র দিয়া নন্দে কৈল পুরস্কার।
গোপীগণে কৈল বসু গৌরব অপার ॥
তবে নন্দ মেলানি মাগিয়া যদুরাজে।
হরিষে প্রবেশ কৈল গোকুল সমাজে ॥
তবে বসুদেব চলে যথা মুনিগণ।
করযোড় করি বসু করে নিবেদন ॥
তবে বসুদেব বলে মুনিগণ স্থানে।
পুত্রভাব বিনু না জানিনু নারায়ণে।
কিরূপে তরিয়া যাব এ ভব সংসার।
উপায় বলহ কিসে পাইব নিস্তার ॥
শুনি মুনিগণ আজ্ঞা দিল যদুরাজে।
নিস্তার কারণ যজ্ঞ কর তীর্থ মাঝে ॥
শুনিয়া চলিল বসু রামকৃষ্ণ স্থানে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গানে ॥ ৩১২ ॥

বসুদেবের তীর্থ-যজ্ঞ।

রাগিণী মঙ্গলগুর্জ্জরী।

বসুদেব বলে বাণী শুন রাম হলপাণি
মুনিগণ আজ্ঞা দিল মোরে।
এই পুণ্য তীর্থ মাঝে বেগে কর যজ্ঞ কাযে
পরলোক তরিবার তরে ॥
রাম কৃষ্ণ এত শুনি গেল যথা সর্ব্ব মুনি
কহে দোঁহে করিয়া বিনয়।
কৃপা কর যদুরাজে যজ্ঞ কর তীর্থ মাঝে
যজ্ঞদ্রব্য আনিল তথায় ॥

---

* স্নান।

† অষ্টরমণী—১ রুক্মিণী, ২ জাম্ববতী, ৩ সত্যভামা, ৪ কালিন্দী, ৫ মিত্রাবতী, ৬ নগ্নজিতা, ৭ সুলক্ষণা, ৮ সুশীলা।

তবে সর্ব্ব মুনি মেলি কুণ্ড মধ্যে অগ্নি জ্বালি
স্বস্তিবাচ করি বেদধ্বনি।
যজ্ঞের উচিত যত তথা করি উপগত
বরণ করিল সর্ব্ব মুনি॥
গোঘৃত গুবাক দধি উডুম্বর সমিদাদি
কাষ্ঠ দিয়া জ্বালে হুতাশন।
ব্যাসদেব হৈল হোতা অঙ্গিরা আচার্য্য তথা
কুণ্ডে কৈল ব্রহ্মা আরাধন॥
সর্ব্ব মুনিগণ মেলি কুণ্ড মধ্যে ঘৃত ঢালি
মহা তেজ উঠিল আগুনি।
জানিয়া যজ্ঞের গতি বসু দৈবকীর প্রতি
বরণ করিয়া তথা আনি॥
যজ্ঞ শেষ হৈল দেখি তবে বসু দৈবকী
কুণ্ড মধ্যে দিল পূর্ণাহুতি।
যজ্ঞ বিষ্ণু প্রীতি-পণে সমর্পিল নারায়ণে
পুষ্পবৃষ্টি করে সুরপতি॥
যজ্ঞ পূর্ণ হৈল যবে বসু দৈবকী তবে
দক্ষিণা দিলেন মুনিগণে।
বসু সঙ্গে রাম হরি আশীষ প্রশংসা করি
মুনিগণ গেল তপোবনে॥
তবে রাম কৃষ্ণ সঙ্গে যদুবল লৈয়া রঙ্গে
প্রবেশ করিল দ্বারকায়।
পুরীখণ্ড আনন্দিত শুন রাজা পরীক্ষিত
শ্রীমুখ নন্দন রস গায়॥ ৩১৩॥

বিপ্রপুত্র রক্ষা বিবরণ।

মুনি বলে শুন রাজা দ্বারকা ভুবনে।
কৃষ্ণের প্রসাদে সুখানন্দ প্রজাগণে॥
বিপ্র এক বসতি করয়ে দ্বারকায়।
শুন পরীক্ষিত রাজা দৈবগতি তায়॥
গৃহারম্ভ করি দ্বিজ করেন বসতি।
প্রথমে তাহার নারী হৈল গর্ভবতী॥
দশ মাস দশ দিন সম্পূর্ণ হইল।
প্রসব হইবা মাত্র বালক মরিল॥
তবে কত দিনান্তরে গর্ভে পুনর্ব্বার।
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মরিল কুমার॥
হেন মতে অষ্টবার হয় গর্ভপাত।
হইল নবম গর্ভ শুন নরনাথ॥
অনেক দুঃখিত মনে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
হেন মতে দশ মাস হইল পূরণ॥
প্রসব হইবা মাত্র মরিল নন্দন।
কাতর হইয়া বিপ্র করয়ে রোদন॥
মৃত শিশু কোলে করি দ্বিজবর যায়।
রাখিল লইয়া শিশু কৃষ্ণের সভায়॥
কি মোর করমে হৈল কহ নারায়ণ।
কহিতে কহিতে দ্বিজ করয়ে রোদন॥
আছিল অর্জ্জুন বীর সভা বিদ্যমানে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া পার্থ কহিল ব্রাহ্মণে॥
শুন দ্বিজ চলি যাহ আপন মন্দিরে।
পুনরপি গর্ভ হৈলে ব্রাহ্মণী উদরে॥
আমাকে কহিবে তুমি প্রসব সময়।
শরজাল করি শিশু বাঁচাব নিশ্চয়॥
প্রবোধ করিয়া দ্বিজে করিল মেলানি।
তবে কত দিনে গর্ভ ধরিল ব্রাহ্মণী॥
দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ।
অর্জ্জুনে আনিলা দ্বিজ করিয়া যতন॥
প্রসব সময় পার্থ ধনুঃশর ধরি।
দশ দিক করে বন্দি শরজাল করি॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু গেল শূন্য পথে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গঞ্জে ধিক্কার পার্থে॥
লজ্জিত হইয়া পার্থ গেল কৃষ্ণ স্থান।
এ কিঙ্করপ্রসাদ কথা শুন নারায়ণ॥

এ লজ্জা সাগরে কৃষ্ণ করহ উদ্ধার।
হাসি কৃষ্ণ কহেন করিব প্রতিকার ॥
পার্থ সঙ্গে করি চলে রথ আরোহণে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গানে ॥ ৩১৪ ॥

কৃষ্ণের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও বিপ্রপুত্র আনয়ন।

রাগিণী বরাড়ী।

অর্জ্জুন সারথি করি রথ আরোহণে হরি
পশ্চিম মুখেতে আগমন।
জম্বু দ্বীপ পার হৈয়া সপ্ত দ্বীপ এড়াইয়া
সিন্ধু পারে দিল দরশন ॥
সপ্ত দ্বীপ হৈতে পার কৈল রথে আগুসার
প্রবেশ হইল তমো ঘোরে।
অন্ধকার এড়াইয়া চলিলা আনন্দ হৈয়া
উপনীত জ্যোতির্ম্ময় পুরে ॥
পার্শ্বে রাখি সিংহদ্বারে কৃষ্ণ গেল অভ্যন্তরে
যথা সে পুরুষ পুরাতন।
দণ্ডবৎ স্তুতি সেবা আদি নারায়ণ দেবা
ভাবে কৃষ্ণ দিল আলিঙ্গন ॥
কহে ব্রহ্ম সনাতন শুন নর নারায়ণ
ক্ষিতি কম্প অসুরের ভরে।
ব্রহ্মা আদি সুরপতি ক্ষীর নদী কূলে স্থিতি
অনেক বিনয় কৈল মোরে ॥
তবে আমি নিজ অংশে তোমা সৃজি হরিবংশে
পাঠাইনু ধরণী তারণে।
আপনি রহিলে রসে আমা প্রতি অসন্তোষে
তেঞি মারি দ্বিজপুত্রগণে ॥
এমন প্রকারে দুয়ে কথোপকথন হৈয়ে
কে জানিবে সে সব সন্ধান
কহিতে অকথ্য কথা বিপ্র সুতগণ তথা
শ্রীকৃষ্ণ দেখেন বিদ্যমান ॥
তবে ব্রহ্ম সনাতন আদি দেব নারায়ণ
মেলানি মাগিল দেব হরি।
বিপ্র দশ পুত্র সাথে অর্জ্জুন সারথি রথে
বাহির হইল সেই পুরী ॥
পরম আনন্দ হৈয়া দিল রথ চালাইয়া
বায়ুবেগে অশ্বের গমন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৩১৫ ॥

বিপ্রের দশ পুত্র ও বসুদেবের ছয় পুত্র পুনঃ প্রাপ্তি।

বড় রে দয়ার নিধি হরি!
এ ভবসমুদ্রে বিষম ঢেউ
তুমি তরাইলে তরি ॥ ধ্রু ॥

হেন রূপে অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণরথে।
ব্রাহ্মণের দশ গুটি পুত্র লৈয়া সাথে ॥
শীঘ্রগতি পূর্ব্বমুখে চলে রথখান।
অন্ধকার এড়াইয়া ত্বরাত্বরি যান ॥
সপ্ত সিন্ধু সপ্ত দ্বীপ পার হৈয়া সুখে।
দ্বারকা প্রবেশ কৃষ্ণ হইলা কৌতুকে ॥
ত্বরাত্বরি গেল সেই ব্রাহ্মণের ঘরে।
দশ পুত্র সমর্পিলা ব্রাহ্মণী গোচরে ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তবে পুত্রগণ পাইয়া।
কৃষ্ণার্জ্জুনে প্রশংসে আনন্দচিত্ত হৈয়া ॥
ধন্য ধন্য গোবিন্দ তোমার অবতারে।
তোমার মহিমা কেবা পারে বলিবারে ॥
তোমার প্রসাদে মোর বংশ রক্ষা হৈল।
অনেক আদর করি [illegible]

অর্জ্জুনেরে তুষিল অনেক পুরস্কারে।
মেলানি মাগিয়া কৃষ্ণ চলিলা মন্দিরে॥
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত।
এক মন হৈয়া শুন কৃষ্ণের চরিত॥
ব্রাহ্মণের পুত্র আনি দিল নারায়ণ।
এসব চরিত্র ভেল সংসারে ঘোষণ॥
দৈবকী সুন্দরী মনে দুঃখিত হইয়া।
কহেন কৃষ্ণের আগে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
শুন শুন গোবিন্দ যে দুঃখ মোর মনে।
কংসাসুর মাইল যে বালক ছয় জনে॥
তা সবা স্মরণে মোর বিদরে পরাণ।
বিদ্যা পড়ি আনি দিলে গুরুপুত্র দান॥
ব্রাহ্মণীর দশ পুত্র তাহা আনি দিলে।
এ সব ঘোষণা তুমি জগতে রাখিলে॥
সেই সব পুত্র আনি করাহ দর্শন।
এত শুনি রথ সাজ কহে নারায়ণ॥
দারুক সাজায়ে রথ আনিল গোচর।
রথে আরোহণ করি দেব গদাধর॥
পাতাল বৃহন্দে রথ দিল চালাইয়া।
অসুর ভূপতি গৃহে উত্তরিল গিয়া।
দেখিয়া আনন্দ বলি কৃষ্ণেরে লইয়া।
সিংহাসনে বসাইল ষড়ঙ্গে পূজিয়া॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা আমোদনে।
প্রভূপদ পূজিয়া দাণ্ডায় বিদ্যমানে॥
কি জানি কি ভাগ্য মোর পূর্ব্ব তপফলে
দেখিনু ও পাদপদ্ম নয়ন যুগলে॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা দিল বলি শুনহ বচন।
কোথা আছে আনি দেহ মম ভ্রাতৃগণ॥
আজ্ঞা পেয়ে অসুর নৃপতি ততক্ষণে।
ছয় শিশু আনি দিল কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥
নানা রত্নে পূজা করি দিলেন মেলানি।
জ্যেষ্ঠ বড় ভ্রাতৃ সঙ্গে চলে চক্রপাণি॥
দ্বারকানগরে কৃষ্ণ হইল প্রবেশ।
দেখিয়া দৈবকী দেবী আনন্দ বিশেষ॥
রূপে গুণে দেখিতে সুন্দর ছয় জন।
বসুদেব দৈবকী সুখে করেন পালন॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ বৈসে দ্বারকায়।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায়॥ ৩১৬।

সুভদ্রা হরণ।

শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন।
ব্রহ্মচারী রূপ তথা হইলা অর্জ্জুন॥
কায বাস পরিধান করে দণ্ডধারী
তীর্থে তীর্থে ভ্রমেন হইয়া ব্রহ্মচারী॥
দ্বারকানগরে দিয়া দিল দরশন।
বসুদেব দেখি তারে করিলা যতন॥
চারি মাস বরিষা রাখিল অতিথিরে।
পরিচর্য্যা করিতে দিলেন সুভদ্রারে॥
হেনরূপে রহে পার্থ দ্বারকা ভবনে।
অন্ন জল সুভদ্রা যোগায় প্রতিদিনে॥
যখন যা চাহে তাহা সুভদ্রা যোগায়।
বর্ষা অন্ত হৈল শুন পরীক্ষিত রায়॥
সুভদ্রা অর্জ্জুনে কথা ইঙ্গিত আকারে।
সুভদ্রা লইয়া পার্থ রথের উপরে॥
চলিল পার্থের রথ পবন গমনে।
সুভদ্রা হইল চুরি জানে সর্ব্বজনে॥
বলরাম ধায় রণে যদুবল লৈয়া।
বেড়িল পার্থের রথ শীঘ্রগতি গিয়া॥
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল ধনঞ্জয়।
মহা বলবান্ বীর বড়ই নির্ভয়॥
শরজাল করি করে বাণ বরিষণ।
অর্জ্জুন জানিয়া ক্ষমা দিলা নারায়ণ॥
বাহুড়িয়া যদুবল গেল দ্বারকায়।
সুভদ্রা লইয়া পার্থ গেল হস্তিনায়॥

ধর্ম্মসুত স্থানে পার্থ করিল গোচর।
বসুদেব সঙ্গে কৃষ্ণে আনে বৃকোদর॥
সুখে যদুরাজ পার্থে দিল কন্যাদান।
কেবল অর্জ্জুনে সখা দেব ভগবান॥
তবে যুধিষ্ঠির পূজা কৈল নারায়ণে।
বসুদেব তুষিল বিনয় ভক্তি মনে॥
সুভদ্রা অর্জ্জুন সঙ্গে হৈল পরিণয়।
সেই গর্ভে জন্ম অভিমন্যু ধর্ম্মময়॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণ বাণী।
পাণ্ডু বংশে সদয়-হৃদয় চক্রপাণি॥
তবে কৃষ্ণ যদুরাজ গেল দ্বারাবতী।
পরম আনন্দে লোক করয়ে বসতি॥
অকথ্য কৃষ্ণের গুণ কহনে না যায়।
মানসিক করিয়া মুনীন্দ্র জপে যায়॥
এবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত।
দুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দের গীত॥৮৩১৭॥

ঋষিদগের যজ্ঞ ও কৃষ্ণের প্রতি বৈকুণ্ঠ গমনের সঙ্কেত।

রাগ কৌশিক।

কহে শুক মহামুনি   পরীক্ষিত শুন বাণী
গোবিন্দ মহিমা গুণরাশি।
পূর্ব্বে ব্রহ্মমুনিগণে   সোপান সরোজ স্থানে
যজ্ঞ হেতু গোষ্ঠী করি বসি॥
অঙ্গিরা অগস্ত্য কক্ষ   মরীচি দুর্ব্বাসা দক্ষ
ব্রহ্মসুত সিদ্ধ নরজন।
পরাশর আদি করি   বামদেব ব্রহ্মচারী
কপিল ভার্গব তপোধন॥
ভৃগুকে ডাকিয়া আনি   কহেন সকল মুনি
যজ্ঞ করিয়াছি আরম্ভণে।
চল এবে স্বর্গ পুরে   ত্রিগুণ পরীক্ষা করে
ডাক দিয়া আন এই স্থানে॥
দেব সিদ্ধ মুনি মেলা   পুণ্যময় যজ্ঞশালা
তবে দিব পূর্ণার আহুতি।
সব মুনিগণ মেলে   যজ্ঞারম্ভ কুতূহলে
শুনি মুনি মানিল আরতি॥
তবে ভৃগু ত্বরাত্বরি   চলিল কৈলাস গিরি
দেখিল গিরিজা ত্রিলোচন।
মুনি দেখি হর গৌরী   আদর গৌরব করি
ত্বরিতে দিলেন অর্ঘ্যাসন॥
কহিয়া যজ্ঞের নাম   চলে মুনি ব্রহ্ম ধাম
যথা দেব কমল আসন।
ভৃগু দেখি প্রজাপতি   হইলা আনন্দ মতি
মুনিরে করিল সন্তর্পণ॥
যজ্ঞ হেতু কহি তারে   যাইয়া বৈকুণ্ঠপুরে
দেখিল শয়নে লক্ষ্মীনাথ।
নিদ্রার আবেশ অতি   হৈয়া মুনি ক্রোধমতি
দ্রুতবেগে মারে পদাঘাত॥
হৃদয়ে বেদনা পেয়া   সচকিতে চিয়াইয়া
দেখে কৃষ্ণ সম্মুখে ব্রাহ্মণ।
ভক্তিযুক্ত হৈয়া মনে   বসাইয়া সিংহাসনে
চাপে কৃষ্ণ মুনির চরণ॥
বিপ্র পদ রেণু চিহ্ন   হৃদয়েতে বিভূষণ
তেঞি নাম শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
এমন দয়াল হরি   যারে ভাবে বেদ চারি
ধেয়ানে না পায় যোগিজন॥
বুঝিয়া মুনির মতি   সংহতি ভুবনপতি
গেলা যথা যথা সর্ব্ব মুনিগণ।
কৃষ্ণ দরশন পেয়া   সবে আনন্দিত হৈয়া
ইন্দ্র করে পুষ্প বরিষণ॥
দেব সিদ্ধ মুনি আদি   যজ্ঞ কৈল যথাবিধি
ব্রহ্মপূজা করি আরাধন।

পূর্ণ সিদ্ধ করি কাম গেল সব নিজ ধাম
শুন রাজা পুরাণ বচন ॥ ৬
তবে কৃষ্ণ কৈল যাহা পরীক্ষিত শুন তাহা
ওথা শূন্য বৈকুণ্ঠ ভুবন।
অলক্ষে ব্রাহ্মণ আসি কৃষ্ণের নিকটে বসি
কহিল করিতে আগমন ॥
দূত গেল শূন্যপথে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল চিত্তে
প্রবল হইল যদুবংশ।
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
ব্রহ্মশাপ হেতু কৈল ধ্বংস ॥ ৩১৮ ॥

যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের পদে শরাঘাত।

রাগিণী টোড়ী।

কে জানে রামের নাম
বেদে দিতে নারে সীমা ধ্রু ॥

পরীক্ষিত রাজারে কহেন শুক মুনি।
তোমারে কহিনু যত দশমের বাণী ॥
একাদশে নিজ বংশ নাশিতে শ্রীহরি।
কৃষ্ণসুত মুনিকে ভাণ্ডিল টোল করি ॥
লৌহদণ্ড মুষল হইল ব্রহ্মশাপে।
ত্রাসে সবে জানাইল গোবিন্দ সমীপে ॥
লোহ শিখরে ঘষি সিন্ধুজল দিয়া।
জন্মিল এরকা বন ত্রিশির হইয়া ॥
শেষভাগ কর্কশ ঘষণ নাহি যায়।
গৃহে গেলা সবে সিন্ধুজলে ফেলি তায় ॥
আহার বলিয়া মীন করিল ভক্ষণ।
সে মীন ধীবর জালে পড়িল বন্ধন ॥
সে মৎস্য কাটিয়া হাটে বেচয়ে ধীবরী।
জরা ব্যাধ পেয়ে তা রাখিল শর করি ॥
এথা কৃষ্ণ দ্বারকায় কৈল অন্য মন।
ভূমিকম্প ধূম চয় ভৈরব গর্জ্জন ॥
উৎপাত দেখিয়া কৃষ্ণ ডাকে যদুবল।
দ্বারকানগরে আসি হৈল অমঙ্গল ॥
আজি হৈতে অষ্ট দিন সাগর হিল্লোলে।
দ্বারকানগর ডুবি পড়িবে পাথারে ॥
বিনাশ লক্ষণ আসি হইল প্রকাশ।
সবে মাত্র চিহ্ন রবে মোর গৃহবাস ॥
চল সবে সর্ব্বারম্ভে করিব প্রয়াণ।
প্রভাসের তীর্থে গিয়া করি স্নান দান ॥
যদুবল সঙ্গে করি রাম নারায়ণ।
প্রভাসের তীর্থে গিয়া দিল দরশন ॥
মায়ায় মধুবন কৃষ্ণ করিল সৃজন।
স্নান দান করিয়া যতেক যদুগণ ॥
মধুপান করি সবে মহা মত্ত হৈয়া।
সেই এরকার বৃক্ষ করে উপাড়িয়া ॥
আপনা আপনি যুদ্ধ করে সবে মেলি।
যদুবংশ মরে রঙ্গ দেখে বনমালী ॥
হেনরূপে বিনাশ হইল যদুবল।
উদ্ধবে করিয়া দয়া ভকত-বৎসল ॥
কহিল অনেক কৃষ্ণ উদ্ধবের তরে।
ভক্তিযোগ বিশ্বরূপ দেখাইল তারে ॥
বলভদ্র অনন্ত পুরুষ দেবরাজ।
যোগবলে প্রবেশিল বৈকুণ্ঠ সমাঝ ॥
তবে কৃষ্ণ উদ্ধবে কহিল কৃপা ছলে।
কহিল ত্বরিত চল বদরিকা স্থলে ॥
মহাব্রত তপস্যা করিয়া আরাধন।
অন্তকালে প্রবেশিবে আমার চরণ ॥
নিজ বংশ সংহার করিয়া মহামেরু।
যোগবলে আরোহণ কৈল নিম্বতরু ॥
জরা ব্যাধ শর ধনু ধরিয়া কাননে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাস পুলিনে ॥

বৃক্ষ বেড়ি কুঞ্জ লতায় গহলি।
ধবী লতায় রঙ্গে দোলে বনমালী॥
দেখিতে না পায় কুঞ্জে অঙ্গ ত্রিভঙ্গিম।
কৃষ্ণের চরণ পদ্ম অতি সুরঙ্গিম॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ গতি না যায় ছাড়ান।
কর্ণ বলি বীর চালাইল বাণ॥
তৎক্ষণে বাজে গিয়া গোবিন্দ চরণে।
মৃগ বলি ধায় ব্যাধ দেখে নারায়ণে॥
চতুর্ভুজ নিজ রূপ দেখি বিদ্যমান।
দণ্ডবৎ করে স্তুতি বিনয় বিধান॥
তবে কৃষ্ণ জরা ব্যাধে হইলা সন্তোষ।
এসব আমার মায়া তোর নাহি দোষ॥
শীঘ্রগতি যাহ তুমি হস্তিনা নগরে।
অর্জ্জুনে ডাকিয়া আন আমার গোচরে॥
আজ্ঞা পেয়ে জরা বেগে আনিল অর্জ্জুনে।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গানে॥ ৩১৯॥

কৃষ্ণের যোগমার্গে প্রয়াণ ও পাণ্ডব-দিগের স্বর্গে গমন।

রাগিণী করুণা।

তবে নারায়ণ ভুবনমোহন
পদে পেয়ে শরঘাত।
অর্জ্জুনে দেখিয়া কহে আশ্বাসিয়া
আলিঙ্গন দেহ পার্থ॥
সভয়ে অর্জ্জুন করে নিবেদন
পরীক্ষিতে করি ভয়।
তবে অর্জ্জুনেরে বিবিধ প্রকারে
গর্জ্জিয়া গোবিন্দ কয়॥
মায়াময় কানু পার্থ দিল তনু
হুল ধরি উঠি বসি।
নিজ তেজ লৈয়া যোগে মন দিয়া
অন্তর্ধান ব্রহ্মরাশি॥
কৃষ্ণ করি কোলে হৃদয়ে বিকলে
পাঁচ ভাই মেলি কান্দে।
কুন্তী আদি করি গোবিন্দ স্মঙরি
কেশপাশ নাহি বান্ধে॥
দেবতা অমরে কহে যুধিষ্ঠিরে
নিন্দে রাখ গোপীনাথে।
সংসার অসার কি কর বিচার
লড়হ উত্তর পথে॥
বাড়ব অনল দাহিল সকল
যদুবল আদি করি।
নিম্ব ভাসি জলে লাগিল উৎকলে
ভোগ হেতু নীল গিরি॥
যুধিষ্ঠির বেগে পাঁচ ভাই লগে
পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া।
চিন্তি গদাধরে চলিলা উত্তরে
দ্রৌপদী সংহতি লৈয়া॥
অনেক দুর্গম শিখর জঙ্গম
হিমালয় পরবেশ।
প্রথমে দ্রৌপদী হিমালয়ে ভেদি
হইল জীবন শেষ॥
তবে চারি ভাই পড়ে ঠাঞি ঠাঞি
প্রাণ দিয়া হিমজালে।
একা যুধিষ্ঠির গেল স্বর্গপুর
ধর্ম্ম আইল হেন কালে॥
রথের উপরে লৈয়া যুধিষ্ঠিরে
ইন্দ্র আদি দেবগণ।
মঙ্গল আরতি পূর্ণকুম্ভ পাতি
কিন্নর কিন্নরী গান॥
ব্রহ্মা শিব আদি দেখি সত্যবাদী
সুরমুনি কৈল পূজা।

বিমান গমনে বৈকুণ্ঠ ভুবনে
গেলা যুধিষ্ঠির রাজা ॥
দেখি দেব হরি আলিঙ্গন করি
করিল অনেক মান।
সকায় মুকতি পাইল নরপতি
শ্বেত দ্বীপে দিল স্থান ॥
শুন পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত
তোমার বংশের বাণী।
তবে পরীক্ষিত প্রেমায় পুলকিত
নিবেদয়ে পুটপাণি ॥
করি নিবেদন শুন তপোধন
বিনয় তোমার আগে।
শ্রীগুরু চরণ বৈষ্ণব শরণ
দুঃখীশ্যাম দাস মাগে ॥ ৩২০ ॥

শুকদেবের জন্ম কথা—
গোলোক চিত্র।

রাগিণী শোহিনী।

আজি বড় শুভদিন রে।
আমার যাদব আইল ঘরে ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণগুণ শুনি রাজা প্রেমে পুলকিত।
মুণির চরণ ধরি কহে পরীক্ষিত ॥
ধন্য ধন্য গোসাঞি তোমার অবতার।
এভব সঙ্কটে মোরে করিলে উদ্ধার ॥
কৃপা করি ভাগবত শুনাইলে মোরে।
নিবেদন করি প্রভু তোমার গোচরে ॥
আদ্য হৈতে ভাগবত একাদশাবধি।
কহিলে কৃষ্ণের কথা সুধারস নিধি ॥
আগম নিগম নহে তোমা অগোচর।
চিত্তের বাসনা পূর্ণ কর মুনিবর ॥
তোমার মুখের বাণী ভারত পুরাণ।
আপনি আপনা কথা কহিবে নিদান ॥
তুমিত মনুষ্য নহ দেব অবতার।
কহ কোথা স্থান স্থিতি জনম তোমার ॥
শুনিয়া রাজার বাণী কহে তপোধন।
ধন্য ধন্য রাজা তুমি গোবিন্দের জন ॥
এ বড় দুর্লভ কথা জিজ্ঞাসিলে তুমি।
কেবল নিগূঢ় কথা যে বলিব আমি ॥
দ্বাদশ স্কন্ধের কথা নিত্য সুখানন্দ।
শ্রবণে বদনে মনে পিয় মকরন্দ ॥
আগম নিগমে যাঁর অন্ত নাহি জানে।
দেবের দুর্লভ কথা শুন মোর স্থানে ॥
চৌদ্দ ভুবন পরে গোলক শিখর।
চিন্তামণি নামে স্থান নিত্য পরাৎপর ॥
যোগপীঠে কল্পতরু সপ্তমাবরণ।
সুমণি মণ্ডপ মাঝে রত্ন সিংহাসন ॥
কিঞ্জল্ক কর্ণিকা শোভে রত্ন ঝলমলি।
মধ্যে শ্যাম দুপাশে রাধিকা চন্দ্রাবলী ॥
মন্দার সন্তান কল্পতরু শোভা করে।
রত্নঝারা মুকুতা প্রবাল থরে থরে ॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত লতার শোভন।
সুরতরু শত শত বিচিত্র কানন ॥
কিশোর কিশোরী শ্যাম সঙ্গে সুধাননী।
হাস্য লাস্য কৌতুকে বিনোদ বিনোদিনী।
নিদ্রিত নিকুঞ্জ বেড়ি কালিন্দীর শোভা।
জলফুল সৌরভ ভ্রমর মনোলোভা ॥
ডাহুক ডাহুকী হংস হংসী চক্রবাক।
নানা রূপ জলচর দেখি লাখে লাখ ॥
কালিন্দীর কূল শোভা স্থল অনুপম।
পাতিয়া প্রেমের হাট রসময় শ্যাম ॥
বিহরে সুন্দরী রাধা সঙ্গে সুনাগর।
নৃত্য গীত তাল তন্ত্র রসের সাগর ॥

শুক পরীক্ষিতে এ সংবাদ গঙ্গাতীরে।
দুঃখীশ্যাম ডাকে নাথ পার কর মোরে ॥ ৩২১ ॥

গোলোকে রাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহার

রাগিণী ধানশ্রী।

এ সব নির্ম্মল কথা শুদ্ধ ভাগবত গাথা
শুনিলে আপদ দূরে যায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পর নিত্য সুখ নিরন্তর
যথা রাধা শ্যাম নটরায় ॥
শ্যাম বড় রসনিধি কেলিকলা নিরবধি
রসময়ী রাধা চন্দ্রাবলী।
অষ্ট দলে অষ্ট সখী ষোল দলে শশিমুখী
শ্যাম মুখে মোহন মুরলী
তরুণ কিশোররাজ বিলাসে বিপিন মাঝ
নৃত্য গীত রসের সন্ধান।
চারিদিকে যূথে যূথ সুনাগরী শত শত
একা কানু সবার পরাণ ॥
গোপ কন্যা মুনি কন্যা শ্রুতি কন্যা অতি ধন্যা
দেবকন্যা আদি নারীগণে।
সমান বয়স বেশ সমান সকল রস
মানিসে সেবয়ে স্থানে স্থানে ॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি যোগমায়া বলে ঘটি
কোটি কোটি সুনাগরী সঙ্গে।
অঙ্গনা অঙ্গন মাঝ বিলসে রসিকরাজ
লীলাময় লাবণ্য তরঙ্গে ॥
রাই সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মদন তরঙ্গ রঙ্গে
দোঁহে মুখ দেখি দোঁহে ভোর।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত রস অধরে মধুর হাস
একা প্রাণ কিশোরী কিশোর ॥
নিগূঢ় রসের সুখে রাধাকৃষ্ণ কুতূহলে
নিদ্রা গেল রসের আলসে।

আমি শুক তরুডালে না জানিনু নিশাকালে
মোর মনে অরুণ প্রকাশে ॥
নিদ্রাভঙ্গ দুইজন কোপ ভরে নারায়ণ
মোরে শাপ দিল তৎক্ষণ।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
সুরচিল শ্রীমুখনন্দন ॥ ৩২২ ॥

শাপগ্রস্ত শুকের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম

রাগ হিন্দোল।

ও হরি তুঁ বড় সুখদাতা ॥ ধ্রু ॥

নিদ্রাছলে ছিল রাধা কানু নিধুবনে।
নিশি শেষ হৈল হেন বুঝি অনুমানে ॥
মুঞি শব্দ করিতে ডাকিল পক্ষীগণ।
কোপভরে শাপ মোরে দিল নারায়ণ
হেদেরে পাপিষ্ঠ শুক কি তোর ব্যভার
রব করি নিদ্রাভঙ্গ করিলি আমার ॥
এই অপরাধ তোর হইল এ স্থলে।
ব্যাধ রূপ হইয়া জন্মহ মহীতলে ॥
সম্পাত পাইয়া তবে কহিনু প্রভুরে।
না জানিয়া কৈনু দোষ ক্ষমহ আমারে ॥
শাপান্ত বচন প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে।
মুকতি পাইবে তুমি তিন জন্মান্তরে ॥
এক জন্ম ব্যাধ হৈয়া মরতে জন্মিবে।
যে মিলে আহার তাহা মোরে দিয়া খাবে ॥
সে দেহ অন্তরে জন্ম হবে বিপ্রকুলে।
শুকদেব বলি নাম অবনীমণ্ডলে ॥
মোর নাম গুণ প্রকাশিয়া মহীতলে
তবেত আসিয়া শুক হবে এই স্থলে ॥
এই আজ্ঞা দিল মোরে গোবিন্দ আপনি
বিষ্ণু ব্যাধ নামে আসি জন্মিনু অবনী ॥
যখন যে পাই করি কৃষ্ণে নিবেদন।
পশুপক্ষী মারি করি কাল নিবারণ ॥

এক দিন আমারে সে দৈব মায়া কৈল।
ঘড়িত ভুজঙ্গ পথে প্রথমে মিলিল ॥
তাহা বিনা ভক্ষ্য কিছু না দিল গোসাঞি।
ভক্ষিনু সে মাংস কৃষ্ণে সমর্পিনু নাই ॥
অমৃত অধিক তাহা সুস্বাদ বদনে।
হেন বস্তু প্রভুরে না দিনু মূঢ় পণে ॥
শরাসনে গলা কাটি মরিতে নিশ্চয়।
করে ধরি মোরে কৃপা কৈল দয়াময় ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে সে শরীর হৈল পাত।
তবে ব্যাসদেবের মন্দিরে লইনু জাত ॥
দ্বাদশ বৎসর যে রহিনু মাতৃগর্ভে।
বিষ্ণুমায়া রাখিয়া জন্মিনু ভূমিভাগে ॥
পূর্ব্বকথা কহি আমি তোমার যে স্থানে।
শুকদেব নাম মোর এইত কারণে ॥
শুন পরীক্ষিত রাজা কহিনু নিদান।
ইহ লোকে পরলোকে বন্ধু ভগবান ॥
শুনিয়া সন্তোষ রাজা শুকমুখে বাণী।
ভাগবত কৃষ্ণরস প্রেমতরঙ্গিণী ॥
শুনিলে আপদ নাশ বৈকুণ্ঠেতে বৈসে।
পড়িবে শুনিবে প্রাণী কৃষ্ণভক্তিরসে ॥
প্রথম হইতে কথা দ্বাদশ অবধি।
কহিল রাজার আগে শুক কৃপানিধি ॥
মহা পুণ্য গ্রন্থ কথা ভক্তির বিশ্বাসে।
রাজারে কহিল শুক এ সপ্ত দিবসে ॥
মহাযজ্ঞ ব্রত তপ আদি কন্যাদান।
পুণ্য উপদেশ নাহি ইহার সমান ॥
কেবল কলুষ নাশ মোক্ষের কারণ।
ইহলোকে পরলোকে পায় উদ্ধারণ ॥
দুঃখীশ্যাম দাস মজে গোবিন্দের রসে।
বারেক তারহ হরি এ কলিকলুষে ॥ ৩২৩ ।

পরীক্ষিতের বৈকুণ্ঠে গমন।

রাগ ভাটিয়ারি।

জয় রাধা কৃষ্ণ বল রে ভাই
জয় রাধা কৃষ্ণ বল।
মায়া ঘোরতর তিমির সংসার
হরি নাম কর সার।
অনেক জনমে কামনা করিয়া
পেয়েছ দুর্লভ তনু।
ভাবি দেখ ইতি না পাবে মুকতি
গোবিন্দ ভজন বিনু ॥
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ হয়ে যায়
আপনা চিনিয়া চল।
আগে না গণিয়া সুপথ ছাড়িয়া
কুপথে কি রসে ভুল ॥
গুরুর বচনে পরম যতনে
পরিণাম গণি লৈয়া।
কহে দুঃখীশ্যাম শুন মোর মন
রাধা কৃষ্ণ নাম লৈয়া ॥ ধ্রু ॥

শুকদেব সঙ্গে রাজা কৃষ্ণ কথা রসে।
দুর্ব্বাসা আপনি যান নৃপতি সম্ভাষে ॥
গঙ্গা তীরে তীরে মুনি পদব্রজে যায়।
দেখিল বদরী ফল ভাসিছে গঙ্গায় ॥
অকালে অপূর্ব্ব ফল তক্ষক আপনি।
দেখিয়া বদরী ফল হাতে কৈল মুনি ॥
রাজারে আশীষ কৈল সেই ফল দিয়া।
ফল নিল নৃপতি দুর্ব্বাসা সম্ভাষিয়া ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ যত খণ্ডন না যায় ॥
সুবাসিত ফল রাজা পরশে নাসায় ॥
নাসাগ্রে তক্ষক তার করিল দংশন।
গরল বহিল মুখে ঢলিল রাজন ॥

মুনিগণ রাজারে করিল সচেতন।
বদনে গোবিন্দ নাম রটন্তি রাজন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাজার তনু হৈল পাত।
হরি ধ্বনি করি মুনি বেড়ে নরনাথ॥
বিমান লইয়া আইল পারিষদগণ।
নৃপতি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ॥
ইন্দ্র আদি দেবতা নৃপতি লৈয়া রথে।
কিন্নর কিন্নরী অপসরা বৃন্দ সাথে॥
পুষ্প বৃষ্টি করে কেহ চামর ঢুলায়।
ধন্য ধন্য পরীক্ষিত ডাকে দেবতায়॥
ধন্য পরীক্ষিত সে সফল তোর জন্ম।
ধন্য তোর মাতা পিতা ধন্য তোর কর্ম্ম॥
আরতি করেন ব্রহ্মা শিব আদি করি।
রাজারে লইয়া গেল বৈকুণ্ঠ নগরী॥
গোবিন্দ দর্শন কৈল অভিমন্যু সুত।
পরীক্ষিতে দেখি কৃষ্ণ আনন্দ বহুত॥
মহাভক্ত রাজারে দেখিয়া নারায়ণ।
নিজরূপ চতুর্ভুজ কৈল ততক্ষণ॥
বিবিধ অমৃত ভোগ দিলেন রাজারে।
দিব্যাঙ্গনা দাস দাসী সেবা করিবারে॥
একান্ত ভকতি কৈল রাজা পরীক্ষিত।
বৈকুণ্ঠ পাইল গোপীনাথে দিয়া চিত॥
হেনরূপে ভাগবত দ্বাদশ যে স্কন্ধ।
ভক্তি ভাবে শুনি রাজা হইল আনন্দ॥
[illegible]ক্ষিত সম কেবা হবে ভাগ্যবান।
শুক পরীক্ষিত হৈতে প্রকাশ পুরাণ॥
মোক্ষ পাইয়া গেল রাজা বৈকুণ্ঠ ভুবন।
তপোবনে গেলা [illegible] স্তর মনিগণ॥
এই ভাগবত কথা সর্ব্ব শাস্ত্র সার।
ভক্তিভাবে শুন জীব পাইবে নিস্তার॥
মকরে প্রয়াগে করে কোটি কন্যা দান।
পুণ্য উপদেশ নাহি ইহার সমান॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজসূয় করে।
কৃষ্ণ ভক্ত জন তুল্য ফল নাহি ধরে॥
এক ভাবে ভজ প্রাণী দেব নারায়ণ।
ভব কুম্ভীপাকে যেন না হও মগন॥
দৃঢ় ভক্তি হৈলে হবে গোবিন্দের জন।
মনুষ্য জন্মের সার ভজ নারায়ণ॥
কোন কালে না পাইবে হরি হেন বন্ধু।
কৃষ্ণ ভজ হেলায় তরিবে ভব সিন্ধু॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিবারে নাহি চাহি ধন।
কৃষ্ণ ভজ সর্ব্বত্রে পাইবে উদ্ধারণ॥
হেন প্রভু না পাইবে অখিল ভুবনে।
ভজ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ দৃঢ় ভক্তি মনে॥
হরির হইয়া থাক হিত চিন্ত মনে।
হরি বিনা বন্ধু নাহি ভব বিমোচনে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে যার জন্মিবে বিশ্বাস।
সে প্রাণী অবশ্য হবে গোবিন্দের দাস॥
দুঃখীশ্যাম দাস বলে আমি অল্প মতি।
যে বা পড়ে শুনে এই গোবিন্দের গীতি॥
দোষ ক্ষমা করিবে বৈষ্ণব গুরুজন।
কৃপা কর কৃষ্ণগুণে রহু মোর মন॥
ভরসা করিয়া গুরু চরণ যুগল।
পুস্তক হইল পূর্ণ গোবিন্দমঙ্গল॥ ৩২৪॥

শ্রীগোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ সমাপ্ত